

॥ শ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

উদ্ধব সন্দেশ-ভ্রমরগীতা

শ্রীশুক উবাচ

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্রিয়ঃ প্রলম্ববাহুং নবকঙ্কলোচনম্ ।

পীতাম্বরং পুষ্পরমালিনং লসনমুখারবিন্দং পরিমৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥১॥

সুবিস্মিতাঃ কোহয়মপীব্যদর্শনঃ কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেশভূষণঃ ।

ইতি স্ম সর্বাঃ পরিবক্রকঃ সুকান্তমুত্তমঃ শ্লোকপদানুজাশ্রয়ম্ ॥২॥

১-২ । ভ্রমরঃ : শ্রীশুক উবাচ । ব্রজস্রিয়ঃ প্রলম্ববাহুঃ (অজানুলম্বিত বৃজ) নব-কঙ্ক-
লোচনং (বিকশিত কমললোচনং) পীতাম্বরং পুষ্পরমালিনং (পদ্মমালাধারিণং) লসনমুখারবিন্দং পরিমৃষ্ট-
কুণ্ডলম্ (পরিমার্জিতে কুণ্ডলে যন্ত তং) কৃষ্ণানুচরং তং (উদ্ধবং) বীক্ষ্য সুবিস্মিতাঃ (পরমবিস্ময়ং
প্রাপ্তাঃ, অস্তত্রাপি কথং এতাদৃশোহস্তীতি তদেতদাহঃ) অচ্যুতবেশভূষণঃ অপীব্যদর্শনঃ (সুন্দরং দর্শনং
যন্ত সঃ) অয়ং কঃ ? কুতঃ [আয়াতঃ] চ ? কশ্চ [অনুচরঃ] ইতি [উক্ত্ৱা] [সর্বাঃ [ব্রজস্রিয়ঃ]
উৎস্রুকাঃ [সত্য] উত্তমঃ শ্লোকপদানুজাশ্রয়ম্ উদ্ধবং পরিবক্রঃ (পরিতঃ বেষ্টয়ামাসুঃ) ।

১-২ । মূল্যাবুদ্বাদঃ : শ্রীশুকদেব বললেন— অজানুলম্বিতবাহু, নবকমললোচন, পীতবসনধারী
পদ্মমালী, উজ্জল মুখকমলে এবং উজ্জলীকৃত কুণ্ডলে শোভন কৃষ্ণানুচর উদ্ধবকে দূর থেকে সাক্ষাৎ দর্শন
করে পরম আশ্চর্য হলেন ব্রজস্রীগণ । — অহো কে, এই কৃষ্ণসম বেশভূষণধারী সুদর্শন পুরুষ, কোন্
দেশ থেকে এল, আর কাহারই বা অনুচর, এইরূপ বলে রাধাদি প্রেয়সীগণ সকলে উৎকণ্ঠায় ধৈর্যহারা
হয়ে কৃষ্ণপদানুজ আশ্রয়ী উদ্ধবকে ঘিরে দাঁড়ালেন ।

১-২ । শ্রীজীব বৈ. তা. টীকা : তস্মিতি যুগ্মকম্ । রহসীত্যস্ত তৃতীয়পদ্যস্তাপ্যত্রাখ্যঃ
কার্য্যঃ, কোহয়মিত্যাदिना বিতर्क्य जानीमस्त्वामिति श्रयमेव निर्णयात् । आहिकं कृत्वा ब्रजमागतश्चेत्तदा-
भविष्यत्, तर्हि लोकसंग्रहे तस्मिन् परम्परायाः सोऽयं महारथी वाक्त्त एवाभविष्यदिति ब्रजस्रिय इति,
ब्रजेऽपि श्रेष्ठत्वेन याः प्रसिद्धा भगवत्प्रेयसीरूपाः स्त्रियस्ता इत्यर्थः, 'ब्रजस्रियः कृष्णगृहीतमानसाः'
(श्रीभा १०।२२।४) इत्यादिष्वपि तथैव तत्प्रसङ्गे तच्छदप्रयोगात् । तमुद्धवं वीक्ष्य, तं कृष्णानुचरं
वीक्ष्य, तदाकारतया निडाला ; तत्र हेतुः प्रलम्बबहुमित्यादिः । तत्र पुष्परमाला तु प्रस्थापनसमये

শ্রীভগবতৈব স্বকর্থাৎ প্রসাদীকৃতেন গম্যতে, ব্রজেহপ্যোতাদৃশ-তৎসমানরূপবেশা এব তদনুচরা ইত্যনুমানান্দনুচরেন বিতর্কোত্যর্থঃ ॥

অতঃ সুবিস্মিতা, অগ্ন্যত্রাপি কথমেতাদৃশোহস্তীতি তদেতদাহঃ—কোহয়মিতি । শুচিস্মিতা ইতি পাঠে তস্য প্রসাদায়া রোপিতস্মিতা ইত্যর্থঃ । দৃশ্যত ইতি দর্শনং রূপম্ ; বেশো বস্ত্র-তিলক-কেশবন্ধাদিঃ ভূষণং কটক কুণ্ডলাদি ; যদ্বা, অচ্যুতস্য বেশভূষণে এব বেশভূষণে যস্য তম্, ‘য্যোপযুক্ত-অগগন্ধবাসোই-লঙ্কারচর্চিতাঃ’, (শ্রীভা ১১।৬।৪৬) ইত্যোতদ্বাক্যানুসারাৎ । তত্রাপ্যাপাততোইসঙ্কোচে হেতুঃ—উৎসুকাঃ কালান্ধমণ্ডেন বিচারশূন্যঃ, পশ্চাদপি তত্র হেতুঃ—উত্তমঃ শ্লোকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তৎপদানুজমেষাশ্রয়ো যস্য তম্, যদ্বা, উত্তমঃ শ্লোকপদানুজমোঃ সম্বাহনার্থমুপধানবদাশ্রয়ং যস্য, তস্য তথা তদাঙ্গীয়তাং নির্দার্যোত্যর্থঃ ॥

॥ জী০ ১-২ ॥

১-২ । শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকানুবাদ ৪ : তং ইতি যুগল শ্লোক—এর সঙ্গে অধ্বয় করতে হবে তৃতীয় শ্লোকের ‘রহসি’ অর্থাৎ ‘নির্জনে’ পদটি । ইনি কে, কোথেকে এসেছে ইত্যাদি মনের বিতর্ক, কারণ চতুর্থ শ্লোকের ‘জানিমন্তাম্’ অর্থাৎ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যত্নপতির পার্শ্বদ, এইরূপে নিজেকে নিজেই নির্ণয় করায় বিতর্ক-যে তা বুঝা যাচ্ছে । —আহ্নিক করবার পর যদি মথুরা থেকে বুজে আসতেন, তা হলে নির্জনে দেখা সম্ভব ছিল না, তা হলে সেই লোক সংঘটে পরস্পর সে যে মহারথী, তা ব্যক্ত হয়ে পড়ত নিশ্চয়ই, বিতর্ক হত না । ব্রজস্থিয় ইতি—ব্রজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেয়সীরূপে যারা প্রসিদ্ধ সেই রাধাদি রমণীগণ । ইহা বুঝা যায় “বৃজস্থিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ” (শ্রীভা০ ১০।২৯৪) ইত্যাদি শ্লোকেও সেইরূপই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রীতি প্রসঙ্গে ‘ব্রজস্থিয়ঃ’ শব্দটিরই প্রয়োগ থাকা হেতু তৎ বীক্ষ্য—উদ্ধবকে দেখে, আরও কৃষ্ণাবুচরং বীক্ষ্য—অনুচর-আকাররূপে দেখে, এখানে হেতু প্রলম্ব-বাহু ইত্যাদি—অজানুলম্বিত বাহু ইত্যাদি । তথায় ‘পুষ্করমালা’ রওনা দেওয়ার সময়ে শ্রীকৃষ্ণই প্রসাদী করে নিজ কণ্ঠ থেকে খুলে যা পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পদ্মমালা, এরূপ বুঝতে হবে । ব্রজেও অনুচরদের কৃষ্ণের সমান রূপ বেশই । তাই অনুচর বলে অনুমান করলেন ‘কোহয়ম্’ (২ শ্লোকে) এ-কে ?

অতঃপর সুবিস্মিতা—কৃষ্ণ ছাড়া অগ্ন শরীরেও কি করে এতদৃশ লক্ষণসব থাকতে পারে তাই অতিশয় বিস্মিত হয়ে বিতর্কে এই কথা বলে উঠলেন কোহয়ম্—এ কে ? শুচিস্মিতা—এই পাঠে অর্থ—উদ্ধবের প্রসন্নতার জন্য আরোপিত মুহূ হাসি । চেয়ে দেখবার মতো দর্শনঃ—রূপ, বেশ—বস্ত্র-তিলক-কেশবন্ধনাদি, ভূষণং—কটক-কুণ্ডলাদিযুক্ত এ কে ? অথবা, কৃষ্ণের উপভুক্ত বেশভূষণই যার অঙ্গের বেশভূষণ হয়েছে, সেই জন, এ কে ? “উদ্ধব বাক্য—আপনার সেবক আমরা আপনার উপভুক্ত মালা-গন্ধ-বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে আপনার মায়াকে জয় করতে সমর্থ হয়েছি।” (শ্রীভা০ ১১।৬।৪৬) । এইরূপ উদ্ধব বাক্য অনুসারেই উপযুক্ত অর্থ করা হয়েছে । ইতি পল্লিবক্র উৎসুকাঃ—এ কে ? এরূপ বলে উদ্ধবকে ঘিরে দাঁড়াল উৎসুক গোপীগণ যত্নপতির পার্শ্বদ বলে

তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসংকৃতং স-ব্রীড়হাসেক্ষণস্মৃতাতিভিঃ ।

রহস্যপুচ্ছনুপবিষ্টমাসনে বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ ॥ ৩ ॥

৩। অন্নয়ঃ [ব্রজস্রিয়ঃ] প্রশ্রয়েন (বিনয়েন) অবনতাঃ (সত্যঃ) রহসি (নির্জনে) আসনে উপবিষ্টং তং (উদ্ধবঃ) রমাপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণ) সন্দেশহরং (বার্তাবহং) বিজ্ঞায় সব্রীড়হাসেক্ষণ-স্মৃতাতিভিঃ সুসংকৃতং [কৃতা অপুচ্ছন ।

৩। যুক্তাববাদঃ : নিজনে আসনোপবিষ্ট উদ্ধবকে রমাপতির বার্তাবহ বলে জ্ঞাত হয়ে ব্রজ রমণীগণ তখন বিনয়ে অবনত হয়ে লজ্জামিশ্রিত হাসি, ঈর্ষন ও প্রিয়বাক্য-পাণ্ডাদি দ্বারা আদর করত জিজ্ঞাসা করলেন ।

বুঝতে পারলেও এক্ষণে এই অসঙ্কোচে হেতু উৎসুকাঃ—উৎকণ্ঠায় ধৈর্যহারা হয়ে বিচারশূন্য হয়ে পড়লেন—পরে আরও হেতু পদাঘ্নুজশ্রমঃ—এই উদ্ধব উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের পদাঘ্নুজ আশ্রয়ী অথবা, শ্রীকৃষ্ণের পদাঘ্নুজকে সম্বাহনের জন্য বালিশের মতো আশ্রয়কারী এই উদ্ধব,—এইরূপে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা নিরূপিত হল । জী• ১-২ ॥

১-২। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাঃ

সপ্তচত্বারিংশকেস্মিন্ চিত্রজ্ঞান দশোদ্ধবঃ ।

আকর্ষ্য প্রোচ্য সন্দেশান্ গোপীঃ স্তুত্বা পুরীং যযৌ ॥

শুচি শুদ্ধং স্মিতং যাসামিতি কৃষ্ণস্মারকবেশদর্শনোথেন হর্ষণে স্মিতম্ । “সুবিস্মিতা” ইতি পার্শ্বে কৃষ্ণস্যৈব পীতান্তরীয়মিদং তদঙ্গোত্তরীর্ণমেব কমলমালাং চ কথমেনে প্রাপ্তমিতি বিস্ময়ঃ । অপীবাং সুন্দরঃ দর্শনঃ যস্য সঃ । কোহয়ং কুতঃ কস্য বা মনুষ্য ইতি বদন্ত্যঃ কৃষ্ণবৃত্তান্তপ্রাপ্তিসংজ্ঞাবনয়া উৎসুকাঃ । বি• ১-২ ॥

১-২। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবাবাদঃ : এই ৪৭ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, উদ্ধব মহাশয়ের গোপীদের মুখে দশবিধ চিত্রজ্ঞান শ্রবণ । তৎপর তাঁদের কৃষ্ণের পার্শ্বান সন্দেশ দান গোপীগণকে । তৎপর মথুরা গমন ।

‘সুবিস্মিতা’—[পার্শ্ব ছন্দকার ‘শুচিস্মিতা’ ও ‘সুবিস্মিতা’ ‘শুচিস্মিতা’ নির্মল হাসিনী—কৃষ্ণস্মরণ করানো দর্শনজাত হর্ষণে ঈষৎ হাসি । ‘সুবিস্মিতা’ কৃষ্ণেরই এই পীত উত্তরীয় ও তারই গলা থেকে খুলে নেওয়া এই কমলমালা এ কি করে পেল, এরূপ বিস্ময় । অপীবাং দর্শনঃ ইতি—সুন্দর দর্শন এ কে, কোথা থেকে এল, কার বা লোক, এরূপ বলতে বলতে কৃষ্ণ বার্তা প্রাপ্তি সম্ভাবনায় উৎসুক হয়ে উঠল গোপীগণ । বি• ১-২ ॥

৩। শ্রীজীব বৈ• তো• টীকাঃ : ততশ্চ তমিতি তমুদ্ধবং রহসি রমাপতেঃ সন্দেশহরং বিজ্ঞায় স্বয়মেব পূজাজ্ঞেন দত্তে আসনে উপবিষ্টং সন্তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সত্যঃ পুনঃ সব্রীড়হাসেক্ষণস্মৃতা-

দিভিঃ সুসংকৃতং সন্তমপৃচ্ছমিতি ক্রমঃ কৰ্ত্তব্যঃ। অত্রাসন ইতি সামীপিকার্থমেবাধিকরণং জ্ঞেয়ম্, তদ্বিধানু তস্ম মহাভক্তেরেব নির্ণেয়মাণত্বাৎ, যতঃ সৈরিক্সাদিষু তস্ম তাদৃশতা বর্ণয়িত্ব ইতি কৈমুত্যা-
লাভাচ্চ। প্রশংষণাবনতঃ বিনয়নত্রশিরসঃ ব্রীড়ো ব্রীড়া, হাসঃ প্রসাদ, তাভ্যাং যুক্তমীক্ষণমবলোকনং, স্নুতং চ, স্বাগতং কুশলঞ্চ ইত্যাদি প্রিয়বাক্যং, তদাদিভিস্তৎপুৰঃসরাসন-পাছাদিভিঃ সুসংকৃতমাদৃতং, ততশ্চ রহসি বিজাতীয়ভাবাগোচরে তত্রাসন উপবিষ্টং সন্তং তাদৃশরহঃস্থলাগমনোপবেশাদিহেতোঃ রমাপতেঃ
সন্দেশহরং বিজ্ঞায় 'অস্মাষপি কমপি সন্দেশমানীতবানয়ম্' ইতি নিশ্চিত্যাপৃচ্ছন্—রমাপতেরিতি ; 'জয়তি
তেহধিকং জন্মনা' (শ্রীভা ১০।৩।১২) ইত্যনুসারাতাদৃশ-তৎসম্পত্তি-দর্শনেন জাতস্য তাসামেবাভিপ্রায়স্য
প্রকটনমিতি বিশেষ্য-ব্যাখ্যেয়ম্॥ জী০ ৩ ॥

৩। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুবাদ : অতঃপর 'তম্' সেই উদ্ধবকে এই 'রহসি' নির্জনে
'রমাপতেঃ' রমাপতির বাতাবহ বলে জানতে পেরে পূজাক্রমে তাকে যে আসন দেওয়া হল তাতে
নিজে নিজেই উপবিষ্ট তাঁকে সুসংকৃত করত 'সব্রীড় ইতি' সলজ্জ হাসি-ঈক্ষণ-মধুর বাক্যাদিতে সুসংকৃত
করত জিজ্ঞাসা করলেন,— এই ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা করণীয় আসন ইতি—এখানে সামীপ্য অর্থেই
অধিকরণ অর্থাৎ আসন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে— অর্থাৎ গোপীদের কাছাকাছি একটি স্থান (উদ্ধবকে
দেওয়া হল) [সামীপ্য, একদেশ সম্বন্ধ, দিয়য়, ব্যাপ্তি এই চতুর্বিধ আধার (আসন) - উদ্ধবের প্রতি
তদ্বিধ রমণীদের এই পূজা নির্ণয় করল কৃষ্ণের প্রতি তাদের মহাভক্তি, কৈমুতিক স্থায়ে। আর আসন
দানে যে পূজা হয়, তার প্রমাণ (শ্রীভা০ ১০।৪।৩) শ্লোক "সমাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ"—'সৈরিক্সী
কুজা শ্রীকৃষ্ণকে আসনাদি উপকরণে পূজা করলেন।'—প্রশংষণাবরণতঃ—বিনয়ে অবনত হয়ে।
সব্রীড়হাসেষ্ণ— সলজ্জ হাসিরূপ প্রসাদের সহিত মিশ্রিত ঈক্ষণ— অবলোকন ও স্নুততঃ— স্বাগত,
কুশল প্রশ্ন ইত্যাদি প্রিয় বাক্য, এই সবেদ দ্বারা এবং তৎপর আসন-পাদাদি দ্বারা সুসংকৃতঃ— আদৃত,
অতঃপর রহসি—বিজাতীয় ভাবাপন্ন লোকের অগোচরে নির্জন স্থানে আসনোপবিষ্ট 'তং' উদ্ধবকে
অপৃচ্ছন্— জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ নির্জন স্থানে আগমন-উপবেশনাদি হেতু গোপীরা বুঝতে
পারলেন এ জন রম্যাপতেঃ রমাপতি কৃষ্ণের বাতাবাহক। আমাদের জ্ঞাত্য কোনও বাতাবা নিয়ে
এসেছে, একপ নিশ্চয় করত জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে 'রমাপতেঃ' শব্দটির তাৎপর্য একপ— "হে কৃষ্ণ,
তোমার আবির্ভাবে এই ব্রজ বৈকুণ্ঠাদি থেকেও সমধিকরূপে জয়যুক্ত হচ্ছেন। যেহেতু মহালক্ষ্মী এই
ব্রজধাম অবলম্বন করে বিরাজমান।' (শ্রীভা০ ১০।৩।১১) এই শ্লোকানুসারে ব্রজের তাদৃশ সম্পত্তি
দর্শনে জাত গোপীচিত্ত অভিলাষ প্রকাশ হয়ে পড়ল রমাপতির বাতাবাহককে দর্শন করে, এরূপে
'রমাপতির' বৈলক্ষণ্য দেখিয়ে ব্যাখ্যা করণীয় ॥ জী০ ৩ ॥

৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : প্রশংষণাবনতা বিনয়নত্রশিরসঃ। ব্রীড়া স্বীয়স্বভাবোথা মুখ্য-
দেবীষষ্ঠাবরণলক্ষণা লজ্জা সা হ্যদরণীয়জনসামান্যদর্শনে সহসৈব ভবেৎ। হাসঃ স্বপ্রিয়দাস এবায়মিতি

জানীমস্ত্বাং যত্নপতেঃ পার্শ্বদং সমুপাগতম্ ।

ভত্রে'হ প্রেথিতঃ পিত্রোৰ্ভবান্ প্রিয়চিকীৰ্ষয়া ॥ ৪ ॥

৪। অল্পম্নঃ সমুপাগতং ত্বাং যত্নপতেঃ (কৃষ্ণস্ত) পার্শ্বদং জানীমঃ । পিত্রোঃ প্রিয়চিকীৰ্ষয়া (তৎসন্দেশৈঃ প্রীতিং কতু'মিচ্ছয়া) ভত্ৰা' (ত্ৰীকৃষ্ণেন) ভবান্ ইহ (ব্রজে) প্রেথিতঃ (প্রেথিতঃ) ।

৪। স্মৃণাবুবাদঃ তোমার পরিচ্ছদ দেখে বুঝা যাচ্ছে, তুমি যত্নপতি কৃষ্ণের পার্শ্বদ । পিতামাতা নন্দ-যশোধার প্রিয়সাধনের জন্ত স্বামী যত্নপতির দ্বারা প্রেরিত হয়েই এসেছ ।

নিশ্চয়েন মুখপ্রসাদঃ তাভ্যাং যুক্তমীক্ষণং সম্পূর্ণাবলোকনম্ । স্মৃতং স্বাগতং কুশলমিত্যাदि প্রিয়বাক্যম্ । আদিশব্দাং যথা সময়ং যথোপস্থিতঞ্চ পাদ্যাদিকমাতিথ্যং তৈঃ স্মসংকৃতমাদৃতম্ । রহসি বিজাতীয়জনা-গোচরে স্থলে অপৃচ্ছন্ তাদৃশস্থলে সহসৈবাগমনেন তং রহঃ সন্দেশহরং বিজ্ঞায় রমাপতেরিতি । গোপীপক্ষ-পাতিনঃ শুকস্ত্যাসূয়াদ্যোতনং,—সম্প্রতি মথুরায়াং স্পষ্টমেব পরমেশ্বরং তং স্ময়িতুং রমা । এবাগমিষ্যতি কিমেতান্ন সন্দেশপ্রেষণদন্তেনেত্যাকারকম্ ॥ বি० ৩ ॥

৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ প্রজ্ঞায়ণাবলম্ব্যতাঃ—বিনয়নম্রভাবে । বীড়া—নিজ স্বভাবোক্ত-মস্তকাদির উপরে ঈষৎ ঘোমটা-টানাদি লক্ষণে লজ্জা ।—এই লজ্জা আদরনীয় জনসামান্য দর্শনে সহসাই হয়ে থাকে । হাসঈক্ষণ—এ নিজ প্রেষ্ঠের দাসই হবে, একপ নিশ্চয়ে মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠল, এর সহিত যুক্ত হল 'ঈক্ষণ' সম্পূর্ণ অবলোকন । স্মৃণুতাদিভিঃ—'স্মৃত' স্বাগতং, কুশলতো ইত্যাদি প্রিয় বাক্য । 'আদি' শব্দে সেই সময়ে যথা উপস্থিত পাদ্যাদি নিবেদনে আতিথ্যের দ্বারা স্মসংকৃতম্-তং উক্তবৎ—আদৃত উক্তবকে রহসি বিজাতীয়জনের অগোচর স্থলে অপৃচ্ছন্—জিজ্ঞাসা করলেন—তাদৃশ স্থলে সহসা আগমনে উক্তবকে রমাপাতঃ মথুরানাথ কৃষ্ণের সন্দেশবাহী বলে জানতে পেরে । গোপীপক্ষপাতী শূকের চিত্তে কৃষ্ণ সম্বন্ধে দ্বেষ অর্থাৎ অসূয়ার উদয় হেতু 'কৃষ্ণ' না বলে 'রমাপতি' বলে বুঝাচ্ছেন,—সম্প্রতি কৃষ্ণকে স্মৃণী করার জন্য 'রমা' বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই মথুরায় আসবে, তবে আর তাঁর এই গোয়ালিনীদের কাছে সন্দেশ প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল ॥ বি० ৩ ॥

৪। শ্রীজীব বৈ० ত্যা० টীকাঃ তথা নিশ্চয়েইপি তুঃখেন স্বসম্বন্ধমপলপন্ত্য আত্মঃজানীম ইতি । সম্যগেতাদৃশপরিচ্ছদতয়া ব্রজজনসমীপাগতং ত্বাং যত্নপতেঃ পার্শ্বদং জানীমঃ, ততস্তৎপ্রশ্নেনালমিতি ভাবঃ । আগমনে হেতু—ভত্ৰা' তেন নিজস্বামিনা প্রেথিতঃ, স্বয়মনাগত্য তব প্রেষণমনাদরেইপি লৌকিকতামাত্রাদিতি তৎপরিত্যক্তেইপি ব্রজে তবাগমনং ভত্ৰা'জ্ঞয়া ভূত্যোনাবশ্যপাল্যবাদিতি ভাবঃ । যত্নপতেরিতি স্বেষ্ট তন্ত্যানাদরে হেতুবাঞ্জকং, স্বেষাং তস্মিন্নযোগ্যং বাজয়তি । অতন্তচ্চ ভর্তেতি চ সৌদাসীশৃং বচনম্ । প্রয়োজনন্ত কিঞ্চিদেকমেব জানীম ইতি তথৈবাত্মঃ—পিত্রোরিতি, তথাপি ন স্বপ্রেমগেতি ভাবঃ ॥ জী० ৪ ॥

৪। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকানুবাদঃ উক্তব কর্তৃক আমাদের জ্ঞাত কিছু বাত'র আনীত হয়েছে।—একপ নিশ্চয় করলেও ছুঃখে নিজেদের সম্পর্ক গোপন করার জ্ঞাত বললেন—জানীমন্ত্যঃ ইতি—তোমাকে যদুপতির সেবক বলেই বুঝতে পারছি। কি করে? সমুপাগতম্—[সম উপাগতম্] সম্যক্ অর্থাৎ এতাদৃশ পরিচয় পরে আসায় এই লক্ষণে তোমাকে যদুপতি কৃষ্ণের পার্শ্বদ বলেই চেনা যাচ্ছে, এ সম্বন্ধে আর প্রশ্নের কি প্রয়োজন, একপ ভাব।—তোমার আগমনের কারণও তো এই, ভদ্রাপ্রেরিত—সেই নিজ স্বামী দ্বারা প্রেরিত হওয়ার দরুণই এসেছ, নিজে নিজে আসনি, মনে মনে অনাদর থাকলেও লৌকিকতা মাত্র রক্ষার্থে কৃষ্ণ পরিভ্রাজ হলেও এই ব্রজে তোমার আগমন স্বামির আজ্ঞা হেতুই, কারণ স্বামির আজ্ঞা ভূতোর অবস্থা পালনীয়, একপ ভাব। যদুপাতঃ—যদুদের পতি তাই সে আজ রাজা লোক, তাই নিজ গোপীদের প্রতি তাঁর অনাদর, এইরূপে বনবাসী তাঁদের একপ রাজালোকের প্রেমসী হওয়ার অযোগ্যতা ব্যঞ্জিত হল, এই যদুপতি পদে।—অতঃপর ভদ্রা—স্বামী কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত, এই কথাটা নির্লিপ্তভাবে বলা হল। পরে বললেন, প্রয়োজনও একটা কিছু আছে বুঝা যাচ্ছে, পিত্রাশ্রিতি—পিতামাতার প্রিয়সাধন কর্মে প্রেরিত—তথাপি নিজ প্রেমের টানে নয়, একপ ভাব ॥ জীঃ ৪ ॥

৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ—জানীম ইত্যত এবাং প্রাশ্নেনেতি ভাবঃ। যদুপতেরিতি স গোপজাতিরপি সম্প্রতি যদুনাং পতিরভূদিতি বৃহৎপদপ্রাপ্তস্য স্বয়ং কথমত্রাজিগমিষা সম্ভবেদিতি ভাবঃ। অতএব ভবান্ প্রেরিতঃ। পিত্রোঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া নতু স্বেষাং তেন যশোদানন্দাভ্যাং পিতৃভ্যাং গোপজাতিবাজ্ঞকাভ্যাং তস্য কিং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। নন্দ-যশোদে রুদিত্বা ত্রিয়েতে কৃষ্ণো মথুরায়াং রাজ্যং করোতীতি লোকনিন্দাভয়াদেব তং প্রেরিত ইতি মন্ত্যামহে। কিন্তু ভো চতুরবর্ষ। তেন সুবুদ্ধিশেখরেন প্রেরিতঃ পিত্রোঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া, স্বকাত্রায়াতোইতঃ প্রযাহি যশোদানন্দয়োঃ সমীপং তৌ হি ত্বাং প্রাপ্যানন্দেন কৃষ্ণং তং বিস্মরিষ্যতে ইতি। ধৈর্যব তস্য বিবেকতীক্ষ্ণতেতাদ্যাঃ বহব এব বাজন্ততিময়োৎপন্নতিরস্কৃতবাচ্যধ্বনৈঃ পল্লবাঃ ॥ বিঃ ৪ ॥

৪। বিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ জানীমঃ—এতো আমরা জানিই, অতএব প্রশ্নের আর প্রয়োজন কি? একপ ভাব। যদুপাতঃ—কৃষ্ণ গোপজাতি হলেও সম্প্রতি যদুদের রাজা হয়ে বসেছেন। বৃহৎপদ প্রাপ্ত তার স্বয়ং কি করে আর এখানে আসা সম্ভব হতে পারে? একপ ভাব। অতএব মনে হচ্ছে তার দ্বারা হে উক্তব তুমি প্রেরিত হয়েছে পিতামাতার প্রীতিসাধনের জ্ঞাত, আমাদের কোনও প্রয়োজনে নয়। গোপজাতি বাজ্ঞক পিতামাতা নন্দযশোদাকে দিয়েই বা তার কি প্রয়োজন? একপ ভাব। মনে হয় লোকনিন্দা ভয়েই তোমাকে পাঠিয়েছে, লোকে বলবে কি, আহা নন্দযশোদা কেঁদে কেঁদে মরে যাচ্ছে, আর ওদিকে কৃষ্ণ মথুরায় রাজকার্য নিয়ে মেতে আছে। কিন্তু ওহো চতুরচূড়ামণি, সেই সুবুদ্ধিশেখর তোমাকে পাঠিয়েছে পিতামাতার প্রিয় সাধনের জ্ঞাত, আর তুমি এখানে এসে বসে

অন্যথা গোবৃজে তন্তু স্মরণীয়ং ন চক্ষ্যাহে ।

স্নেহানুবন্ধো বন্ধুনাং যুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥৫॥

৫। অন্নয়ঃ : অন্যথা (যশোদা-নন্দৌ বিনা) গোবৃজে তন্তু স্মরণীয়ং ন চক্ষ্যাহে (ন পশ্যামঃ) বন্ধুনাং (বন্ধুষু পিত্রাদিষু) স্নেহানুবন্ধঃ সুদুস্ত্যজঃ ।

৬। মূল্যাবুবাদঃ : এই বজ্রে পিতামাতা ছাড়া তাঁর স্মরণযোগ্যই কাউকে দেখি না। স্মরণপথে যে কেউ পতিত হয় না, সে আর বলবার কি আছে? পিতামাতাদি বন্ধুবর্গের প্রতি স্নেহানুবন্ধ ত্যাগ করা সন্ন্যাসিদের পক্ষেও কঠিন [আর এই কৃষ্ণ পরমাত্ম-রম্যমান হয়েও তাঁদের সম্বন্ধ অনায়াসে ত্যাগ করেছে। অহো তাঁর বৈরাগ্যতীব্রতা] ।

রইলে, তাই বলছি, যাও-না যশোদানন্দের কাছে। তারা তোমাকে পেয়ে আনন্দে সেই কৃষ্ণকে ভুলে যাবে। অহো ধন্য তাঁর বিবেক-তীক্ষ্ণতা। এইরূপে প্রথমে বর্ণিত হল বহু বহু কপট স্তুতিময় থেকে উৎপন্ন ভৎসিত বাচাধ্বনির পল্লব ॥ বিং ৪ ॥

৭। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকা : অন্যথা তৌ বিনা তু তস্য যত্নপতের্গোবৃজে তন্মাত্রধন-গোপাবাসে স্মরণযোগ্যমপি ন পশ্যামঃ, কিমূত তৎস্মরণপথগতমিত্যর্থঃ । যত্নু তয়োঁরপি স্মরণং, তদপি তয়োঁরব স্নেহস্য গুণঃ, ন তু তস্যোঁত্যাছ—স্নেহেতি । বন্ধুনামিতি বন্ধুষু পিত্রাদিষু স্নেহানুবন্ধঃ, স যুনেঃ সন্ন্যাসিনোঁহপি দুস্ত্যজঃ, কৃষ্ণেণৈব বিস্মর্তুং শক্যতে, ন তু সহসা ত্যক্তুমিতি ততোঁহপি তস্য কাটিন্য-মিত্যর্থঃ ॥ জীং ৫ ॥

৮। শ্রীজীব বৈং তোঃ টীকাবুবাদঃ : অন্যথা—এ পিতামাতা ছাড়া তস্য—যত্নপতির গোবৃজে -- গো-ই একমাত্র ধন যাদের সেই গোপপল্লিতে স্মরণ যোগ্যই কাউকে দেখি না, স্মরণ পথে যে পতিত হয় না, সে আর বলবার কি আছে।—এ পিতামাতারও যে স্মরণ, তাও তাঁদের স্নেহেরই গুণ, সেই যত্নপতির কিন্তু নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, স্নেহ ইতি—স্বজনের স্নেহানুবন্ধি মুনিগণের পক্ষেও দুস্ত্যজ্য। বন্ধুণাম্—পিতামাতায় যে স্নেহবন্ধন, তা সন্ন্যাসিদের পক্ষেও সুদুস্ত্যজ্যঃ—‘দুস্ত্যজ্যঃ’ অতি কষ্টেই ভোলা সম্ভব, সহসা ভুলতে পারা যায় না, এখানে গোপীরা বুঝতে চেয়েছেন, এই সন্ন্যাসিদের থেকেও যত্নপতির চিত্ত কঠিন। (তাই সে ভুলতে পেরেছে) । জং ৫ ॥

৯। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : স্মরণীয়ং স্মরণযোগ্যং জনং কমপি ন চক্ষ্যাহে ন পশ্যামঃ, স্মৃতয়োঃ যশোদাঃ-নন্দয়োঃ পিত্রোঁরপি তেন যত্নেবমনাদরঃ কৃতস্তদা অস্মদাদীনাং তদীয়স্মৃত্যেকভূমিকারামপ্যারোহণ-যোগ্যতা কুতএব স্যাৎসিদ্ধি ভাবঃ । যুনেঃ কৃতসন্ন্যাসস্যপি দুস্ত্যজঃ । যষ্টী আর্ষী । কৃষ্ণেন তু পরমী-পুণ্ণেষু রমমাণেনাপি দুস্ত্যজ এবত্যোঁহো কৃষ্ণস্য বৈরাগ্যতীব্রতেতি ভাবঃ । বিং ৫ ॥

১০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ : স্মরণীয়ং—এই ব্রজে তাঁর স্মরণযোগ্য জন কাউকেই ন চক্ষ্যাহে—দেখছি না। এই যাঁদের স্মরণের যোগ্য বলে উল্লেখ করা হল, সেই পিতামাতা নন্দযশোদাকেও

অন্তেষ্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্ ।

পুন্তিঃ শ্রীষু কৃতা যৎ স্মনঃস্বিব যট্ পদৈঃ ॥৬॥

৬। অন্নয়ঃ : পুন্তিঃ (পুরুষৈঃ শ্রীষু (পুংচলীষু) কৃতা মৈত্রী যথা (যথা ভবতি) [অপি ৫] যট্ পদৈঃ (ভ্রমরৈঃ) স্মনঃস্ম (পুপ্পেষু কৃতা মৈত্রী) ইব অন্যোষু (বন্ধুব্যতিরিক্তেষু) মৈত্রী অর্থকৃতা (প্রার্থনীয় পদার্থোপাধিকা নতু বন্ধুষু ইব স্বাভাবিকীমৈত্রী) যাবদর্থবিড়ম্বনং ।

৬। মূল্যাবাদঃ : বন্ধু ছাড়া অন্যের সহিত যে মৈত্রী, তা প্রার্থনীয় বস্তুরূপ প্রয়োজনের অধীন, যে পর্যন্ত সেই প্রয়োজন সাধন না হয় সেই পর্যন্তই মিত্রতার অনুকরণমাত্র। মিথুনতা অর্থাৎ (শ্রী পুরুষ মিলন) সম্বন্ধ স্থায়ী হয় না, ভ্রমরের ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর মত।

যদি সে অনাদর করল, তা হলে আমাদের ও আমাদের মতো অন্য জনদের তদীয় কোনও স্মৃতি-ভূমিকাও আরোহন-যোগ্যতা কোথেকে হবে, এরূপ ভাব। যুগেরপি স্মৃদন্ত্যজঃ—যাঁরা সম্যাস নিয়েছে, সেই তাদের পক্ষেও পিতামাতার সম্বন্ধ ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ কিন্তু পরশ্রীপুঞ্জের রমমান হয়েও তাদের সম্বন্ধ অনায়াসেই ত্যাগ করেছেন। অহো কৃষ্ণের কি বৈরাগ্য-তীব্রতা, এরূপ ভাব। বিঃ ৫॥

৬। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : অন্তেষু মৈত্রী অর্থকৃতা, প্রার্থনীয়পদার্থোপাধিকা, ন তু বন্ধুবিব স্বাভাবিকীত্যর্থঃ। সা চ যাবদর্থবিড়ম্বনং, যাবন্তুস্তেইস্বাস্তাবদেব তস্য মৈত্র্যা অনুকরণমাত্রম্ । অস্মান্সু তু ন কাচিৎকৃতা, মিথুনতাসম্বন্ধশ্চ ন স্থিরঃ স্যাদিতি । শালীনতয়া দৃষ্টান্তোপদেশেনৈবাহঃ—পুন্তিরিতি দৃষ্টান্তস্যৈব দৃষ্টান্তঃ—স্মনঃস্বিতি, শ্লেষণ শোভনচিহ্নেষ্টিতি, ন তেষাং তত্র দোষঃ, কিন্তু লৌল্যাৎ যট্-পদানামেবেতি ভাবঃ। জী. ৬ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকাবুবাদঃ : অন্যোষু মৈত্রী অর্থকৃতা—বন্ধু ছাড়া অন্তের সহিত যে মিত্রতা, তা ‘অর্থকৃতা’ প্রার্থনীয়-পদার্থরূপ প্রয়োজনের অধীন—প্রয়োজন মিটলে আর এই মিত্রতা টিকে না। ইহা বন্ধুজন-সঙ্গে মিত্রতার মতো স্বাভাবিক নয়। যাবদর্থবিড়ম্বনম্—যে পর্যন্ত সেই প্রয়োজন সাধন না হয়, সেই পর্যন্তই মিত্রতার অনুকরণমাত্র। আমাদের সহিত তো তাঁর কোনও বন্ধুতা নেই। পুন্তিঃ শ্রীষু—আর শ্রীপুরুষ মিলনরূপ সম্বন্ধতো স্থায়ী হয় না। এই দৃষ্টান্তকে স্থাপন করার জন্য বিনীতভাবে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, স্মনঃস্বিতি—যেমন ভ্রমর ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায় এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। অর্থান্তরে যেমন শোভনমনা নারীতেও কামুকজন স্থির থাকে না। এ বাপায়ে পুরুষদের দোষ দর্শন করা যাবে না, কারণ তারা লৌল্যবশেই এরূপ করে থাকে ভ্রমরের মতো। জী ৬ ॥

৬। শ্রীবিম্বনাথ টীকাঃ : নতু কৃষ্ণস্ত পিতৃভ্যাং ভ্রাতাদিভিঃ নিপ্রয়োজনবান্ধবতা মাস্ত্ব । যুগ্মাভিঃ শ্রীভিস্ত লম্পটভ্যাং তস্ম প্রয়োজনমন্ত্যেবেতি যুযমেব স্বরণীয়া ভবথেতি তত্রাহঃ,—অন্যোস্থিতি । অর্থকৃতা প্রয়োজনবতী নিন্দ্যেব মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্ । ‘যাবন্তাবচ্চ সাকল্যে’ ইত্যভিধানাৎ ।

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ ।

অধীতবিদ্যা আচার্যমুহুরিজো দত্তদক্ষিণম্ ॥ ৭ ॥

খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্ ।

দক্ষং যুগান্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

৭-৮ । অন্নয়ঃ গণিকাঃ (বেশ্যাঃ) নিঃস্বং ত্যজন্তি, প্রজাঃ অকল্পং (প্রজাপালনঅসমর্থং) নৃপতিং [ত্যজন্তি] অধীত বিদ্যাঃ [শিষ্যাঃ] আচার্য্য [ত্যজন্তি] মুহুরিজ (পুরোহিতাঃ) দত্তদক্ষিণং [যজমানং ত্যজন্তি] ।

খগাঃ বীতফলং (বিগতানি ফলানি যস্যাং তং) বৃক্ষং [ত্যজন্তি] অতিক্রুয়চ্ ভুক্ত্বা গৃহং (ত্যজন্তি) তথা (তদ্বৎ) যুগাঃ দক্ষং অরণ্যং [ত্যজন্তি] জারা (উপপতয়চ্) রতাং (আসক্তাং) স্ত্রিয়ং ভুক্ত্বা [ত্যজন্তি] ।

৭-৮ । মূল্যাবাদঃ পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে—স্বপ্রয়োজন-অভাবই মিত্রতার অভাব । এই শ্লোকদ্বয়ে দীপকভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, যথা—

বেশ্যারা নিধন পুরুষকে ত্যাগ করে । প্রজাগণ পালনে অসমর্থ নৃপতিকে ত্যাগ করে । অধীত-বিশ্ব শিষ্যগণ আচার্য্যগুরুকে ত্যাগ করে । পুরোহিতগণ দত্তদক্ষিণ যাজমানকে ত্যাগ করে ।

পক্ষিগণ ফলরহিত বৃক্ষ ত্যাগ করে । অতিথিগণ ভোজনান্তে গৃহ ত্যাগ করে । যুগাদি পশুগণ দাবদন্ধ বন ত্যাগ করে । জারণগণ প্রেমবতী বা অতৃপ্তা রমণীকেও ত্যাগ করে ।

সর্বার্থবিড়ম্বনরূপায়া মৈত্র্যাঃ কৰ্ত্তা, যচ্চ মৈত্র্যাঃ প্রতিযোগী, যচ্চ প্রযোজকঃ, যচ্চোপকরণং তেষাং সর্বেষা-
পার্থানাং বিড়ম্বনং তিরস্কারস্তদ্রূপেত্যর্থঃ । স্বস্ত প্রয়োজনসম্ভাবে মৈত্র্যাঃ সন্তঃ প্রয়োজনাভাবে মৈত্র্যা
অভাব ইত্যর্থঃ । অত্রাপি পুংস্তি হুমনঃস্বিব পুংসদৃশীষু সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যসৌকুমার্য্য-মাধুর্য্যবতীষপি স্ত্রীষু
শ্লোষণে শোভনমনস্কাস্থ অচঞ্চলচিত্তাস্বপি মৈত্রী তদ্বৎকৃতা যদ্বাৎ ঘটপদৈঃ কৃতেত্যর্থঃ । ঘটপদা হি
সৌরভ্যাদিগুণবন্ত্যপি পুংস্যাণি সৰ্ব্বং পৌষ্টৈব স্বচাঞ্চলাদোষাং যথা ত্যজন্তি তথৈব পুমাংসঃ স্বসন্তোঙ্গা-
ইমাধূৰ্য্যাদিমতীৰপ্যকনিষ্ঠা অপি স্ত্রীঃ সম্ভুজ্য ত্যজন্তীতি প্রয়োজনসম্ভাবেহপি মৈত্র্যা অভাব ইত্যতিনিন্দা ।

॥ বি. ৬ ॥

৬ । ঐবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কৃষ্ণের পিতামাতার ও ভ্রাতাদের
নিম্প্রয়োজনতা হেতু তাদের প্রতি মমতা নাই বা থাকিল, কিন্তু লম্পট হওয়া হেতু স্ত্রী তোমাদের প্রয়োজন
তো আছেই, কাজেই তোমরা স্মরণীয় তো বটেই । এরই উত্তরে, অশ্বেষু ইতি পিতামাতাদি ব্যতীত
অশ্বেষু সহিত মিত্রতা অর্থকৃতা - নিজের প্রয়োজননির্ভর, প্রয়োজন ফুরালে উহা আর থাকে না, এতো
নিন্দার যোগ্যই । তাই বলা হল, যাবদর্থবিড়ম্বনম্ - [যাবৎ, তাবৎ, সাকল্য - একই অর্থ বাচক -
অমরকোষ] 'যাবদর্থ' সব অর্থ ॥ 'বিড়ম্বন' তিরস্কার । - মৈত্রীর কৰ্ত্তা, মৈত্রীর প্রতিযোগী অর্থাৎ
(যার সঙ্গে কৰ্ত্তা মিত্রতা করছে), মৈত্রীর যা উপকরণ এ সবকিছু প্রয়োজনই নিন্দা যোগ্য -

অন্যের সহিত মিত্রতাও সেইরূপ। এর মধ্যেও আবারই পুংলিঙ্গী—পুরুষের মিত্রতা স্ত্রীদের সহিত,—সেই স্ত্রী ফুলের মতো সৌন্দর্য্য সৌরভ্য সৌকুমার্য্য মাধুর্য্যবতী হলেও, অর্থাৎ সেই স্ত্রী শোভনমনো-অঞ্চল চিত্তা হলেও তাদের সহিত মিত্রতা নিন্দা যোগ্য যথা—স্নানতঃস্নান ইব মট্ পদৈ—ইহা ভ্রমরের ফুলের সহিত মিত্রতার মতোই—সৌরভাদি গুণের আধার হলেও ভ্রমর যেরূপ ফুলের মধু একবার পান করেই স্বচাঞ্চল্য বসে ত্যাগ করে চলে যায়, সেইরূপ স্বসন্তোগযোগ্যা-মাধুর্য্যাদিযুক্তা হলেও, একনিষ্ঠ হলেও সেই রমণীকে সন্তোগান্তে ত্যাগ করে চলে যায় পুরুষ,—প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মিত্রতার অভাব, তাই অতি নিন্দা ॥ বি০ ৬ ॥

৭-৮। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকা : মিথুনতাসম্বন্ধে যদি ধর্মপ্রধানতঃ স্মৃৎ, তদা স্থিরোইপি স্মৃৎ, কেবলগ্রামাধর্মময়শ্চেৎ, অস্থির এব স্মৃৎ, ইত্যর্থান্তরতাসম্ব্যাজেন তদেব পর্য্যবসায়য়ন্তি—নিঃস্বমিতি যুগ্মকেন। নিঃস্ব নির্বনীভূতম্, অকল্পং পালনাসমর্থীভূতম্, ঋজিভো যাজকাঃ ॥

দুগ্ধং দক্ষীভূতম্ ; 'জারা ভুক্তা রতাং স্ত্রিয়ম্' ইত্যত্র দৃষ্টান্তপক্ষেষু পুরুষেষু নিন্দ্যং জারপদং হস্তং, স্ত্রিয়াস্ত তদ্বৎ পুংচলীপদং ন হস্তং, কিন্তু 'রতাং'-পদমেব। তৎ খলু দাষ্টীান্তিকেষু শ্বেষু তদোষ-সংক্রমণ-নিরসনার্থমেব স্থিতে বয়মুৎপত্তিত এব নিজং তস্মিন্ননুরাগং নির্ণীয় তমেবানুভূতয়া স্বয়ং বৃতবত্যাঃ, স পুনরস্মান্ ভুক্তা পরিত্যজন্ জারায়মাণ এব জাত ইতি তমেবানুভূত্যাঃ জারা ইতি বহুবচনভুক্তা স্ত্রিয়মিত্যেকবচনন্ত জারপরায়্যাঃ স্ত্রিয়া বহুজারহমপি সম্ভবতীতি দ্বিধায়াং নিন্দায়া বিবক্ষয়া, শ্বেষাং পুনরোদাশতয়া ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং ধনপালনাধ্যয়ন-পূজোপজীবন-ভোজনাশ্রয়ণ-রতয়োইষ্টী প্রায়ো গোকানামপেক্ষা অর্থা ভদ্রাভদ্রাশ্চ সর্ব্বৈহপূাপাধয় ইতি ন স্নেহ-নির্ব্বাহকা ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ৭-৮ ॥

৭-৮। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাবুবাদ : স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে প্রধান রূপে ধর্ম অবলম্বিত হলে স্থিরই হয়, কেবল স্ত্রীসঙ্গময় হলে অস্থিরই হয়।—অর্থান্তর স্থাপন-হলে উহাই পর্যালোচনার দ্বারা নির্ধারণ করা হচ্ছে, যথা—নিঃস্বমিতি দুটি শ্লোকে। অর্থ সম্পদ ফুরানো নিঃস্বজনকে বেশ্যা ত্যাগ করে। পালনে অসমর্থ নৃপতিকে লোকে ত্যাগ করে। যে যজমান দক্ষিণা দিয়ে দিয়েছে, তাকে পুরোহিত ত্যাগ করে।

দুগ্ধং ইতি—পুড়ে যাওয়া বন মৃগ ত্যাগ করে, জারা—দৃষ্টান্ত পক্ষ পুরুষে নিন্দনীয় 'জার' পদ হস্ত হয়েছ, স্ত্রীপক্ষে সেইরূপ 'বেশ্যা' পদ হস্ত হয়নি। কিন্তু হস্ত হয়েছে 'রতাং' অর্থাৎ 'আসক্তা' পদ।—এ করা হল দাষ্টীান্তিক (উপমেয়) (চন্দ্রমুখ-মুখ উপমেয়) গোপীদের নিজেদের উপর সেই 'বেশ্যা' শব্দের দোষ-সংক্রমণ নিরসনের জন্তই—এই 'রতাং' পদে গোপীদের এরূপ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, যথা—জন্ম থেকেই সেই কৃষ্ণেতে নিজেদের অনুরাগ নিশ্চয় করত তাকেই অননুভাবে নিজে নিজেই হৃদয়ে বরণ করে রেখিছি—অহো সে আবার আমাদিগকে ভোগ করত পরিত্যাগ করে 'জার' রূপে ব্যক্ত হল। অননুভাবা গোপীরা তাকেই 'জারা ইতি' বহুবচনে উল্লেখ করলেন। কিন্তু রতা স্ত্রী পক্ষে

একবচনে ‘স্ত্রিয়ম্’ শব্দে উল্লেখ করলেন। জারপরা একটি স্ত্রীর দ্বারা বহু জার সঙ্গ সম্ভব, তাই সেইরূপ স্ত্রীর সম্বন্ধে নিন্দাই বক্তব্য হওয়া হেতু নিজেদেরও পুনঃ রতা অর্থাৎ অনন্তভাবে রূপেই উল্লেখ করলেন। ধন, পালন, অধ্যয়ন, পুজোপজীবন, ভোজন, আশ্রয়ণ, রতি অর্থাৎ কামপত্নী, এই আটটি বিষয়ে প্রায়শঃ লোকজন, অর্থ ও ভদ্রাভদ্র প্রভৃতির অপেক্ষা, যা এক একটা উপাধি।—ইহা পরস্পর ভেদ জন্মায়, তাই ইহা স্নেহ নির্বাহক হয় না, এরূপ ভাব ॥ জীঃ ৭-৮ ॥

৭-৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তত্র স্বপ্রয়োজনাভাব এবং মৈত্ৰ্যা অভাব ইত্যত্র দৃষ্টান্তানু দীপকশ্রীয়ায়নাতঃ,—নিঃস্বং গণিকাস্ত্যজস্তু। তেন যাবদ্ধনপ্রাপ্তিস্তাবয়্য ত্যজন্তীতি এবমগ্রেথপি ব্যাখ্যায়ম্। অকল্পং পালনাসমর্থম্। দত্তা দক্ষিণা যেন যজমানং বীত ফলং বিগতফলম্। জারাঃ খলু রতাং রমণবতীমপি স্ত্রিয়ং ত্যজস্তু। তেন যাবত্তস্তা যৌবনং তাবদ্যত্নত্যাগীতি পূর্ববদার্থাভাবাৎ। যৎকিঞ্চিং প্রয়োজনাভাবেপি মৈত্ৰ্যা অভাবঃ প্রতিপাদিতঃ। তেন তস্মৈ স্বপ্রয়োজনসিদ্ধিঃ পুরস্কীভিরেব ভবতীতি কথং বয়ং স্মরণীয়া ভবামেতি কৃষ্ণস্ত স্নেহু প্রেমাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। তত্রাপি “জারা” ইতি বহুবচনেন ‘স্ত্রিয়’ মিতোকবচনেন চ বহুজারপরায়াঃ কামোপাধিকপ্রীতিমত্যাগৈস্ত্যগঃ সম্ভবতু। অস্মাকন্ত বহুনীমপি তদেকনিষ্ঠত্বমেব কেবলম্। প্রেমাপি ন সম্ভবেদিত্যভিযাজ্য নিরূপমং নৃশংসত্বমেব কৃষ্ণস্ত ত্রোতীতম্। ॥ বিঃ ৭-৮ ॥

৭-৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুৎপাদ : পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে, স্বপ্রয়োজন অভাবই মিত্রতার অভাব। এখানে দীপক শ্রীয়ায় (প্রস্তুত অপ্রস্তুত এই দুই পদার্থের এক ধর্ম সম্বন্ধ বর্ণনে দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, নিঃস্বং গণিকাস্ত্যজস্তু - বেশ্যাগণ নির্ধন পুরুষকে ত্যাগ করে—সুতরাং যাবৎ ধন প্রাপ্তি তাবৎ করেনা, অগ্রেও এরূপ ব্যাখ্যা করণীয় অকল্পং—পালনে অসমর্থ নৃপতিকে প্রজা ত্যাগ করে, দত্তদক্ষিণং—যার দ্বারা দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে, সেই যজমানকে পুরোহিত ত্যাগ করে থাকে। বীত ফলং—ফল ফুরিয়ে গেলে পাখী বন্ধ ত্যাগ করে। জারা জারগণ কিন্তু রতাং—কামক্রীড়াবতী হলেও রমণীকে ত্যাগ করে থাকে।—যাবৎ সেই রমণীর যৌবন তাবৎ ত্যাগ করে না, এই দৃষ্টান্তে পূর্ববৎ অর্থের অভাব, তাই এতে যৎকিঞ্চিং প্রয়োজন অভাবেও মিত্রতার অভাব প্রতিপাদিত হল।—এই সব দৃষ্টান্তদ্বারা রাধারাগী দেখালেন ব্রজে কৃষ্ণের স্বপ্রয়োজন সিদ্ধি হচ্ছে পুরস্কীর্ণের দ্বারা, আমরা আর কি করে তার স্মরণীয় হতে পারি?—এইরূপে নিজেদের প্রতি কৃষ্ণের প্রেম-অভাব ব্যঞ্জিত হল।—এর মধ্যেও আবার ‘জারা’ বহুবচন আর ‘স্ত্রিয়ম্’ এক বচন।—এর দ্বারা ত্রোতীত হচ্ছে, বহু ‘জারা’ অর্থাৎ বহু উপপতিপরা কামোপাধিক প্রীতিমতীদের তাঁর দ্বারা ত্যাগ সম্ভব হয়ত হোক না, কিন্তু আমরা বহু হলেও আমাদের তদেক নিষ্ঠাভাব,—বাল্য থেকে কৃষ্ণে প্রেমজাত হওয়া হেতু কামোপাধিক ভাবের অভাব। এরূপ আমাদেরও উপেক্ষা তার চিত্তের নিরূপম নৃশংসতাকেই প্রকাশ করেছে ॥ বিঃ ৭-৮ ॥

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্কায়মানসাঃ ।

কৃষ্ণদূতে সমায়াতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ । ৯৥

গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ ।

তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোর-বাল্যায়াঃ ॥ ১০ ॥

৯-৯০ । অন্নয় : কৃষ্ণদূতে উদ্ধবে সমায়াতে [সতি] ইতি হি (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) গোবিন্দে গতবাক্কায়মানসাঃ ত্যক্তলৌকিকাঃ গোপ্যঃ গতহ্রিয়ঃ (গতলজ্জাঃ) [সত্যঃ] তস্য (শ্রীকৃষ্ণস) কৈশোর-বাল্যায়াঃ যানি প্রিয়কর্মাণি [তানি] সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য গায়ন্ত্যঃ রুদন্ত্যশ্চ ।

৯-৯০ । শ্রীলালুবাদ : কৃষ্ণ-দূত উদ্ধব সমাগত হলে পূর্বথেকেই কৃষ্ণগত মনা গোপীগণ লোকব্যবহার ছেড়ে দিয়ে প্রিয়ের কৈশোর-বালোর প্রিয়কর্মসকল নিলজ্যভাবে মুহুমুহুঃ স্মরণ-কীর্তন করতে করতে রোদন করতে লাগলেন ।

৯-৯০ । শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : ইতি পূর্বোক্তবচনপ্রকারেণ গোপ্যন্ত্যক্তলৌকিকা অনাদৃতলোকসঙ্কোচা বভূবুঃ । ক সতি কৃষ্ণস্য সর্বেষামপ্যাকর্ষকতয়া তন্নায়ন্ত্যস্য নিজপ্রেষ্ঠস্যান্যত্র গতস্য সতো দূরে তত্রাপ্যুদ্ধবে সমায়াতে সতি । তত্র হেতুঃ—হি যস্মাৎ, গোবিন্দে পূর্বমেব গোকুলেন্দ্রে, শ্লেষণে সর্বোদ্ভ্রিয়ব্যাপকে তস্মিন্ গতানি বাগাদীনি যাসাং তাঃ । তত্র কায়েন গতির্নিজাঙ্গানাং সম-পর্ণাৎ, তদর্থকমাত্রকর্মাচরণাৎ, তদাবিষ্টতয়া কায়স্য বিস্মৃতত্বাচ্চ । তস্মাত্তাসামিদানীমীদৃশং ভবনং যুক্ত-মেবেতি ভাবঃ । ইথম্বেব চ পূর্বমনন্ততয়া স্বয়ং বৃত্তবত্য ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥

ততশ্চ গতহ্রিয়ঃ সত্যো যানি কৈশোর-বাল্যায়াঃ প্রিয়কর্মাণি, তানি মুহুঃ স্মৃতা গায়ন্ত্যোইপি বভূবুঃ । রুদন্ত্যো রুদন্ত্যশ্চ বভূবুরিত্যর্থঃ । কৈশোরস্য প্রথমোক্তিস্তাসাং স্বরসোদীপনত্বেন, বাল্যাঃ কোমারপৌগণ্ড্যকং তদীয়স্মরণমালাবল্যেন্নেহেনেতি । জং ৯-১০ ॥

৯-৯০ । শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদ : ইতি—পূর্বোক্ত কথার ধারায় তন্ত্য্যাক্ত-লৌকিকাঃ—গোপীগণ লোকসঙ্কোচ অনাদরে ছেড়ে দিলেন । কি পরিস্থিতিতে ? —অখিল চরাচরের সবকিছুই আকর্ষণ করেন বলে যিনি কৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ সেই নিজ প্রেষ্ঠজন অন্যত্র দূরে চলে গিয়েছে, তাঁর দূত উদ্ধব বৃন্দাবনে নির্জন স্থানে কাছে এসে আসন গ্রহণ করেছে, এই পরিস্থিতিতে সঙ্কোচ ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ কথা গান করতে করতে রোদন করতে লাগলেন । তথায় হেতু—হি যে হেতু গোবিন্দে—পূর্বেই গোকুলেন্দ্রে অর্থাস্তরে সর্বোদ্ভ্রিয় ব্যাপক কৃষ্ণে ‘গতবাক্কায়মানসাঃ গোপ্যঃ’ অর্থাৎ গত হয়েছে কায়-বাক্কায়-মন এই গোপীগণের ।—এর মধ্যে কয়ে গতি—নিজ অঙ্গ সমর্পণে, একমাত্র তাঁর জন্যই বর্ম আচরণে এবং তদা আবিষ্টতায় কায়ের বিস্মরণে । —সুতরাং এ সময়ে তাদের একরূপ আচরণ যুক্তিযুক্তই, একরূপ ভাব । আরও এইরূপেই পূর্বেই অনন্যভাবে নিজে নিজেই কায়বাক্কায়নে বরণ করে নিয়েছেন গোপীরা কৃষ্ণকে, একরূপই ব্যাখ্যা করণীয় ।

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণ-সঙ্গমম্ ।

প্রিয়-প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্ত্বেন্দমব্রবীৎ ॥১১॥

১১। অল্পম্নয়ঃ প্রিয়সঙ্গমং ধ্যায়ন্তী কাচিং (মহাভাবময়ী বৃষভানুন্দিনী) মধুকরং দৃষ্ট্বা তং প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বা ইদং অবব্রবীৎ ।

১১। স্মৃতিবাদের : পূর্বোক্ত রাধাদি গোপীদের মধ্যে শ্রীমতীরাধার প্রণয়ক্ৰোধক্ষুটিত ভূরিভাবময় 'চিত্রজল্ল' অর্থাৎ অদ্ভুত বিচিত্র কথন বলবার জন্য 'কাচিং' ইতি শ্লোকটির অবতারণা—

মথুরারমণীতে কৃষ্ণসঙ্গম ধ্যান করতে করতে মহাভাবময়ী রাধা মানবতী হয়ে পড়লেন । তৎকালে সহসা নিকটে আগত একটি ভ্রমর দেখে তাকে প্রিয়-প্রেরিত দূত মনে করে বলতে লাগলেন ।

অতঃপর লজ্জা ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণের কৈশোর-বাল্যের প্রিয়কর্ম্মাণী—প্রিয়কর্ম্মসকল মহামুহূর্ত্ত গোপীরা স্মৃতির মধ্যে এনে এনে গাইতে লাগলেন ও রুদন্ত্যো—রোদন করতে লাগলেন, কৃষ্ণের কৈশোর কালের প্রথমোক্তি তাঁদের নিজরসের উদ্দীপন বিভাব হওয়া হেতু—বাল্যকৌমার পৌগণ্ড্যক তদীয় স্মরণ আবাল্য স্নেহধারায় প্রকাশমান থাকা হেতু । জীঃ ৯-১০ ॥

৯-১০। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : ত্যক্তলৌকিকাঃ স্বমুখেনৈবোপপত্যম্পষ্টীকরণাং ত্যক্তলৌকিকব্যবহার্য বভূবুঃ ।

রুদন্ত্যশ্চ বভূবুঃ । কৈশোর-বাল্যয়োরিতি বাল্যমারম্ভেব তস্মিন্স্থানং প্রেমা নিরূপাধিক এব নতু কৈশোর এব কামোপাধিক ইতি ভাবঃ ॥ বিঃ ৯-১০ ॥

৯-১০। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাযুবাদ : ত্যক্ত্যলৌকিকাঃ গোপাঃ—নিজমুখেই উপপত্তি ভাব সম্পষ্ট করে তুলবার পর গোপীরা লোকব্যবহার ছেড়ে দিলেন ।

গান্ধব্যাঃ রুদন্ত্যশ্চ—কৃষ্ণের কীর্তন করতে করতে রোদন করতে লাগলেন । কৈশোর-বাল্যায়োঃ—কৈশোর-বাল্যের লীলা কীর্তন, এর থেকে বুঝা যাচ্ছে, বাল্য থেকেই কৃষ্ণে তাঁদের প্রেমা, বাল্যে নিরূপাধিক, কৈশোরে কিন্তু তা নয়—কৈশোরে তাঁদের প্রেমা কামোপাধিক । বিঃ ৯-১০ ॥

১১। শ্রীজীব বৈঃ ভাঃ টীকা : অথ 'মহাভাববিশেষস্ত গতিং কামপ্যাপেয়ুঃ । ভ্রমাতা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্ষ্যতে । উদ্বর্ণাচিত্রজল্লাতাস্তদেদা বহবো মতাঃ ॥ প্রেষ্ঠন্ত স্তনুদালোকে প্রণয়ক্ৰোধজ্জুষ্টিতঃ । ভূরিভাবময়ো জল্লশ্চিত্রজল্লস্তদুদ্ববঃ ॥' ইতি রসগ্রন্থানুসারেণ উজ্জলনীলমণৌ স্থায়ী-ভাবপ্রকরণে) তাশ্বেব কস্তা অপি দিব্যোন্মাদময়ং চিত্রজল্লং বক্তুমাহ—কাচিদিতি । কাচিং কাপি পরম-প্রেষ্ঠা, সা চ শ্রীরাধেতার্থঃ ; শ্লেষণ চ, কে প্রেমমুখে, আ সমস্তাং, চিদ্বিজ্ঞানং যস্তাঃ সেতি , কং সর্ব্বেষাং কৃষ্ণ-প্রেমমুখমাচিনোতি, ক্লেণে ক্লেণে বর্দ্ধয়তি যা সেতি চ, মুখ্যতঃ সৈব । তথৈব সৈবা এতন্মায়ৈব প্রতিপাদিতা বাসনাভায়েইপি । তাদৃশী সা পীতপরাগপিঞ্জরশাশ্রং কক্ষিভ্রমরমকস্মাদদৃষ্ট্বা তংদূতং কল্পয়িত্বা বক্ষ্যমাণভঙ্গীময়মিদমব্রবীৎ । ননু মহাবিরহদুঃখেইশ্মিন কুতো মানঃ ? তত্রাহ—প্রিয় সঙ্গমং ধ্যায়ন্তী, ক্ষুণ্ণ-স্বপ্নয়োঃ প্রিয়সঙ্গমস্তমেব গুণং মুহুরাগতশ্চৈব তস্যা সাক্ষাত্তয়া স্মরন্তী । ননু তথাপি যন্তন্যনায়িকয়া প্রিয়স্ত তত্র প্রসঙ্গঃ সাং, তদা সম্ভবত্যপি মানঃ, তত্রাপ্যাহ—কল্পয়িত্বেতি । যা ভ্রমরমপি দূতং কল্পয়তি স তদপি

কল্পয়েদিতি ভাঃ। বক্ষ্যতি চ—‘সপত্ন্যাঃ কূচবিলুলিত’ ইতি প্রিয়েণ স্ববিষয়ক পরমপ্রেমবতা তেন প্রস্থাপিতং দূতং বিতর্ক্যেদং চিত্রজন্মাখ্যং শ্লোকদশকমব্রবীৎ। অতো যত্ত্বং বাসনাভাষ্যোথাপিতমাগ্নেয়বচনম্—‘গোপাঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্রবম্। হরিলীলাবিহারাংশ্চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা ॥ রাধা তত্ত্বাবসংলীনা বাসনায়া বিরামিতা। সখীভিঃ সাত্বাচ্ছুদ্ধবিজ্ঞানগুণজ্জন্মিতম্ ॥ ইজ্যাস্তেবাসিনং বেদচরমাংশবিভাবনৈঃ’ ইতি। তদেতৎ পূর্বং তস্য নিবেদনাখ্যং ভাবান্তরং জাতমাসীদিত্যপি জ্ঞেয়ম্। যস্মূলতয়া প্রণয়রৌষ-ময়োঃয়মপি ভাববিশেষো জজ্ঞে। বিচিত্রসংস্কারিময়হাত্তাদ্শাবস্থায়াঃ অতন্তত্ত্বাবময়দশমীদশানন্তর্যা-পর্য্যালোচনয়া বাসনায়া বিরামিতা পুনস্তৎসঙ্গমসম্ভাবনরহিতা বভূব। ততশ্চ তজ্জাতীয়বার্তামসহমানা তদাস্থাদনায় দেহান্তরেষপি তদুৎখপারাবারমপশ্যন্তী মুক্তিবেব বরমিতি প্রতিপাদনায় বা। বেদচরমাংশস্ত জ্ঞানকাণ্ডস্য বিভাবনৈরুদাহরণৈঃ শুদ্ধেত্যাদি যথা স্যাৎ তথৈবাভাষ্যং সংবাদমাচচার। ন কেবলং সা, কিন্তু সখ্যোঃপীত্যাঃ—সখীভিরিতি যোজ্যম্। অথবা বেদচরমাংশস্তাদ্শাব-প্রকাশকো বেদঃ। বাসনা তাদ্শভাবেরতঃ সর্ব এব ভাঃ, শুদ্ধবিজ্ঞানঞ্চ তাদ্শভাবময়ানুভব উচ্যতে। ‘যং সর্ব’ বেদা আমনন্তি, মুমুক্শো ব্রহ্মবাদিনশ্চ’ ইতি মুক্তাবস্থোপরি সামাগ্ভক্তেরপি প্রাশস্ত্যান্নায়াৎ। ‘বাঙ্কুস্তি যন্তগভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ’ (শ্রীভা. ১০।৪৭।৫৮) ইতি শ্রীগোপিকামাত্রাণামনি সর্বস্পৃহণীয়ভাবহাৎ। ‘ইত্যচ্যুতাজ্জিৎ ভজতোঃনুভুত্যা’ (শ্রীভা ১১।২।৪৩) ইত্যাত্মেকাদশানুসারেণ যথা ভক্ত্যেবানুভাবোদয়চ্চ ॥

॥ জী. ১১ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ. ভা. টীকাবৃন্দাঃ—অতঃপর একটি বিশেষ কথা আরম্ভ হচ্ছে—কোনও অনির্বাচ্য বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত মহাভাবের মোহনদশায় অদ্ভুত ভ্রান্তি সদৃশী (ফুর্টিরূপা) বৈচিত্র্যকে দিব্যান্মাদ বলা হয়। এর মধ্যে উদ্ভূর্ণা চিত্রজন্মাদি বহুভেদ বর্তমান। —এর থেকে উঠে প্রেষ্ঠের সুহৃদ দর্শনে প্রণয়কোষস্ফুটিত ভূরিভাবময় জল (কখন), চিত্রজল (অদ্ভুত বিচিত্র কখন)। —(উজ্জলনীলমণি স্থায়ীভাব প্রকরণ)।

পূর্বোক্ত গোপীদের মধ্যে কোনও এক গোপীর দিব্যান্মাদময় চিত্রজল বলবার জন্য কাচিৎ ইতি শ্লোকটির অবতারণা। কাচিৎ—কোনও পরমপ্রেষ্ঠা রমণী, নিঃসন্দেহে ইনি শ্রীরাধা। অর্থান্তরে [ক+আ+চিৎ] ‘কে’ প্রেমমুখে, ‘আ’ সম্পূর্ণভাবে ‘চিৎ’ বিজ্ঞানং অর্থাৎ অনুভব আছে যার, সেই শ্রীরাধা। অর্থান্তর—[‘ক’ শব্দে ‘মুখ’—গোবিন্দভাষ্য ১।২।১] সকলের ভিতরে কৃষ্ণপ্রেমমুখ পুঞ্জীভূত করেন। —ক্ষণে ক্ষণে বাড়িয়ে তোলেন যিনি সেই তিনি—মুখ্যরূপে সেই রাধাই। —সেই ইনি এই ‘কাচিৎ’ নামের দ্বারা বাসনাভাষ্যেও প্রতিপাদিত। তাদ্শ সেই রাধা পীতপরাগপিজলবর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট কোনও ভ্রমরকে অকস্মাৎ দেখে দূত কল্পনা করত উহাকে আলোচ্য ভঙ্গীময় এইসব কথা বলতে লাগলেন। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই মহাবিরহ হৃৎখের মধ্যে ‘মান’ উঠে কি করে? এরই উত্তরে প্রিয় সঙ্গমং প্রায়স্খী—স্ফুর্তিতে বা স্বপ্নে যে প্রিয়সঙ্গম, তাই পুনঃ পুনঃ হৃদয়গুহায় গোপনে আসতে থাকলে সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণের স্মরণ হতে থাকে [প্রকটলীলায় ব্রজে তিন মাস বিরহ। এই সময়ে স্ফুর্তি-বিচ্ছুর্তি ও আবর্তিতাবে

কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হয়। — ‘কৃতি’ চিত্তে সাক্ষাৎকারের ত্রায় অভিব্যক্তি। ‘বিশ্বকৃতি’ হঠাৎ সম্মুখে প্রাত্তভাব। — এই ৩ মাস পর ‘আগতি’ বিরহান্তে দ্বারকা থেকে রথাদি চড়ে গোষ্ঠে আগমন।] তথাপি যদি অশ্ব নায়িকার সহিত প্রিয়ের ঐ কৃতির মধ্যেই প্রসঙ্গ হয়, তা হলে ‘মান’ সম্ভব হতেই পারে। তা হলেও কিন্তু শ্লোকে বলা হচ্ছে, কল্পয়িত্বা—যিনি একটি ভ্রমকেই দৃত কল্পনা করলেন, তিনি অন্য নায়িকা প্রসঙ্গও কল্পনা করে নিলেন এরূপ ভাব। পরবর্তী ১২ শ্লোকে বলেছেনও— ‘সপত্ন্যাঃ কুচবিলোলিত’ অর্থাৎ ‘সপত্নীদের’ কুচে কৃষ্ণের মালা বিমর্দিত। প্রিয়-প্রস্থাপিতং—নিজের প্রতি পরমপ্রেমবান্ কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত দৃত মনে করে চিত্রজন্মাখ্য দশটি শ্লোকের অবতারণা করছেন, যথা—‘মধুপ ইতি’। তৎকালে জীমতীরাধার মনের অবস্থা জানানোর জন্য বাসনাভাষ্যে উত্থাপিত আগ্নেয় বচন আলোচনা করা হচ্ছে—‘গোপ্য প্রপচ্ছুকৃষসি’ ইত্যাদি—অর্থাৎ এক রাধা বিনা অশ্ব গোপীগণ প্রভাতে কৃষ্ণানুচর উদ্ববকে হরিলীলাবিহার সকল জিজ্ঞাসা করছিলেন। রাধা কৃষ্ণভাবে বিভোর হয়ে বাসনা বিরমিতা অবস্থায় পড়ে সখীগণের সহিত যজ্ঞকাণ্ডের পরবর্তী বেদের চরমাংশ উপনিষদের উদাহরণের দ্বারা শুদ্ধ বিজ্ঞানগুণপুষ্ঠা যাতে হয় সেইরূপ চিত্রজন্ম করতে লাগলেন।” বাসনা ভাষ্যের “গোপ্যপ্রপচ্ছুকৃষসি ইত্যাদি” শ্লোকটির উপর বিশ্লেষণ—এরপূর্বে রাধার নির্বেদাখ্য ভাবান্তর জাত হয়েছিল, জানতে হবে। — যার মূলরূপে প্রণয়রোষময় এই প্রস্তুতভাব বিশেষ জাত হল। — বিচিত্র সঞ্চারিময় হওয়া হেতু তাদৃশ অবস্থা থেকে অতঃপর কৃষ্ণভাবময় দশমীদশা উপস্থিত হল। এর নিরুদ্ধিষ্টতা পর্যালোচনা দ্বারা বাসনা থেকে বিরমিতা হলেন, পুনরায় কৃষ্ণসঙ্গম সম্ভাবনা—রহিতা হলেন। অতঃপর তজ্জাতীয় বাতী অসহ্যমানা হলেন—উহা আচ্ছাদনের জন্য, দেহান্তরেও তদুঃখ-পারাবার দেখতে না পেয়ে মুক্তিই প্রার্থিত, ইহা প্রতিপাদনের জন্যই বা, ‘বেদচরমাংশ’ জ্ঞানকাণ্ডের (উপনিষদের) ‘বিভাবনৈঃ’ উদাহরণের দ্বারা ‘শুদ্ধ’ ইত্যাদি যাতে হয় সেইরূপ ‘অভ্যধাৎ’ চিত্রজন্ম করতে লাগলেন—কেবল যে জীমতী রাধা তাই নয় সখীগণও, এই আশয়ে বলা হল সখীগণের সহিত। অথবা ‘বেদচরমাংশ’ তাদৃশ ভাব অর্থাৎ ব্রজগোপীর মহাভাব প্রকাশক বেদ। ‘বাসনা’ তাদৃশ ভাব থেকে ভিন্ন অন্য সব ভাব। ‘শুদ্ধবিজ্ঞান’ তাদৃশভাবময় অনুভবকে বলা হয় শুদ্ধ বিজ্ঞান,—যাকে বেদসকল এবং মুমুক্শু ব্রহ্মবাদীগণ মান্য করেন। —এইরূপে মুক্তি অবস্থার উপরে সামান্য ভক্তিরও প্রশস্তি শাস্ত্রে দেখা যাওয়া হেতু শ্রীশুকউক্তি—“মুমুক্শু মুনিগণ এবং মাদৃশ ভক্তজন সর্বদা এতাদৃশ পরমপ্রেমভাব প্রার্থনা করে থাকেন।” —(শ্রীভাঃ ১০।৪৭৫৮)। এই শ্লোকানুসারে শ্রীগোপীমাত্রেয়ই ভাব সর্বস্পৃহনীয় হওয়া হেতু। আরও “ভজনশীল জনের ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান এবং বৈরাগ্যরূপ ভাবব্রয় সম্পন্ন হলে আতান্তিক মঙ্গল হয়—কারণ সাক্ষৎ অন্তর বাইরে প্রকটিত হয় পরম-পুরুষার্থ অব্যবধানে।” — (১১।২।৪৩), ইত্যাদি একাদশ অনুসারে ভক্তি থেকে অনুভব উদয় হওয়া হেতু। জীঃ ১১ ॥

১১। আশ্বিনাথ টীকা : কাচিদিতি। হ্লাদিনীশক্তিসারবত্তিরূপশ্চ প্রেষ্ঠোহপি যা সপ্তমী ভূমিকা মহাভাবান্তরায়ী শ্রীকৃষ্ণভানুনন্দিনীয়মিতি বৈষ্ণবতোষিণী কৃষ্ণকর্জকং সঙ্গমং মধুরাঙ্গনাং ধ্যায়ন্তী

গোপ্যবাচ ।

মধুপ কিতব-বন্ধো মা স্পৃশাজ্জিৎ সপত্ন্যাঃ

কুচ-বিলুলিতমালা-কুঙ্কুমশ্ৰাভিনঃ ।

বহতু মধুপতিস্তন্মানিনিনাং প্রসাদং

যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যশু দূতস্তুমীদৃক্ ॥ ১২ ॥

১২ । অন্নয়ন : মধুপ ! (হে ভ্রমর), কিতববন্ধো ! (হে শঠবন্ধো !) সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিত-মালাকুঙ্কুমশ্ৰাভিঃ (কুচাভ্যাং 'বিলুলিতা' সম্মতিয়া যা কৃষ্ণস্ত 'মালা' বনমালা, অতএব তস্তাঃ কুঙ্কুমং যেষু তৈঃ শ্ৰাভিঃ উপলক্ষিতঃ স্বঃ) নঃ (অস্মাকং অজিঘ্ৰং মা স্পৃশ) (মা মাং নমস্কারেন প্রার্থয়স্ব) । মধুপতিঃ (কৃষ্ণঃ) তন্মানিনিনাং (তাসাং মানিনিনাংমেব) প্রসাদং বহতু [কিমস্ম্যং প্রসাদেন তস্ম্য] যদুসদসি (যদুসভায়াং) [তস্ম্য তাদৃক্ চরিতং] বিড়ম্ব্যং (উপহাসাস্পদতাং গমিষ্যন্তং) যশুদূতঃ [অপি] তং ঈদৃক্ (ব্যক্ত সুরত চিহ্নধারী ভবসি) ।

১২ । যুগ্মাবুবাদ : নিজচরণকমল-সৌরভ-লোভে ভ্রমমান ভ্রমরকে নিরীক্ষণ করত দিব্যান্বাদবতী শ্রীরাধা বলছেন—

হে মধুপ ! হে কিতব বন্ধো ! তুমি আমার চরণ স্পর্শ করো না । কারণ তোমার গোঁপে আমার সপত্নীর কুচবিমর্দিত কৃষ্ণমালা-সম্বন্ধীয় কুঙ্কুম বিরাজিত । এতাদৃশ তুমি যার দূত সেই মধুপতি মথুরা মানিনিদের প্রসাদ পাত্র হোন গিয়ে । যার দূত ঈদৃশ তুমি, সেই ক্ষত্রিয় স্ত্রীজন সুরত চিহ্নধারী তাঁর যদু সভায় বিড়ম্বনা তো হবেই ।

ধ্যানে কল্পয়ন্তী অতএব উদ্ধৃতমানা প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন মাং প্রসাদয়িতুং প্রস্থাপিতোহয়ং দূত ইতি কল্পয়িত্বা কমপি মধুকরমব্রবীৎ । যদ্বা, মধুকরাপদেশেনোদ্ধবমেবাব্রবীদিতার্থঃ ॥ বিং ১১ ॥

১১ । শ্রীবিষ্ণুনাথ ঠিকাবুবাদ : কাচিৎ—হ্লাদিনিশক্তিসারবত্তিকপা প্রেমেরও যে সপ্তমী-ভূমিকা মহাভাব, তন্ময়ী শ্রীবৃষভানু-মন্দিনী—(বৈষ্ণবতোষণী) । কৃষ্ণসঙ্গম্য প্রায়ন্তী—মথুরারমণীতে কৃষ্ণকর্তৃক সঙ্গম প্রায়ন্তী—ধ্যানে কল্পনা করছিলেন, অতএব মানের উদয় হল চিন্তে—মানবতী রাধা মনে মনে কল্পনা করলেন 'প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রসন্নতা বিধানের জন্ত এই দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন'—এরূপ কল্পনা করত তৎকালে তথায় আগত কোনও ভ্রমরকে বলতে লাগলেন । অথবা, মধুকর ছলে উদ্ধবকেই বলতে লাগলেন । বিং ১১ ॥

১২ । শ্রীজীব বৈং তো ঠিকা : স্বতঃ প্রেমজবার্তায়া গোবিন্দে লীনচেতসঃ ।

রাধায়াঃ কেন বাগর্থো বেজঃ স্ম্যং তৎকুপাং বিনা ॥

সোহয়মসঙ্গতিপ্রায়োহপি কৃষ্ণসন্দেশহর-সন্দর্শনেন বাটমুলজিহ্বতমর্ঘাদস্ত মহাভাবামৃতরাশেশ্বরঙ্গ

ভরৈর্গৃঢ়াসুয়াগর্বের্ধ্যানাদরোপহাসাদিভির্মাধুরীভরমেব নীয়মানঃ, শ্রীরাধায়া দিব্যোন্মাদময়-চিত্রজল্লঃ কস্ত-
চিদেব বোধগোচরীভবিতুমহ'তীতি তত্র মানিনীম্মতাহ—মধুপেতি, শ্লেষণে হে মদ্যপেত্যর্থঃ। মত্তপস্ত প্রায়ঃ
পরং বধ্যতে ইতি সম্বোধয়তি। কিতবঃ শঠঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অস্ত্রংপরিতাগেন, 'ন পারয়েহং নিরবতসংযুজাম'
(শ্রীভা ১০।৩২।২২) ইত্যাদি-বচনব্যভিচারঃ। তস্ত বন্ধো, তদ্বন্ধুং দূতত্বাদেব, বর্ণাদিসাম্যাদ্বা; কিংবা,
ত্বং মধুপঃ, সোইপি মধুপতিরিতি নামসাম্যং, মত্তপকিতবয়োঃ প্রায়ঃ সখ্যং ভবতীতি কস্মুসাম্যাত্ত। তত্র
কিতবেত্যসুয়াবিস্কৃতা। রঙ্গণকুসুমধিয়া নখেণু পিপতিষন্তঃ ভৃঙ্গং প্রসাদনায় পাদগ্রহণং কুর্বন্তং মতাহ—
অজ্জিঃ মা স্পৃশেতি। বয়ন্ত মানধনাঃ পরমমতস্ত্রাস্তেন তদ্বিধেন প্রসাদনীয়ান ভবেমেতি অজ্জি-স্পর্শনেন
কিমিতার্থ ইতি গর্ববঃ। স্পর্শনিষেধে তু বিশেষমপ্যাহ-সপত্ন্যাঃ, অজ্ঞা স্তো যাসু স রমতে, তাসাং মুখ্যায়ঃ
কস্তাশ্চিৎ। 'সপত্নী' শব্দ প্রয়োগঃ শ্রীণাং স্বপত্ন্যাপত্ন্যাং দ্বেষে তথোক্তিস্বাভাব্যং। বিশদেন
দৃঢ়ালিঙ্গনাদিকং বোধ্যতে। 'নঃ' ইতি বহুত্বং নিজবর্ণাপেক্ষয়া গর্বেণৈব বা। অয়ং ভাবঃ—প্রায়ো
মধুপজাতিরয়ং, তদনুবর্তী রহাবেদী চ তৎসমীপত ইত্যন্তোইপ্যব্যতরবেণ ভ্রমণশীলত্বাদ বিশেষতোইমান্
পরিতস্তুখা চরিতত্বং তদীয়দূত এব। তত্র চ পীতশ্রঙ্গরসৌ বনমালানিবাসিত্বাভ্যেব সম্ভাব্যত ইতি।
তদেবং যাভিঃ কিল বয়ং বিস্মারিতা বিদূরং পরিত্যজিতাশ্চ, তাসাং তত্রত্যত্বাদ্যোগ্যানামেব মানিনীনাং
প্রসাদং বহতু ইতীর্ষ্যা, বহুত্বমেকস্তাং প্রসাদিতায়ামন্তু মানাং, তস্তামপি প্রসাদিতায়ামন্তু ইত্যেবং
বাহুল্যাভিপ্ৰায়েণ মধুপতিরিতি, বহুত্বিতি, চৈশ্বর্যেণ তদ্ব্যুক্তমেব; ইত্যস্মাকং বা তেন কিমিত্যানাদরঃ।
শ্লেষণে মত্তপ-স্বামীত্যবিচারঃ, সৌহৃদ্যভাবশ্চ সূচিতঃ। ততশ্চ মত্তপতিত্বান্মুখ্যে মত্তপে সৌহৃদং নাস্তীতি
প্রসিদ্ধেঃ। স চ প্রসাদস্তেন সমাহার্যাক্ষেপেণ মত্তমনোইপি বৈপরীত্য নৈব সম্পৎস্বত ইত্যাহ, যদ্বসদন্তপি
বিদুষ্যমুপহাসাস্পদতাং গমিষ্যন্তং কথমসৌ ব্যক্তীভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—যস্ত দূতোইপি তমীদৃক্, ব্যক্ততদীয়-
সুরতচিহ্নধারী, তস্মৈতদ্যাক্তৌ কিমশঙ্ক্যামিত্যর্থঃ, ইতি তস্তাঃ কৌশলং দর্শিতম্। অত্রাভেঃ। যদ্বা,
শ্রঙ্গতিঃ কুত্বা মা স্পৃশেতি ॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুন্দ ৪ গোবিন্দে স্বতঃ লীনচিত্ত রাধার প্রেমজাত কথা
বাক্‌দেবী-মনোগত অর্থ বুঝবার শক্তি কার হতে পারে তার কৃপা বিনা।

সেই কথা অসঙ্গতি প্রায় হলেও কৃষ্ণসন্দেশ বাহক উদ্ধব সন্দর্শনে অতিশয় উল্লজিত-নিয়ম
মহাভাবায়ত সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ গূঢ় অনুরাগ-গর্ব ঈর্ষ্যা-অনাদর-উপহাসাদি দ্বারা মাধুরীর চরম সীমায়
নীয়মান হল শ্রীরাধা। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদময় চিত্রজল্ল কারই বা বোধগোচর হতে পারে।

চিত্রজল্লের দশটি অঙ্গ, যথা—প্রজল্ল, পরিজল্ল, বিজল্ল, উজ্জল্ল, সংজল্ল, অবজল্ল, অভিজল্ল,
আজল্ল, প্রতিজল্ল ও সূজল্ল।—ইহাকে 'ভ্রমর গীতা' বলা হয়।

এই ১২ শ্লোকটি প্রজল্ল। প্রজল্লের লক্ষণ—“অনুরাগ্যামদযুজা”—উ০ নী০ স্থায়ী ১৪—
অর্থাৎ “অনুরাগ, ঈর্ষ্যা এবং মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক পটুতার অভাব উদ্‌গীরণ করাকে
প্রজল্ল বলে।”

অসূয়া—পরের উৎকর্ষ সম্বন্ধে দ্বৈধকে অসূয়া বলে—ইহার লক্ষণ হল, ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণ সকলে দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি, জ্রু কুটিলতাদি।

মদ—বিবেকহর উল্লাস। ইহার লক্ষণ,—গতি, অঙ্গ, বাক্যের স্থলন, নেত্র ঘূর্ণ, রক্তিমাদি।—

[ভ০ র-সি০ ২।৪।১৯।]

এই শ্লোকে মানিনীশ্রুতা শ্রীমতী রাধা বললেন,—মধুপ [মধু=মত্ত + প=পান] অর্থাৎ হে মত্তপ। মত্তপও প্রায় পরকে বঞ্চনা করে থাকে, তাই এই ‘মধুপ’ নামে সম্বোধন। হে কিতববাক্ষা—‘কিতব’ শঠ অর্থাৎ বঞ্চক শ্রীকৃষ্ণকে ‘শঠ’ বলা হল। এই কারণে যে, রাসরজনীতে কৃষ্ণ নিজ মুখেই গোপীদের কাছে তাঁর চির-ঋণীত্বের কথা স্বীকার করেছেন। মহাজনের মন বুঝে ঋণীর তো তার কাছে কাছেই সেবায় নিয়োজিত থাকা উচিত—কিন্তু এ-তো তাদের তাগ করে চলে গেল মথুরা—তাই ভ্রমরকে সম্বোধন করলেন ‘কিতববাক্ষা’ শঠ কৃষ্ণের বন্ধু,—দূত বলে, বা বর্ণাদি সাম্যে বন্ধুত্ব। কিন্তু, হে ভ্রমর তুমি মধুপ [মত্ত পানকারী = মদ্যপ] কৃষ্ণও মধুপ [মধুপুরী পালনকারী] এইরূপে নাম সাম্যে বন্ধুত্ব।—মদ্যপে আর শঠে প্রায়ই সখ্য হয়ে থাকে, একই রকম কর্ম করে থাকে বলে। শ্লোকে ‘কিতব’ শব্দ ‘অসূয়া’-ইহা কল্পনা-প্রসূত। রজন কুন্তম বৃদ্ধিতে ভ্রমরটি রাধার পদনখে পড়তে যাচ্ছে দেখে রাধা মনে করলেন, সে তাঁর প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্তই পাংখরতে যাচ্ছে, তাই বললেন ‘মা স্পৃশাজ্জিৎ’ চরণস্পর্শ করো না। একুপ চরণস্পর্শের দ্বারা আমাদের সন্তোষ সম্পাদন হবে না, কাজেই চরণ স্পর্শের কি প্রয়োজন, এখানে ‘গর্ব’। সপত্ন্যাঃ—সপত্নীর, স্ত্রীদের নিজপতির উপপত্নীর উপর হিংসায় তথা উক্তি স্বভাব বলে এই ‘সপত্নী’ শব্দটি প্রয়োগ এখানে। কুচবিধূল্লিত স্নাতা—সপত্নীর কুচ-বিমর্দিতা কৃষ্ণকণ্ঠমালা।—এখানে ‘বি’ শব্দে সপত্নীদের দৃঢ় আলিঙ্গনাদি বোঝান হল। নঃ অজ্জিৎ—আমাদের পদ।—‘নঃ’ ‘আমাদের’ এই বহু বচন প্রয়োগ নিজ সখীদের অপেক্ষায়, বা গর্বে (গৌরবে বহু বচন)। এখানে ভাব এই—এই ভ্রমরজাতি প্রায় কৃষ্ণের অনুবর্তী ও রহোবেত্তা হয়ে থাকে, কৃষ্ণের চতুর্দিকে অব্যক্ত গুণগুণ শব্দে ঘুরে বেড়ানো হেতু। বিশেষতঃ আমাদের চতুর্দিকে তথা ঘুরঘুর করাতে একে তদীয় দূত বলেই বুঝা যাচ্ছে। কুন্তমশাশ্ব—কৃষ্ণের বনমালায় উড়ে উড়ে বসা হেতু ভ্রমরের শ্বশ্রু কুন্তম অর্থাৎ পীতবর্ণ ধারণ করেছে। সেই শঠ ঘাঁদের কারণে আমাদের ভুলে গেল, আর বহু দূরে পরিত্যাগ করল, তুমি হে দূত সেই মথুরার যোগ্য মানিনীদের প্রসন্নতা বিধান কর গিয়ে, এইরূপে ‘ঈর্ষা’ প্রকাশ পেল। ‘মানিনীনাং’ বহুবচন প্রয়োগ হল,—মথুরার বহু মানিনীর মধ্যে একজনের প্রসন্নতা বিধান করলে অশ্রু একজনের মান উঠে যাবে, আবার তার প্রসন্নতা বিধান করলে অশ্রু আর এক জনের মান উঠবে এইরূপে বাহুল্যের তাৎপর্য। ‘বহুতু মধুপতি’ ইত্যাদি—হে ভ্রমর! ক্ষত্রিয় যাদবদের পতি তোমার শ্রু মথুরার মানিনীদের সন্তোষ বিধান করুন—তারা সম্মানের পাত্রী। গোয়লিনী গ্রাম্য রমণী আমাদের সন্তোষ বিধানের কি প্রয়োজন।—এইরূপে ‘অনাদর’

অর্থাৎ অবজ্ঞা ধ্বনিত। অর্থান্তরে ‘মধুপতি’ শব্দের অর্থ মদ্যপ স্বামী, এ অর্থে অবিচার ও সৌহার্দের অভাব সূচিত।—যদু সদসি বিড়ম্ব্য—কৃষ্ণের দ্বারা তার মথুরা নারীদের প্রসন্নতা বিধান তাঁর নিজ মাহাত্ম্য-রূপে মন্থমান হলেও বিপরীত দৃষ্টিতে গৌরবের হয় না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এই ‘প্রসাদং বহত’ অর্থাৎ প্রসন্নতা বিধান ব্যাপারটা তো মথুরা নাগরীদের সহিত তাঁর সম্মুখের ঈদ্রিত বহন করবে। সুতরাং ইহা যদুসভায় ‘বিড়ম্ব্য’ উপহাসাস্পদতা প্রাপ্ত হবে।—কি করে এই কৃষ্ণ এই ‘প্রসাদ বিতরণ’ মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করবে? এরই উত্তরে, যস্য দ্রুতস্তুমীদৃক্,—যার দ্রুত হয়েও তুমি ‘ঈদৃশ’ অর্থাৎ ব্যক্ত-স্মরতচ্ছিন্ন ধারী, সেই তার পক্ষে ঐ স্মরতচ্ছিন্ন প্রকাশ করা কি আশ্চর্য্য।—এইরূপে শ্রীমতী রাধাধারীণী বচন পরিপাটি দেখান হল। [স্বামিপাদ-হে কিতববন্ধো’ ধূর্তের বন্ধু। নমস্কারের সহিত আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করো না। কি সেই প্রার্থনা তোমার? এই অপেক্ষায় সে-তো অনুমিতই হচ্ছে, তোমার শ্রুত্রে আমার সপত্নীর কুচবিমর্দিত কৃষ্ণকণ্ঠমালার কুঙ্কম থেকেই।—তুমি যার দ্রুত সেই মধুপতি মথুরার মানিনীদের প্রসাদপাত্র হোন। আমাদের প্রসাদপাত্র হওয়ার কি প্রয়োজন? সেই কৃষ্ণের যদুসভায় উপহাসাস্পদ হওয়াটা আর কি, যার দ্রুত ঈদৃশ তুমি।] ॥ জী. ১২ ॥

১২। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : স্বচরণকমলসৌরভলোভেন ভ্রমন্তঃ ভ্রমরঃ বীক্ষ্য দিব্যোন্মাদনতী শ্রীবৃষভানুন্দিনী প্রজলতি। হে মধুপ, ভ্রমর, কিতবস্তু ধূর্তস্তু এবং “মদধোজ্বিতে” ত্যাদিনা “ন পারয়েইহ” মিত্যাদিনা “আয়াস্তু” ইতি দৌত্যকেন চ মিথ্যাবচনবৃন্দেন বঞ্চকস্ত কৃষ্ণস্ত বন্ধো, বন্ধুত্বরূপ-দৌত্যকারিন্, অভিঃ মা স্পৃশ। নতু কিমিতি নমস্কর্তুং ন দদাসি? তত্রাহ,—হে মধুপ,—মতপ “মধু মত্তে পুষ্পরস” ইতানেকার্থবর্গঃ। মদ্যপস্পর্শে চরণস্থাপাবিত্র্যাদতো নমস্কটীর্ষা চেদ্রুমপমৃত্যু নমস্কৃতি ভাবঃ। নমস্কৃষ্টেইপি ময়ি মিথ্যামদ্যপত্বপরিবাদকিমর্পয়সি ইতি তত্র নায়াং পরিবাদঃ, কিন্তু যথার্থমেব বচনীতাহ,—মম সপত্ন্যাঃ কুচয়োঃ কৃষ্ণবক্ষঃসংঘর্ষণে বিলুলিতা বিমর্দিতা যা মালা কিস্বা কুচাভ্যামেব বিলুলিতা যা কৃষ্ণস্ত বনমালা তৎসম্বন্ধিকুঙ্কমযুগ্মৈঃ শৃঙ্গাভির্মা স্পৃশেতি ভ্রমরস্ত স্বাভাবিক-শৃঙ্গাশীতিম্ এবং তথারোপঃ, তেন চ মানিনীং মামনুনেতুং বমিহায়াতোইশ্রুত চ তথাভূত কুঙ্কমশৃঙ্গপ্রক্ষালনং বিনৈবেতি বিবেকাভাব এবং মদ্যপানলক্ষণম্। এতদর্শনয়া মানো বর্জিত এবং নতু নিবর্ত্যত ইতি বুদ্ধ্যশ্চেতি ভাবঃ। নমু যথা তথাস্তু তং তাবৎ প্রসীদেতি তত্রাহ,—হে মধুপ, মদ্যপালক, তত্র গতা নিজপ্রভোঃ পেয়াং মদ্যমেব পালয় পিব চ তং কষ্টেইব তং কতুং শক্নোষি নতু দৌত্যং নিবুদ্ধিহাদিত্যভাবঃ। নম্বেবঞ্চেন্দলং ময়া সংপ্রত্যহং পুনর্মথুরামেব যামিস এবং গোপেন্দ্রনন্দনঃ স্বয়মেতা হাং প্রসাদয়তিত্যত আহ,—বহতিত্যাদি। মধুনাং বাদববিশেষাণাং পতিঃ সংপ্রতি সোইভূৎ, ব্রজেশ্বরীগর্ভজাতত্বেন গোপজাতিরপি ভাগ্যবশাৎ ক্ষত্রিয়জাতিরভূততত্ত্বমানিনীনাং ক্ষত্রিয়স্বীণাং প্রসাদং বহতু প্রাপ্নোতু। তা এবং সদা প্রসাদয়তু কিমস্মাভির্নিকৃষ্টাভির্গোপজীভিরিতি ভাবঃ। অত্র বহবচনেন বহুধাতুপ্রয়োগেন চ মধুস্বীণামানন্ত্যাং

সর্বাসামেব তদুক্তং ত্বাং একস্মাৎ প্রসাদিতায়ামমম্মা মানোংপত্তেস্তস্মামপি প্রসাদিতায়ামমম্মা ইত্যেবং
 তাসাং প্রবাহরূপেণ প্রসাদং প্রাপ্নোষিত্যস্মৎসম্মিধাবাগমনে তস্মাবসর এব নাস্তীতি ভাবঃ । নহু তদীয়সর্ব-
 সৌভাগ্যানিধে, দেবি, মৈবং বাদীর্ষদি ত্বয়ি তস্ম মনো নাস্তি তর্হি কথমহং তেন দূতঃ প্রস্থাপিতস্তদ্রাহ.—
 যস্ম দূত স্তমীদৃক । ক্ষত্রিয়স্ত্রীজনসুরত চিহ্নধারী তস্ম যত্নসদসি বিড়ম্ব্যং বিড়ম্বনমেব । যদুস্ত্রীণাং তৎকৃতস্ম
 ধর্মলোপস্ম ব্যক্তীভাবেন কুপিতৈস্তত্ত্বংপতিভিস্তস্ম বিড়ম্বনমেব করিষ্যত ইতি ভাবঃ । যদ্বা, যস্ম ত্বমীদৃগ্
 দূতস্তস্ম যৎ যত্নসদস্তত্র অধিকরণ এব বিড়ম্বনং ভাবি । গোপেন তন্নারীণাং ভুক্তং যৎ যদুনাং নিন্দেব
 সর্বদেশে ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । শ্লেষণ যস্ম দূতস্তমীদৃক স চ মধুপতির্মধুনাং মদ্যানাং পতিরिति মদ্যপ এব
 যতো মদ্যস্ম বিক্ষেপেনৈব তাদৃশো ভ্রমরো হুতঃ কৃত ইতি । অত্র কিতবেত্যম্বা । সপত্ন্যা ইত্যাদিনেৰ্ম্যা ।
 অজিহ্মং মা স্পৃশ ইতি মদঃ । বহত্তিত্যাদিনা অবধীরণম্ । যত্নসদসীত্যাদিনাহকৌশলোদগার ইত্যয়ং
 প্রজল্পঃ । যত্নকুমুজ্জলনীলমণৌ,—“অনুর্য্যো মদযুজা যোহবধীরণমুদ্রয়া । প্রিঃস্মাকৌশলোদগারঃ প্রজল্পঃ
 সতু কীর্ততে” ইতি ॥ বি০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিষ্মনাথ টীকাবুদ : নিজ চরণকমল-সৌরভ লোভে ভ্রমমান ভ্রমরকে নিরীক্ষণ
 করে দিব্যোন্মাদবতী শ্রীবৃষভানুন্দিনী প্রজল্পনা করতে লাগলেন—হে মধুপ ভ্রমর ! কিতববাক্সা—
 ধূতের বন্ধু।—কৃষ্ণকে ধূত বা বঞ্চক বলার কারণ দেখান হচ্ছে—“আমার জন্ম তোমরা লোকবেদ
 ইত্যাদি সব কিছু ছেড়ে অনুরাগ ভরে এলে, আর আমি তোমাদের ছেড়ে চলে গেলাম, এ অত্যাচার হয়েছে,
 ক্ষমা কর।”—(শ্রীভা০ ১০।৩২।২১) ইত্যাদিতে,—আরও “পরমানুরাগে তোমরা আমাতে আত্মনিবেদন
 করেছ, এর প্রত্যুপকার করা আমাদের সাধ্যাতীত” ইত্যাদিতে,—আরও “অক্রুরের রথাসীন কৃষ্ণ
 ভাবী বিরহবেদনা-আকুল গোপীদের দূত মুখে স্তোক বাক্য পাঠালেন, মথুরা থেকে শীঘ্রই ফিরে
 আসছি”—(শ্রীভা০ ১০।৩৯।৩১), ইত্যাদিতে যে স্তোক বাক্য শুনাগেল, তা মিথ্যা হওয়া হেতু কৃষ্ণ বঞ্চক
 বলে লঙ্কিত হলেন জীরাধার দ্বারা—হে ভ্রমর তুমি এই বঞ্চকের বন্ধু। হে বন্ধুতারূপ দৌত্যকারী
 ভ্রমর ! আমার চরণ স্পর্শ কর না। এতে ভ্রমর গুন্ গুন্ করে যেন বলল,—এ কি কথা নমস্কার
 করতে দিবে না ? এরই উত্তরে রাধা বললেন—হে মধুপ—হে মদ্যপ [মধু, মদ্যো, পুস্পরস—অমর
 কোষ]—মদ্যপ স্পর্শে চরণ অপবিত্র হয়ে যায়, যদি তোমার শুধু নমস্কার করারই ইচ্ছা থাকে, তবে
 দূরে সরে গিয়ে নমস্কার কর, এরূপ ভাব। গুন্ গুন্ করে ঘুরতে ঘুরতে ভ্রমর যেন বলছে, ছুঁই না হলেও
 আমাতে মিথ্যা মদ্যপ অপবাদ কেন দিচ্ছ ? এরই উত্তরে রাধারাগী বলছেন, এ অপবাদ নয়, কিন্তু
 ঠিকই বলছি, এই আশয়ে বলা হল,—সপত্ন্যা ইতি—আমার সপত্নীর কুচযুগলে কৃষ্ণবক্ষ-সংঘর্ষে
 বিলুপ্তি—বিমর্দিত যে বনমালা, কিসা কুচযুগলের দ্বারা বিমর্দিতা যে কৃষ্ণের বনমালা, তৎসম্বন্ধী কুঙ্কুমযুক্ত
 শ্মশ্রুদ্বারা আমাকে স্পর্শ কর না—ভ্রমরের স্বাভাবিক শ্মশ্রুপিত্তিতেই তথা আরোপ। কৃষ্ণ সম্বন্ধে
 মানিনী আমাকে স্তুতি করার জন্ম তুমি এখানে এসেছ, অথচ তথাভূত কুঙ্কুমশ্মশ্রু প্রক্ষালনও করে

আসনি—এই বিবেকশূণ্যতাই জানিয়ে দিচ্ছে, তুমি মদ্য পান করেছ। এর দর্শনে মান বেড়েই উঠে, কমে না, বুদ্ধিমান জন ইহা বুঝে। অতঃপর ভ্রমরের গুন্-গুনানিতে রাধা মনে করলেন সে যেন বলছে,—স্থানাস্থান বিচার নাই বা থাকল, তুমি তাবৎ প্রসন্ন হও। এরই উত্তরে রাধা বললেন—হে মধুপ=[মধু+প=পালক] মদ্যপালক, ঐ মধুপুরীতে গিয়ে নিজ প্রভুর পেয় মত্তই পাহারা দেও, আর পান কর, সেই কাজই তুমি করবার যোগ্য, দৌতা কার্য তোমার কর্ম নয়, নির্বোধ হওয়া হেতু, এরূপ ভাব।—ভ্রমরটি গুন্ গুন্ করে ঘুরেই চলেছে, রাধারাগীর মনে হল, সে যেন বলছে,—হে দেবী, তুমি দেখছি নানারূপ আপত্তি তুলছ, আমার এত সব কথার প্রয়োজন কি?—এখন আমি মথুরায় চলেই যাচ্ছি, সেই গোপেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং এসে তোমাকে প্রসন্ন করুন—এরই উত্তরে রাধা বললেন—বহতু ইত্যাদি। মধুপত্তিঃ—সে এখন যাদব বিশেষের পতি হয়ে বসেছে,—ব্রজেশ্বরীর গর্ভজাত হওয়া হেতু গোপজাতি হয়েও ভাগ্যবশে ক্ষত্রিয় জাতি হয়ে গিয়েছে, অতএব সে তন্ময়াম্বিনীনাং—ক্ষত্রিয়া মানিনীদের প্রসন্নতা বিধান করুন—এই গোয়ালিনীরা এখনতো তার কাছে তুচ্ছ। তাগিদেরই প্রসাদং বহতু—প্রসন্নতা বিধান সদা করতে থাকুন,—আরও এখানে বহুবচনে ‘বহ’ ধাতু প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে, মথুরানারী অসংখ্য হওয়া হেতু, এবং সকলেই তাঁর দ্বারা সম্ভুক্তা হওয়া হেতু একের প্রসন্নতা বিধানে অন্তের মানোৎপত্তি, আবার এর প্রসন্নতা বিধানে অত্র আর এক জনের মানোৎপত্তি—এইরূপে তাদের প্রবাহ রূপে প্রসন্নতা বিধান চলতে থাকুক—এইরূপে আমাদের নিকট তার আসবার অবসরই হবে না, এরূপ ভাব। ভ্রমরটি গুন্ গুন্ করে যেন বলছে, ওগো তদীয় সর্বসৌভাগ্যানিধে দেবি! এরূপ বলবেন না, যদি আপনাতে তার মনই না থাকে, তাহলে তিনি আমাকে দূত করে পাঠাবেনই বা কেন? এরই উত্তরে বলা হল, যস্য দূতস্তৃণীদৃক্,—যার দূত হয়ে তুমি ঈদৃশ সুরত-চিহ্ন ধারণ করেছ, সেই ক্ষত্রিয় স্ত্রীজনসুরতচিহ্নধারী তাঁর যত্নসভায় বিড়ম্বনাং—বিড়ম্বনা হবে।—যত্নস্তুীদের তৎকৃত ধর্মলোপের কথা জানাজানি হয়ে গেলে কুপিত সেই সেই পতিগণ তাকে ‘বিড়ম্বনায় ফেলবে, এরূপ ভাব। অথবা, যার তোমার মত ঈদৃশী দূত তার যে যত্নসভা তার সভাগণ সকলেই বিড়ম্বনায় পড়বে, কারণ এই গোপের দ্বারা তাদের নারীরা সম্ভুক্তা হওয়া হেতু ক্ষত্রিয় যত্নদের সর্বদেশে নিন্দা হবে। অর্থান্তরে, যার দূত হয়ে তুমি ঈদৃশ সুরতচিহ্ন ধারণ করেছ, সেও মধুপত্তি—মদের রক্ষা কর্তা, তাই মত্তপ তো নিশ্চয়ই, যেহেতু মদের ঝোকেই তাদৃশ ভ্রমরকে দূত করে এখানে পাঠিয়েছে।

এই শ্লোকে যে সব শব্দ প্রয়োগ হয়েছে, তা উঠছে রাধাচিন্তের এরূপ ভাব থেকে, যথা—‘কিতব’ শব্দে ব্যক্ত অসুয়া থেকে। ‘সপত্না’ শব্দে ব্যক্ত ঈর্ষা থেকে। ‘অঞ্জিঃস্মা স্পঃ’ কন্দর্পবিকার জনিত মদ থেকে। ‘বহতু’ ইত্যাদি দ্বারা অবধীরণ। ‘যত্নসদসি’ ইত্যাদি দ্বারা ক্রোধের কৌশলশূণ্যতা উদগার।—ইহাকেই ‘প্রজ্ঞল’ বলা হয়—‘অসুয়া, ঈর্ষা এবং মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা (অবধীরণ) প্রদর্শনপূর্বক অকৌশল উদগীরণ করাকে প্রজ্ঞল বলে।—উ°, নী, ম, স্থায়ী ॥ ১৭১ ॥ ॥ বি° ১২ ॥

সকৃদধর-সুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা

সুমনস ইব সত্ত্বস্ত্যাজেহস্মান্ ভবাদৃক্ ।

পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মাং নু পদ্মা

হ্যপি বত হতচেতা হ্যন্তমঃশ্লোকজন্মৈঃ ॥১৩॥

১৩। অর্থঃ : ভবাদৃক্ (ভবদ্বিধ মধুপ জাতীয়ঃ) সুমনস (কুসুমানি) ইব (যথা ত্যজতি তথা) [শ্রীকৃষ্ণ] স্বাং (স্বকীয়া অসাধারণী) মোহিনীং (বুদ্ধিভ্রংশিনীম্) অধর সুধাং সকুং পায়য়িত্বা অস্মান্ সত্ত্ব ত্যাজে ।

১৩। মূল্যবুদ্ধি : ভ্রমরটি আপন মনে গুন গুন করেই চলেছে। রাধা মনে করলেন, —ও যেন বলছে আমার গোঁপের এই গীতিমা তো স্বাভাবিকই। আচ্ছা, বলতো তোমাতেই এক তান মন, স্বপ্নেও যে অশ্রু জরীর দিকে তাকায় নি সেই কৃষ্ণের কি অপরাধ হল যে, তুমি ঈদৃশ মান আবিস্কার করলে? এরই উত্তরে, কৃষ্ণের শঠতা উঠিয়ে ধরে রাধা তার মানের কারণ বলছেন —

ওহে মধুপ, তোমা সদৃশ ভ্রমরজাতী যেরূপ মালতীপুষ্পের মধু পান করে তাকে ত্যাগ করে চলে যায়, সেইরূপ মধুপতিও (কৃষ্ণও) বলেছিলে একবার মাত্র তাঁর অসাধারণী বুদ্ধিভ্রংশিনী নিজ অধর সুধা আমাদের পান করিয়েই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে চলে গেল। (ভ্রমর যেন প্রশ্ন তুলল, তা হলে লক্ষ্মীদেবী কেন এতদৃশ জনের সেবা করছেন? এরই উত্তর একটু চিন্তা করে রাধা বলছেন— মনে হয় নিশ্চয়ই স্তাবকদের মুখে উত্তমশ্লোক বলে কৃষ্ণের যে স্তুতিমাত্র, তা শুনেই হতচিন্তা হয়ে লক্ষ্মীদেবী তাকে সেবা করছেন।

১৩। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকা : তস্য কৈতবমেব দর্শয়ন্তী মানে কারণমাহ—সকৃদতি । অতের্থাধিকোনাগৃহীতমপি কর্তূর্নাম বাক্যস্য পুরয়িতব্যতয়া মধুপতিরিতি পূর্ব্বস্বাদেবাক্ষ্যতে, তৎসঙ্গত- স্বাদ্বাদৃগিহ্মানেন মধুপ এব লভ্যতে । তদ্রেয়ং যোজনা— মধুপতিরসৌ স্বামসাধারণী নিজামধরসুধা- মস্মানসকুং পায়য়িত্বা বলাচ্ছলাদপি সাধীরস্মান্ পানীয়াপাত্ত সত্ত্বস্ত্যাজ । কীদৃশীমিত্যাশঙ্ক্যাহ— মোহিনীং বুদ্ধিং ভ্রংশয়িত্বা দুঃসহনিজহরন্তলালসাসম্পাদিনীম্ । তত্র তস্য তথা পায়নে নাস্ত্যেব দৃষ্টান্ত ইতি ত্যাগে তু সৌখ্যং দৃষ্টান্তঃ ক্রিয়ত ইত্যাহ—ভবাদৃক্ ভবদ্বিধমধুপজাতীয়ঃ সুমনস ইবেতি । অর্থমর্থঃ — ভবদ্বিধ-মধুপজাতিস্তদন্যজীবিকহাং তান্ বহু তত্র তত্র রসমল্লমল্লং প্রাপ্য বুদ্ধিক্ষাশান্ত্যভাবাং তাং তাং সুমনসঃ স্বসুখার্থং যত্নজতি, তদ্যুক্তমেব । মধুপতিস্ত সুধাময়াধরহাদন্যরসাপেক্ষামতীতঃ, কিন্তু দুঃশীলত্বাচ্ছোভনমনসাং দুঃখদানমেব স্বসুখতয়া মন্যতে, তস্মাদ্ভবতাপি তস্মিন্ কিতবে বন্ধুতান কার্যোতি অথবা ভবাদৃগিত্যভয়ত্র সম্বন্ধনীয়ম্; তত্র দৃষ্টান্তপক্ষে মধুপ-জাতীয়ঃ-দাষ্টান্তিক পক্ষে বিদূরসৌরভগ্রহণ-সমাগমন পরিতোভ্রমণ-মধুরাফোটন-সহচর্যনাদিভিত্তবদ্ব্যচ্ছেদমানোইপীতি যোজ্যম্ । নহু ‘জয়তি তেইধিকম্’ (শ্রীভা- ১০:৩১:১১) ইত্যাদিক-ভবদ্বাকারীত্যা পদ্মায়া অপি তদাসত্তায়াঃ সম্প্রতি তত্রাপি তদুপাসনং দৃশ্যতে, ভবত্যা

কথমসৌ নিন্দ্যতে ? তত্রাহ—পরিচরতীতি । সকলপদ্মাধি কারিণ্যাপি পদ্ম। তৎপাদপদ্মং কথং নু পরিচরতীতি ন বুধ্যতে, তদেতচ্ছূদ্রা ক্ষণং বিভাব্যাহ—অপি বতেতি । অপীতি সম্ভাবনায়াং, বতেতি খেদে, হীতি প্রসিদ্ধৌ । উক্তমঃ শ্লোকস্তেব যে তস্য জন্মাং, প্রলোভনময়ানি ভাষিতানি, তৈশ্চ তচেতাঃ সতী তৎ-পরিচরতীতি জ্ঞাতং জ্ঞাতমিতার্থঃ । তদেবং তস্য অবিচক্ষণত্বং ব্যজ্য স্বস্য তু বিচক্ষণত্বং ব্যঞ্জিতম্ । তস্মাৎ কিতবে তস্মিন্নস্মাকমপি মান এব যুক্ত ইতি ভাবঃ । তত্রাসকুংপায়নমপ্যুৎকণ্ঠয়া বিস্মৃত স্কৃদেব পায়য়িষ্যতি তস্যানায়াসত এব বঞ্চনাকরীং সামগ্রীসম্পত্তিঃ দর্শয়িত্বা স্বস্য ত্রাসাতিশয়ঃ প্রকটিতঃ, তস্মিন্মীয়াগতিশয়শ্চ স্মৃতিতঃ । তথাপি ঘোহিনীমিত্যুক্তা স্বলালসাবাবচ্ছেদং প্রত্যাখ্যায় মোহাগতিশয়শ্চ ব্যঞ্জিত ইত্যাদিকম্ভূতম্ । জী০ ১৩ ॥

১৩। জীজীব বৈতো। দীকানুবাদ : কৃষ্ণের শঠতা উঠিয়ে ধরে— জীমতীরাধা তাঁর মানের কারণ বলছেন, স্কৃৎ ইতি— একবার মাত্র অধরসুধা পান করিয়ে ইত্যাদি । এই শ্লোকে ঈর্ষার আধিক্য হেতু যে পান করাল সেই কৃষ্ণের নামটি পর্যন্ত করা না হলেও পূর্বশ্লোক থেকে ‘মধুপতি’ নামটি নিয়ে এসেই অর্থ করতে হবে— আর এই ‘মধুপতির সহিত সামঞ্জস্য হওয়া হেতু ‘ভবাদৃক’ শব্দে ‘মধুপ’ অর্থাৎ ‘ভ্রমর’ শব্দটিই পাওয়া যাচ্ছে—এখানে এরূপ অর্থে অর্থ— এই মধুপতি স্বাম্, —আসাধরণী নিজ [অধরসুধাঃ অস্মান্ স্কৃৎ পায়য়িষ্য] অধরসুধা বলে-ছলেও স্বাক্ষরী আমিদিগকে একবার মাত্র পান করানোর জন্য গ্রহণ করেই অমনি ত্যাগ করে চলে গেল। কৃষ্ণের এই অধরসুধা কিরূপ বস্তু, এই আশঙ্কায় বলা হচ্ছে,— এই বস্তুটি ঘোহিনীঃ—বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়ে নিজের প্রতি দুঃসহ দুঃস্থলালসা সম্পাদনী । শ্লোকে কৃষ্ণের সেরূপ পান করানোর পক্ষে ভ্রমরের দৃষ্টান্ত হয় না, কারণ [কৃষ্ণ পক্ষে বলাৎকারে পান আর ভ্রমরপক্ষে ক্ষুধার জ্বালায় ভ্রমর নিজেই যায় পান করতে] তাই শুধু ‘ত্যাগ’ পক্ষেই কিন্তু কৃষ্ণের সহিত ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে । এই আশয়েই বলছেন, ভবাদৃক, স্মৃৎসব ইব—তোমার মত মধুপায়ী জীবশ্রেণীর ফুলের মধু অনন্ত জীবিকা হওয়া হেতু তাঁরা ফুলদের মধ্যে বসে বসে অল্প অল্প পেয়ে ক্ষুধার নিয়ন্ত্রি না হওয়ায় সেই সেই ফুল যে নিজ সুখার্থ ত্যাগ করে, তা যুক্তিযুক্তই । মধুপতি (কৃষ্ণ) কিন্তু সুখাময় অধর যুক্ত হওয়া হেতু ঐ অধর রসেই তৃপ্ত, অগ্নরসের অপেক্ষার অতীত—কিন্তু দুঃশীলতা হেতু সে শোভনমনা জনদের দুঃখ দানই স্বসুখ বলে মনে করে । সে হেতু তোমার সেই বঞ্চকের সঙ্গে বন্ধুতা করা ঠিক হয় নি ।

অথবা, ‘ভবাদৃক’ দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিক উভয় পক্ষেই সম্বন্ধনীয় [‘মুখটি কমলের ছায় সূন্দর’ এখানে কমল দৃষ্টান্ত (উপমান) । মুখ দাষ্টান্তিক (উপমেয়)] । দৃষ্টান্ত পক্ষে—ওহে ভ্রমর, মধুপতি (কৃষ্ণ) ‘ভবাদৃক’ [ভবৎ = তোমার + দৃক্ = সদৃশ] = তোমার সদৃশ । দাষ্টান্তিক পক্ষে—বহুদূর থেকে সৌরভ গ্রহণ, সম্মুখে আগমন, চতুর্দিক ঘুর ঘুর করণ, মধুর কুজনসহ চুম্বনাদি কার্যের দ্বারা তুমি হে ভ্রমর ভবাদৃক, [ভবৎ = হও + দৃক্ = সদৃশ] কৃষ্ণের সদৃশ । পূর্বপক্ষ গদ্যা কথং নু ইতি—লক্ষ্মীদেবী কি হেতু তাদৃশ জনের সেবা করছেন ইত্যাদি ?

পূর্বপক্ষ, এখন ভ্রমরের গুণ্ণানি গুণে রাধা মনে করলেন ভ্রমর যেন বলছে—“ওগো রাধে তুমি মধুপতির নিন্দা করছ কেন? নিন্দাই হলে লক্ষ্মীদেবী তাঁর উপাসনা করতেন কি? শারদীয় রাস রজনীতে তোমরাই তো বলেছিলে, ‘জয়তি তে অধিকাং’—(ভা• ১০।৩১।১)। লক্ষ্মীদেবীকেও কৃষ্ণাসক্তি হেতু সম্প্রতি ব্রজমণ্ডলে অর্থাৎ বৃন্দাবনে ও সম্প্রতি মথুরায়ও কৃষ্ণের উপাসনা করতে দেখা যাচ্ছে। —এরই উত্তরে শ্রীরাধা বলছেন—পরিচর্যিত্ব ইতি—সকল সম্পদ-অধিকারিণী হয়েও লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের উপাসনা করছেন কেন, হে ভ্রমর তা তুমি বুঝতে পারছ না। ‘হু’ [অপমানে] তোমার বিচারবুদ্ধি মত্তপানে লোপ পেয়েছে। এই বলে ক্ষণকাল চিন্তা করে শ্রীরাধা বলছেন—অপি বত ইতি—‘অপি’ সম্ভাবনায়, ‘বত’ খেদে, ‘হি’ প্রসিক্তিতে। উভয়ঃ শ্লোকজালঃ—লোক হিসাবে কৃষ্ণ নিকৃষ্টমানের হলেও তাঁর স্তাবকদের মুখে মিথ্যা প্রলোভনময় গুণকীর্তন শুনেই অমনি লক্ষ্মী হতচেতা হয়ে সেবা করতে লেগে গিয়েছে একুপই জেনে নেও হে, জেনে নেও। এইরূপে লক্ষ্মীর অবিচক্ষণতা প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের বিচক্ষণতা সূচনা করলেন রাধারাণী।—সুতরাং সেই বঞ্চকে ‘মান’ যুক্তিযুক্তই হয়েছে। রাধার কৃষ্ণাধর-সুধাপান পুনঃপুনঃ হলেও তৎকালে বলবার সময় উৎকর্ষায় তা ভুলে গিয়ে ‘সকুৎ’ একবারের কথা বলা হল। কৃষ্ণের সহজসাধ্য বঞ্চনাকারী সামগ্রীসম্পত্তি তুলে ধরে রাধারাণী নিজের ত্রাসাতিশয় প্রকাশ করলেন, তার মধ্যে ঈর্ষাদি অতিশয়ও সূচিত হল। তথাপি ‘মোহিনী’ উক্তিতে স্বলালসার ছেদ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করত মোহাদি-অতিশয়ও ব্যঞ্জিত, ইত্যাদি বিচার করা হল।

॥ জী• ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিষ্মবাস্থ টীকা : নহু ভ্রমরজাতের্মমাং স্বাভাবিক এব শাশ্বতপীতিমা, নতু সুরত-কুঙ্কুমমিৎ তস্য চ হৃদেকতানমানসস্য মধুপূর্ষাং কামপি স্ত্রিয়ং স্বপ্নেইপ্যপশ্যতঃ কোইপরাধো বতস্বমীদৃশং মানমাবিকারোষীতি তত্রাহ—সকুদিতি। পায়নস্যাসকুৎস্বপি সকুদিত্যুস্তিরনুরাগেণ তত্র তৃষ্ণাধিক্যং ব্যঞ্জয়তি। অধর এব সুধা তামিত্যত এব এতাবস্তিরপি সন্তাপৈর্ন ত্রিয়ামহে ইতি ভাবঃ। এতা মদ্রষ্টেঃ কষ্টৈর্ধদি মরিগুস্তি তদাহং কাভ্যঃ কষ্টং দাস্যামি। তস্মাদাসাং মরণাভাবায় স্বামধরসুধাং পায়য়ামীতি স পুরৈব বিচারয়ামাসেতি ভাবঃ। অতঃ সকুদেব পায়য়িত্বা সন্তপ্তংক্ষণ এবাস্মাংস্তত্যাজ। অতোহস্মৎ সুখদান তাৎপর্যো সতি সুধাপায়নস্যাসকুৎস্যাদিতি ইমেব বিচারয়েতি ভাবঃ। তত্রাপি পায়য়িত্তেতি গিচা তস্ম বলাৎকারো দর্শিতঃ। নহেবক্ষেং সাধ্বো ভবত্যঃ কথং তস্মৈ স্পৃহয়ন্তি তত্রাহ,—মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশিনীম্। অতন্তেনাস্মদাদয়ো লোকদ্বয়ত এব ভ্রংশিতা ইতি। “বিষয়ক্ষেপি সংবদ্ধা স্বয়ং ভেদু-মসাম্প্রত”মিতি চায়াহপি কৃষ্ণেন ন গণিত ইতি ভাবঃ। বিধুঃ, তস্ম প্রীত্যপ্রীতি দ্বৈ এবাতিচিত্রে ইত্যাহ,—সুমনসো দেবশ্রেণীরিব বিধুঃ কৃষ্ণোহস্মান সুধাং পায়য়িত্বা সুমনসো মালতীভবাদৃক ভ্রমর ইবাস্মাংস্তত্যাজেতি পায়নত্যাগনয়োঃ কর্মণি কর্তরি চ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টান্তঃ। দেবপক্ষে হে অধর, নিকৃষ্টেতি সম্বোধনম্। “সুপর্বাণঃ সুমনস” ইত্যমরঃ। নহু তস্ম যুগ্মকর্মকত্যাগে যুগ্মাকমেব কোইপি দোষঃ

কারণমস্তি তস্মৈ বেতি তদ্বাহ—সুমনস ইবান্মান্ স ভবাদৃক্ ততাজ। ভ্রমরো যন্মালতীস্ত্যজতি তত্র
দোষঃ কস্মেতি হুঁয়ব বিচার্যতামিতি ভাবঃ। ‘সুমনা মালতী জাতি’-রিত্যমরঃ। সৌরভ্য-সৌকুমার্য-
পাবিত্র্য-সর্বোৎকর্ষাদিভিঃ সুমনঃসংধর্মাৎ শোভনমনস্বত্বাচ্চ বয়ং সুমনস ইতি ব্রজে প্রসিদ্ধ এব, সচ
ভ্রমরসাধর্ম্যাৎ চপলঃ স্বসুখমাত্রার্থী প্রসিদ্ধ এবেতি নেদং কবিতামাত্রমিতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ চাঞ্চল্য-
দোষাদেব মালতী বহবীরপি ত্যক্তা নিকৃষ্টেষপি পুষ্পেষু বিষজ্জতি অবিষজ্জতি বা ভ্রমরে ইব কৃষ্ণে কথং
বয়ং মানিতো ন ভবাম ইত্যর্থধ্বনিঃ। ননু কৃষ্ণস্ত নিদোষত্বং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমেব শাস্ত্রজ্ঞেন গর্গেণ ‘নারায়ণসম-’
ইত্যুক্তত্বাৎ। তত্র ভরতু স নারায়ণস্তথাপি পরবঞ্চনাদিদোষাণাং তত্র প্রত্যক্ষত এব দৃষ্টা ত্বাত্তে কথমপল-
পনীয়া ভবন্তি বিমৃশ্য স বিচিকিৎসমাহ,—পরিচরতীতি। পদ্মা লক্ষ্মীঃ পরিচর্যামপি হেতুং অয়-
মেবোদ্ভাবয়ন্ত্যাহ,—অপি বতেতি। উত্তমঃশ্লোক ইতি যে জল্পাস্তাবকলোকানাং স্তুতিমাত্রাণি তৈশ্চ তং
চেতো সন্তাঃ সা। তেন লক্ষ্মীরতি বজ্রী বরন্ত চৈক্ষণ্য-বৈদগ্ধ্য-বুদ্ধিবৈচিত্র্যাদিগুণানাং বিধাত্রা দত্তত্বাৎ
কথং তাদৃশী ভবিতুং প্রভবামেতি ভাবঃ। অত্র পায়য়িষ্যেতি মোহিনীমিতি চ তস্মৈ শাঠ্য সত্ত্বস্ত্যাগা-
নির্দয়ত্বং, ভবাদৃগিতি চাপল্যং, লক্ষ্মী আর্জববাজনয়া স্ববিচক্ষণত্বং, আদি-শব্দানকৃতজ্ঞত্ব-প্রশংসাত্বাদিকং
তু সর্বত্রৈবানুস্মাতমিত্যয়ং পরিজরঃ। যত্বত্বং,—“প্রভোনির্দয়তাশাঠ্যচাপলাত্বাপাদনাৎ। স্ববিচক্ষণতা
ব্যক্তিভঙ্গ্যা স্যৎ পরিজল্পিতম্” ॥ বিং ৩৩ ॥

১৩। শ্রীবশ্বনাথ টীকাবুদ : গুণ গুণ করেই চলেছে ভ্রমরটি—রাধা মনে করলেন
ও যেন বলছে,—ভ্রমর জাতি আমার এই শাঞ্চল্যীতিমা স্বাভাবিকই, এ সুরত-কুসুম নয়। আর
তোমাতেই যে এক তানমনঃ মথুরায় কোনও স্ত্রীকেই স্বপ্নেও যে দেখেনি সেই কৃষ্ণের কি অপরাধ
হল-যে, তুমি ঈদৃশ মান অবিকার করলে? এরই উত্তরে শ্রীরাধা বললেন, সক্রুৎ ইতি—একবার
মাত্র অধরসুখা পান করিয়েই ত্যাগ করেছে, এতো অপরাধই—পান পুনঃপুনঃ হলেও, এই যে ‘সক্রুৎ’
অর্থাৎ একবার মাত্র পানের কথা, তা অনুরাগে, এতে তৃষ্ণাধিক্য প্রকাশ পেল। অধর সুধাং—
অধরই সুধা, তা পান; তাই এতাবৎ সন্তাপেও মরণ হয় নি, এরূপ ভাব। কৃষ্ণ পূর্বেই বিচার করে-
ছেন, এত ভীষণ কষ্টে যদি ব্রজগোপীগণ মরেই যায়, তবে আমি কাদের কষ্ট দিব। তাই তাদের মরণ
যাতে না হয় সে জন্ম নিজের অধরসুখা পান করানো, এরূপ ভাব। —অতএব একবার মাত্র পান করিয়েই
সদ্য—তৎক্ষণই আমাদিকে ত্যাগ করে চলে গেল। অতএব আমাদের সুখদানই যদি তাৎপর্য হত,
তা হলে তো সুধাপান করানো পুনঃপুনঃ চলত, তুমিও ইহা বিচার করে দেখ না হে ভ্রমর, এরূপ
ভাব। এর মধ্যেও ‘পায়য়িত্বা’ ইতি [নিচ] তাঁর বলাৎকার দর্শিত হল। ভ্রমর যেন গুণ গুণ করে বলল,
তথাপি সাধুী তোমরা কি করে তার প্রতি অভিলাষবতী হতে পারলে? এর উত্তরে মোহিনীঃ—
এই সুধা বুদ্ধিত্রাণিনী তাই আমার অধরসুখাদ্বারা ইহকাল-পরকাল থেকে ভ্রাণিতা হয়েছি।—“বিষয়ক্ষণ্ড
রোপন ও বর্ধিত করে হুলবার পর নিজ হাতে কতন করা অত্যাচার্য্য” এ ন্যায়ও কৃষ্ণ গণ্য করল না,

কিমিহ বহু ষড়্জ্যে গায়সি ত্বং যদুনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্ ।

বিজয়সখ-সখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ

ক্ষপিতকুচরুজন্তে কলয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। অন্নয় ৪ ষড়্জ্যে (হে ভ্রমর) ত্বং ইহ (পরমদুঃখিতব্রজে) অগৃহাণাং (বন-
বাসিনীনাং) নঃ (অস্মাং) অগ্রতঃ পুরাণম্ (বহুশোইনুভূতং) যদুনাং অধিপতিং [শ্রীকৃষ্ণং] কিং বহু
গায়সি । বিজয়সখ-সখীনাং (বিজয়-সখ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় সাম্প্রতং যাঃ সখ্যাঃ তাসাং অগ্রতঃ) তৎপ্রসঙ্গঃ
(কৃষ্ণ প্রসঙ্গ) গীয়তাম্ ক্ষপিতকুচরুজঃ (কৃষ্ণালিঙ্গনেন বিনাশিতা স্তনপীড়া যাসাং তাঃ) ইষ্টাঃ (কৃষ্ণায়
প্রিয়াঃ) তে (তব) ইষ্টং বাঞ্ছিতং কলয়ন্তি (দাস্তন্তি) ।

১৪। স্নানাবুবাদ ৪ ভ্রমরটি জাতি-স্বভাবে গুণ্ণু করাই যাচ্ছে দেখে ওকে আমি তিরস্কার
করলাম, আর এই নির্বোধ ঐ তিরস্কারকে অহো আদর মনে করে নিজের গানগুণ প্রকাশ করেই চলেছে,
এরূপ মনের ভাবে শ্রীরাধা বলছেন - হে নির্বোধ ভ্রমর ! গৃহছাড়া হয়ে এই বনে উপবিষ্ট, ভিক্ষাদানে
অসমর্থ আমাদের সম্মুখে তুমি কেন বার বার পুরাণের কাহিনী গাইছ । বিজয়সখ মধুপতির সখীদের
কাছে গিয়ে তার সুরত-জয়-পরাজয় বিরুদাবলী গাও গিয়ে । তা হলে ক্ষয়িত-কুচপীড়া তারা তোমার
বাঞ্ছা পূরণ ও পূজা করবে ।

এরূপ ভাব । আরও তাঁর প্রীতি-অপ্রীতি দুইই অতি বিচিত্র, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, - স্তমনস ইব -
[স্তমনস্ = দেবতা, পুষ্প] বিষ্ণু যেমন সমুদ্র মন্থনোৎসৃষ্টা 'স্তমনসঃ' দেবতাদিগকে পান করিয়েছিলেন,
সেইরূপ কৃষ্ণ আমাদের পান করিয়ে চলে গেলেন ত্যাগ করে, যেমন নাকি 'ভবাদৃক্'
তোমাদৃশ ভ্রমরজাতি চলে যায় 'স্তমনসঃ' মালতি পুষ্প ত্যাগ করে । - ভ্রমরটি যেন গুণ্ণুনিয় বলা,
তোমাদের পান করানো ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার পিছনে তোমাদেরই কোনও দোষ কারণ হয়ে
দাঁড়িয়েছিল, বা তারই কোনও দোষ ছিল ? এরূপ কথার উত্তরে শ্রীরাধার উক্তি, 'স্তমনস ইব' ইত্যাদি
অর্থাৎ তোমাদৃশ ভ্রমরজাতি যে, মালতী ত্যাগ করে যায় ; তাতে দোষ কার, তা তুমিই বিচার করে
দেখ-না ? এরূপ ভাব । - সৌরভ্য-সৌকুমার্য-পাবিত্র্য-সর্বোৎকর্ষাদি দ্বারা 'স্তমনসঃ' মালতী ফুলের সমধর্মী
হওয়া হেতু ও শেভনমনা হওয়া হেতু আমরা 'স্তমনা' বলে ব্রজে প্রসিদ্ধই আছি, এ কেবল কবিতা
মাত্র নয়, এরূপ ধ্বনি । আরও স্তবরাং চাকল্যদোষেই ভ্রমর বহু বহু মালতী ত্যাগ করত নিকট
হলেও অল্প পুষ্পে বসে আসক্ত বা অনাসক্ত ভাবে মধু পান করে ; - এরূপ ভ্রমরসম কৃষ্ণ আমরা
কেন-না মানিনী হব ? এরূপ ধ্বনির ধ্বনি । ভ্রমর যেন গুণ্ণুনিয় পূর্বপক্ষ উঠাল, কৃষ্ণের নির্দোষত্ব
শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, শাস্ত্রজ্ঞ গর্গ তাঁকে "নারায়ণসম" বলা হেতু । এরই উত্তরে পশ্চিচ্চরতি ইতি - হোক না
সে নারায়ণ তথাপি প্রত্যক্ষভাবেই যা দেখা যাচ্ছে, তা অপলাপ করা যাবে কি করে ? এরূপ চিন্তা

করে মনের অপরিবর্তনীয় অবস্থায় স্মিরাধা বললেন ‘পরিচরতি ইতি’ পদ্যঃ—লক্ষ্মীদেবী কি করে তাদৃশ জনের সেবা করছেন? লক্ষ্মীর পরিচর্যা বিষয়ে রাধা নিজেই মনে মনে হেতু উদ্ভাবন করত বলছেন—অপি বত—মনে হয় নিশ্চয়ই উভয়ঃ স্লামকজ্ঞঃ—‘স্তাবকরা কৃষ্ণকে উত্তমশ্লোক বলে যে স্তুতি করছেন, এ কথার কথাই, এর দ্বারা ইহতচিন্তা হয়ে লক্ষ্মী সেবা করছেন।—এতে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মী অতি সরলা, আমরা কিন্তু বিধাতা কতক দেওয়া বৈচক্ষণ্যঃ বৈদগ্ধ-বুদ্ধি বৈচিত্র্যাদি গুণে ভূষিতা, কাজেই কি করে তাদৃশী হতে পারব? একরূপ ভাব।—এই শ্লোকে ‘পায়সিহা মোহিনী’ কৃষ্ণের শাঠ্য। ‘সখ ত্যাগ হেতু’ কৃষ্ণের নির্দয়ত্ব। ‘ভবাদৃক’ ইতি কৃষ্ণের চাপল্য। ‘পদ্য’ লক্ষ্মীর আর্জব (সরলতা) প্রকাশের দ্বারা ভঙ্গীক্রমে রাধার নিজের বিচক্ষণতা সূচিত হয়েছে। এইসব শব্দাদির দ্বারা কৃষ্ণের অকৃতজ্ঞত্ব-প্রেমশূন্যতা দি কিন্তু সর্বত্রই অনুসৃত—অতএব এই শ্লোকটিই পরিজ্ঞান—পরিজ্ঞানের লক্ষণ সম্বন্ধে উজ্জল নীলমণি শ্রীকৃষ্ণের নির্দয়তা, শাঠ্য, চাপল্যাদি দোষের প্রতিপাদন পূর্বক যাহাতে ভঙ্গীক্রমে রাধার বিচক্ষণতা ব্যক্ত হয়, তাকে ‘পরিজ্ঞান’ বলা হয়।

॥ বি. ১৩ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : তদেবং ‘তদীয়সরোষচরণসরোজবিক্ষেপেণাপস্মৃত্যু পুরতো রুবন্তং মধুপমস্বপ্ৰসাদনায়ৈব শ্রীকৃষ্ণং বহুধা গায়ত্যসৌ’ ইতি বিতর্কাতমবজ্ঞাতুমাত্মাং প্রেক্ষাতে—হে ষড়্ভুজ তজ্জাতিস্বভাবাদেব গানস্বভাবঃ তস্মাদ্ভদগায়সি, তদহি ব্রজে পরমহুঃখিতে কিং কিমিতি গায়সি, তত্রাপি বহু কিং গায়সি? স যদূনাং মহারাজবংশানামসংখ্যানামধিপতিঃ, অত্রত্যাস্ত গোপাঃ, তত্রাপি সম্প্রতি তেনানাদৃতাঃ অতন্তং পরিপালামানা যদব এব গানজীবিনস্তবেষ্টং বিধাতুমহঁস্তি, ন হেতে ইতি স্বল্প বা বহু বা তত্রৈব গাতব্যমিতি ভাবঃ। ষড়্ভুজ ইত্যস্ম—পশুশচতুষ্পাং, তন্তু ষট্ পদঃ তেন সাদ্ধিপশুশ্চেন বুদ্ধ্যভাবাতিশয়াদেব গায়সি, ন তু বিচারাদিতি চ ইত্যস্ম। নহু ব্রজ এব সর্বাধিকপ্রেমবানসৌ, ততো ব্রজ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যাস্ক্য বিশিনষ্টি - পূবাং বহুশোহনুভূতং তন্তং সর্বং কাপট্যেনৈবানুষ্ঠিতবানিতি নিশ্চিতম্; যদ্বা, চিরমতিক্রান্তং সম্বন্ধং পূর্বমেব ব্রজস্য তত্তদাসীৎ, নাধুনৈতি ভাবঃ; যদ্বা, ‘কৃষিভূবাচকঃ শব্দঃ’ ইতি দ্ব্যত্মকহেপি পুরাণং পুরৈব গং, তদৈব ব্রজস্য সুখরূপম্, অধুনাতু কেবলং কষ’তি, ধাত্বর্থসত্ত্বা-রূপেণৈবাবশিষ্টমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, হন্ত কুরুষ নাম ব্রজেইপি গানম্, অস্মাকমগ্রতঃ কিং গায়সি? তত্রাপি—বহ্নিত্যাদি। কথন্তুতানাম্? অগৃহাণাং, তেন স্খোচ্ছিষ্টমোহনরসবিশেষ-সকুণ-পায়নমাত্রপূর্বকত্যাগাং বিদুষ্য ত্যাজিতগৃহাণাম্, অতো যদুপরেইপি তৎপ্রেয়স্য এব বিশিষ্টং তব গানস্থানমিত্যাহ—বিজয়তে, সর্বং বশীকরোতীতি বিজয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, স এব সখা ভদ্রকুঃ, তস্য সখীনাং সহখেলন্তীনামেবাগ্রতঃ তৎপ্রসঙ্গস্তস্য বিজয়স্য সাম্প্রতমস্বপরিত্যাগপূর্বক-বাদবকুলাম্বিপত্যফলং তৎপূর্ববনিতাশতবশীকরণলক্ষণস্য প্রসঙ্গঃ, তৎপ্রসঙ্গদঃ প্রস্তাবো গীয়তাম্। ততস্তা ইষ্টাস্তেন স্বয়ৈব বা সম্মানিতাস্তবেষ্টং দ্রুতমেব কল্পয়িষ্যন্তি; যদ্বা কল্পয়ন্তি সদা কুর্ষব্য এবাসতে। অধুনা তস্মাদ্ভবস্থ্য দৃষ্ট্বা তদ্বর্ণনপূর্বকং তাঙ্গাং সৌভাগ্যজ্ঞানেন দ্বয়া

মানিতাঃ সত্যো বিশেষণ কল্পয়িত্বাতির্থঃ। যতশ্চ ক্ষপিতকুচকজঃ সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনৈব খণ্ডিতাঃ
কামপীড়াঃ। দুঃখান্তে লোকাঃ সমুদ্রাসাবন্দিভ্যো বহুখাদদতীতি, ইতি সমাংসর্যাকৌটিল্যং, ষাষ্ট্য-
প্রদর্শনেন সকটাক্ষোপহাসশ্চ ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাবুবাদঃ পূর্ব শ্লোকানুরূপ কথা বলতে বলতে রাধারানী
ক্ৰোধের সহিত তাঁর চরণকমল নিক্ষেপ করলে ভ্রমরটি সরে গিয়ে সম্মুখে গুন্-গুন্ করতে লাগল—এতে
রাধারানী মনে করলেন, আমাদের প্রসন্ন করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলাদি বহু প্রকারে কীর্তন
করছে এই ভ্রমর। এরূপ মনে করে তাকে উপেক্ষা করার জন্য সন্দেহাত্মক ভাব প্রকাশ করছেন,—হে
ভ্রমর, ভ্রমরজাতি-স্বভাবেই তুমি গানের স্বভাব পেয়েছ, সেহেতু এই যা গাইছ, তা ‘ইহ’ এই ব্রজে ‘কিম্’
গাওয়ার কি প্রয়োজন? উপরন্তু যদুপতির কথাই বা গাইছ কেন? সে তো যদুনাম—মহারাজ-
বংশোদ্ভূত অসংখ্য যদুদের অধিপতি। এখানকার এই রমণীরা তো গোয়ালিনী, তার মধ্যেও আবার সম্প্রতি
অনাদৃত—সুতরাং কৃষ্ণ কর্তৃক পরিপাল্যমান যদুবংশীয় নাগরীগণই গানজীবী তোমার ইষ্ট বিধান করতে
যোগ্য, এই আমরা নই। তাই বলছি হে ভ্রমর, অল্পই হোক বেশীই হোক সেখানেই গান করা উচিত।
এরূপ ভাব। মড়াঙ্কুর ইতি—হে ভ্রমর, পশু তো চতুষ্পাদ জন্তু, আর তুমি ষট্পাদ, অতএব পশুর
দেড়া, তাই বুকির অতিশয় অভাব হেতুই এই আমাদের কাছে এসে গাইছ, বিচার করত আসনি।
এইরূপে অসুয়া প্রকাশ পেল। তখন ভ্রমর যেন গুন্-গুন্ করে বলছে, ব্রজেই তোমাদের সহিত লীলায়
সর্বাধিক প্রেমবান্ কৃষ্ণ, কাজেই ব্রজেই তার কথা কীর্তনের শ্রেষ্ঠ স্থান—এরূপ কথার আশঙ্কায়, রাধা
মানভরে একটি বিশেষণে কৃষ্ণকে চিত্রিত করছেন, পুরাণম্—বহু বহু অল্পভূত সেই সেই প্রেমলীলা
সবই কপটতাই অল্পশ্রুতি এ একেবারে নিশ্চিত। অথবা, ওসব পুরাণে কাহিনী—পূর্বেই ব্রজে
সেই সেই প্রেমের খেলা ছিল—এখন কিছু নেই, এরূপ ভাব। অথবা, ‘কৃষ্ণ’ কৃষি=সন্তোষাচক,
‘ণ’=নিরতি বাচক, এরূপ দ্বাত্মক হলেও কৃষ্ণ ‘পুরাণম্’ পূর্বেই ‘নং’ ব্রজের সুখরূপ ছিল, অধুনা কিন্তু
কেবল কর্ণতি—সন্তোষপেই অবশিষ্ট। হায় হায় ব্রজেই না-হয় গান করলে, তা আমাদের সম্মুখে
কেন। তাও আবার এত বার বার কেন? কিরূপ জনদের সম্মুখে? এরই উত্তরে, অগৃহাণাং—
গৃহহীনা বনচারিণীদের সম্মুখে।—কৃষ্ণের দ্বারা নিজের উচ্ছিষ্ট মোহনরসবিশেষ একবার পান করানো
মাত্র ঘরছাড়া হেতু কুংসায় জর্জরিত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে বনে এসেছে যারা।—সুতরাং যদুপুত্রই
কৃষ্ণের প্রেমসীবর্গের সম্মুখ স্থানটিই তোমার বিশিষ্ট গানের উপযুক্ত আসন, এই আশয়ে বলছেন—
বিজয় সখ-সখীবাং—নিখিল বিশ্ব বশীভূত করা হেতু বিজয়=শ্রীকৃষ্ণ=মধুপ—এই নাম সামো হে ভ্রমর
ইনি তোমার বন্ধু, সেই তাঁর খেলা সঙ্গিনী সবীদের সম্মুখে তৎপ্রসঙ্গঃ গীয়ন্তাম্,—‘তৎ’ সেই
বিজয়ের (কৃষ্ণের) ‘প্রসঙ্গ’, সম্প্রতি আমাদের পরিত্যাগপূর্বক যাদব-কুল আধিপত্য ফল, যার লক্ষণ
হল মধুবাণুর-বণিতাশত-বশীকরণ সেই ‘প্রসঙ্গ’ অর্থাৎ তোমার বন্ধু কৃষ্ণের সুখদ প্রস্তাব গান করাই

‘কিম্ ইহ ইতি’ এই গোপীসভায় তুমি এসব কি গাইছ? অজ্ঞ তোমার গানে এই গোপীগণ প্রসন্নতা লাভ করছে না, একরূপ ভাব। তাও আবার পুনঃ পুনঃ গাইছ। এই গানের মশোও আবার যদুবামনপ্রিপতিতম্,—যদুদের অধিপতিকে (কৃষ্ণকে) প্রচার করা হচ্ছে। নঃ অগ্রতঃ—তাও আবার আমাদের সম্মুখে—কিদৃশ আমাদের? অগৃহাবাম্,—সেই কৃষ্ণের হেতুই গৃহছাড়া হয়ে এই বনপ্রদেশে

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদূরাপাঃ

কপটরুচির-হাস-ক্রবিজ্জন্তু য়াঃ স্ত্র্যাঃ।

চরণ-রজ উপাস্তে যন্ত ভূতির্বয়ং কা

অপিচ কৃপণ-পক্ষে হ্যন্তমশ্লোকশব্দঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। অন্নয়ঃ : দিবি (স্বর্গে) ভুবি (পৃথিব্যাং) রসায়াং (পাতালে) চ য়াঃ স্ত্রিয়ঃ স্ত্র্যাঃ (ভবেয়ুঃ) [তাংসাং মধ্যে] কাঃ (স্ত্রিয়ঃ) তং (তন্ত) ছরাপাঃ (ছুপ্রাপ্যঃ ?) [সর্বা অপি স্ত্রিয়ঃ স্তুলভাঃ, তত্র হেতুং ক্রবন্তী বিশিনষ্টি], ভূতিঃ (লক্ষ্মীঃ) কপটরুচির-হাস-ক্রবিজ্জন্তু যন্ত চরণরজঃ উপাস্তে (সেবতে) [তত্র বয়ং কাঃ ? [অপি চ] (যন্তপোষ্যং তথাপি) কৃপণপক্ষে (দীনানাং জানানাং পক্ষে) উত্তমশ্লোক শব্দঃ (উত্তমশ্লোক প্রসঙ্গ গোচরঃ শব্দঃ গেয়ঃ ইতি শেষঃ) ।

১৫। মূল্যাবুদাদঃ : কলহাস্তরিতা অবস্থায় দিব্যোন্মাদ স্বভাব হেতু অকস্মাৎ নিজের মানভঙ্গী পরিত্যাগ করত অন্নুতপ্তের ভঙ্গীতে বললেন জীরাধা—স্বর্গে, পৃথিবীতে, পাতালে—এই লোকত্রয়ে কোন রমণী তাঁর পক্ষে ছুপ্রাপ্য? সকল রমণীই তার পক্ষে স্তুলভ। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কপটরুচির হাস সহকৃত ক্রবিজ্জন্তনযুক্ত জীকৃষ্ণের চরণধূলির সেবা করে থাকেন তথায় আমরা কোথাকার কে? যদিও দীনা জনেরাই তাকে উত্তমশৌলক শব্দে গান করে থাকে। তথাপি কিন্তু মাদৃশ দীনারমণীগণ করে না।

উপবিষ্ট, তোমাকেও চণকমুষ্টি ভিক্ষাদানেও অসমর্থ আমাদের। আচ্ছা বেশতো, নিজ অঙ্গ থেকেই না-হয় খুলে পুরাতন বস্ত্র-মালাদি কিঞ্চিৎ দেও—ওহে ভ্রমর একরূপ যদি বললে, তবে শোন—অতি যত্নে অঙ্গে রক্ষিত এই পুরাতন বস্ত্র প্রভৃতি যে কি, সে বিষয়ে তুমি সর্বথা অনভিচ্ছ। তোমাকে এ সব দেওয়া যাবে না, এই আশয়ে রাধারানী বলছেন—পুৰাণং গান্ধারি—পুরাণ বাক্য তুলে তুমি প্রমাণ করতে লেগে গিয়েছ সেই কৃষ্ণ হলেন যদ্যপি। হে মডুজ্যে, ইতি—পশু যত আছে সবই ‘চতুপাদ’ হেতুমর তুমি কিন্তু ‘ষট্পদ’ দেড়গুণ পশু, কোথায় কি গাওয়া উচিত, এ বুদ্ধি-অভাবে জান না। পশু হওয়া হেতু পুরাণ আর কি করে জানবে। অতএব ভিক্ষা কি করে পাবে, একরূপ ভাব। কিন্তু তুমি পশু বলে তোমার উপর আমরা রাগ করতে পারছি না—কিন্তু গান-উপজীবী তোমার স্থান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছি শোন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—বিজয়ঃ সখ সখীনাং—[বি+জয়+সখ] কামযুদ্ধে বিশিষ্ট জয় যার, বা বিগত-জয় যার সেই বিজয় সখ (কৃষ্ণ) এই বিজয় সখের সখীদের সম্মুখে অর্থাৎ তোমার সখা কামযুদ্ধে যাদের জয় করেন, বা যাদের দ্বারা পরাস্ত হন, তাদেরই সম্মুখে তৎপ্রসঙ্গ—সুরত-জয়-পরাজয় বিকৃদাবলী গাও গিয়ে। অর্থান্তরে—পূর্বে সুবলের সখা ছিলে, এখন হলে বিজয়ের (অজুনের) সখা, এইরূপে ভাবি-বার্তাও জীরাধার মুখ থেকে স্বয়ংই নিঃসৃত হল, একরূপ বুঝতে হবে।—সেখানে গাইলে কপিতকুচরুজঃ তে—যাদের কুচপীড়ার শান্তি হয়েছে, সেই (মথুরা) নারীগণ তোমার ইচ্ছা—বাহিত পূরণ করবে।—তুমিও কৃষ্ণের গান শুনিয়া ইচ্ছাঃ—পূজিতা হবে। এই শ্লোকের প্রথমার্ধে মানগর্ভ অস্ময়া। সর্বত্রই কৃষ্ণে উপহাসাত্মক কটাক্ষে

পৰ্যবসিত—তাই এ শ্লোকটি বিজ্ঞের উদাহরণ—“গুঢ় মান-মুদ্রার অন্তরালে অবস্থিত অসূরাকে ব্যক্ত করত কৃষ্ণের প্রতি যে কটাক্ষ-উক্তি, তাকে পণ্ডিতগণ ‘বিজ্ঞ’ বলেন।”—(উঃ, নীঃ, মঃ স্থায়ী ॥ ১৪৩ ॥)
॥ বিঃ ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : উদ্ভাদন্যভাব্যাদকস্মাদান্মনো মানভঙ্গীঃ পরিত্যজ্য কল-
হাস্তরিতা-ভঙ্গ্যাহ—দিবীতি, উদ্ধমধ্যাধো লোকত্রয় ইত্যর্থঃ। কপটত্বং সচ্ছলবহুজনবঞ্চনায় চরণশ্চ রজ
উপাস্ত ইতি। সূৰ্ত্ত নীচতয়া সেবোক্তা, হি নিশ্চিতম্। অত্ৰৈতৈঃ। তত্র তস্য ইতি দুরাপা সম্বন্ধবিবক্ষয়া
যষ্ঠী। অথবা মান এবানুবর্তনীয়ঃ। তথা হি—নম্বেবং চেৎ, তর্হি তৎসম্বন্ধে প্রথমত এব কথং ন সাবধানা
জাতাঃ স্হ, ইত্যশঙ্ক্য স্বদোষং পরিহরন্তী মায়ায়া গ্রহ ইব গৃহীতবানস্মানবলাজনানধূনাপ্যসৌ পরিত্যজ্যতাদিতি
সদৈশ্চমিব সের্গং সন্দিগতি—দিবীতি। কপটেন মায়ায়ৈবাপাতরুচিরৌ হাস-ভ্রবিজ্ঞস্তৌ যস্য তস্য, অত্ৰৈ
পূর্ববৎ। অত উত্তমঃশ্লোকঃইপি কটাক্ষ এব ব্যঞ্জিতঃ; যদ্বা, দিবি ভুবীত্যাदिना तस्य प्रभावानुवादं
সাম্যং জ্ঞাতা তথাপি শেষং তদবশতঃ সূচয়ন্তী সদৈশ্চমিব সের্গেণ গর্বেণ সোল্লুপ্তমাহ—কা দুরাপা ইতি,
অপি তু যত্র কষ্টমিচ্ছন্তে তত্রৈব স্থলভাঃ। লক্ষ্মীশ্চ তত্র তত্রৈবানুগচ্ছন্তী চরণরজ উপাস্তে, তত্র বয়ং
কা ইতি। অপি চেতি কৃপণা এব তত্রোত্তমঃশ্লোকঃ জল্পন্তি, ন তু মাদৃশাঃ কৃপণা ইতি এবমাক্ষেপঃ।
॥ জীঃ ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবুবাদ : [কলহাস্তরিতা অবস্থা ধরে বাখ্যা]—দিব্যোদ্ভাদ
স্বভাব হেতু অকস্মাৎ নিজের মানভঙ্গী পরিত্যাগ করত কলহাস্তরিতা (কাস্তকে ক্রোধে ওলাহন বাক্য
প্রয়োগের পর নাট্যকার অনুতপ্ত অবস্থা) ভঙ্গীতে বললেন—দিবি ভুবি ইতি—উদ্ধমধ্য-অধঃ
লোকত্রয়ে। কপটত্ব—ছলনায় অত্ৰ জনকে বঞ্চনের জন্ম ‘রুচির হাস’ মধুর হাসি যার, সেই কৃষ্ণের
চরণরজের উপাস্তে—সেবা করেন ‘ভূতি’ লক্ষ্মী—সেখানে আমরা কে? এরূপে দীনাতিদীনতায়
নিজের নীচ সেবাভিলাষ উক্ত হল। হি—নিশ্চিত। [স্বামিপাদ—‘শ্রীঃ সেবতে, তত্র বয়ং কাঃ’] এই
টীকার ‘তত্র’ শব্দে ‘তস্য দুরাপা’ অর্থাৎ ‘কৃষ্ণ সম্বন্ধে দুঃপ্রাপ্য তা’ বলাই উদ্দেশ্য—[সম্বন্ধ বিবক্ষয়া যষ্ঠী]।

অথবা পূর্বের ‘মান’ অবস্থা অনুসরণ করেই বাখ্যা, যথা—ভ্রমরটি যেন গুণ্ গুণ্ করে প্রশ্ন
তুলল, হে দেবী, আপনি যদি তাঁর চরিত্র জানেনই, তবে কেন তার সম্বন্ধে পূর্বে থেকেই সাবধানতা
অবলম্বন করেন নি,—এরই উত্তরে রাধারানী স্বদোষ পরিহার করছেন—মায়া-কবলিতের মতো বশীভূত
অবলাজন আমাদিগকে চালনা করেও পরিত্যাগ করলেন, এই আশয়ে যেন সদৈশ্চই ঈর্ষার সহিত
বলছেন—দিবি ভুবি ইতি।—ত্রিলোকে মধ্যে কোন্ রমণী তাঁর দুঃপ্রাপ্য, কপট রুচির—আপাতত
মায়াতেই রুচির হাস-ভ্রমরতন যার সেই কৃষ্ণ। আর যা কিছু পূর্বের মতোই।—কৃষ্ণেতে উত্তমশ্লোক
লক্ষণের অভাব হেতু এই শব্দটিতে তাঁর সম্বন্ধে কটাক্ষই ব্যঞ্জিত। অথবা, ‘ত্রিলোকের মধ্যে কে কৃষ্ণের
দুঃপ্রাপ্য’ ইত্যাদি লোকমুখে কথিত তাঁর প্রভাব-জ্ঞান হল বটে, তথাপি অবশেষে তাঁর অবশেষ সূচনা করে

যেন সর্দৈত্তোর মতো ঈর্ষাযুক্ত গর্বের সহিত রাধার সোল্লুঠ (ঈষৎ হাস যুক্ত বাক্য) উক্তি—কোন স্ত্রী তার পক্ষে ছুপ্রাপা, কেউ নয়। উপরন্তু যে স্থানে যাকে আকর্ষণ করতে ইচ্ছা করেন, সেখানেই সে শুলভা। লক্ষ্মী কিন্তু যেখানে যেখানেই কৃষ্ণ সেখানে সেখানেই পিছে পিছে গিয়ে তাঁর চরণরজ সেবা করেন। এথায় আমরা কোথাকার কে? অপিচ—যদিও কৃপণরাই তাঁর সম্বন্ধে উত্তমশ্লোক জল্পনা করে থাকেন। পরন্তু মাদৃশ দীনা জনগণ করে না, এইরূপ আক্ষেপ ॥ জী. ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : নহু ভোঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীশিরোমণে, তত্র স্থিতঃ স রাত্রিন্দিবমেব হাং ধায়ন্ কামশরাদিতঃ শিথতি। কৃষ্ণেৎ প্রসাদসি তদৈব তস্য নিস্তার ইতি। তত্র সান্ময়মাহ,— দিবীত্যাदि। অয়মর্থঃ—কৃষ্ণস্ত স্ত্রীভির্বিদা কালো ন যাতীত্যহং সূৰ্হু জানামি; তত্র যদি মথুরায়াং স্ত্রিয়ো ন মিলন্তি তদা সোইস্মান্ ধায়তু প্রসাদয়তু, তত্র নেহুং তাদৃশং দৃতঞ্চ প্রস্থাপয়তু। ন চ গোপজাতিং তং পুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ কথমঙ্গীকরিত্বা স্তীতি বাচ্যম্; যতো দিবি ভুবীতি। তদিত্যব্যয়ম্। তস্য কা ছরাপাঃ যদি স স্বর্গে গচ্ছেৎ তদা দেব্যোইপি রসায়াং রসাতলাদিষু নাগপল্লোইপি স্বস্বপতীঃ স্ত্যজত্বা তমাগচ্ছেয়ু মথুরাঙ্গনানাং কা বার্তেতি ভাবঃ। ন চ তত্তঙ্গনাশ্রাণ্ডৌ তস্য কিঞ্চিৎ পণাদিকমপেক্ষিত-ব্যমিত্যাহ,—কপটেনাপি রুচিরৌ সর্বাং মনোহরৌ অবিজ্ঞস্তহাসৌ যস্য তথা ভূতৈশ্চৈব তস্য যা দেব্যাদয়ঃ স্ত্যঃ, নহু স্বস্বপতীনা মিত্যর্থঃ। স কপটহাসমূল্যেনৈব তাঃ স্বয়মেব ক্রীতা ভূত্বা স্বস্বপতীং স্ত্যজন্তি। কপটপদেন কৃষ্ণস্ত তাঃ স কৃদেব ভূক্তা ত্যজতি নবপ্রিয়ত্বাদিত্যি ভাবঃ। দেব্যাদয়ো দূরে বর্তন্তাং ভূতিলক্ষ্মী-নারায়ণস্তাপি স্ত্রীচরণরজ উপাস্তে তদঙ্গসঙ্গার্থমিতি নাগপত্নীবাচ্যং বয়ং পৌর্ণমাসীমুখাদশ্রোয়। অতো বয়ং কাঃ কস্তাং গণনায়াং তিষ্ঠামো যতো মানুস্যস্তত্রাপি গোপ্যস্তত্রাপি বৃন্দাবনীয়া ইতি ভাবঃ। ইদং দৈত্মময়বাক্যমপি সমস্তকোদ্ধুননস্বরবিশেষণ গর্বগভিতামীর্ষ্যামেব বানক্তি। সা চেব্যাং স্বেষাং লক্ষ্ম্যা-দিতোইপি প্রেমাধিক্যং রূপসাবর্ণ্যাধিকাঞ্চানুবানক্তি। অপিচ কিঞ্চ উত্তমঃশ্লোকশব্দো হি কৃপণপক্ষ এব সমুত্তমদীনহীনজনান্ যো দয়তে স স্ত্যক্তমঃশ্লোক উচ্যতে। কৃষ্ণে তু তল্লক্ষণাভাবান্নিষ্ঠাবোত্তমঃশ্লোকবক্তৃত্যর্থঃ। যত্নস্বাদিধান্ কৃপণজনান্ স নাহুঃখয়িত্বতদা স্বস্মিন্ কথমুত্তমঃশ্লোকশব্দবাচ্যত্বমধাস্তাদিত্যি যুবা আক্ষেপধ্বনিঃ। অত্র পূর্বাধে দিবি ভুবীত্যাदिনা কুহকতাখ্যানং চরণরজ ইতি তৃতীয়চরণে গর্বগভিতা ঈর্ষ্যা। অপিচেতি চতুর্থপাদে সান্ময় আক্ষেপ ইত্যয়মুজ্জয়ঃ। যত্বকং,—“হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্বগভিত্যেবর্ষ্যা। সান্ময়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্ল ঈর্ষ্যতে ॥” ইতি ॥ বি. ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : ভ্রমরটি, তখনও গুন্ গুন্ করছে, তা শুনে রাধা মনে করলেন ও যেন বলছে হে কৃষ্ণপ্রেয়সী শিরোমণে। সেই মথুরায় অবস্থিত কৃষ্ণ রাত্রিদিন তোমাকে ধ্যান করতে করতে কামশরে পীড়িত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। তুমি যদি প্রসন্ন হও, তবেই তাঁর নিস্তার। এরই উত্তরে, এই শ্লোকে অস্ময়ার সহিত রাধা বলছেন—দিবি ইতি। স্বর্গ-মত-পাতালে কৃষ্ণের ছল ভ কে?—এখানে অর্থ এরূপ, যথা—রমণী বিনা কৃষ্ণের কাল যায় না, এ আমি ভালমতোই জানি। মথুরায় যদি রমণী না মেলে, তা হলে আমাদের ধ্যান করতে হয়, করুন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন তো

বিস্বজ শিরসি পাদং বেদ্যাহং চাটুকটৈর-
রনুনয়বিভুষন্তেভ্যোত্য দৌতৈত্যান্মকুন্দাং ।

স্বকৃত ইহ বিস্বষ্টাপত্যপত্যন্ত্যলোকা

ব্যস্বজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ১৬ ॥

১৬। অর্থঃ : [পাদমূলে প্রবিষ্টন্তঃ ক্রমাপয়িত্ত্বমিবমতাহ—বিস্বজতি] শিরসি [ধৃতং মম] পাদং বিস্বজ (ত্যজ, ইতঃ দূরীভবেতার্থঃ) মুকুন্দাং [সকাশাং] অভ্যোত্য (ততঃ শিক্ষিত্বা ইত্যর্থঃ) চাটুকটৈরঃ দৌতৈত্যাঃ অনুনয় বিভুষঃ (প্রার্থনা চতুরস্ত) তে (তব) [সর্বং] অহং বেদ্যি (জানামি) [ননু তেন কিং অপরাধঃ ? তত্রাহ—] অকৃতচেতাঃ (অসংযত চিত্তঃ যঃ) স্বকৃতে [তদর্থমেব] বিস্বষ্টাপত্যপত্যন্ত্য-লোকাঃ (তান্তানি অপত্যানিচ পত্যন্ত্য ‘অন্ত্য লোকাশ্চ’ মাত্রাপিত্রাদয়শ্চ যাভিঃ তাঃ অস্মান্) ব্যস্বজং (ততাজ) নু (অহো অস্মিন্ (ঈদৃশে কঠোরে) কিং সন্ধেয়ং (সন্ধাতব্যং ভবতি)) ।

১৬। মূলানুবাদঃ : কমলবুদ্ধিতে পুনরায় নিকটে এসে চরণকমলে বসলে সেই যুহু গুণ-গুণানি ভ্রমরটিকে দেখে জীরাধা মনে করলেন, ও এরূপ প্রার্থনা করছে, —যথা— ‘ভো দেবি, আমার উপর রাগ করবেন না। একটিবার কৃপা করে আমার বিজ্ঞপ্তিটা শুনুন।’ এইরূপ মনে রাখারানী সোল্লুষ্ঠ ভঙ্গীতে বললেন—হে ভ্রমর! তোমাকে, তোমার প্রভু মুকুন্দকে, এবং তোমাদের স্বভাব সবই আমি জানি, সুতরাং তুমি অনুনয়-অভিজ্ঞ মুকুন্দের কাছে শেখা দূতকার্য লক্ষণা-প্রয়োজিত-রচনারূপ চাটু উক্তি সহ আমার পা ছাড়। যে নিজের প্রয়োজনেই আকর্ষণ করত অপত্যাদি ত্যাগ করে আসা আমাদের কাছে নিয়ে এসে ত্যাগ করলো, সেই কঠোর শঠবরের সহিত সন্ধি করার জন্ত যাওয়া কি উচিত হবে? না, কখনই না।

হউন এবং তথায় নেওয়ার জন্ত দূত পাঠাতে হয় পাঠিয়ে দিউন—কত্রিয়জাতি পুররমনীগণ গোপজাতির তাঁকে কি করে অঙ্গীকার করবেন?—এরূপও হে ভ্রমর বলতে পার না, যেহেতু দিবিভুবি—স্বর্গ-মর্ত-রসাতলস্থ রমনীদের মধ্যে তার ছলভ কে আছে?—যদি সে স্বর্গে যায় তাহলে দেবীরাও, রসাতলে গেলে নাগপত্নীও নিজ নিজ পতি ত্যাগ করে তাঁর কাছে চলে আসবে, মথুরা-অঙ্গনাদের আর কথা কি? এরূপ ভাব। অঙ্গনা প্রাপ্তিতে তার কোনও পণ্যাদিরও অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না। এই আশয়ে বলছেন—কপটকুটিম—কপট হলেও সকলেরই মনোহর জনতন ও হাসিতে উজ্জল তাঁর পক্ষে দেবী-নাগপত্নী প্রভৃতির মধ্যে কে ছুপ্পাপ্য থাকে, কেউ থাকে না—তারা আর নিজ নিজ পতীদের অধীকারে থাকে না—সকপট হাসিমূলেই তারা নিজে নিজেই ক্রীত হয়ে নিজ নিজ পতীকে ত্যাগ করেন। এখানে ‘কপট’ পদে সূচিত হল, সকলেই কৃষ্ণের প্রাপ্য হলেও সে কিন্তু একবার ভোগ করেই তাদের ত্যাগ করে চলে যান নবপ্রিয়ের কাছে। দেবী প্রভৃতি দূরে থাকুক ভূতিঃ—“লক্ষ্মী নারায়ণের

বক্ষাবিলাসিনী হয়েও কৃষ্ণের শ্রীচরণরজ সেবা করেন, তাঁর অঙ্গসঙ্গের জ্ঞা”, - (নাগপত্নীবাক্য)। ইহা আমরা হে ভ্রমর পৌর্ণমাসীর মুখ থেকে শুনেছি। - অতঃপর বয়ঃ - আমরা কাঃ - কোন হিসাবে স্থির হয়ে থাকব - যেহেতু আমরা মনুষ্য, তার মধ্যেও আবার গোপী, তার মধ্যেও আবার বৃন্দাবনীয়, এরূপ ভাব। - এই দৈনন্দিন বাক্যও মস্তক কম্পনের সহিত স্বরবিশেষে বলায় গর্বগর্ভিত ঈর্ষা ব্যক্ত করল। - সেই যে ঈর্ষা, তার দ্বারা অনুবাক্ত হল - লক্ষ্মাদি থেকেও প্রেমাত্মিক্য, এবং রূপ-সাবর্ণ্যে আধিক্য। অপিচ - আরও উত্তমশ্লোক শব্দ কৃপণপক্ষেই জানতে হবে - সম্ভূত দীনহীন জনকে যিনি দয়া করেন তাঁকে ‘উত্তমশ্লোক’ বলা হয়। কৃষ্ণে কিন্তু এই লক্ষণের অভাব হেতু মিথ্যাই উত্তমশ্লোক বাচ্য হয়েছে। - যদি আমাদের মতো সম্ভূত জনদের সে দুঃখহীনই করতে না পারল, তবে তাতে ‘উত্তমশ্লোক’ পদবিটি কি করে প্রযুক্ত হতে পারে? - বা ‘উত্তমশ্লোক’ বলে আক্ষেপধ্বনি করা হল। এই শ্লোকের পূর্বাধে ‘দ্বিবিভূষি’ ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের কুহকতা আখ্যান। - (কপট হস্ত ও কপট ভ্রূঙ্গীতে মনোহারিতায় কুহকতা) তৃতীয় চরণের ‘চরণ রজ ইতি’ গর্বগর্ভিতা ঈর্ষা - (লক্ষ্মীকে নিয়ে কথাগুলি আপাতঃ দৃষ্টিতে দৈনন্দিন্যচক হলেও উহা বলার ভঙ্গীতেই প্রকাশ পাচ্ছে তার চিত্তের এই ভাব।) ‘অপিচ ইতি’ চতুর্থ পাদে অসূয়া মিশ্রিত আক্ষেপ। - তাই শ্লোকটি উজ্জ্বল উদাহরণ। - “যাহাতে গর্বযুক্ত ঈর্ষা দ্বারা শ্রীহরির কুহকতা কপটতা) ব্যক্ত হয় এবং অসূয়া মিশ্রিত আক্ষেপ ধ্বনিত হয়, তাকে উজ্জ্বল বলা হয়।” - উ. নী. ম. স্থায়ী ॥ বি. ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : অহমিত্যা ন জানন্ত নাম, অহন্ত বিচক্ষণা জানামো-
বেতার্থঃ। দৌতৌদৃতকর্ম্মভিচ্চাট্টকারৈদৃতৌরিতি কাচিৎকম্। মুকুন্দাদিত্যস্মাকং সর্ব্বাসাং গৃহাদিসর্ব্ব-
পরিত্যাগং দদাতীতি তথানামঃ, ইত্যনেন ধূর্ত্বং ক্রুরত্বকাল্পিতম্। তদীয়ত্বেন, দূতস্ত চ ধূর্ত্বভাবত্বেন,
তস্ত তু পরমাবিশ্বসনীয়মুক্তম্। অশ্রুতৈঃ। যদ্বা, কমলবুদ্ধ্যা পুনরুপস্থিত্য পাদোপরি তং মুহু কুবন্তঃ
ভ্রমরবক্ষ্য ‘ভো দেবি, মা রোষং কার্ষীঃ, সত্বদপি মে বিজ্ঞপ্তিং কৃপয়া শৃণু’ ইতি যাচমানমিব চ তং
মত্বাহ - বিস্মৃজতি। তত্র সোল্লুপ্তমাহ - ত্বাং মুকুন্দঞ্চ, যুবয়োঃ শীলঞ্চ সর্ব্বমহং বেদ্বি, তস্মান্মে পাদং
তে হৃদীয়েঃসাধারণৈচ্চাট্টকারৈঃ সহ বিস্মৃজ, মৎপাদং নিজচ্চাট্টকারাংশ্চ যুগপত্তাজ ইত্যর্থঃ। কথন্তুতৈঃ ?
অহনয়বিহ্বলো মুকুন্দাদভ্যেত্য কৃতৈদৃতকৃত্যোঃ। নহু স্বামিনি, তেন প্রেষ্ঠেন সহ বিগ্রহেণালং, সত্বদপরাধং
ক্ষান্তা ময়া তীর্থেন সন্ধিরেব কষ্টং যুজ্যত ইতি, তত্রাহ - স্মৃতি। বিস্মৃষ্টাঃ - পতয়শ্চাপত্যানি চাত্রে চ
গৃহোদয়ো লোকাশ্চ সর্ব্বে ঐহিকামুখিকসুখভোগসহায়াঃ; কিং বিশেষণ, অয়ং পরশ্চেতি লোকৌ
যাভিস্তাঃ। অকৃতচেতাঃ ন বিত্ততে কৃতে উপকৃতে চেতো যস্ত সঃ, অকৃতজ্ঞ ইত্যর্থঃ; যদ্বা ন কৃতমস্মাসু
চেতাঃ, এতো অনন্তগতয় ইতি মনোইপি যেন সঃ। অথবা স্বকৃতে স্বার্থম্; অস্মান্ বিস্মৃষ্টা পতাপত্যা-
লোকা অকৃত অকার্য্যং, ইতাশ্চ প্রাপ্তাস্ত বাস্কং। হু অহো, ঈদৃশেইশ্বিন্ কঠোরে শঠবরে কিং সন্ধেয়ং
সন্ধাতুমহম্? অপি তু নৈবেতার্থঃ। ইত্যাক্ষেপঃ ॥ জী. ১৬ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুদ : বেদ্যাহম্ ইতি—রাধা বললেন, হে দূত আমি তোমাকে জানি, অথ কেউ জানে না—আমি বিচক্ষণ বলেই জানি, তুমি দৌত্যঃ—দূত কার্ণের প্রয়োজনে চাটুকারঃ—চাটুকার রূপ অমুনয়প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত—কোথেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত? মুকুন্দাং—মুকুন্দ থেকে। [মুক্তিঃ দদাতি—মুকুন্দ]—কোনও সময়ে আমাদের সকলকে গৃহাদি সবকিছু ছাড়িয়ে ছিলেন অর্থাৎ সবকিছু থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাই নাম হল মুকুন্দ—এই নাম প্রয়োগের অভিপ্রায় কৃষ্ণের ধূর্ততা ও ক্রুরতা বলা। ভ্রমরটি তৎসম্বন্ধীয় জন বলে এই দূতেরও ধূর্ত স্বভাব হওয়া স্বাভাবিক, তাই তার পরম অবিগ্ৰহসনীয়তা উক্ত হল। [স্বামিপাদ - ভ্রমরটি পাদমূলে বসলে রাধারাগী মনে করলেন ক্ষমা চাইছে, ইত্যাদি] অথবা কমলবুদ্ধিতে পুনরায় নিকটে এসে চরণকমলে বসলে, সেই মহা গুণ গুণানি ভ্রমরটিকে দেখে এইরূপ যাচমান মনে করে যথা—‘ভো দেবি, আমার উপর রাগ করবেন না, একটিবার কৃপা করে আমার বিজ্ঞপ্তিটা শুনুন’। রাধারাগী বললেন—‘বিস্মৃজ ইতি’ এখানে সোল্লু আক্ষেপ। হে ভ্রমর! তোমাকে ও তোমার প্রভু মুকুন্দকে, এবং তোমাদের স্বভাব সবই আমি বেগ্নি—জানি, সুতরাং তুমি আমার পা তোমার অসাধারণ চাটু-উক্তি সহ পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ আমার পা ও নিজ চাটু-উক্তি সমূহ যুগপৎ ত্যাগ কর—সেই ‘চাটুকার’ কিরূপ? অমুনয় অভিজ্ঞ মুকুন্দের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত দূতকৃত্যলক্ষণা প্রিয়োক্তি রচনাস্বরূপ, যথা—ওহে স্বামিনি! তোমার সেই প্রেপ্তের সহিত বিবাদে কি প্রয়োজন, একবার অপরাধ ক্ষমা করে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষাকারী আমার সহিত সন্ধী করাই যুক্তিযুক্ত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ‘স্বকৃত ইতি’ শ্লোকটি। বিস্মৃতা ইতি—তাহার নিমিত্ত ইহ—এই সংসারে পতি পুত্র মাতাপিতা প্রভৃতি, গৃহাদি অশ্রুসকল বস্তু এবং লোকাঃ—ইহকাল পরকালের সুখভোগ, সহায় সব বিসর্জনকারিণী আমাদেরকে যে ব্যাসৃজৎ—পরিত্যাগ করেছে, সেই অকৃতচেতাঃ—উপকৃত জনে মন না-থাকা লোকের অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ জনের সঙ্গে সন্ধি করে হবেটা কি? অথবা, বিশেষ কি নির্দেশের প্রয়োজন, ইহলোক পরলোকে যাঁদের দ্বারা পতি প্রভৃতি ত্যক্ত হয়েছে সেই রমণী আমাদের যে ত্যাগ করেছে, সে অকৃতজ্ঞ। তার সঙ্গে সন্ধি করে হবেটা কি? ‘অকৃতচেতা’ শব্দটির অর্থ—আমাদের দিকে মন না করা জন—এই মন অনন্ত গতি, অর্থাৎ কৃষ্ণের এই মনটির জীবাত্ম একমাত্র তিনি নিজেই অর্থাৎ তিনি অকৃতজ্ঞ। অথবা, স্বকৃতে—নিজের প্রয়োজনেই অপত্যাদি ত্যাগ করা আমাদেরকে অকৃত—আকর্ষণ করলো, চেতাঃ—[ইতাঃ+চ] ‘ইতাঃ’—পেয়েও ব্যাসৃজৎ—পরিত্যাগ করেছে। বু—অহো ঈদৃশ কঠোর শঠবরের সহিত সন্ধি করার জন্ম যাওয়া কি উচিত হবে?—না, কখনও না।

॥ জী. ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিষ্মনাথ টীকা : মৌরভলোভেন চরণতলে প্রবিশন্তমপি ভ্রমরঃ, নহু, লক্ষ্মীকোটি-নির্মঞ্জুনীয়নখদ্বাতে, দেবি, সত্যং ভ্রমরাদ্বৈব কৃষ্ণস্তস্মাদ্ভঃ কৃপয়ৈব ক্ষমস্বেতি প্রণমন্তং তং মহাহ,—শিরসি ধৃতং মম পাদং বিস্মৃজ ত্যজ্যেতা দূরীভবেত্যর্থঃ। বেদ্যাহমিতি,—লক্ষ্ম্যাদিকেব নাহং প্রত্যাধেতি ভাবঃ। মুকুন্দাং সকাশদভ্যেতা চাটুকারৈঃ প্রিয়োক্তি-রচনারূপেদৌতৈর্যদৃতকর্মভিরমুনয়বিদ্বস্তস্মাদমুনয়প্রকারঃ

শিক্ষিতবতস্তব সৰ্বং শীলাদিকমহং বেদ্বি । কৰ্মণি বা ষষ্ঠী । স্বাং বেদ্বীত্যর্থঃ । নহু স্বামিনি, তৎপ্রাণ-
কোটাধিকেন তেন সহ বিগ্রহেণালম্ । প্রত্যুত ময়া তীৰ্থেন সন্ধিরেব কহুং যুক্ত্য ইতি তত্রাহ,—স্বকৃতে
তদর্থং বিসৃষ্টানি ত্যক্তানি অপত্যানি চ পতয়শ্চাত্তলোকাশ্চ মাতাপিত্রাদয়শ্চ যাত্তিঃ । তত্র রাসমুরলীবাদন-
সময়ে অন্তর্গৃহনিরুদ্ধগোপীভিরপত্যানি ত্যক্তানি, তদানীং তানি ত্যক্তৈবাবিসৃত্বাৎ । অস্বাভিঃ পতয়ঃ,
ধনাদিককণ্ঠাভিঃ পিত্রাদয় ইতি যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ম্ । তা গোপী যো ব্যসৃজৎ । কীদৃশঃ, অকৃতচেতাঃ ন
বিজ্ঞতে কৃতে উপকৃতে চেতো যন্ত স অকৃত ইত্যর্থঃ । হু অহো ঈদৃশেইশ্বিন্ কঠোরে কিং হু সন্ধেয়ং
সন্ধাতুমহং অপি তু নৈবেত্যর্থঃ । অত্র পূর্বাধে সোল্লুষ্ঠা আক্ষেপমুদ্রা । উত্তরাধে অকৃতজ্ঞতা । আদি-
শব্দানির্দয়ত্ব-পরদ্রোহিত্ব-প্রেমশূন্যত্বানীত্যং সংজ্ঞঃ । যতুক্তং,—“সোল্লুষ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া ।
তস্মাকৃতজ্ঞতাত্ত্যক্তিঃ সংজ্ঞঃ কথিতো বুধৈ”রिति ॥ বি० ১৬ ॥

১৬ । শ্রীবদ্বাথ টীকাবুবাদ : ভ্রমরটি গুন্ গুন্ করতে করতে একসময় সৌরভলোভে
শ্রীমতীরাধার চরণে গিয়ে বসল—বসেও গুন্ গুন্ করতে লাগল—শ্রীরাধা মনে করলেন, ভ্রমরটি যেন
বলছে—“ওগো লক্ষ্মীকোটি নির্মজ্জনীয়দ্বাতে দেবি ! সত্যিই কৃষ্ণ তোমার কাছে অপরাধই করেছে। তাই
বলছি, তুমি তাঁকে কৃপা করে ক্ষমা কর”—ভ্রমরটি প্রণাম করছে মনে করে শ্রীরাধা তাকে বললেন—ওহ,
আমার চরণ মাথায় ধরলে কেন, বিসৃজ—ছাড় ছাড়, দূর হও । বেদ্বীহম্মিভি—আমি তোমাকে
চিনি—লক্ষ্মী প্রভৃতির মতো আমাকে তুমি প্রতারণা করতে পারবে না, এরূপ ভাব । ম্লুকুন্দাৎ—মুকুন্দের
কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছ, চাটুকান্ন—প্রিয়-উক্তি-রচনারূপ দোঁতাঃ—দূতকর্মলক্ষণা অননয়-
অভিজ্ঞ তার থেকে অননয়রীতি-শিক্ষা প্রাপ্ত তোমার সকল চরিত্রাদি আমি জানি । বা [কৰ্মণি ষষ্ঠী] ।
তোমাকে চিনি।—ওগো স্বামিনি । তোমার প্রাণকোটি-অধিক তার সঙ্গে বিবাদে কি প্রয়োজন ।
প্রত্যুত অনেককাল প্রতীক্ষাকারী আমার সহিত সন্ধিই করাই উচিত ।—এরই উত্তরে শ্রীরাধা বললেন—
স্বকৃতে—যে কৃষ্ণের নিজ প্রয়োজনে বিসৃষ্টাবি—আমরা পুত্রাদি, পত্নীদি এবং অব্যালোকাঃ—
মাতা-পিতাদি ত্যাগ করেছি সে ছেড়েই গেল—এরমধ্যে রাসমুরলী-বাদন সময়ে অন্তর্গৃহ নিরুদ্ধ গোপীদের
দ্বারাই পুত্রকণ্ঠা ত্যক্ত হয়েছিল—তদানীং এদের ফেলে রেখেই অভিসারে চলে গিয়েছিলেন তারা
আমাদের দ্বারা পতিগণ ত্যক্ত হয়েছিল, ধনাদি কণ্ঠাগণের দ্বারা ত্যক্ত হয়েছিল মাতাপিতা প্রভৃতি,
এইরূপে যথাসম্ভব বুঝতে হবে ।—এই গোপীদের যে ব্যসৃজৎ—পরিত্যাগ করে চলে গেল, সে কিদৃশ ?
সে অকৃতচেতাঃ—‘কৃতে’ উপকৃতে উপর ‘ন বিজ্ঞতে চেতো’ যার মন পড়ে থাকে না, অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ।
বু—অহো ঈদৃশ কঠোরের সঙ্গে সন্ধি করতে যাওয়া উচিত হবে ? না কখনও না । এখানে পূর্বাধে
সোল্লুষ্ঠ আক্ষেপ মুদ্রা—উত্তরাধে অকৃতজ্ঞতা-আদি শব্দে নির্দয়ত্ব, পরদ্রোহিত্ব, প্রেমশূন্যত্ব ধ্বনিত,
কাজেই এই শ্লোকটি সংজ্ঞার উদাহরণ । সংজ্ঞার লক্ষণ সম্বন্ধে উজ্জল নীলমণি “কোনও অনির্বাচ্য
দুর্গম সোল্লুষ্ঠ আক্ষেপ ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞাদির (অকৃতজ্ঞতা, কাঠিন্য, শাঠ্য প্রভৃতির) উক্তিকে
সংজ্ঞা বলা হয় ।”—উ० নী० ম० স্থায়ি । ১৪৫ ॥ ॥ বি० ১৬ ॥

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যাধে লুক্কধর্ম।

স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ, কামযানাম্।

বলিমপি বলিমত্বেবেষ্টয়দ্ধৃজ্জবদ্য-

স্তদলমসিতসখ্যৈর্দ্যন্ত্যজন্তং কথার্থঃ ॥ ১৭ ॥

১৭। অম্বয়ঃ লুকা ধর্ম (লুক্কস্ত য়ে ধর্মঃ—ক্রোধ্যাকাঠিগ্রাদয়ঃ তদ্যুক্তঃ) যঃ (কৃষ্ণঃ অর্থঃ যদা সঃ কৃষ্ণঃ ক্ষত্রিয়জাতৌ রামচন্দ্র অভূৎ তদা ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যজ্য) মৃগয়ুঃ (ব্যাধঃ) ইব কপীন্দ্রং [বালিনঃ] বিব্যাধে [অপিচ] স্ত্রীজিতঃ (সীতাপরতন্ত্রঃ সন্) কামযানাং স্ত্রিয় [শূর্ণনাং] বিরূপাং অকৃত তথা [বলিং অপি (পরমধার্মিকং বলিরাজানমপি) বলিং (তদন্তঃ তৎপূজোপহারং) অত্বে (ভক্ষয়িত্বা) ধ্বজ্জবৎ (কাকবৎ) আবেষ্টয়ৎ (ববন্ধ) তং (তস্মাৎ) অসিতসখ্যৈঃ অলং (প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ)] [এবঞ্চঃ কিমিতি তং নিত্যং গায়ত্ব ইত্যাহ] তৎকথার্থঃ (তস্মাৎ কথারূপঃ অর্থঃ) দ্বস্ত্যজঃ।

১৭। মূল্যাবুবাদঃ ভ্রমরটি যেন গুন্‌গুনিয়ৈ বলছে, ওগো মহারানী রাধে, কোমলমনা কৃষ্ণ মথুরায় তোমাকেই ধ্যান করছে, এর উত্তরে রাধা বললেন—মথুরায় তুমি তাঁর এক অর্বাচীন দাস, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান হীম। সে যে কেবল এই জন্মেই কঠোর তাই নয়, কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মেও কঠোর, এই আশয়ে বলছেন—

যে কালে সে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হলেন তখন লুক্ক ব্যাধের মতো নির্দয় ভাবে কপিশ্রেষ্ঠ বালিকে বধ করেছেন। অত্বে এক অধর্ম শোন, স্ত্রীসীতার বশীভূত হয়ে নির্ভর রাম কামাধীন শূর্ণনাথের নাক-কান কেটে দিয়েছিলেন। এবং তৎপূর্বজন্মে বামন অবতারে পরম ধার্মিক বলিরাজের দেওয়া পূজোপহার ভোজনকরত কাকের ন্যায় তাকে বন্ধন দশায় ফেললেন, কাক যেমন পূজোপহার খেয়ে নিয়ে লোককে ঘিরে ধরে অন্য কাককে ডেকে নিয়ে এসে। সুতরাং সেই কালোমাত্রেরই বন্ধুত্বে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তথাপি ছরন্ত মোহন স্বভাব কৃষ্ণের কথারূপ প্রয়োজনও তো ছাড়া যায় না।

১৭। স্ত্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ কিঞ্চ, ন কেবলং তস্মাৎ তাদৃশচেষ্টিতাদেব বিভেদমি, অপি তু শ্যামতা-স্বভাবাদপি ইতি তদগুণযোগেন তদভেদবুদ্ধ্য। ধীরোদাস্তত্বাদিশুণ্ডতয়া প্রসিক্ষেযপি স্ত্রীরাণ্যম-বামনাদিকপেষু দোষঃ দর্শয়ন্তী তদ্রূপং কৈমুত্যাঃ দর্শয়তি—মৃগয়ুরিবেতি। মৃগয়ুর্বাধ ইব নির্দয়ো গুণশ্চ সন্ একো যোহসিতঃ, সোহপি কপীনামবধ্যানামীশমপি বালিনং বিব্যাধে। প্রসিক্ষন্ত মাংসাদিলুক্কস্ত ধর্ম্যাঃ ক্রোধ্যাদয়ো যত্র তাদৃশঃ, অলুক্কধর্ম্যা তদ্ব্যঙ্গরহিতোহপীতি বা। তদপ্যাংস্তাং, য এব স্ত্রিয়ং, তত্রাপি কামযানাং কাময়নানামপি সাক্ষাদবিশ্রবঃ প্রভবাং বিরূপাং ছিন্নকর্ণনাসামকৃত। তস্মাৎ চ ক্ষত্রিজাতিতয়া ক্রুরস্ত তন্তুদপি সম্ভবেমাম। যোহন্যোহিসিতো ব্রাহ্মণজাতিতয়া, তত্রাপি ব্রহ্মচারিতয়া শাস্ত্যাং গুণযোগাগাহপি বলিং পরমধর্ম্যাগ্নানমপি, তত্রাপি বলিং তস্মাৎ পূজায়োপহারং অত্বে ভুক্ত্বা গোপ্যবদাসাং কৃত্যপি, ছিলেন দানপুত্তিমমহা বিষ্টপাং ত্রৈলোক্যরাজ্যাদক্ষিপং ভ্রংশয়ামাস, তত্রাপ্যধে ইক্ষিপং, ভূ বিবরে, বিচিক্ষেপ, পাঠান্তরে তু আবেষ্টয়ৎ ববন্ধ। ধ্বজ্জবদিতি কাকো যথা বলিং জঙ্ঘাপি লোকং বেষ্টয়তি,

স্বজাতীয়ান্যান্যহুয়তদৃহমাবৃণোতি, তদ্বং। অত্র ‘বিব্যাধে’ ইত্যাদিভিঃ কাঠিন্যং, ‘স্বীজিতঃ’ ইতি কামিহং, ‘বলিমপি’ ইতি ধৌষ্ঠ্যমভিপ্রেতম্। তস্মাৎ তদিত্তি তস্মাসিতমাত্রস্ত সখ্যপ্রকারেণাপ্যলং, ন তু প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। নহু তর্হি কথং তস্ত কথংরূপেথার্থী মুনিভিরপি ন ত্যজ্যতে? তত্রাহ—দুস্ত্যজ ইতি। সোহয়মিতি তষ্ট্রেকো ছরস্তো মোহনঃ স্বভাব ইতি ভাবঃ। ইতি ভিয়েব সের্যোক্তিঃ। যদ্বা নহু ‘নাখ্যেয়ং পরদূষণম্’ ইতি হি নিষেধঃ; সত্যং নিষিদ্ধবাদক্তুমযুক্তমপি তদ্বৈগুণ্যং তস্ত পরমাত্ম্যাকারি-
ত্বাত্ত্বপত্তমানেন রোষাবেশেন ত্যক্তুং ন শক্যতে ইত্যাহ—তদ্বৈগুণ্যরূপকথাপ্রয়োগো দুস্ত্যজ্য ইতি।

॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ : আরও, কেবল যে তার সদৃশ চরিত্র হেতুই ভয় করছি, তাই নয়, পরন্তু সেই কালার কাল স্বভাবের হেতুই ভয়—গুণ সম্বন্ধে রামাদির সহিত তাঁর অভেদ বুদ্ধিতে ধীর-উদাত্ততাদি গুণে প্রসিদ্ধ রামবামনাদি রূপের দোষ দেখিয়ে কৈমুতিক্রিয়ায় তাঁর স্বভাব দেখাচ্ছেন শ্রীরাধা—মৃগযুরিব। ব্যাধ যেমন মৃগ ‘বিব্যাধে’ বধ করে, সেইরূপ এক যে ছিল কাল (দুর্বাদল শ্যাম) সেও গুপ্ত থেকে নির্দয়ভাবে অবধ্য বানরশ্রেষ্ঠ বালিকে বধ করেছিল, লুক্কর্ণা ক্ষত্রিয় হয়েও প্রসিদ্ধ মাংসাদি লুক্কঃ ব্যাধের ধর্ম আচরণ করেছিল।—নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিই তাদের মজ্জাগত স্বভাব হেতু। বা [বিব্যাধেলুক্ক ধর্ম] সন্ধিবিচ্ছেদ করে ‘অলুক্কধর্ম’ সেই ব্যাধের ধর্মের থেকেও হীন ধর্ম আচরণ করলো—ব্যাধ খাওয়ার জন্য হত্যা করে, অথবা হত্যা করে না; কিন্তু এখানে ‘অলুক্কধর্ম’ অথবা হত্যা করলেন, কারণ বানরের মাংস কারুর ভোজ্য হয় না। ওহে ভ্রমর, এও থাকতে দাও না, এঁর নিষ্ঠুরতার পরিচয় আরও বিষয় কিছু আছে, শোন, এক যে ছিল স্থিয়ং—স্ত্রী তাতেও আবার কাম্যমাষ্য—কামবাণে খিন্না সাক্ষাৎ রাবণপিতা বিশ্ববা ঋষির কন্যা,—নাম তার সুপ্ননখা, সে সঙ্গলাভের আশায় রামের নিকট এলে, রাম তার নাসাকর্ণ ছেদন করে দিয়েছিল।—যাকগে সে কথা ক্ষত্রিয়জাতি হওয়া হেতু তারপক্ষে সেই সেই ক্রুরতা সম্ভব হতেই পারে।—কিন্তু এবার হে ভ্রমর, অন্য এক কালার কীর্তি শোন, সে ব্রাহ্মণজাতি, তার মধ্যেও আবার ব্রহ্মচারী হওয়া হেতু ‘শান্তি’ প্রভৃতি গুণযোগ্য হয়েও বলিমপি—পরমধর্মাত্মা বলি মহারাজকেও, এর মধ্যেও আবার বলিহ—তাঁর পূজোপহার অভ্যা—[ভুক্তা=ভোগকরত] গোপীদের মত আশ্রসাৎ করেও দানের অপূর্তি-হল উঠিয়ে পিষ্টপাং—ত্রৈলোক্য রাজ্য থেকে অক্ষিপৎ—ছুঁড়ে ফেললেন, এই ছোড়াটাও আবার হল অধোদেশে—তু-বিবরে। পাঠান্তর-আবেষ্টয়ং ‘ববন্ধ’ অর্থাৎ ঘিরে ধরল ধ্রুজ্জবৎ—কাক যেক্রপ পূজার চাল-টাল খেয়ে নিয়ে জীদের ঘিরে ধরে উৎপাং করে।—এখানে ‘বিব্যাধে’ বধ করে ইত্যাদি দ্বারা কাঠিন্য, ‘স্বীজিত’ দ্বীবশ এই শব্দে কামিহ, ‘বলিমপি’ [বলি মহারাজকেও] এই শব্দে কৃষ্ণের ধূর্ততা বলাই অভিপ্রায়। সুতরাং কাল-মাত্রেরই সখ্যতা, সে যদি বহু প্রকারেরও হয়, তাতে কোনও প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, তা হলে তার কথারূপ অর্থ মূনিরাও কেন-না ত্যাগ করেন? এরই উত্তরে দুস্ত্যজ্য—ত্যাগ করতে অসমর্থ।—সেও কালার এক ছরস্ত মোহন স্বভাব এরূপ ভাবঃ—‘স-সর্ধা’ ভয়েই উক্তি। অথবা, আচ্ছা, যদি বলা যায়

‘পরদোষ বলা তো নিষেধ’ এরই উত্তরে, সত্যই নিষেধ থাকার দরুণ বলা অযুক্ত হলেও তাঁর দোষ তার পরম অন্যায়কারিতা থেকে জাত হওয়া হেতু রোষাবেশে ত্যাগ করতেও পারি না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তাঁর দোষের কথা আলোচনা দুস্ত্যজ ॥ জী• ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : নমতীকোমলমনাঃ স ত্বামেব ধ্যায়াংস্তত্রাস্মাভির্দৃশ্যত ইতি । তত্র হৃদযর্বাচীনো দাসস্তস্ত তত্ত্বং ন জানামি । ন কেবলং সহস্মিন্নেব জন্মনি কঠোরঃ, কিন্তু পূর্বপূর্বজন্মস্বপীতি পৌর্ণমাসীমুখাদস্মাভিঃ শ্রুতবাদিত্যাহ,—যদা স ক্ষত্রিয়জাতৌ রামচন্দ্রোইভূতদা ক্ষত্রিয়ধর্মং পরিত্যজ্য মুগয়ুর্বাধ ইব কপীনামিত্রং বালিনং বিব্যাধে বিব্যাধ । নির্দয়ে গুপ্তঃ সন্নিত্যর্থঃ । অধর্মকথাপি তত্পাখ্যানে জ্ঞেয়া । অত্রাপি লুক্কৃত ব্যাধস্তাপি ধর্মরহিতঃ । নহি ব্যাধো বানরান্ হিনস্তি তন্মাসস্তাভক্ষ্যতেন কেনা-
পাক্রেয়বাদিতি ভাবঃ । অশ্রমধর্মং শৃণ্বিত্যাহ,—স্ত্রিয়ং সূর্যগং কামযানাং তমেব কাময়মানাং তাং বিরূপাং ছিন্নকর্ণনাসামকৃত । অশ্রো ইপি কোইপোতাং ন সংভুক্তামিতি ক্রোধেণেতি ভাবঃ । ন চ জটাবক্ষলধারিত্বা-
দৈরাগ্যেণেতাং অহ,—স্ত্রিয়া সীতয়া জিতঃ । তথা তং পূর্বজন্মনি স ব্রাহ্মণেইভূতদাপি ব্রাহ্মণধর্মং শাস্ত্র্যকৈতবাদিকং পরিত্যজ্য বলিং পরমধার্মিকমপি তত্রাপি বলিং তং পূজোপহারং অত্রা ভুক্ত্য পিষ্টপাং
ত্রৈলোক্যরাজ্যাদক্ষিপং তত্রাপি ভূবিবরে । পাঠান্তরে অবেষ্টয়ং ছিলেন ববন্ধ । ধ্বজবৎ কাকবৎ স যথা বলিং জঙ্ঘাপি শ্রীজনং বেষ্টয়তি স্বজাতীয়ানন্যানাহুয় তমাবৃণোতি কদর্থয়তি চ । তস্মাদসিতস্ত কৃষ্ণবর্ণস্ত
তত্র সর্থাঃ সর্বৈরেবালমস্মাকং গোহীনাং তংসম্বন্ধিনঃ সখ্যস্ত যাবন্তং প্রভেদান্তেষামেকোইপি ন ভদ্র ইতি
বহুবচনেন ত্রোতি তম্ । অসিতাঃ স্ববশুচিহ্না ভবন্তীতি তেভ্যো ভয়স্তাবশস্তাবিহাদিতি ভাবঃ ।
নম্রভীক্সং পরনিন্দাং কুর্বতী কিং শুকচিহ্নাসীতি তত্রাহ,—তস্ত কথায়্যাঃ প্রতিজন্মচরিত্রস্তার্থো ব্যাখ্যা
দুস্ত্যজঃ সোইস্মানেবং দুঃখয়তি । অস্মাভিস্তংকথায়্যা অপ্যর্থো ন বক্তব্য এব কিম্ অর্থ কিন্তু অত্র নিন্দা বা ভবতু,
যথার্থভাষণহেনানিন্দা বা ভবতু । অসৌ ত্যক্তুমশক্য এবেতি ভাবঃ । যদা, সহস্মাভিস্ত্যক্ত এব, কিন্তু
তৎকথারূপেইর্থো বস্তুবিশেষস্ত দুস্ত্যজ এব । কতৃপদানুক্রিয়া সর্বৈরেব মুন্যাদিভিরপীত্যর্থঃ । অত্র
বিব্যাধে ইতি কাঠিন্যং, ব্রীজিত ইতি কামিহং, বলিমপীতি ধৌর্ত্যং, অসিতসর্থাং রিত্যাসক্ত্যযোগাতা ভয়মীর্ষ্যা
চেত্যয়মবজ্ঞঃ । যত্নঃ,—‘হরৌ কাঠিন্য-কামিহ-ধৌর্ত্যাদাসক্ত্যযোগাতা । যত্র সেবীভিয়েবোক্তা সোইব-
জ্ঞঃ সতাং মতঃ’ ইতি ॥ বি• ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদ : ভ্রমরটির গুন্ গুন্ শুনে শ্রীরাধা মনে করলেন, সে যেন বলছে, ওগো মহারাণী রাধে! আমরা তো দেখছি, অতি কোমলমনা কৃষ্ণ তোমাকেই মথুরায় ধ্যান করছে, এর উত্তরে রাধা—এ মথুরায় তুমি এক অর্বাচীন দাস, তাঁর তত্ত্ব জানহীন। সে যে মাত্র এই জন্মেই কঠোর, তাই নয়, কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মেও কঠোর, ইহা আমরা পৌর্ণমাসীর মুখ থেকে শুনেছি, এই আশয়ে বলছেন,—যে কালে সে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে রামচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হলো, তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ করত ব্যাধ যেমন মুগ বধ করে, সেইরূপ কপিশ্রেষ্ঠ বালিকে বধ করেছিল গাছের আড়ালে

লুকিয়ে নির্দয়ভাবে। এই উপাখ্যানে যা ঘটেছে তা পুরোপুরি অধর্মই জানতে হবে। বিবাহে লুক্কপ্রমা—
[অলুক্ক + ধর্মা] লুক্ক ব্যাধের ধর্মটুকুও এর মধ্যে নেই—ব্যাধ কিন্তু বানরকে হত্যা করে না, কারণ এ
মাংস অভক্ষ্য, কাকুর কাছে বিক্রয়ও করা যায় না, এরূপ ভাব। অতঃ একটি অধর্ম শোন, কাম্বদাশাং—
শ্রী সূর্যনাথ কামের অধীন হয়ে রামকে কামনা করেছিল, রাম তাকে বিক্রশাং—ছিন্ন কর্ণ-নাশা
করে দিল, অতঃ কেউই আর যাতে তাকে সন্তোষ না-করে।—এখানে নিষ্ঠুরতাই হেতু, এরূপ ভাব।—
রাম সে সময়ে বিরক্তের বেশ জটাবল্লধারী হওয়া হেতু শ্রীমঙ্গ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এরূপ নিষ্ঠুর
কর্ম করেছেন, তাও নয়, এই আশয়ে রাধারাণী বলছেন—শ্রীজীতঃ—কারণ শ্রী সীতার প্রেমাধীন
হয়েই তৎকালে বনে বাস করছিলেন। যেরূপ রামঅবতারে, সেইরূপই এরও পূর্বজন্মে বামন
অবতারে ব্রাহ্মণ হলেন, তৎকালেও ব্রাহ্মণের ধর্ম শান্তি, অকপটতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করত পরম
ধার্মিক বলি মহারাজের দেওয়া বলিহ—পূজোপহার অত্যা—ভোগ করবার পর [পাঠান্তর-‘আবেষ্টমং’,
‘পিষ্টপাং’] পিষ্টপাং—ত্রৈলোক্য রাজ্যাদি থেকে ছুরে ফেলে দিলেন, তাও আবার দিলেন পৃথিবীর
তলদেশে। ‘আবেষ্টমং’—হলে বন্ধন করলেন। প্রাজ্ঞবৎ ইতি—কাকবৎ। কাক যেমন পূজার
চালটাল খেয়ে নিয়েও মহিলাদের ঘিরে ধরে, আরও বহু কাককে কা-কা রবে ডেকে এনে ছেয়ে ফেলে ও
কদর্শন করে। অসিত সখ্যা অলম্ব্য—সুতরাং কাল বরণ তার সখ্য সম্বন্ধে যত কিছু বৈলক্ষণ্য,
উহার মধ্যে একটিও ভদ্র নেই—‘সখ্যাঃ’ এই বহুবচন প্রয়োগে এরূপ অর্থই ছোঁত হচ্চে। ‘অসীতাঃ’
সে অশুদ্ধ চিন্তা, তাই তার থেকে ভয়ের নিশ্চয়তা রয়েছে, কাজেই তাকে দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন,
এরূপ ভাব।

ভ্রমরটি যেন তখন গুন্ গুন্ করে বলে উঠল, সর্বদা যারা পরনিন্দা করে বেড়ায়, তারাই কি
গুরুচিন্তা? এরই উত্তরে শ্রীরাধা দুষ্ট্যজন্তংকথার্থঃ—[তৎ + কথা + অর্থঃ] তার প্রতিজ্ঞা-চরিত্রের
ব্যাখ্যা তাগ করা যায় না, এরূপেও সে আমাদের দুঃখে ফেলে। আমাদের দ্বারা সেই কথার অর্থও
বলবার যোগ্য হয় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে যথার্থ ভাষণে নিন্দাই হোক বা অনিন্দাই হোক, এ আমরা
তাগও করতে পারি না, এরূপ ভাব।—অথবা, সেতো আমাদের দ্বারা তাক্তই কিন্তু তার কথা রূপ
‘অর্থ’ বস্তু বিশেষ কখনওই তাগ করা যায় না। ‘দুষ্ট্যজন্তংকথার্থঃ’ এখানে কর্তা অলুক্ক থাকায় বুঝা
যাচ্ছে, সকলের পক্ষেই অর্থ্যাং মুনিপ্রমুখের পক্ষেও দুষ্ট্যজ। এই শ্লোকে ‘বিবাহে’ বাক্যে কাঠিন্য,
‘ব্রীজিত’ বাক্যে কামিহ, ‘বলিমপীতি’ বাক্যে ধোঁর্তা, ‘অসিত সখ্যাঃ’ বাক্যে আসক্তি অযোগ্যতা,
ভয়, ও ঈর্ষ্যা—এই শ্লোকটি অবজ্ঞার উদাহরণ।—এ সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণি স্থায়ী ॥ ১৪৭ ॥—“শ্রীকৃষ্ণে
কাঠিন্য, কামিহ, ও ধূর্ততা আছে বলে তার প্রতি আসক্তি স্থাপন অযোগ্য—যাতে এ ভাবের বাক্য,
ঈর্ষ্যা ও ভয়ের সহিত উক্ত হয় তাই হল অবজ্ঞা” বিঃ ১৭ ॥

যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীষু-বিপ্রকট্-

সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্য বিনষ্টাঃ ।

সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দ

বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি ॥ ১৮ ॥

১৮ । অর্থঃ : যদনুচরিত লীলা কর্ণপীষু-বিপ্রকট্, সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্যঃ (যস্য 'অনুচরিতং' প্রতিক্ষণ চেষ্টিতমেব লীলা সৈব 'কর্ণপীষু' শব্দমাত্রেনৈব সুখদং কিম্পুনরর্থতঃ, তস্য অপি 'বিপ্রকট্' কণিকা—তস্তা অপি সকৃদপি 'অদনং' কিঞ্চিদাস্বাদনং তেনাপি 'বিধূতা' বিশেষণে খণ্ডিতা 'দ্বন্দ্বধর্ম্য' রাগাদয়ঃ যেষাং তে) [অতএব] বিনষ্টাঃ (বিশেষণে নষ্টাঃ অসত্ত্বল্যাঃ) বহবঃ দীনাঃ (ভোগহীনাঃ) বিহঙ্গা (হংসবদ্বিবেকিন ইত্যর্থঃ) সপদি (লীলাশ্রবণান্তরমেব) 'দীনং' হুখিতং গৃহকুটুম্বং উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) ইহ (তল্লীলাস্থানে বৃন্দাবনে) [সমাগত্য] ভিক্ষুচর্যাং (গোধূমাদিকণভিক্ষাপরিপাট্যেব) চরন্তি (জীবন্তি) ।

১৮ । মূল্যাবাদঃ : আমরা সাক্ষাৎভাবে তাঁর সহিত বন্ধুত্ব করে যে হুংখী হব, তাতে আর বিচিহ্নতা কি ? তাঁর লীলা কথাও সর্বজগৎসম্ভাপনি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে —
যাঁর প্রতিক্ষণের কৃত লীলার অর্থের কথা কি, শব্দমাত্রাই কর্ণের সুধাসম সুখদা, সেই তাঁর লীলার এককণও কিঞ্চিং আস্বাদনে শীতগ্রীষ্মাদি ভোগ বিষয়ে নিষ্পৃহ হয়ে যায় যারা, সেই জনগণ দীন গৃহকুটুম্বের ফেলে রেখে নিষ্কিঞ্চন ও সর্বহারা হয়ে কৃষ্ণলীলাস্থান জীবৃন্দাবনে গিয়ে যবাদিকণ-ভিক্ষা-পরিপাটিতে জীবনধারণ করেন পক্ষীর মতো ।

১৮ । শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : যদানুচরিতং স্বস্তানুকূলং কশ্মৈব লীলা, বালচেষ্টিতবৎ স্বচ্ছন্দ-খেলামাত্রমিতি নিব্দের লোকহিতার্থকল্পণা সহ লীলায়াঃ প্রতিযোগিতাং । তদেব কর্ণপীষুং, শব্দতঃ কর্ণসুখপ্রদং, ন ত্বর্থতো মনঃপ্রীতিকরমিত্যর্থঃ । তস্তাপি বিপ্রকট্, ন তু বাহুল্যং, তস্তা অপি সকৃদপাদনং, দূরদেশাৎ কথঞ্চিং কিঞ্চিদাস্বাদনং, তেন বিশেষণে ধূতা দ্বন্দ্বধর্ম্য মিথুনাচার্য উৎসাহীতাদি ভোগা না যৈস্তথা-ভূতাঃ সন্তঃ, বিহঙ্গা আকাশগামিত্বাদদূরাদাগতা হংসাদয়ঃ পক্ষিণোইপি, তত্রাপি বহব এব, ন তু দ্বিত্বাঃ । সপদি লীলাশ্রবণান্তরমেব দীনমপি গৃহস্থ কুটুম্বং তাত-জননী-ভার্যাদিকং ত্যক্ত্বা, স্বয়মপি দীনা বিনষ্টাশ্চ সন্ত ইহ তল্লীলাস্থানে বৃন্দাবনে সমাগত্য ভিক্ষুচর্যামেব চরন্তি । 'দীনাঃ' ইতি পাঠে তেষাং হুংখেনা-ক্ষুভিতাঃ কঠোরচিত্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ । 'বহব ইব' ইতি পাঠঃ সর্ববটীকাকৃতামসম্মতঃ, শ্রীশ্বামিভিরপি স্তুতিপক্ষ এব হংসা ইবেতি গোণবৃত্তিছ্যাতনায়ৈব ইবশব্দো দত্ত ইতি । অয়ং ভাবঃ—যেহমী পক্ষিণো দৃশ্যন্তে, নূনং ন প্রাচীনাঃ, তেষাং তদ্বিয়োগে জীবনাসম্ভবাৎ ; ততোহমী আগন্তকা এব । তত্র তাদৃশ-মাগমনমীদৃশী ভিক্ষুচর্যা চ তেনৈব সম্ভবতি, যথা ভবদাগমনং দৌত্যেনৈবেতি ; যদ্বা তস্য নিষ্ঠুরতা কিং

বাচ্য? তচ্চরিতলবমপি যে কেচিং শৃণুয়ন্তেইপি নিষ্ঠুরাঃস্মারিত্যাহ—যদিতি। অর্থঃ পূর্ববৎ। যদ্বা, তর্হি কথং মাং গাতুং নিষেধসি? তত্রাহ—যদিতি। অর্থঃ পূর্বদেব। বিশেষতঃ ইহ বহব এব বিহঙ্গা-স্তদাবেষাং তদগানশিলা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি, তত্র কো বা বরাকো ভবান্? তত্র চ তে প্রায়ো ব্রাজপত্যা-লীলামেব গায়ন্তি, তথাপি ন রোচন্তে, ভবাংস্ত যদুপত্যলীলামিতি কথং তরাং রোচতাং নামেতি ॥

॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুলাদ : যদবুচরিত—নিজের অনুকূল কর্মই লীলা—

ইহা বালচেষ্টার মতো স্বচ্ছন্দ খেলামাত্র, কাজেই ইহা নিন্দিতই, লোকের হিতার্থ যে কর্ম তার সহিত লীলার বিরোধী ভাব থাকা হেতু।—ঐ লীলা কর্ণপীযুষঃ—শব্দতঃ কর্ণস্থখপ্রদ বটে, কিন্তু অর্থতঃ মনের প্রীতিকর হয় না। এরূপ নিন্দিত লীলার বিপ্রকট—এক কর্ণ, বহু বহু নয়, তারও আবার সন্কুদদন—দূর দেশ থেকে কোনও প্রকারে কিঞ্চিৎ আশ্বাদনেই বিধূত—বিশেষভাবে খণ্ডিত হয় দ্বন্দ্ব-প্রমীয়া—শ্রীপুরুষ সংসর্গরূপ আচরণ বা শীত গ্রীষ্মাদি ভোগ যাদের (অর্থাৎ যারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে যায় দ্বন্দ্বধর্ম বিষয়ে) সেই বিহঙ্গা—আকাশগামী হওয়া হেতু দূর থেকে আগত হংসাদি পক্ষীসকলও দু'টিমটি নয়, বহু বহু, সপদি—লীলা শ্রবণের পরই গৃহের কুটুম্ব পিতা-মাতা-ভাৰ্যাদিগকে হৃদয়িত পরিত্যাগকরত নিজেও লীলা—নিষ্কিঞ্চন ও বিবয়টাঃ—সর্বহার্য হয়ে কৃষ্ণলীলা স্থান বৃন্দাবনে সমাগত হয়ে ভিক্ষুচর্যাং—যবাদিকণা ভিক্ষাপরিপাটি দ্বারা জীবনধারণ করেন। মূলে 'দীন' স্থলে 'ধীরা' পাঠে অর্থ—পিতাদির দুঃখে কঠোর চিত্ত হয়ে। এবং মূলে 'বহব ইহ' স্থলে 'বহব ইব' পাঠে (যা সমস্ত টীকা-কারের সম্মত) শ্রীষামিব্যাখ্যায়ও স্তুতি পক্ষে 'হংসা ইব' পাঠ নিয়েছেন 'গৌণ বৃত্তি প্রকাশের জন্তই'—এখানে ভাব এইরূপ, যথা—এই যে পক্ষীসকল দেখা যাচ্ছে, এরা নিশ্চয়ই প্রাচীন নয়, কারণ কৃষ্ণ-বিয়োগে তাদের জীবনধারণ অসম্ভব হত। তাই এদের আশ্রয়কই জানবে; তাতেই বৃন্দাবনে তাদৃশ আগমন ও ঈদৃশী ভিক্ষুচর্যা সম্ভব হচ্ছে, যে রূপ হে ভ্রমর তোমার আগমন দৌতকর্মের জন্তই। অথবা, সেই কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা আর কি বলবো? তাঁর চরিতও যে কেউ শোনে সেও নিষ্ঠুর হয়ে যায়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যদিতি। এর অর্থ পূর্ববৎ। অথবা, তাহলে আমাকে গান করতে নিষেধ করছেন কেন? এর উত্তরে 'যদিতি' অর্থ পূর্ববৎ। আরও বিশেষতঃ এই স্থানে বহু বিহঙ্গই কৃষ্ণাবেশে গান করে, ভিক্ষুচর্যা আচরণ করে বাস করছে। তার মধ্যে তুমি এক অতি ক্ষুদ্র। এর মধ্যেও সেই বিহঙ্গসকল ব্রজপতির গানই করে থাকে, তথাপি আমাদের রুচিকর হয় না। আর তুমিতো যদুপতির লীলাগান করছ, উহা আমাদের রুচিকর কি করে হতে পারে? ॥ জী০ : ৮ ॥

১৮। শ্রীবিদ্বদ্রাঘ টীকা : বয়ং সাক্ষাতেন সহ সখাং কৃতবত্যো যদুঃখিনোইভূম তত্র কিং চিত্রম্। তল্লীলা-কথাপি সর্বজগৎসন্তাপনীত্যাহ,—যদুঃখচরিতং প্রতিক্ষণচেষ্টি তমেব লীলা নৈব কর্ণপীযুষঃ শব্দমাত্রেনৈব সুখদং কিং পুনরর্থত ইতি ভাবঃ। তস্মা অপি বিপ্রকট্ তস্মা অপি সন্কুদপাদনং কিঞ্চিদা-

স্বাদনং তেনাপি বিধূতা বিশেষেণ খণ্ডিতা দ্বন্দ্বধর্মা স্ত্রীপুংসাদিপরম্পর সখ্যরূপধর্মা যেষাং তে । তৎকথাং স্ত্রী চেৎ শৃণোতি সন্ত এব পতিস্নেহং তাজতি, পতিশ্চেৎ স্ত্রীস্নেহং, এবং পুত্রশ্চেৎ পিতরং মাতরঞ্চ । মাতা চেৎ পুত্রমিত্যেবং পরম্পরত্যাগাদিশেষেণ নষ্টা ইতি তেষাং নাশঃ তথান দুঃখং যথা বৈরাগ্য ইতি সাংসারিক-লোকাবৃত্তব এব প্রমাণমিতি ভাবঃ । কিঞ্চ, তে জনাঃ স্নিগ্ধমনসোইপি কঠোরস্ত কৃষ্ণস্ত লীলাশ্রবণাদিত-কঠোরা নির্দয়াঃ কৃতরাষ্ট ভবন্তীত্যাহ,—সপদি কথাশ্রবণমাত্র এব গৃহকুটুম্বং পিতৃশ্বশ্রুাদিপরিষম্ভমপি দীনং অন্যস্তোপার্জকস্তাভাবাৎ শো যন্তোক্যতে তন্নরহিতমপি । যদা, তদ্বিচ্ছেদকাতরং উৎসৃজ্য যত্নেব কুশ-বারিসংযোগেন সস্ত্রনার্যৈরব্যর্থঃ । হস্ত হস্ত তে স্ত্রীপুত্রাদয়ো স্নিগ্ধতাং নাম স্বয়মপি স্ত্রিণো নৈব ভবন্তী-ত্যাহ,—দীনাঃ গৃহং ত্যক্তা গচ্ছন্ত্যশ্চিবিক্ষেপাদ্বরাটকমাত্রমপি গ্রহে ন গৃহন্তীতি ভাবঃ । ‘ধীরা’ ইতি পাঠে ভার্ঘাদি রোদন-দর্শনইপাক্ষভ্যস্তো মহাকঠোরা ইত্যর্থঃ । ন চ তে একদা দ্বিত্বা বা চতুঃপঞ্চা বা কিন্তু বহবঃ পরঃশতাঃ পরঃসহস্রাশ্চ । ননু ততস্তে কয়া জীবিকয়া জীবন্তীত্যাহ,—বিহঙ্গাঃ পক্ষিণ ইব ভিক্ষুচর্যাং গোধূমাদিকগতিক্ষাপরিপাট্যেব জীবন্তি নতু কেনাপি দত্তয়া স্থূলভিক্ষয়াপীতি ভাবঃ । ‘ইহে’ ইতি পাঠে অত্রৈবাস্মদুঃখস্থানে বন্দাবন এবাগত্যেতি অস্মৎ সঙ্গাদপি মহাদুঃখিনো ভবন্তীতি ভাবঃ । তেন তৎকথায়া বহুমংস্তাণ্ডিকাময়ধুমুসুরবীজচূর্ণং কথাবাচকস্ত সাধুবেশচ্ছন্ন মহাঘাতকত্বম্ । পুরাণপুস্তকস্ত জালতং অতএব তে বনাদনং ভ্রমন্তোইপি স্বকক্ষগৃহীতপুস্তকা এব দৃশ্যন্তে, বাসাদীনাং জালনির্মাতৃং, কৃষ্ণস্ত পরমেশ্বরতেন তত্তদাদেষ্টুং এতদর্থমের কৃষেন পরমেশ্বরতা গৃহীতা, গোপ্য ইব সর্বলোকা অপি দুঃখাকৌপতস্থিতি তস্ত তস্ত বিচারঃ । ঈদৃশপরদুঃখদর্শনমেব তস্ত সুখম্ । অত ঈদৃশ পরদুঃখদানজ্ঞা ফলভাগী যথা স ভবিষ্যতি ন তথা বাসাদয় ইতি পরঃশতা এব ধ্বনয়োইহ পতন্ত্য সর্ব এব সিদ্ধান্ততো ব্যাজস্তত্যা ভক্তেঃ সর্বোৎকর্ষ-বাজ্ঞকা জ্ঞেয়াঃ । অত্র খণ্ডং সদৃশীকৃত্য সজ্জনানাং খেদনান্তস্ত ত্যাগ এব সমুচিত ইত্যনুতাপময়ং বাকা-মিত্যভিজ্ঞঃ । যতুং,—“ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতি তস্ত খণ্ডানামপি খেদনাং । যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তন্ত-বেদভিজ্ঞিতম্” ॥ বি০ ১৮ ॥

১৮ । **ত্রিবিধ্বনাথ টীকাবৃত্তাদ :** আমরা সাক্ষাৎভাবে তাঁর সহিত বন্ধুত্ব করে যে দুঃখী হব, তাতে আর বিচিত্রতা কি? তাঁর লীলাকথাও সর্বজগৎ সন্তোষনিনী এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**যদ্যনুচরিত**—যার প্রতিফলিত কৃতকর্মই অর্থাৎ লীলাই কর্ণপীযমঃ—শব্দমাত্রেই সুখদ—অর্থতঃ যে সুখদ হবে, তাতে আর কি কথা, এরূপ ভাব। সেই লীলার বিপ্রলম্ব—এক কণও, তাও আবার সক্রিয়—কিঞ্চিৎ জ্ঞানতঃ—আস্বাদন—তাঁর দ্বারাই বিধূতা—বিশেষভাবে খণ্ডিতা হয় দ্বন্দ্বধর্ম—স্ত্রীপুরুষাদির পরম্পর সখ্যরূপ ধর্ম যাদের সেই (বিহঙ্গা)। সেই কথা দ্বী যদি শোনে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পতিস্নেহ ত্যাগ করে, পতি যদি শোনে স্ত্রীস্নেহ ত্যাগ করে এবং পুত্র শুনলে পিতামাতা স্নেহ ত্যাগ করে। মাতা শুনলে পুত্র ত্যাগ করে, এইকপে পরম্পর ত্যাগ হেতু বিবৃষ্টা ইতি—বিশেষভাবে নাশ প্রাপ্ত হয় তারা, কিন্তু তাদের দুঃখ হয় না। অন্তরে বৈরাগ্যেরই অর্থাৎ বিশেষ রাগেরই উদয় অহুত হয়, এ বিষয়ে প্রমাণ

বয়ম্‌তমিব জিহ্ম-ব্যাহতং শ্রদ্ধধানাঃ

কুলিক-রুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণ-বন্ধো হরিণ্যঃ ।

দদৃশুরসক্‌দেতং তন্নখস্পর্শতীত্র-

স্মররুজ উপমজ্জিন্‌ ভণ্যতামন্যবার্তা ॥ ১৯ ॥

১৯। অন্নয়ঃ : উপমজ্জিন্‌ (হে দূত,) অজ্ঞা কৃষ্ণবন্ধঃ (‘কৃষ্ণশ্চ’ কৃষ্ণসার যুগশ্চ ভাষ্যঃ) হরিণ্যঃ কুলিক-রুতং ইব (যুগয়োঃ ব্যাধশ্চ ‘রুতং’ গীতং ইব, অর্থাৎ হরিণ্যঃ যথা যুগয়োঃ গীতং সত্যং ইতি শ্রদ্ধধানাঃ পশ্চাৎ শরৈঃ ক্ষতাঃ সত্য ! রুজঃ দদৃশুঃ তথা) বয়ম্‌ (অপি) জিহ্মব্যাহতং (কুটিলশ্চ বচনং) স্বতম্‌ ইব (সত্যমিতি) শ্রদ্ধধানাঃ (স্পৃহয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) অসকৃৎ (বহুবারং) তন্নখস্পর্শ-তীত্র-স্মররুজঃ (তস্ম নখৈঃ যঃ স্পর্শঃ তেন তীত্রঃ স্মরঃ তেন পীড়্যঃ ইতি) এতৎ (দদৃশিম তস্মাৎ) অন্নবার্তা (কৃষ্ণেতর কথা) ভণ্যতাং (গীয়তাম্) ।

১৯। মূল্যাবাদ : ভ্রমরটি যেন বলছে, পরমবিজ্ঞ আপনারা সেই কৃষ্ণে সখ্যতা স্থাপন করলেন কেন ? এরই উত্তরে শ্রীরাধা বলছেন—অবোধ কৃষ্ণসার যুগের পত্নীগণ যেমন ব্যাধের গীতে বিশ্বাস স্থাপন করত বার বার শরাঘাতে পীড়িত হয়, তেমনই অজ্ঞ আমরাও কপটকৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করে বার বার তার নখস্পর্শ-জনিত তীক্ষ্ণ কামপীড়ায় জর্জরিত হয়েছি। পরন্তু কখনও কন্দর্পমুখ প্রাপ্ত হইনি। স্মতরাং হে বিদুষক ! হৃৎখদায়ী কৃষ্ণবার্তা ছাড়া অন্ম কথা যদি কিছু থাকে বল।

সাংসারিক লোকানুভব, একরূপ ভাব। সেই লীলার আশ্বাদন প্রাপ্ত জনেরা স্নিগ্ধমনা হলেও কঠোর কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ হেতু কঠোর, নির্দয়, কৃতব্র হয় পড়ে।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, সপদি—কথা-শ্রবণক্ষণ মাত্রেই দীবাৎ কুটুস্থগৃহং—পিতামাতা শিশুর-খাশুরী প্রভৃতি পর্যন্তকে ত্যাগ করে—তার। ‘দীবাৎ’—অন্ম উপাজ্জক-অভাব হেতু কুকুর যা খায়, সে বস্তু পর্যন্ত রহিত হলেও, অথবা, সেই বিচ্ছেদকাতর কুটুস্থদের উৎসৃজ্য—মৃতকের মতো কুণবারি সংযোগে সম্প্রদান করে দিয়ে চলে যান বৃন্দাবনে। হায় হায়। সেই স্ত্রী পুত্রদের মরার কথা থাকুক নিজেও সুখী হয় না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, দীবাঃ—গৃহ ত্যাগ করে চলে যায় চিত্তবিক্ষেপ হেতু, কপর্দক মাত্রও কাপড়ের খুটে বেঁধে নেন না। একরূপ ভাব। ‘ধীরা’ ইতি পাঠে ভাষ্যাদির রোদন দেখলেও চিত্ত ক্ষুভিত হয় না অর্থাৎ মহাকঠোর। তারা যে একজন, বা দুজন বা চার-পাঁচ জন, তাও নয়। কিন্তু বহু বহু হাজার হাজার। আচ্ছা, তাহলে তারা কোন্‌ জীবিকাধারা বেঁচে থাকে, এরই উত্তরে বলা হল, বিহঙ্গাঃ পক্ষীর মতো ভিক্ষুচর্যাং—যবাদি কণ-পরিপাটির দ্বারাই বেঁচে থাকেন, কারও দেওয়া স্থূলভিক্ষা দ্বারা নয়, একরূপ ভাব। পাঠ ‘ইব’ ও ‘ইহ’ দুপ্রকার দেখা যায়। ‘ইহ ইতি’ পাঠে অর্থ—এই এখানে আমাদের হৃৎস্থানে বৃন্দাবনেই এসে যায়—আমাদের সঙ্গেও মহা হৃৎখী হয়, একরূপ ভাব।

এখানে কৃষ্ণের লীলার ধূতুরাবীজচূর্ণ মিশ্রিত মিছরি পানকভাব, তার বস্ত্র শুকের সাধুবশে

১৯। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুবাদ : [শ্রীধরঃ—১৯ শ্লোকে ভ্রমরটি যেন বলছে, হে রাধারাণী কিমেব ক্রমে ? হায় হায় এরূপ কেন বলছেন ? পূর্বতো আপনার সঙ্গে কৃষ্ণ বিহার করে বেড়িয়েছেন বৃন্দাবনে, তবে এরূপ বলছেন কেন ? এরই উত্তরে রাধা বলেছেন—বয়ম ইতি । ১৮ শ্লোকে শ্রীধর—রাধারাণী বলছেন, জানি হে জানি সেই কৃষ্ণের কথা ও ধর্ম-তর্ক-বাম এই ত্রিবর্গলতামূল-উন্মূলনী ।] ‘বয়ম ইতি’ শ্রীধরের দ্বারা অবতারিত হয়েছে—তথায় ‘এবং ইতি’ এবং ‘জানীম এবং’ ইত্যাদি ১৮ শ্লোকের অবতারিকাত্মক তৎশ্লোকার্থক । ভ্রমরটির কথার [কিং এবং] ‘এবং’ শব্দ ও শ্রীধর টীকার সেই অর্থবহ ‘কিং’ শব্দটি আক্ষেপে [শ্রীধর টীকা ১৯—‘হে উপমন্ত্রিন্ ! দূত ! আস্তামিয়ং বার্তা, যতঃ কুলিকস্য ইত্যাদি’] অর্থাৎ শ্রীরাধা বলছেন, হে মথুরার দূত ! তার এই বার্তা, থাকতে দাও ।] তার সেই বার্তার যদি প্রমাণ থাকে, তবেই উহা তুমি বলতে পার, নতুবা নয়, যেহেতু তার বাক্য প্রমাণসহ বলে ধরে নিয়েই আমরা ছঃখসাগরে মগ্ন হয়েছি ।

অথবা, অহো তাঁর লীলাশ্রবণমাত্রেই বহু বহু ছঃখ যদি প্রাপ্তি হয়, তবে তার কপটউদ্ভিতে আমরা যে মহাছঃখে পড়ে যাবো, এতে আর কি আশ্চর্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বয়ম ইতি । অথবা, ভ্রমরটি যেন বলল, ওহে দেবী, আগে প্রিয়সন্দেশ শুনুনতো, তৎপর বিচার করুন, তারপর তোষিত বা কুপিত হোন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, বয়ম ইতি । আমরা জিজ্ঞাস্য—তোমার বন্ধু পূর্বোক্ত কপটের বার বার ব্যাহতঃ—উক্তি, ‘ন পারয়েইহম্’ অর্থাৎ তোমাদের ঋণ শোধ করতে পারব না ।’—(শ্রীভাঃ ১০।৩২।২২) ইত্যাদি, ‘আয়াশ্চ’ অর্থাৎ—‘শীঘ্রই এসে যাব’—(শ্রীভাঃ ১০।৪১।১৭) এরূপ বচন সহস্র ঋতঃ—সত্যের মতোই বার বার শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছি, যথা মহতের বাক্য সত্য সেইরূপই সত্য বলে নিশ্চয় করেছি, মুহূর্মুহু অপলাপ হলেও মুহূর্মুহু শ্রদ্ধাবান হয়েছি, স্মৃতির মোহে সেই কৃষ্ণের বধু হলেও, অতঃপর বার বার তাঁর নখস্পর্শে মুহূর্মুহু নিজ অঙ্গে যে চিহ্ন পড়েছে, তা দর্শন হেতু তীব্র কামপীড়ায় কাতর জনের মতো হয়ে পড়লাম ।—কি যে ছরবস্থায় পড়েছি আমরা, কখনও কামসুখ ন দদৃশুম্—‘ন দদৃশিম’ পাই না । স্বভাবতই উন্মাদহেতু ‘অস্মৎ-আমরা’ দিয়ে কথা আরম্ভের তাল খুঁজে পেলেন না, তাই পরোক্ষে অবোধ বস্তু প্রাণীর প্রয়োগ হল, এতে কিন্তু গোপীদের বোধের আবরণ সূচিত হচ্ছে—স্মৃতির বয়ম্—অজ্ঞা আমরা ।—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হরিণ্যাঃ কুলিককৃত্যমিবেতি—যথা কৃষ্ণসার বধু হরিণীগণ ব্যাধের গীতকে ‘ঋতমিব’ সত্যের মতো, ইহা আমাদের অনুকূল, পুনরায় অন্বেষণ হয়ে যাবে না, এরূপ মনে করে থাকে, হে ভ্রমর তোমার বন্ধুর নখ সদৃশ ব্যাধ-বাণ স্পর্শে হরিণীগণের অস্মদীয় স্মরণপীড়া সদৃশ পীড়া হলে এতৎ—আমাদের ছরবস্থা সদৃশ ছরবস্থা দদৃশুম্—প্রাপ্ত হয় তারা । অজ্ঞা—গোপী এবং হরিণী উভয়ই সেই যোগ্যতার্থ ‘অজ্ঞা’ শব্দটি বিশেষণ । ভ্রমরটি যেন বলছে, তোমরা তো মানুষ বুলবধু, আর হরিণীগণ তো পশু জাতীয় মনুষ্যভক্ষ্যা তারা ছরবস্থায় তো পরতেই পারে ।

তাদিগের সহিত নিজের সাম্য নির্দেশ করছ কি করে? একপ কথার আশঙ্কায় শ্রীরাধা নিজ পক্ষান্তঃপাতী মাননকারিণী হরিণীদের প্রতি পক্ষপাত করত তাদের প্রশংসাসূচকভাবে বললেন—কৃষ্ণবধ ইতি। এই হরিণীদের স্বামীকেও পরম উৎকৃষ্ট কৃষ্ণনামে প্রচার করলেন—অতঃপর তোমার বন্ধু থেকে হে ভ্রমর, কৃষ্ণসার মৃগদের কি নিষ্কর্ষ (নিষ্কাষিতসার) যার দ্বারা হরিণীগণেরও নিষ্কর্ষ থাকতে পারে, অতএব যথা তাদৃশী হরিণীদের সম্বন্ধে ব্যাধই দুঃখদায়ী, তথা আমাদের সম্বন্ধে হে ভ্রমর তোমার বন্ধুই দুঃখদায়ী, একপ ভাব। অতঃপর হে উপমস্থিত্বিন্,—[অর্থাৎ হে দূত ভ্রমর] দান্তিকতা হেতু চূপ করে এই সম্মুখে অবস্থিত সেই কৃষ্ণের মস্ত্রীর (উদ্ধবের) প্রতিনিধি। অথবা, ‘উপমস্থিন্!’ [রাজমাহাসরসেবিভূম্] এই ব্যাখ্যানুসারে হে ভণ্ড বিতাপপণ্ডিত! অগ্র খবর কিছু থাকে তো বল, উপহাস ছেড়ে দেও। গোপীদের বিরহ-উদ্গাদ বচন সম্বন্ধে কষ্টেস্থেই যা অর্থসঙ্গতি করা হল কৃষ্ণের উৎকর্ষের জন্য তা দীপ্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীশুকমুণির দ্বারা ইহা অনুক্ত হয়ে গিয়েছে ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নহেবক্ষেৎ পরমবিজ্ঞাভির্ভবতীভিঃ কৃষ্ণে তস্মিন্ কথং সখ্যাং কৃতং তত্রাহ,—বয়ং তন্ত “ন পারয়েইহং নিরবচ্চসংযুক্তা”—মিত্যাদিকং জিজ্ঞাস্যাহতমপি ঋতমিব সত্যমিব শ্রদ্ধাধনা অজ্ঞা অভূম। কুলিককৃতং ব্যাধস্ত কৃতং শ্রদ্ধাধনা হরিণ্যাঃ কৃষ্ণঃবধঃ কৃষ্ণসারস্ত্রিয় ইব ততঃ কিমিত্যত আহ,—এতৎ কুলিককৃতং দদৃশুঃ। কৃতস্য দর্শনাসম্ভবাৎ তৎফলং শরাঘাতং দদৃশুরিতার্থাঃ। তথৈব বয়মপি তন্নখম্পর্শেন তীব্রাঃ স্মররুজঃ কন্দর্পপীড়া দদৃশিমেতার্থাঃ। অসকৃদিতি একবারঃ তৎফলদর্শনেইপি পুনরপি বিশ্বাসাৎ পুনরপি তৎফলদর্শনাদজ্ঞত্বাধিকাং, হরিণীনাং তথৈবাস্মাকমপি লব্ধপুনাংপুনর্মানোথদুঃখদশানাং তস্মাৎ উপমস্থিন্, হে বিদূষক, অগ্রবার্তা ভণ্যতাম্। তস্য তদ্বার্তাশ্চ দুঃখদহাদৃশকথৈব সংপ্রত্যস্মাকং সুখদা ইতার্থাঃ। অত্র তস্যা কোটীলাং তদ্বার্তায়াঃ দুঃখদত্বং অগ্রবার্তায়াঃ সুখদত্বমিত্যয়মা-
জ্ঞানঃ। যথৈক্তং,—

“জিজ্ঞাস্য তস্যাত্তিদৃশক নিবেদাদ্যত্র কীর্তিতম্।

ভগ্ন্যাগ্রাসুখদত্বক স আজ্ঞয় উদীরিতঃ” ॥ বি০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : ভ্রমরটি যেন বলছে, পরমবিজ্ঞ আপনারা সেই কৃষ্ণে সখ্যতা স্থাপন করলেন কেন? এরই উত্তরে শ্রীরাধা একটি ভাগবতীয় কৃষ্ণ-উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন—“তোমরা পরম অনুরাগে আমাতে আত্মনিবেদন করেছ। দেবপরিমাণ আয়ু পেলেও এর প্রত্যাপকার করা আমার অসাধ্য” (শ্রী১০।৩২।২২)—জিজ্ঞাস্যাহতম—কপটের এই উক্তিকেই ঋতমিব—সত্য বলে শ্রদ্ধা করে অজ্ঞাঃ—বোকা বনে গেলাম, কুলিককৃতং—ব্যাধের কৃত গীতে শ্রদ্ধা করে হরিণ্যাঃ কৃষ্ণবধ—যেমন কৃষ্ণসার মৃগের স্ত্রীগণ বোকা বনে যায়। অতঃপর কি হয়, এরই উত্তরে বলছেন, এই কপটের ‘কৃতং’ গীতের দর্শন হয়—গীতের দর্শন অসম্ভব হওয়া হেতু তার ফল শরাঘাতই দর্শন হয়, একপ অভিপ্রায়। তেমনই আমরাও তার নখম্পর্শে তীব্র স্মররুজ—কন্দর্পপীড়া দদৃশু—‘দদৃশিম’ অর্থাৎ প্রাপ্ত হলাম। অসকৃৎ—বার বার। ফল শরাঘাত একবার প্রাপ্ত হয়েও বিশ্বাস হেতু

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেমিতঃ কিং
 বরয় কিমননুরুন্ধে মাননীয়োহসি মেহঙ্গ ।
 নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপাশ্বং
 সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধুঃ সাকমাস্তে ॥ ২০ ॥

২০। অন্নয় : [হে] প্রিয়সখ ! (প্রিয়স্ত কৃষ্ণস্ত সখে !) প্রেয়সা [শ্রীকৃষ্ণেন] পুনঃ
 প্রেমিতঃ [সন] কিং আগাঃ (আগতঃ অসি) অঙ্গ (হে দূত) মে (মম) মাননীয়ঃ অসি [অতঃ
 ভবান্] কিম্ অনুরুদ্ধে (প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি) [তং] বরয় (বরণীষ) [ননু যুস্মাকং মধুপুরী গমনমেব
 রণোমি তত্রাহ] সৌম্য (হে সৌমব্যং প্রিয় দর্শন) ইহ (ব্রজে স্থিতাঃ) অস্মান্ দুস্ত্যজ-দ্বন্দ্বপাশ্বং (দুস্ত্যজং
 দ্বন্দ্বং মিথুনীভাবো যস্ত তস্ত পাশ্বং সমীপং) কথং নয়সি (নেয়সি, তথাহি) শ্রীঃ (লক্ষ্মীনাং)
 বধুঃ সততং সাকম্ (সইব, তত্রাপি) উরসি (বক্ষস্থেব) আস্তে ।

২০। ঘুলাবুবাদ : রাধা প্রেমোন্মাদে ক্ষণকাল ভ্রমরটিকে না দেখে বিচার করলেন ভ্রমরটি
 হয়ত মথুরায় চলে গিয়ে এখনাকার সব বৃত্তান্ত নিবেদন করায় কৃষ্ণ আমাদের উপেক্ষা করেছে। এতে
 রাধা কলহাস্তুরিতা দশা প্রাপ্ত হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভ্রমরটিকে দেখে বললেন—

হে প্রিয়তমের সখা! আমার অপরাধ ভুলে পুনরায় এলে যদি বর প্রার্থনা কর। তোমার
 কোন্ অনুরোধ সম্পাদন করব বল। (ভ্রমরটি যেন মথুরাগমন রূপ বর প্রার্থনা করল, তারই উত্তরে
 রাধা) ওহে সৌম্য দূত! মিথুনভাব তাগে অসমর্থ সেই মথুরা-নাগরের পাশে কোন হিসাবে নিয়ে
 যেতে চাইছ। লক্ষ্মীনামক বধু তার পাশে যে সততই বিরাজমান।

পুনরায় ফল শরাঘাত প্রাপ্তি হেতু হরিণীদের যেমন অজ্ঞতা আধিক্য, তেমনই আমাদেরও লক্ষ পুনঃ পুনঃ
 মনোথঃ প্রাপ্তি হেতু অজ্ঞতা-আধিক্য; সুতরাং উপায়স্তম্।—হে বিদূষক! অতঃ খবর কিছু থাকে
 যদি বল। ঐ যে তুমি বার্তা দিলে ইহা দুঃখদায়ী হওয়া হেতু কৃষ্ণ ছাড়া অতঃ কথা বল, এখন যা
 আমাদের সুখ দায়ী হতে পারে।

এখানে কৃষ্ণের কোটিল্য, যেহেতু এখানে উক্ত হল কৃষ্ণবার্তার দুঃখদহ, কৃষ্ণছাড়া অতঃ বার্তার
 সুখদহ, তাই এ শ্লোকটি আজন্মের উদাহরণ ॥ বিং ১৯ ॥

২০। শ্রীজীবৈঃ ভোঃ টীকা : ততো ভ্রমরস্বভাবতো ব্যবধানমপি প্রাপ্তং, বা প্রদে-
 শাস্তুরমেব গতং, বা নিজোন্মাদমূর্ছয়োরেকতরতন্ত্রৈব স্থিতমপ্যাননুসংহিতং, বা ক্ষণং তমদৃষ্ট্বা সহজ-
 প্রেমোৎকর্ষাভাবতস্তদুপেক্ষামাশঙ্ক্য মংকু কলহাস্তুরিতাবস্থামিব প্রাপ্তবস্তী, দৈবাং তং পুনরাগতং বা,
 অতঃমেব বা তমেবানুসংহিতং বা দৃষ্ট্বা হস্তান্তাহ—দ্বয়েন, তত্র সন্ততিকমাহ—অর্ধেন। ঐদৃশোপকারপর-
 হাং প্রিয়সখ অভিকচিতমিত্রৈতি। প্রেয়সেতি চ পরমোল্লাসাং কিমনুরুন্ধে অনুরুণংসে কাময়সে? পূর্বব্যং

তিত্ত্বপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা, কাময়ে, এতমেব কাময়িষ্যে কর্তুমিচ্ছামীত্যর্থঃ। হন্ত যুগ্মাকং মধুপুরীগমনমেব
বর্ণোমি, তত্র সসাম্বঃ সমুক্তিকং সকাবু প্রত্যাখ্যানমাহ—অর্ধেন। দ্বস্ত্যজং দ্বন্দ্বম্, অস্মদ্বিজাতীয়-তত্রত্যা-
নাগরীভিমিথুনভাবো যেন, তস্য ব্রহ্মকোঃ পার্শ্বং কথং কয়া যুক্ত্যা নয়সি? নমু ভবদগমনে সর্বান্তাঃ স্বয়মেব
জ্ঞকরিষ্যন্তে, সতাং তা বরাণ্যঃ কাঃ? কিন্তু স্মদুজতন্তেন সইব গতা সা লক্ষ্মীরেব তত্র স্বৈররমণায় তং
রক্ষতীতি তাং প্রতাপি সেবামাহ—শ্রীরিতি। সা তস্য বধুঃ শ্রীরাদরবাহুলোন কং স্তুং যথা স্তাং তথা
উরস্তাস্তে বসতি। তদেতচ্চ লক্ষ্মীরেখামেব তন্মূর্তিতয়োৎপ্রেক্ষ্যাক্তম্—‘গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম
বেণুঃ’ (শ্রীভা ১০।২১।৯) ইতিবৎ। শ্লেষণে তস্যা বিপরীতস্থিতিব্যাঙ্কনয়া ধাষ্ট্যতিশয়শ্চ দর্শিতঃ। ইতি
মৎসরাস্ময়ে। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যত্রাপি সা তদবিচাৰ্ত্তেবাসীং, তথাপি শ্রীমন্নন্দব্রজস্বাভাবোন তস্য তদা
প্রেমমাত্রাদরান্ন তাদৃশস্তদানরো বৃত্তঃ। তত্র তু সম্পত্তিমাভ্যপুৰুষার্থহান্মহানেব তদাদর ইতি, অতো বয়ং
কথং তত্র যাস্যাম ইতি, তস্মাদদৈব তমানয়েতি গৃঢ়োহভিপ্রায়ঃ। এবমীষ্য, অনুয়া, স্পৃহা চ।

॥ জী. ২০ ॥

১০। শ্রীজীব. ১০. তো টীকাবৃত্তাদঃ অতঃপর ভ্রমরস্বভাবে ব্যবধানপ্রাপ্ত, বা প্রদেশান্তর
গত, বা নিজ উদ্গাদ-মূর্ছা হ্র-এর একটা হওয়ায় সেখানেই থাকলেও অনুসন্ধিত ওকে ক্ষণকাল না দেখে
সহজ প্রেমোৎকর্ষা স্বভাবে ওর উপেক্ষা আশঙ্কা করে ঝটিতি যেন কলহাস্তুরিতা অবস্থা প্রাপ্ত হলেন,
বা দৈবাৎপুনরাগত, বা অত্র একটা ভ্রমর, বা অনুসন্ধিত ওকেই দৃষ্ট হয়ে বললেন দুটি শ্লোকে—তার
মধ্যে স্তুতির সহিত অর্ধেক শ্লোকে বলছেন—প্রিয়সখ—হে প্রিয়সখা! ঈদৃশ উপকারপর হওয়া হেতু
প্রিয়সখা অর্থাৎ হে অভিকচিত মিত্র ভ্রমর। প্রেমসা ইতি—প্রিয়ের দ্বারা পুনঃ প্রেরিত কি?—এখানে
পরম উল্লাস হেতু শ্রীরাধা ‘প্রিয়’ শব্দটি উল্লেখ করলেন। কিন্তু বুরূহা—‘কাময়সে’ কি বাসনা? অথবা
‘বরয়’ প্রার্থনা কর—‘কাময়ে’ ইহাই করতে ইচ্ছা করছি। হায় হায় আপনাদের মথুরা গমনই প্রার্থনা
করছি, এর উত্তরে, রাধারাণী সপ্রিয়বাক্যে সমুক্তি, সকাবু প্রত্যাখ্যান করলেন, ইহাই বলা হচ্ছে অর্ধ
শ্লোকে—দ্বস্ত্যজং দ্বন্দ্বম্, আমাদের থেকে বিজাতীয় ঐ মথুরার নাগরীদের সহিত মিথুন ভাব যার সেই
তোমার বন্ধুর পার্শ্ব কথং, বসসি—কোন্ যুক্তিতে নিতে চাচ্ছ। ভ্রমর যেন বলল, হে দেবী আপনাদের
গমনে তারা সকলেই নিজেদের ধিকার দিতে দিতে সরে যাবে। সতাই তারা কোন্ তুচ্ছ। কিন্তু
আমাদের এই ব্রজ থেকে কৃষ্ণের সঙ্গেই সেই লক্ষ্মীও মথুরায় গিয়েছেন, স্বচ্ছন্দে রমণ ইচ্ছায়, তাকে তথায়
পালন করছেন তাই লক্ষ্মীর প্রতি ঈর্ষার সহিত বলছেন, শ্রীরীতি—সেই তাঁর বধু লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত
আদরের সহিত কং—পরমসুখে তাঁর বক্ষে নিরন্তর বাস কচ্ছেন—এ কথা লক্ষ্মীরেখাকে উদ্দেশ্য করেই
উৎপ্রেক্ষিত।—“এই বেণু পূর্বে কি তপস্যাই না করেছিল, যার ফলে একমাত্র গোপীগণের উপভোগ্য
কৃষ্ণাধরামৃত স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট পান করছে, আমাদের জন্য এক ফোটাও না রেখে।”—এই মত ঈর্ষার
সহিত বলা হল এখানে। অর্শান্তরে লক্ষ্মীদেবীর বিপরীত স্থিতি ব্যাঙ্কনাদ্বারা ধৃষ্টতাতিশয়ও দর্শিত হল।—

এইরূপে মৎসরতা-অমুয়া প্রকাশিত। এখানে ভাব একরূপ—যদিও লক্ষ্মীদেবী এই ব্রজেও কৃষ্ণের বক্ষেই স্বর্ণরেখারূপে সংলগ্ন হয়েই ছিলেন, তথাপি নন্দব্রজস্বভাবে কৃষ্ণের তখন শুধু প্রেম সম্বন্ধেই আদর হেতু তার প্রতি তাদৃশ আদর ছিল না। ঐ মথুরায় কিন্তু সম্পত্তিমাত্র পুরুষার্থ হওয়া হেতু সেখানে তার অত্যাদরই। অতএব আমরা কি করে সেখানে যাব? সুতরাং এখানেই তাকে নিয়ে এস,—একরূপ গুঢ় অভিপ্রায়।— এইরূপে ঈর্ষা, অমুয়া, স্পৃহা ॥ জী. ২০ ॥

২০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অথোন্মাদেন তত্রৈব ভ্রমন্তমপি তং ভ্রমরমনুসন্ধায় ক্ষণমন্তুর্হিতং বা তমপশুন্তী সখেরং পরামমর্শ। হস্ত হস্ত মম তীক্ষ্ণয়া গিরা সন্তপ্তেনানেন দূতেন মথুরাং গতনাবেদিত-সর্ববৃত্তান্তঃ কৃষ্ণো মামুপেক্ষাক্ষত্রে ইতি। কলহাস্তুরিতাং দশাং প্রাপ্তা প্রেমাম্বুধিনা তদগুণমৌলিনা মৎকাস্তেন পুনরপি স এব প্রেষিতো দূতৌহিত্রায়াহিতি তদ্ব্যনিরীক্ষ্যমাণা অকস্মাত্তং বিলোকা সাদরমাহ, —হে প্রিয়সখ, মৎপ্রিয়স্ব সখে, পুনরাগাঃ মদাক্ষরতাড়িতোহপি স্বসাদগুণেন মদপরাধমগণয়িত্বৈব আগাঃ। আং জানামি, প্রেয়সা ময়াতিপ্রেমবতা মদপরাধকোটিরপ্যগণয়তা তেনৈব কিং প্রেষিতঃ তর্হি বরয় বণু কিমনুরুদ্ধে অনুরুৎ-সে কাময়সে ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কমনুরোধঃ তে সংপাদয়ামীত্যর্থঃ। তব মথুরাগমনমেব বৃণোমীতি চেদ্ব্যামি মথুরামিত্যুক্ত্যপি পুনঃ পরস্ত্রীবেষ্টিতং তং তত্র পশুন্ত্যা মেহবশ্যং মানো ভবতীতি পরামুশাহ, —নয়সীতি। হস্তাজং দ্বন্দ্বং মিথুনীভাবো যশ্য তস্য পাশ্বে। নম্বেকাকী তত্র স বর্ত্তত ইতি সশপথঃ ত্রীমিতি তত্রাহ, —হে সৌমা, আর্থবুদ্ধিরসীতি ভাবঃ। শ্রীরেব বধুঃ সাকং সর্হৈব তত্রাপি সততঃ তত্রাপুরসি পুরুষায়িতহে-নৈবেতি ভাবঃ। অয়নর্থঃ—শ্রিয়ো দেবীত্বেন নানারূপধারিত্বশক্তেঃ কৃষ্ণো যদা অশ্রাঃ শ্রীঃ সংভূক্তে তদা স্বর্ণরেখারূপৈব তদ্বক্ষসি তিষ্ঠতি। যদা তমশ্রাঃ শ্রিয়ো নায়াস্তি তদা রেখারূপতাং হিষ্টা প্রকটমেব যুতিত্বা তং রময়তীতি। অত্র দূতং সংমাশ্রাপি তত্ক্ষিমঙ্গীকৃত্যাপ্যনৌচিত্যং জ্ঞাপয়ন্তী নাজীকুরুতে ইত্যায়ং প্রতিজ্ঞঃ। যদুক্তং,—“হস্তাজদ্বন্দ্বভাবেহস্মিন্ প্রাপ্তির্নাহেত্যনুদ্রুতম্। দূতসংমাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজ্ঞকঃ” ॥ বি. ২০ ॥

২০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : অতঃপর ভ্রমরটি সেই স্থানেই ঘুর ঘুর করতে থাকলেও রাধারাগী প্রেমোন্মাদবশতঃ তাঁকে অনুসন্ধান না করতে পেরে, বা ক্ষণকাল অন্তর্হিত তাঁকে না দেখে সখেদে বিচার করলেন—হায় হায়, আমার তীক্ষ্ণ বাক্যে এই দূতটি মনস্তাপে মথুরায় চলে গিয়ে কৃষ্ণকে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করেছে হয়ত, আর সে আমাকে উপেক্ষা করেছে, এই বিচারে রাধারাগী কলহাস্তুরিতা দশা প্রাপ্ত হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন, একরূপ মনোভাবে, যথা—প্রেমাম্বুধি সেই গুণমৌলি আমার কাস্ত পুনরায়ও দূত ভ্রমরটিকে হয়ত এখানে পাঠিয়েছে, সে এই এসে গেল বলে। অতঃপর অকস্মাৎ তাঁকে দেখে সাদরে বলছেন—[হে] প্রিয়সখ—হে আমার প্রাণপ্রিয়তমের সখা। পুনরাগাঃ—আমার বাক্য শরে তাড়িত হয়েও নিজের সাধুত্ব আমার অপরাধ ভুলে গিয়ে পুনরায় এলে। হাঁ হাঁ বুঝতে পারলাম, আমাতে অতি প্রেমবান প্রিয়তমই কি আমার অপরাধকোটিও গণ্য না করে তোমাকে

অপি বত মধুপূৰ্ণামাৰ্ঘপুত্রোঃধুনান্তে

স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্ ।

কচিদপি স কথা নঃ কিস্করীণাং গৃণীতে

ভুজমগুরুসুগন্ধং যুগ্মধাস্ত্যং কদা নু ॥ ২১ ॥

২১। অন্নয়ঃ [হে] সৌম্য ! বত (হর্ষে) আৰ্ঘপুত্রঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) [গুরুকুলাদাগত্য] অধুনা মধুপূৰ্ণাম্ আন্তে অপি (বর্ততে কিং) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতৃগেহান্ (নন্দালয়ান্) বন্ধুন্ (গোপান্ চ স্মরতি কিং) সঃ কচিদপি কিস্করীণাং নঃ (অস্মাকম্) কথাঃ গৃণীতে ক্রতে [কিং] কদাম্ (কস্মিন্ কালে সঃ) অগুরুসুগন্ধম্ ভুজং মুক্ধিন্ (অস্মাকং মস্তকে) অধাস্ত্যং (ধারয়িষ্যতি) ।

২১। মূল্যাববাদঃ : হায় হায় উন্নত আমি কি প্রলাপ করছি। যা কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, তাও জিজ্ঞাসা করা হল না, এইরূপে অনুতাপ পূর্বক সমস্তমে রাধারাগী বলছেন—

হে সৌম্য দূত ! আৰ্ঘপুত্র এখন মধুপুরে আছে কি ? সে এখন পিতা নন্দমহারাজের গৃহ সকলের কথা স্মরণ করে কি ? জ্ঞাতি উপনন্দাদিকে, শ্রীদামাদি সখাগণকে স্মরণ করে কি ? কোনও স্থানে আমাদের সেই প্রিয়নাথ নিজ মুখে সেবাদাসী আমাদের কথা আনেন কি ? আহা কবে সে আমাদের মস্তকে তার অগুরু সুগন্ধ বাছ ধারণ করবে ।

এখানে পাঠালেন ? বেশতো, তাই যদি হয় অন্নয় বর প্রার্থনা কর। কি কামনা করছ, অথবা তোমার কোন অনুরোধ সম্পাদন করব বল। হে ভ্রমর, যদি বল আপনার মথুরা গমনই প্রার্থনা করছি, তাতে আমার উত্তর—যাব, মথুরাই যাব। বলেই পুনরায় বিবেচনা করলেন, প্রিয়তমকে মথুরায় পরস্রী বেষ্টিত দেখলে আমার অবস্থা মান হবে, তাই বললেন, কথং বন্ধুগি - কোন হিসাবে নিতে চাচ্ছ সেই কৃষ্ণ পাশে, দুস্ত্যজদ্বন্দ্ব, পাস্ত্র - যে মিথুনি ভাব ত্যাগে অসমর্থ। হে দেবী, শপথ করে বলছি, মথুরায় তিনি একাকীই আছেন। এরই উত্তরে, হে সৌম্য - হে আৰ্ঘবুদ্ধি বিশিষ্ট। শ্রীর্ষধু - লক্ষ্মী নামক বধু সাক্ষঃ - তাঁর সাথেই আছেন, তারমধ্যেও আবার সততম্ - সততই আছেন তার মধ্যেও আবার উরসি - বক্ষোস্থলে আছেন পরমাত্মাশ্রিত রূপে, একপ ভাব। এর অর্থ - লক্ষ্মী দেবী হওয়ায় নানারূপ ধারণ করার শক্তি থাকা হেতু কৃষ্ণ যখন অগ্নীকে সন্তোষ করেন, তখন লক্ষ্মী স্বর্ণরেখা রূপে বক্ষে থাকেন। কিন্তু যখন অগ্নী না আসেন, তখন রেখারূপ পরিত্যাগ করে প্রকাশেই যুবতীরূপ ধারণ করত কৃষ্ণকে রমণ করিয়ে থাকেন। এখানে দূত ভ্রমরকে সম্মান করা হলেও তাঁর উক্তি অঙ্গীকার করেও উহার অনৌচিত্য জ্ঞাপনকরত অঙ্গীকার করা হল না, তাই এই শ্লোকটি প্রতিজ্ঞার উদাহরণ।

প্রতিজ্ঞার লক্ষণ—তুংথেও যিনি মিথুনভাব ত্যাগ করতে পারেন না সেই কৃষ্ণের সহিত সিলনের জগ্ন যাওয়া উচিত নয় - দূতকে সম্মান দেওয়ার পর যে স্থলে এই বাক্যটি উক্ত হয়, তাকে প্রতিজ্ঞা বলা হয়।

২১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : অহো কিং কিং ময়া প্রলপিতং, প্রষ্টব্যন্ত ন পৃষ্টমিতি
পর্যবসানে সার্জকং সগাশ্রীর্ধ্যং সৈদ্যং সচাপলং সোংকঠং সগদগদ-বাপ্পধারং পৃচ্ছতি - অপীতি । অপি
প্রশ্নে । অস্ত চরণত্রয়ময়-বাক্যত্রয়েণাপ্যময়ঃ । বত ভো দূত ! আর্ধ্যপুত্র ইতি রূঢ়া বৃত্ত্যা আর্ধ্যস্ত
শ্রীগোপেন্দ্রস্ত পুত্র ইতি তচ্ছব্দেন স এবাস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ, অগস্ত লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ । বাল্যমারভ্য
অগ্নত্ৰাস্মদীয়ভাষাভাবাদিতি বাঞ্জিতম্ । তদুক্তম্, 'ইতি গোপো হি গোবিন্দে' (শ্রীভা ১০।৪৭।৯)
ইত্যাদিনা ইত্যর্জবম্ । তত্র মধুপুর্ধ্যামাস্ত ইতি প্রাগয়ং প্রশ্নশ্চিরাৎ সন্দেশস্তাপ্যনাগমনাৎ, ন তু কেবল-
তয়াতিদূরগুরুকুলগমনশ্রবণাৎ । তচ্ছব্ধেণে সতি ব্যগ্রতয়া প্রথমং তদেব পৃচ্ছ্যত, ন তু মানভঙ্গীপ্রসঙ্গ-
লভেত । যস্মাদেব ব্রজনরদেবেনাপি তত্র পৃষ্টম্ । তদশ্রবণঞ্চ প্রথমং লক্ষণায়ত্রীপুরশ্চরণার্থং গুপ্তবাস-
বাজেন তৎপ্রত্যাখ্যানাৎ । স চ ব্যাজঃ শত্রুভিরতিক্রান্তিভয়াৎ ব্রজস্থানামেষাং মহাহুঃখস্ত চ শঙ্কিতত্বাদিতি
জ্ঞেয়ম্ । তদেবমগ্নত্ৰ গমনাঙ্গানেইপি সোইয়ং প্রশ্নস্তপালম্ভকং গাশ্রীর্ধ্যাম্ । ননু দেবি, তত্রাসৌ সুখমাস্ত
এবেতি চেৎ, তর্হি অত্রত্যান্ পিত্রাদীন্ কিং স্মরতীত্যতঃ পৃচ্ছতি - স্মরতীত্যাदि । এবমগ্নেইপি বাখ্যেয়ম্ ।
পূর্বপূর্বস্মিত্তৃপ্তোত্তরোত্তরঃ প্রশ্নো জ্ঞেয়ঃ । তত্র পিত্রাদিস্মরণগতিত তদগৃহস্মরণং পৃচ্ছতি - স মধুপুরীনিবাসী
রোচমান-তৎপুর-চিরবাসো বা, তত্র বিলম্বমানো বা ব্রজজনৈকজীবাতুর্বা আর্ধ্যপুত্রঃ পিতৃব্রজেন্দ্রস্ত গেহানিতি
জন্মভূমিভাদিনা স্মরণযোগাতোক্তা । বহুং ব্রজস্তেতন্ততো গমনেন পুত্রসুখার্থং স্থানে স্থানে বিচিত্রগৃহ-
নির্মাণাৎ, শ্রীনন্দীশ্বরাখ্যে শৈলে এব দিব্যপ্রাসাদবাতল্যাছা । গেহ-শব্দেন তৎস্থপিতৃমাতৃ-তল্লালনং, তত্র
স্বকীয়-বাল্যলীলাদিকমুপলক্ষতে । বন্ধুন্ জ্ঞাতীহুপনন্দাদীন্, গোপাংশ্চ শ্রীদামাদীন্ । কচিৎ কস্মিংশ্চিৎ
স্থানেইবসরে বা । স শ্রীদামপ্রিয়সখঃ অস্মৎপ্রিয়নাথো বা গৃণীতে স্বমুখেনোচ্চারয়েদপি । তত্র যোগাতা-
মাহ - কিস্করীণামিতি । বহুধাকৃতসেবানাম্, ইতি দৈন্যম্ ; 'কথাঃ' ইতি বহুং কিস্করীণাং বহুত্বাৎ,
বিবিধ-সুবহু-বৃত্তান্ত-গর্ভ-বাক্য-প্রবন্ধরূপা ইতি প্রত্যেকং কথাবৈচিত্র্যা স্বত এব বাহুল্যাচ্চ । কথামিতি
পাঠে একামপি । অগুরুসকাশাদপি স্তুষ্ঠ গন্ধো যস্য তাদৃশং ভূজমিতি ধ্যানবিশেষেণ সাক্ষাৎ সৌরভমহু-
ভবন্তীবাৎকণ্ঠাবেশং দ্যোতয়তি - স্তুষ্টি ধাত্ততীতি । দৈন্যং কিস্করীত্বমেব সর্ববিঘ্ননিবারণপূর্বকং স্থাপয়িষ্যতি
ইত্যর্থ ইতি চাচপলম্ । কদেতি - তত্রানিচ্ছয়েন পরমবৈকল্যং সূচয়তি । অত্রাপি বিতর্কে হু-শব্দো
বিচারতোইপানিচ্ছয়ং সূচয়তীতি পরমংকণ্ঠা পরাকাষ্ঠা দর্শিতা । পূর্বমার্ধ্যপুত্র ইত্যুক্ত্যা স্বস্ত তদধৃত্বং
স্থাপয়িত্বা সম্প্রতি কিস্করীত্ব-স্থাপন-প্রার্থনা দৈন্যাদেব । তাৎপর্যাস্ত তদধুই এব যথা 'নন্দগোপসুতং দেবি'
(শ্রীভা ১০।২২।৪) ইতি, সংকল্প্যাপি 'শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ' (শ্রীভা ১০।২২।৫) ইতি কুমারীভিরুৎ,
তদ্বৎ 'তস্যাহং গৃহমার্জনীত্যাदि' শ্রীকালিন্দ্যাদিবচনচ্চ । অগ্নৈঃ । যদ্বা, বত খেদে । অধুনাপি
মধুপুর্ধ্যামেবাস্তে কিম্ ? এতবস্ত্বং কালং তত্র স্থাতুং নাইতি, কিন্তু শীঘ্রমাগন্তুমহতীতি ভাবঃ । যতঃ
আর্ধ্যপুত্রঃ । সোম্যাস্চ তে বন্ধবশ্চ, তান্ ইতি সুপ্রতিভাদিনা স্মরণযোগাতোক্তা । জী০ ১৮ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ ভো০ দীকানুবাদঃ** অহো কি সব প্রলাপ করছি আমি। জিজ্ঞাস্য যা ছিল, তাও জিজ্ঞাসা করলাম না। তাই শেষকালে সরলতা-গান্ধীর্ষ-দৈন্য-চপলতা-উৎকণ্ঠা-গদগদ-অশ্রুধারার সহিত জিজ্ঞাসা করলেন, অপীতি। ‘অপি’ প্রশ্নে।—প্রথম চরণত্রয়য য়ে বাক্যত্রয় আছে তার সহিত এই ‘অপি’ অধিত হবে। বত ভো দূত। **আর্যপুত্র**—রুচি বৃত্তিতে অর্থ—গোপেন্দ্র নন্দের পুত্র। **ব্যঞ্জন** বৃত্তিতে এরূপ অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, যথা—কৃষ্ণই আমাদের বাস্তব পতি, অন্য কিন্তু লোক-প্রতীতিমাত্রময়। বাল্যের আরম্ভ থেকেই অন্যত্র আমাদের ভাবের অভাব হেতু।—শ্রীশুকদেবও এরূপ বলেছেন—“**শ্রীকৃষ্ণ** গত কায়মনোবাক্যযুক্তা লৌকিকমর্ষদা শৃণ্য, বিগতলজ্জা গোপনারীগণ বাল্যলীলা স্মরণ করতে লাগলেন।—(**জীভা০** ১০।৪৭।৯)।—এখানে ২১ শ্লোকের ‘আর্যপুত্র’ শব্দটিতে সরলতা প্রকাশ পেয়েছে।—আর্যপুত্র অধুনা মধুপুরে আছেন কি? প্রথমে এই প্রশ্ন করলেন, বহুকাল একটা খবরও না আসা হেতু। কেবল-যে রাধার দ্বারা কৃষ্ণের অতি দূর গুরুকুল-গমন শ্রবণ হেতু, তা নয়। তা শ্রবণে হতো যদি, তাহলে ব্যগ্রতাবশতঃ প্রথমেই তাই জিজ্ঞাসা করতেন, তাতে মানভঙ্গের প্রসঙ্গও উঠত না, যেহেতু ব্রজেশ্বর নন্দও উহা জিজ্ঞাসা করেননি। তা অশ্রবণও প্রথমে প্রাপ্ত গায়ত্রী পুরশ্চরণের জন্য গুপ্ত বাসচ্ছলে খবর পাঠানো প্রত্যাখ্যান হেতু। সেই ছলও করা হল শক্রদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় হেতু, এবং ব্রজস্থ এইসব জনদের মহাতৃষ্ণের আশঙ্কা হেতু, এরূপ বুঝতে হবে। এরূপে অন্যত্র গমন সম্বন্ধে অজ্ঞানতা সত্ত্বেও যে ‘মধুপুরে আছেন কি’ এইরূপ প্রশ্ন, তা কিন্তু সরোষ গান্ধীর্ষ ত্রোতক—গান্ধীর্ষভাবের থেকে উদ্ভব হয়েছে এই প্রস্তুত প্রশ্নের। ভ্রমর যেন পুনরায় বলছে, হে দেবী, কৃষ্ণ মধুরাতেই সুখে আছেন—তাই যদি হয়, তাহলে এই ব্রজের পিতামাতাদিকে স্মরণ করে কি? এইরূপে পূর্বের থেকে অন্যভাবে প্রশ্ন করলেন—স্মরতি ইত্যাদি। এইরূপেই অগ্রেও ব্যাখ্যা করণীয়। পূর্ব পূর্ব প্রশ্নে অতৃপ্তি হওয়ায় পর পর প্রশ্ন করে গিয়েছেন, এরূপ বুঝতে হবে।—তথায় পিতামাতাদিগের স্মরণের অন্তর্গতরূপে তাঁদের গৃহস্মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। স—মধুপুরী নিবাসী কৃষ্ণ, বা মধুপুরীতে চিরকাল বাসই যার রুচিকর সেই কৃষ্ণ, বা মধুপুরিতে বিলম্বকারী কৃষ্ণ, বা ব্রজজনের জীবাতু কৃষ্ণ পিতৃগেহান্—পিতা ব্রজরাজের গৃহসকল স্মরণ করে কি?—এইরূপে ব্রজ জন্মভূমি হওয়া হেতু স্মরণযোগ্যতা বলা হল। ‘গেহান্’ এই বহুবচন প্রয়োগ ব্রজের ইতঃসুত গমনে পুত্রসুখার্থ স্থানে স্থানে বিচিত্র গৃহের নির্মাণ হেতু, বা শ্রীনন্দীশ্বর নামক পর্বতেই দিব্যপ্রাসাদ বাজল্য হেতু। ‘গেহ’ শব্দে উহার স্থাপন কর্তা পিতা ও মাতার লালন, তথায় কৃষ্ণের নিজের বাল্য লীলাদি উপলক্ষিত হচ্ছে। বন্ধুব্ধ,—জ্ঞাতি উপনন্দাদিকে, গোপাব্ধ,—জীদামাদি সখাগণকে স্মরণ করে কি? **কচিৎ**—কোনও স্থানে, বা অবসরে। স—জীদামের প্রিয়সখা, বা আমাদের প্রিয়নাথ গুণীতে—নিজমুখে আমাদের কথাসমূহ আনেন কি? এ বিষয়ে যোগ্যতা বলা হচ্ছে—**কিঙ্করীণাং**—আমরা সেবা-দাসী, বিবিধ প্রকার সেবা করে থাকি, এরূপে দৈন্য প্রকাশিত হল। সেবাদাসী বহু হওয়া হেতু কথাও বহু হয়, তাই বহুবচন প্রয়োগ।—বিবিধ-সুবহু-

বৃত্তান্তগর্ভ প্রবন্ধরূপা বাক্য। প্রত্যেকের কথার বৈচিত্র্য হেতু স্বতঃই বাহুল্য হয়ে যায়। ‘কথাম্’ পাঠে অর্থ একই। ভুজয়গুরু সুগন্ধঃ - অগুরু থেকেও সুন্দর গন্ধ যার তাদৃশ ভুজ - সাক্ষাৎভাবে সৌরভ অনুভব করলে যেমন উৎকর্ষা-আবেশ হয় তেমনই প্রকাশিত হল ধ্যানবিশেষে। ঘৃদ্ধীপ্রাপ্যঃ—মাথায় করে। আমাদের দৈন্যবশতঃ কিঙ্করীরূপেই সর্ববিধ নিবারণপূর্বক ধারণ করে।—ইহা চাপল্য। কদা ইতি—এতে অনিশ্চয়তায় পরমবৈকল্য সূচিত হল। যু—বিতর্কে ‘নু’ শব্দ—বিচার করলেও অনিশ্চয়তা সূচিত হয়—এইরূপে পরম উৎকর্ষা পরাকাষ্ঠা দর্শিত হল। প্রথম লাইনে ‘আর্যপুত্র’ ইত্যাদি উক্তিদ্বারা নিজের কৃষ্ণ বধূ স্থাপন করবার পর এখন সেবাদাসী স্থাপন প্রার্থনা দৈন্যবশতঃই। তাৎপর্য কিন্তু কৃষ্ণ বধূই, যথা—হে কাত্যায়নি। “নন্দগোপ-সুতকে আমার পতি করে দিন”—(শ্রীভা০ ১০।২২।৪)। “নন্দসুত পতি হউক—এ সম্বন্ধ করে ভদ্রাকালীর পূজা করলেন।”—(শ্রীভা০ ১০।২২।৫)। এরূপ কুমারীগণও বললেন।—এরূপই প্রস্তুত শ্লোকেও কৃষ্ণবধূই তাৎপর্য, আরও আমি ‘তোমার সেবাদাসী’ এরূপ কালিন্দী বচনবৎ। [স্বামিপাদ—‘বত’ হর্ষে। হে সৌম্য! কৃষ্ণাংধুনা কিং মধুপুর্য়াং বর্ভতে] অথবা, ‘বত’ খেদে। কৃষ্ণ এখনও মধুপুরেই পড়ে আছে কি? এতকাল ধরে তথায় থাকা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু শীঘ্র চলে আসাই উচিত, এরূপ ভাব। কারণ সে ব্রজরাজের পুত্র, ভদ্রও, তার ব্রজের বন্ধুবান্ধবরাও ভাল প্রকৃতির লোক, স্মরণযোগ্য ॥ জী০ ২১ ॥

২১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : হস্ত হস্ত ময়োন্মত্তয়া কিং প্রলপ্যতে প্রষ্টব্যন্ত ন পৃচ্ছতে ইত্যনু-তপ্য সসম্মমাহ, - অপি বতেতি। মধুপুর্য়ামাস্তে ব্রজমিব তামপি ত্যক্তা অন্ত্র কিং স্তিন্ন যিযাসতীতি ভাবঃ। ইতঃ সমীপবর্তিন্যাং তত্র পুর্য়াং তস্য স্থিতিরত্রাগমনসম্ভাবনামপ্যুৎপাদয়তীত্যভিপ্রায়েণ। যথা, সুখমাস্তে ইত্যনুক্তেরস্বংপ্রণয়স্মরণব্যাকুলোইহুরোধবশাদেব তত্রাস্তে যত আর্যশ্চ যত্ভিত্ত্বিনীতৈঃ প্রার্থমাগত্যাং সারল্যসমুদ্রস্য শ্রীব্রজরাজস্য তদেকপ্রাণস্য পুত্রঃ হস্ত হস্ত মংপি তাপি মাং ব্রজং নেতুং নাশকত্ত্বদং তত্র গন্তুং কমুপায়াং করোমীতি স্ববিলম্বমসহসমানস্ত্যাং প্রস্থাপয়তি স্মেতি ভাবঃ। তেন মধুপুর্য়ামাস্ত ইতি তস্য কো দোষঃ। যত আর্যস্থাতিসরলস্য স্বপরিণামদর্শিত্বেনাপি শৃণুস্য নন্দস্য পুত্রঃ। তাদৃশং পুত্রং তাদৃশং পিতা যং ত্যক্তা ব্রজমায়ান্তীতি কো জানাতি। যত্ভক্তাস্তং ব্রজাঙ্গী সা তাবদক্রূরথাক্রট্টেব স্বপুত্রং কণ্ঠে কুর্ব্যতোব মথুরাময়াস্তং, তামনু গোপিকাশ্রেণ্যশ্চ ইতি ব্রজরাজস্বার্থমেষাং সর্বনাশে করণমভূদিতি ভাবঃ। অতস্তাদৃশস্যাপি পিতুরতিসরলস্য বস্তুদেবেন মহাপ্রতারকেণাচ্ছিত্ত গৃহীতপুত্রস্য ব্রজমাগত্য মুর্ছয়া পতিত্বা স্তিতস্য গেহান্, কোষাগার-রক্ষণাগার-শয়নাগারাদীন সংপ্রত্যমার্জিতালিগুণেন তৃণ-ধূলি-পত্র-লতা-তন্তুবতান্ শূণ্যায়িতান্ স্মরতি কচিং। তথা গেহান্তরেষু বন্ধুন্ সুবলাদীন্ সংপ্রতি মুর্ছিতান্ কচিদপীতি যদা তস্য মনোভিকচিং কৈঙ্কর্যাং কতুঃ পুরস্ত্রিয়ো ন জানন্তি। তদৈব তৎসুখমপলব্ধবতীতিস্তাভিঃ সুখপলব্ধকারণং পৃষ্ঠো নোইস্ম্যকং কথাং গৃণীতে। বন-মালাশুফনে স্বাসকসম্পাদনে বীটিকানির্মাণে বীণাবাদনে রাগতালাদিস্রষ্টো গীত-নৃত্য-রাসাদৌ সৌন্দর্য্য লাভণ্য-বৈদক্ষ্যাদিষু প্রশ্রোতবিলাসে সংযোগলীলায়াং প্রেমস্নেহমান-প্রণয়াদিষু যথাস্বদব্রজস্থা গোপো মাং

সুখয়ন্তি ন তথা যুয়মিতি গচ্ছত, ভো যত্নস্ত্রিয়ঃ স্বস্বপতীনেবালমলং যুয়াভিঃ । অহস্ত শ্বঃ প্রাতর্ভজমেব গচ্ছন্নস্মীতুক্তা অত্রাগত্য অণ্ডক-সুগন্ধভুজমস্মাকং মূর্ধ্নি কদা অধাস্তং ধাস্ততি । তেন চ সমাশ্বসিত ভোঃ প্রাণপ্রেষস্তঃ, সশপথমিদমহং ব্রবীমি ভবতিস্তুক্তা ন কাপি যাস্মামি ত্রিভুবনমধ্যে কাপি যুথংসাদৃশ্যগন্ধলেশ-মপিনোপলব্ধবানস্মীতি ব্যঞ্জয়িষ্যতি । অত্র প্রথমে পাদে আর্জবাং, দ্বিতীয়ে স্বপ্রসঙ্গানুত্থাপনেন গান্ধীর্ঘং, তৃতীয় চতুর্থয়োর্দৈন্ত্যচাপলোৎকর্থা ইত্যং সংজল্পঃ । যত্নঃ — “যত্রার্জবাং সগান্ধীর্ঘং সর্দৈন্ত্যং সহচাপলম্ । সোৎকর্থা হরিঃ পৃষ্ঠঃ স সংজল্লো নিগততে” ইত্যেবং দশবিধো দিব্যোন্মাদ-প্রভেদশ্চিত্রজল্লো জেয়ঃ । স চ দিব্যোন্মাদো মহাভাবোৎকৃষ্টভাগস্ত মোহনস্য বিলাসবিশেষো বৃন্দাবনেশ্বর্ঘ্যং বর্ণিতঃ ।

“প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্ঘ্যং মোহনোহয়মুদকতি ।

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপু্যপেয়ুধঃ ॥

ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে ।

উদ্বূর্ণা চিত্রাজল্লাতান্তুদেদা বহবো মতাঃ ॥

প্রেষ্টস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোযাভিজ্জুস্তিতঃ ।

ভুরিভাবময়ো জল্লো যন্তীত্রোৎকৃষ্টিতান্তিমঃ ॥

চিত্রজল্লো দশাঙ্গোহয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতঃ ।

বিজল্লোজ্জল্লসংজল্লা অবজল্লোইভিজল্পিতম ॥

আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ জুজল্পশ্চেতি কীর্তিতঃ” ॥

ইতি প্রেয়স্যাস্চিত্রজল্লমাধুরীপিপাসয়া কৃষ্ণ এব

ভ্রমররূপমধাদিতি কেচিং ॥ বি० ২১ ॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : হায় হায় উন্মত্ত আমি কি প্রলাপ বকছি, জিজ্ঞাস্য যা ছিল তাও জিজ্ঞাসা করলাম না — এইরূপে অনুতাপপূর্বক সসম্মে বলছেন, ‘আমি বতেতি’ আর্ঘ্যপুত্র অধুনা মধুপুরিতে আছে কি? যেমন না-কি ব্রজ ছেড়ে চলে গিয়েছে, সেরূপ মধুপুরি ছেড়েও অত্যাচার যাওয়ার আছে কি? এরূপ ভাব। এ প্রশ্নের অভিপ্রায় এরূপ — এই ব্রজের সমীপবর্তী মথুরায় অবস্থিতি এখানে আগমনের ইচ্ছা ঘটতে পারে। ‘সুখে আছে কি’ এরূপ প্রশ্ন না করে শুধুমাত্র তথায় আছে কি’ এরূপ প্রশ্ন করায় রাখার এরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, যথা — যত্নগণের দ্বারা প্রতারণিত হওয়া হেতু সরলতার সমুদ্র আর্ঘ্য ব্রজরাজের তদেক প্রাণ পুত্র আমাদের প্রণয় স্মরণে বাকুল হয়ে তথায় আছে অতি কষ্টে, যথা — হায় হায় আমার পিতাও আমাকে ব্রজে নিয়ে যেতে পারলেন না। ঐ ব্রজে যাওয়ার কি উপায় করি, একপে স্ববিলম্ব অসহমান হয়ে হে দূত, তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে, এরূপ ভাব। সুতরাং সে যে মধুপুরে আছে, তাতে তাঁর কি দোষ। কারণ সে আর্ঘ্যপুত্র — অতিসরল স্বপরিণামদর্শী হলেও রিক্ত নন্দমহা-রাজের পুত্র। তাদৃশ পুত্রকে তাদৃশ পিতা যেহেতু ত্যাগ করে ব্রজে আসবে, এ কথা কে জানত।

জানত যদি তবে ব্রজরাজ মহিষী যশোমা তৎকালেই অক্রুরের রথে চড়ে বসে নিজপুত্রকে গলায় জড়িয়ে ধরেই মথুরা যেতেন। আর তার পিছে পিছে গোপীকান্ধেণীও যেত। - ব্রজরাজের সাধুতাই আমাদের সর্বনাশের কারণ হল, একপ ভাব। পিতৃগহান্ ইতি—কৃষ্ণ পিতা নন্দের গৃহসকলের কথা স্মরণ করে কি?—তাদৃশ অতি সরল পিতার পুত্রকে প্রতারক বহুদেব কেড়ে রেখে দিলে অতি দুঃখে ব্রজে ফিরে মুচ্ছিত হয়ে অবস্থিত পিতা নন্দের ‘গেহান্’ অর্থাৎ কোষাগার-রন্ধনাগার শয়নাগারা দি যা সম্প্রতি ঝারপোছ না করায় তৃণধূলি-পত্র-মাকড়সার জাল প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেই শূণ্য গৃহ সকলের কথা কখনও স্মরণ করে কি? তথা গৃহান্তরে বন্ধু সুবলাদি সম্প্রতি মুচ্ছিত হয়ে পড়ে আছে তাদের স্মরণ করে কি? ক্রটিদণ্ডীতি—কখনও কখনও যখন তাঁর মনের অভিকৃতি মত সেবা করতে পুঞ্জীগণ পারে না—তখনই তাঁর সুখ কিসে হয় তা অনুভব করতে না পেরে পুরঞ্জীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করলে ‘নঃ কিস্করীণাং গৃণীত’ কিস্করী আমাদের কথা বলে কি? যথা—বনমালা গুফনে, অলঙ্করণে-অনুলেপনে, তাম্বুল নির্মাণে, বৈণা-বাদনে রাগতালাদি সৃষ্টিতে, গীত নৃত্য রাসাদিতে, সৌন্দর্য-লাবণ্য বৈদগ্ধ্যাদিতে প্রশ্নোত্তরবিলাসে, সংযোগ-লীলায়, প্রেম-স্নেহ-মান-প্রণয়াদিতে আমার ব্রজস্থা গোপীগণ যেক্রপ আমাকে সুখ দেয়, তোমরা সেক্রপ দিতে পার না।—সুতরাং ওহে যদুঞ্জীগণ, তোমরা নিজ নিজ পতির কাছে চলে যাও, তোমাদের দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি কাল প্রীতে ব্রজেই চলে যাব, এক্রপ বলে এখানে এসে কদাবু—কবে আমাদের যুদ্ধাধামাৎ—মাথায় ধারণ করবে তাঁর ভুজয়গুরুসুগন্ধঃ অগুরু সুগন্ধভুজ। আদরে আশ্বাসিত হব, ওগো প্রাণপ্রায়সীগণ তে মাদের কাছ এই শপথ করছি, তোমাদের ত্যাগ করে আমি কোথাও যাবো না—তোমাদের সাদৃশ্য গন্ধলেশও এই ত্রিভুবন মধ্যে কোথাও উপলব্ধি করিনি।—ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে এক্রপ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে এখানে। উল্লিখিত শ্লোকের প্রথমপাদে আর্জব (সরলতা)। দ্বিতীয়পাদে নিজেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করায় গান্ধীর্ষ। তৃতীয়-চতুর্থ পাদে দৈন্য-চাপলা-উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাওয়ায় এই শ্লোকটি সূজন্মের উদাহরণ। সূজন্মের লক্ষণ এক্রপ উক্ত হয়েছে, যথা—যথায় সরলতা, গান্ধীর্ষ, দৈন্য, চাপলা, ও উৎকণ্ঠা সহ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিত হন, তাকে সংজ্ঞা বলা হয়।—এই প্রকার দশবিধ দিবোন্মাদপ্রভেদকে চিত্রজন্ম বলা হয়—এই প্রকার দশবিধ দিবোন্মাদ মহাভাবের উৎকণ্ঠা ভাগ মোহনের বিলাস বিশেষ বৃন্দাবনেশ্বরীতে বর্ণিত আছে, যথা—“প্রায় বৃন্দাবনেশ্বরী রাধাতেই এই মোহনভাবের উদয় হয়। এই মোহনাখ্য ভাবের গতি কোনও অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। ভ্রমাতা নামক কোনও অনির্বচনীয় বৈচিত্রীকে দিবোন্মাদ বলা হয়।—উদযুর্গা চিত্রজন্মাদি বহু ভেদ তার। প্রেষ্ঠের সুহৃদ দর্শনে গুঢ় রোষ-অভিজিহ্মিত ভুরিভাবময় জন্ম, যার শেষে তীব্র উৎকণ্ঠা।—চিত্রজন্মের দশটি অঙ্গ যথা—প্রজন্ম, পরিজন্ম, বিজন্ম, উজ্জন্ম, সংজন্ম, অবজন্ম, অভিজন্ম, আজন্ম, প্রতিজন্ম, ও সূজন্ম।—কেউ কেউ বলে থাকেন প্রেমসী রাধার চিত্রজন্মমাধুরী পিপাসায় কৃষ্ণই ভ্রমররূপ ধারণ করেছিলেন।

শ্রীশুক উবাচ ।

অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণ-দর্শনলালসাঃ ।

সান্ত্বয়ন্ প্রিয়-সন্দৈশৈর্গোপীরিদমভাষত ॥ ২২ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ ।

অহো যুয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ

বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যপিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

২২ । অন্নয় : শ্রীশুকঃ উবাচ—অথ উদ্ধবঃ এবং নিশম্য (শ্রবণ) কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ গোপীঃ প্রিয় সন্দৈশৈঃ সান্ত্বয়ন্ ইদম্ অভাষত (অবব্রীং) ।

২২ । মূল্যাবাদ : শুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! উদ্ধব পূর্বোক্তপ্রকার অশ্রুতচর প্রেম-বচন সবই শুনলেন । অতঃপর গোপীগণের প্রেমবিকার শান্ত হলে কৃষ্ণদর্শন-লালসাদ্বিতা তাঁদের প্রিয়ের বার্তার দ্বারা সান্ত্বনাদানের জন্য তিনি প্রথমে একপ বলতে লাগলেন ।

২৩ । অন্নয় : উদ্ধব উবাচ—অহো (আশ্চর্য্য) ভগবতি বাসুদেবে যাসাং মনঃ ইতি (এবম্প্রকারেণ) অপিতং [তাঃ] যুয়ং [গোপাঃ] স্ম (নুনং) পূর্ণার্থাঃ (কৃতার্থাঃ) [অপিচ] ভবতঃ (যুয়ং) (লোকপূজিতাঃ) ।

২৩ । মূল্যাবাদ : শ্রীউদ্ধব মহাশয় বললেন - অহো, এ এক অদ্ভুত প্রেমবিকার । এইরূপে যাদের মন সর্বাশ্রয়, সর্বাংশী, সর্বৈশ্বরের পরমাশ্রয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একপ মহাপ্রেমে অপিত হয়েছে সেই রাধাদি আপনারা নিশ্চয় পূর্ণমনোরথা হয়েছেন এবং অন্য আপনারা লোকপূজ্যা হয়েছেন ।

২২ । শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : এবং পূর্বোক্তপ্রকার সাক্ষাৎ পরম্পরযাপ্যশ্রুতচরং প্রেমবচনং নিশম্য । অথ তাদৃশপ্রেমবিকারশান্তিরনন্তরং সান্ত্বয়ন্ সান্ত্বয়িতুন্ । ইদং শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যাতংপ্রেম-মহিমজ্ঞাপনময়তয়া তাদৃশপ্রেমবিকারস্তুস্তনায় তাসাং শ্লাঘাময়তয়া দৈগ্ধশমনায় চ তথা প্রযুক্তং বক্ষ্যমাণম্, অত্থা শ্রবণশক্तेঃ । গোপীসম্মুগ্ধেণ শ্রীরাধাং সাক্ষাদসম্ভাষ্যমাণাং শ্রাবয়ম্ভাঃ ॥ জী০ ২২ ॥

২২ । শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ : এবং - পূর্বোক্ত প্রকারে সাক্ষাৎ শোনা তো দূরের কথা, পরম্পরাও যা অশ্রুতচর ছিল, সেই প্রেমবচন শুনলেন উদ্ধব । অথ—তাদৃশ প্রেমবিকার শান্তির পর সান্ত্বয়ন্—সান্ত্বনা দানের জন্য ইদং—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য, ও তার প্রেমমহিমা জানানো দ্বারা তাদৃশ প্রেমবিকার স্তম্ভনের জন্য ও ঐ গোপীদের উচ্ছলিত প্রশংসায় তাদের দৈন্য প্রশমনের জন্য পর পর শ্লোকে তদ্রূপ বক্তব্য প্রযুক্ত হল উদ্ধবের দ্বারা । কারণ অনাথা শ্রবণ করার শক্তি হতো না তাদের । রাধার জন্ম শুনে সম্ভ্রমবশতঃ সাক্ষাৎভাবে তাঁকে সম্ভাষণ না করে অন্য গোপীদের সম্ভাষণ করে তাঁকে শোনাতে লাগলেন ॥ জী০ ২২ ॥

দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ ।

শ্রেয়োভিবিবিধৈশ্চাত্মৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ২৪ ॥

২৪। অর্থঃ : (জীবৈঃ কৰ্ত্তৃভিঃ) দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ (দানাদিভিঃ শ্রেয়ঃ সাধনৈঃ) [তথা] অত্ৰৈঃ বিবিধৈঃ শ্রেয়োভিঃ (শ্রেয়ঃ সাধনৈঃ) চ কৃষ্ণে ভক্তি সাধ্যতে হি ।

২৪। মূল্যাবাদ : বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে সম্প্রদান, কৃষ্ণার্থে ভোগ ত্যাগ ; জীহরিনামসঙ্কীৰ্তন মুখে যজ্ঞীয় অগ্নিতে যত্নাহুতি, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, এবং এ ছাড়া অত্র বিবিধ পরম মঙ্গলপ্রদ সাধনে কৃষ্ণে ভক্তি সাধিত হয় ।

২৩। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : অহো আশ্চর্য্যে অদৃষ্টাশ্রুতং স্বভেদাদিতি ভাবঃ । স্ব নিশ্চয়ে, যুয়মেব যুয়ং ভবত্য ইতি পদদ্বয়েন তাসামাবৃতিরত্যান্তাদরেণ । বর্তমানে ক্তঃ । পূর্ণস্বরূপেণ সৰ্বৈশ্চ গুণৈঃ সৰ্ব্বোদ্ভিক্তঃ অর্থঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলক্ষণা যাসাং তা ইতি স্বতঃ সম্পত্তিঃ । অতএব লোকৈকরন্যৈঃ সৰ্ব্বৈরেব পূজিতা ইতি, পরতোহপি ; যদ্বা যুয়ং পূর্ণার্থা ইতি শ্রীরাধাভ্যাঃ প্রতি ‘ভবত্যো লোকপূজিতাঃ’ ইতি অন্যাঃ প্রতি জ্ঞেয়ম্ । যাসাং বাসুদেবে সৰ্ব্বাশ্রয়ে সৰ্ব্বাংশিনি ভগবতি সৰ্বৈশ্চর্য্যাদীনাম্ পরমাশ্রয়ে স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে ইত্যর্থঃ । অনেন মহাপ্রেমপ্রকারেণ । যাসামিতি—কর্ত্তরি সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া যষ্ঠী । মনসঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃবোধনার্থম্ । জী. ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবৃত্ত : আহো আশ্চর্য্যে, অদৃষ্ট-অশ্রুত এ সব কথা, একরূপ ভাব । স্ব—নিশ্চয়ে । ‘যুয়ং’ বলেই পুনরায় বললেন ‘ভবত্যঃ’ = ‘যুয়ং’ (আপনারাই) এই দ্বিকৃতি অতিশয় আদরে । আপনারাই পূর্ণার্থা—[পূর্ণা + অর্থ্য । পূর্ণস্বরূপে, সর্বগুণে, সৰ্বাতিশয়িত অর্থ্যাং স্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লক্ষণা ‘অর্থঃ’ অর্থ্যাং স্বতঃ সম্পত্তিতে ধিনি [শ্রীবলদেব—আপনারা ‘পূর্ণার্থাঃ’ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপ সম্পত্তিতে ধিনি ।] এইরূপে লোকপূজিতাঃ—অতএব অন্য সকল লোকের দ্বারাও পূজিতা । এইরূপে অপরের থেকেও পূজিতা । অথবা, ‘যুয়ং পূর্ণার্থা ইতি’ ‘আপনারা কৃতার্থা’ এই কথাটি শ্রীরাধাদির প্রতি, ‘ভবত্যঃ লোকপূজিতাঃ’ ‘আপনারা লোকপূজিতা’ এই কথাটি অন্য গোপীদের প্রতি । বাসুদেবে—সৰ্বাশ্রয়, সৰ্ব-অংশিনি ভগবতি—সর্ব ঐশ্বর্য্যাদির পরমাশ্রয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ মহাপ্রেম প্রকারে যাসাম্, ইতি—যাদের মন অর্পিত । [শ্রীসনাতন—প্রথমে অতিশয় আনন্দ উদয় হেতু বললেন ‘যুয়ং’ তোমরা, পরে ভক্তিতে ‘ভবত্য’ আপনারা—একরূপ প্রয়োগ পরেও দেখা যায়] ॥ জী. ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অহো ইতি । স্ব নং, যুয়ং পূর্ণার্থাঃ কৃতার্থাঃ । যাসাং মন ইতি । এবং প্রকারেণ ভগবতাপিতমিত্যর্থঃ অন্যোষামপি ভক্তানাং মনো ভগবতাপিতং দৃষ্টং কিস্তেবশ্রুকা-
রেণ তু ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ ॥ বি. ২২-২৩ ॥

২৩। **ঐবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ :** অহো ইতি। স্ব—‘নূনং’ নিশ্চয়ই। যুগ্মং পূর্ণধাঃ—কৃতার্থা তোমরা। যাঁদের মন এই প্রকারে ভগবানে অর্পিত ইতি। অন্য ভক্তদের মনও ভগবানে অর্পিত হয়, এরূপ দেখা যায়, কিন্তু এ প্রকারে অর্পিত হতে দেখা যায় না, এরূপ ভাব ॥ বিং ২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈং তো টীকা :** তদেব কৈমুতোন প্রতিপাদয়তি—দানেতি। দানাভ্যাগ্ৰকানি যানি শ্রেয়াংসি অষ্টৈশ্চ বিবিধৈর্যোগসাংখ্যজ্ঞানাদিভিঃ কৃষ্ণেইর্পিতৈঃ সন্তিঃনৈকস্ম্যমপ্যাচ্যুতভাববর্জিতম্’ (শ্রীভা ১৫।১২) ইত্যাহুতেঃ। কৃষ্ণে স্বয়ংভগবতি ভক্তিঃ শ্রবণাদিকচিমাত্র সাধ্যতে—‘স’ বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে’ (শ্রীভা ১৫।১৬) ইতি, ‘ধর্ম্যঃ স্মৃষ্টিতঃ পুংসাং বিষয়েন’ (শ্রীভা ১৫।১৮) ইত্যবয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্। তত্র ব্রতং নিয়মঃ, তপ কৃচ্ছাদিঃ, সংযম ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ জীং ২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈং তো টীকাবুবাদ :** ২৩ শ্লোকে যা বলা হল, উহাই কৈমুতিক হায়ে প্রতিপাদিত হচ্ছে—দান ইতি। দান-ব্রতাদি যেসব শুভজনককর্ম ও অথ যে সব বিবিধ যোগ-সাংখ্য-জ্ঞানাদি আছে, তা স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণে অর্পিত হলে তবেই ‘কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে’ কৃষ্ণচরণে শ্রবণাদি কচিমাত্র ভক্তি সাধিত হয়।—এ বিষয়ে এরূপ উক্তি থাকা হেতু,—যথা—“ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিবিরহিত হলে শোভা পায় না, তখন কর্মও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয়, তবে উহা যে শোভা পাবে না তাতে আর বলবার কি আছে”—(শ্রীভাং ১৫।১২)। আরও, ‘যা থেকে কৃষ্ণে অর্হেতুকী অর্থাৎ নিগুণা, ঐকান্তিকী, স্বাভাবিকী, নিরপেক্ষা ভক্তি হয় তাই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম’—(শ্রীভাং ১৫।১৬), আরও, ‘ধর্ম সূর্যুভাবে অনুষ্ঠিত হলে ও যদি শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলায় আসক্তি না জন্মায় তবে শ্রমমাত্রই সার।’—(শ্রীভাং ১৫।১৮)—এইরূপে অবয়-ব্যতিরেকের দ্বারা বক্তব্য স্থাপিত। শ্লোকের ‘ব্রতং’ শব্দে নিয়ম, ‘তপঃ’ শব্দে কৃচ্ছাদি, ‘সংযমঃ’ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ॥ জীং ২৪ ॥

২৪। **ঐবিশ্বনাথ টীকা :** দানাদিভিঃ সাধনৈঃ কৃষ্ণে ভক্তিঃ সাধ্যতে। তত্র দানং বিষ্ণু-বৈষ্ণবসম্প্রদানকম্। ব্রতমেবাদশাদিকম্, তপঃ কৃষ্ণার্থ-ভোগত্যাগাদি। হোমো বৈষ্ণবঃ জপো বিষ্ণু-মন্ত্রাণাং, স্বাধ্যায়ো গোপালতাপন্যাদিপাঠঃ। শ্রেয়াংস্তপি ভক্ত্যঙ্গান্যেব জ্ঞেয়ানি। অন্যেবাং দানাদীনাং ভক্তিহেতুত্বাবস্থ প্রাক্ প্রতিপাদিতব্যং ॥ বিং ২৪ ॥

২৪। **ঐবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ :** দানাদি সাধনের দ্বারা কৃষ্ণে ভক্তি সাধিত হয়—এর মধ্যে দানং—বিষ্ণু বৈষ্ণবকে সম্প্রদান ব্রতং—একাদশী প্রভৃতি ব্রত। তপঃ—কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ হোম—যজ্ঞীয় অগ্নিতে শ্রীভগবৎনাম উচ্চারণ করে ঘৃতাহুতি। জপঃ—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রাদি জপ। স্বাধ্যায়ঃ—গোপাল তাপন্যাদি পাঠ। শ্রেয়াংস্তিঃ ভক্ত্যাঙ্গরূপ পরম মঙ্গল সাধন—অন্যেবাং—অন্য দাননাদি যে ভক্তির কারণ হয় না, তা পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে ॥ বিং ২৪ ॥

ভগবতুমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা ।

ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্টা মুনীনামপি দুর্লভা ॥ ২৫ ॥

২৫। অর্থঃ : ভবতীভিঃ ভগবতি (সর্ব নিজ ঐশ্বর্য প্রকটকে) [অতঃ] উত্তমঃ শ্লোকে (তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে) মুনীনামপি (শ্রীসনকাদিনামপি) দুর্লভা অনুত্তমা (সর্বতোইপি শ্রেষ্ঠা মহাপ্রেম লক্ষণা) ভক্তিঃ প্রবর্তিতা স্বদর্শনশ্রবণ প্রভাবে লোকেষু প্রচারিতা ইতি যং এতৎ) দিষ্টা (ভদ্র জাতম্ ইত্যর্থ) ।

২৫। স্মৃতিবাদের : হে পূজনীয়া গোপীগণ ! আপনাদের তো মহাভাবাত্মিক ভক্তি নিত্য সিদ্ধিই রয়েছে, তার আর প্রশংসা করবার কি আছে, কিন্তু এর আনুগত্যে যারা ভজন শিক্ষা করে সেই লোকদের ভাগ্যই প্রশংসনীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে পূজনীয়া গোপীগণ ! আপনাদের কতৃক নিখিল নিজেস্বর্য প্রকটনপর ভগবান্ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণে শ্রীসনকাদি মুনিগণের দুর্লভা সর্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি স্বদর্শন-শ্রবণাদি প্রভাবে এই জগতে প্রচারিত হচ্ছে, ইহা লোকদের অতি ভাগ্যবশে মঙ্গল রূপেই উদয় হয়েছে ।

২৫। শ্রীজীব বৈঃ ভাঃ টীকা : ভবতীনাস্ত মহাভাবাত্মিকা ভক্তি নিত্যসিদ্ধিঃ । ততঃ সা কিংপ্রাখ্যা, কিন্তু তৎশিক্ষয়া লোকানাং ভাগ্যমেব প্রাখ্যামিত্যাহ—ভবতীভিঃ ভগবতি, সর্বনিজৈশ্বর্য প্রকটকে, অত উত্তমঃশ্লোকে তস্মিন্ অনুত্তমা সর্বতোইপি শ্রেষ্ঠা মহাপ্রেমলক্ষণা প্রবর্তিতা স্বদর্শন-শ্রবণ প্রভাবে লোকেষু প্রচারিতেতিবৎ । যথা বক্ষ্যতে ‘সর্বাঅভাবোইধিকৃতঃ’ ইত্যাদিঃ যথা চ প্রোচে ‘বিক্রীড়িতঃ ব্রজবধূভিঃ’ (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৯) ইত্যাদি, এতদ্দিষ্টা ভদ্র জাতমিত্যর্থঃ ॥ জীঃ ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব বৈঃ ভাঃ টীকাবাদের : আপনাদের তো মহাভাবাত্মিক ভক্তি নিত্যসিদ্ধ রূপেই আছে । তার আর প্রশংসা করবার কি আছে, কিন্তু এর অনুসরণে যারা ভজন শিক্ষা করে সেই লোকদের ভাগ্যই প্রশংসনীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ভবতীভিঃ ভগবতি—সর্বনিজ ঐশ্বর্য প্রকাশক, অতএব উত্তমশ্লোক কৃষ্ণে আপনাদের দ্বারা আবৃত্ত্যভক্তিঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপ্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রবর্তিতা—স্বদর্শন-শ্রবণ প্রভাবে এই জগতে প্রচারিত হচ্ছে ।—ভাগবতীয় শ্লোকে ইহা বলাও আছে, যথা ‘সর্বাঅভাবোইধিকৃতো’ মহাভাব পর্যন্ত দশা প্রাপ্ত হয়েছেন আপনারা ইত্যাদি ।—(ভাঃ ৪৭।২৭) । আরও “শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাদিতে যারা বিশ্বাসাবৃত্তি হয়ে শ্রবণ কীর্তন করে, তারা অচিরে ব্রজের উন্নত-উজ্জ্বল-রস-গর্ভা প্রেমভক্তি লাভ করে ইত্যাদি ।”—(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৯) । জগতে ইহা লোকের ভাগ্যে মঙ্গল রূপেই উদয় হয়েছে ॥ জীঃ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : ভবতীনাং ভক্তিস্বন্যৈব সর্ববিলক্ষণেত্যাহ,— ভগবতীতি অনুত্তমা সর্বশ্রেষ্ঠা । প্রবর্তিতেতি প্রাগিয়ং নাসীৎ, পরন্তু ভবতীনাং রাগাত্মিক ভক্তিমহত্বন্যৈব রাগানুগা ভক্তি-লৌকিকঃ ক্রিয়মাণা প্রচরিত্যতীত্যর্থঃ । প্রবর্তিতেতি “আশংসায়াম্ ভূতবচে”তি নিষ্ঠা । দিষ্টা লোকা-নামতিভাগ্যেন ॥ বিঃ ২৫ ॥

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ ।

হিত্বাবগীত যুয়ং যং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ ॥ ২৬ ॥

২৬। অল্পম্ : যুয়ং পুত্রান্-পতীন্-দেহান্-স্বজনান্-ভবনানি চ হিত্বা কৃষ্ণাখ্যং পরং পুরুষং যং অবগীত (বৃতবত্যা) [তদপি] দিষ্ট্যা (মহাভাগ্যমিত্যর্থঃ) ।

২৬। স্মৃতিবাদের : আপনারা পুত্র-পতিমত, দেহ, ভাণ্ডা, ভগিনী, আত্মীয়স্বজন গৃহ প্রভৃতি যে পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণনামক পরমপুরুষকে নিজেদের সম্ভোগকারীরূপে স্বীকার করেছেন, ইহা আমার অতি ভাগ্যই ।

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবাদের : হে দেবীগণ আপনাদের ভক্তি কিন্তু অত প্রকার সর্ব বিলক্ষণ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ভগবতি ইতি । অবুভুত্বা—সর্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি প্রবর্তিত—পূর্বে ইহা ছিল না, পরন্তু আপনাদের রাগাত্মিকা ভক্তি অনুসরণ করেই রাগানুগা ভক্তি ক্রিয়মানা হয়ে প্রচারিত হবে । দিষ্ট্যা—লোকেদের অতি ভাগ্য হেতু ॥ বিং ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈং ত্যো টীকা : ভক্তিপ্রবর্তনরীতিমেব স্পষ্টয়তি—যদ্যস্মাং পুত্রাদীন তত্ত্বমন্তান্ নিজকৃষ্ণকালক্ষন-স্বাভাবিকভাববলেন হিত্বা অবাস্তববুদ্ধ্যা পরিত্যজ্য কৃষ্ণেতি আখ্যা খ্যাতির্হস্ত তং পরং পুরুষং নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপং যুয়মবগীত, বাস্তবকাস্তৃত্বা স্বীকৃতবত্যাঃ । তদ্দিষ্ট্যা ভদ্রং লোকানাং মহাভাগ্যমিত্যর্থঃ । ভবতীনাং তাদৃশচরিতং দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধাস্তে চ তথা প্রবর্তেরন্বিতি ॥ জীং ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈং ত্যো টীকাবাদের : ভক্তি প্রবর্তনের রীতি স্পষ্টরূপে বলা হচ্ছে এই শ্লোকে— যং—যেহেতু পুত্রান্, ইতি—সেই সেই পুত্র-পতিমন্যদের হিত্বা—ত্যাগ করে ।—একান্তভাবে কৃষ্ণাশ্রিত নিজস্বাভাবিক ভাবের বলে পুত্রাদিতে অবাস্তব বুদ্ধি হেতু পরিত্যাগ করত কৃষ্ণাখ্যপুরুষং পরং—কৃষ্ণ বলে খ্যাতি যার, সেই পরপুরুষ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপকে আপনারা অবগীত—বাস্তব কাস্তরূপে স্বীকার করেছেন । দিষ্ট্যা—ইহা লোকেদের মহাভাগ্য । আপনাদের তাদৃশ লীলা দর্শনে-শ্রবণে অন্য লোকেও সেই প্ররক্তি জাত হয় ॥ জীং ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : পুত্রাদীন মমতাস্পদানি ত্যক্ত্বা কৃষ্ণাভিধানং পরং পুরুষং সম্ভোগ-কৃত্বেন যং অবগীত এতদ্দিষ্ট্যা মমতিভাগেনৈব ॥ বিং ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবাদের : পুত্রান্, ইতি—মমতাস্পদ পুত্রাদিগকে ত্যাগ করে কৃষ্ণ নামক পরম পুরুষকে নিজ সম্ভোগকারী রূপে যেহেতু অবগীত—স্বীকার করেছেন, ইহা দিষ্ট্যা—আমার অতি ভাগ্যই ॥ বিং ২৬ ॥

সর্বাশ্রভাবোহধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে ।

বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। অন্বয়ঃ : মহাভাগাঃ (হে মহাভাগ্যশীলাঃ) অধোক্ষজে (ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যগোচরেইপি ভগবতি) সর্বাশ্রভাবঃ (পরিপূর্ণত্বেন যো 'ভাবঃ' মহাভাব পর্যন্তঃ) অধিকৃতঃ (প্রাপ্তঃ) বিরহেণ মে (মম) মহান্ অনুগ্রহ কৃতঃ ।

২৭। শ্লোবাবাদঃ : গোপীগণ যেন পূর্বপক্ষ করছেন, আমরা যেহেতু ধর্ম ত্যাগ করত পর-পুরুষ স্বীকার করেছি, তাতে আপনার ভাগ্যের উদয় হল কি করে ? এরই উত্তরে শ্রীউদ্ধব বলছেন—

অধোক্ষজ জীকৃষে প্রেমই তুল'ভ, আপনারাতো মহাভাব আয়ত্ত করত হৃদয়ে স্থাপন করেছেন । অতএব বিরহ কর্তা হয়ে আমাদের মহানুগ্রহ করছে, দিব্যোন্মাদ-চিত্রজন্মাদি মহাভাব-ভেদ সকল দেখিয়ে ।

২৭। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : অধিকৃত ইতি শীলাদিভ্যাং বর্তমানে ক্তঃ । তদযোগে চ ভবতীনামিতি কর্তরি ষষ্ঠী । ততশ্চাধোক্ষজে সর্বাশ্রনা পরিপূর্ণত্বেন যো ভাবো মহাভাবপর্য্যন্তঃ, তদশাং প্রাপ্তঃ, নিরন্তর-তদাবির্ভাবকঃ প্রেমা স ভবতীভিরধিক্রিয়তে বশীকৃত্য স্থাপ্যত এব । যদ্বা, তস্মিন্ যঃ সর্বত্রাশ্রভাবঃ ; 'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ' ইতি শ্রায়েন সর্বত্র স্কুরতি স ভবতীষেব দর্শনাশ্র-বতীভিরেব বশীক্রিয়তে ইত্যর্থঃ । অতঃ সোইপি ভবতীনাং ন দূর ইতি ভাবঃ । অতএব হে মহাভাগাঃ, ততো বিরহো নামায়াং বহিরঙ্গ এবিতি ন তত্রাস্তঃকরণাবেশো যুজ্যত ইতি । কিন্তু মহামেতাদৃশ-প্রেমমহিমা-দর্শনানুগ্রহার্থমেবাসৌ বিরহো বহিঃ স্কুরতীতি মত্তে ইত্যাহ—বিরহেণেতি । বিরহেণ কর্তা ॥ জী. ২৭ ॥

২৭। শ্রীজীব. বৈ. ভো. টীকাবাবাদঃ : (মহাভাব পর্যন্ত দশা) অধিকৃত—প্রাপ্ত রাধাদি গোপীদের ইহা স্বভাবাদি হওয়া হেতু [বর্তমানে ক্তঃ] । অধিকৃত ভবতীনাম্,—(মহাভাব) প্রাপ্ত আপনারা [কর্তরি ষষ্ঠী] । আরও, স্মরণাং অধোক্ষজ কৃষে সর্বাশ্রভাবঃ—পরিপূর্ণ রূপে বর্ধমান ভাব অর্থাৎ মহাভাব পর্যন্ত দশাপ্রাপ্ত, নিরন্তর তার আবির্ভাবক প্রেমাই হল 'সর্বাশ্রভাব' । অধিকৃতঃ—আপনারা সেই 'সর্বাশ্রভাব' আয়ত্ত করত হৃদয়ে স্থাপন করেছেন । অথবা, সেই কৃষে যে 'সর্বাশ্রভাবঃ'—'আতত-ত্বাচ্চ' ইত্যাদি ন্যায়ে সর্বত্র স্কৃতি প্রাপ্ত সেই কৃষ আপনাদের মধ্যে দর্শন হেতু বুঝা যায় আপনারা ইহাকে বশীভূতই করে রেখেছেন । অতএব সেই কৃষও আপনাদের দূর নয় একরূপ ভাব । অতএব হে মহাভাগ্যবতীগণ, এই বিরহ নামক অবস্থাটা বাহ্যিক । এ বিষয়ে মনের-আবেশ ঠিক নয় । কিন্তু আমাদের এতাদৃশ প্রেমমহিমা-দর্শন-অনুগ্রহের জন্যই এই বিরহ বাইরে প্রকাশ পেয়েছে, একরূপ মনে করি—এই আশয়ে বললেন—বিরহেন ইতি অর্থাৎ কর্তা বিরহের দ্বারা আমি অনুগ্রহীত হয়েছি ॥ জী. ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নহু বয়ং ধর্ম তাত্ত্বা যৎ পরপুরুষং বৃতবত্যন্তত্র ভবতঃ কিং ভাগ্যমভূত্তত্ৰাহ, সর্বাশ্রতি । অধোক্ষজে অনৈঃ প্রত্যক্ষীকর্তৃমপ্যশক্যো জীকৃষে প্রেমৈব তাবদুল'ভঃ ।

প্রিয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ ।

যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্ত্তুরহঙ্করঃ ॥ ২৮ ॥

২৮। অন্নয়ন : ভদ্রাঃ (হে সাধব্যাঃ !) ভবতীনাং সুখাবহঃ (সুখকরঃ) প্রিয়সন্দেশঃ (প্রিয়স্ত
বাতীঃ) প্রিয়তাং, যং [সন্দেশং] আদায় (গৃহীত্বা) ভর্ত্তুঃ [কৃষ্ণস্ত] রহঙ্করঃ (রহস্ত কার্যকর্তা) অহং
আগতঃ ।

২৮। মূল্যাবুবাদ : এইরূপে সাস্তুনা দানপূর্বক কিঞ্চিং স্বাস্থ্য লাভ করিয়ে বলব্য বিষয়
বলতে লাগলেন—

হে সাধবীগণ । পরমোৎকর্ষাবতী আপনাদের সুখকর শ্রীকৃষ্ণের বার্তা শ্রবণ করুন, যা বহনপূর্বক
প্রভু শ্রীকৃষ্ণের রহস্তকার্যকারী আমি উপস্থিত হয়েছি এখানে ।

ভবতীন'স্ত সর্বাঙ্গভাবঃ সর্বাঙ্গানাং সর্বেনৈব স্বরূপেণ সহিতঃ পরিপূর্ণো যো ভাবঃ স মহাভাব ইত্যর্থঃ । সূর্যো
যথা সর্বাংস্তাপসংক্রমণেন ব্যাপ্নোতি, চন্দ্রো যথা সর্বাং শৈত্যসংক্রমণেন ব্যাপ্নোতি, তথা যঃ সর্বাং
স্বধর্ম সংক্রমণেন অততি ব্যাপ্নোতীতি । সর্বাং চাসৌ ভাবশ্চেতি স ইতি শ্লেষণে তল্লক্ষণমপি প্রকটীকৃতম্ ।
যত্বে,—“অনুরাগঃ স্ব-সংবেত্তদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । যাবদাশ্রয়বৃত্তিঃ স্তাস্তাব ইত্যভিধীয়ত” ইতি ।
স চ মহাভাবঃ প্রেমঃ সপ্তমো বিলাসঃ । ভবতীনাং নহস্তাসাং লক্ষ্ম্যাদীনামপীত্যর্থঃ । কীদৃশঃ ? অধিকৃতঃ
অধিকারবিষয়ীকৃতঃ তত্রাধিকারো ভবতীভ্য এব পরমেশ্বরেণ দত্তো নাগ্ভ্য ইতি ভাবঃ । অতএব বিরহেণ
কর্ত্রী মে মম মহান্ অহুগ্রহঃ কৃতঃ দিব্যোন্মাদচিহ্নজন্মাদিমহাভাবভেদান্ দর্শয়িত্বেতি ভাবঃ । যদি ভবতীনাং
বিরহো নাভিবিষ্টত্বদা কৃষ্ণো ন মাং প্রস্থাপয়িষ্যৎ । অহঙ্ক এতদাশ্চর্যং, নাড়ক্যমিতি স্ব-ভাগ্যপরাবহিকৃতঃ

॥ বিঃ ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুলাথ ঢীকাবুবাদ : গোপীগণ যেন পূর্বপক্ষ করছেন, আমরা যেহেতু ধর্ম
তাগ করত পরপুরুষ স্বীকার করেছি, তাতে আপনাদের ভাগ্যের উদয় হল কি করে ? এরই উত্তরে উদ্ধব
বলছেন, সর্বাং ইতি । আপ্রোক্ষাজ—অগ্ৰ কেউ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করতেও অসমর্থ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমই তাৎ
ত্বলভ । আপনাদের তো সর্বাংস্তাবা—সর্বস্বরূপের সহিত পরিপূর্ণ যে ভাব সেই মহাভাব আয়ত্তে আছে ।
সূর্য যথা জগতের সকল লোককে তাপ সংক্রমণে আচ্ছাদিত করে চন্দ্র যেমন সকলকে শৈত্য সংক্রমণে
আচ্ছাদিত করে, তথা এই মহাভাব স্বধর্ম সংক্রমণে সকলকে আচ্ছাদিত করে । এই মহাভাব হল সর্বাং-
ভাব, এইরূপে অর্থাত্তরে তার লক্ষণ প্রকাশ করা হল, যথা—‘অনুরাগ যখন আরও গাঢ় হয়ে স্বসংবেত্ত
দশা এবং যাবদাশ্রয় বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে মহাভাব বলে ।’—(উঃ নীঃ স্থায়ী
১০৯) ।—অনুরাগোৎকর্ষ যখন সিদ্ধ থেকে সাধকগণে পর্যন্ত পাত্রানুযায়ী সংক্রামিত হয়, তখনই অনুরাগ
যাবদাশ্রয় বৃত্তি লাভ করে । এই মহাভাব প্রেমের সপ্তম বিলাস । এই মহাভাব আপনাদেরই হয়

অশ্বেহে হয় না, লক্ষ্মী প্রভৃতিরও হয় না। কিদৃশ? **অধিকৃতঃ**—অধিকার-বিষয়ী কৃত, তথায় এই অধিকার আপনাদিগকেই কেবল পরমেশ্বরের দ্বারা দত্ত হয়েছে, অশ্ব কাউকে দেওয়া হয়নি, এরূপ ভাব। অতএব **বিরহঃ** যৎপুত্রহ কৃতঃ—বিরহ কর্তা হয়ে আমাকে মহা অনুগ্রহ করেছে, দিব্যান্মাদ, চিত্রজন্মাদি মহাভাব ভেদসকল দেখিয়ে, এরূপ ভাব। যদি আপনাদের 'বিরহ' না হত, তাহলে কৃষ্ণ আমাকে পাঠাতেন না। আমিও এই আশ্চর্য দেখতে পারতাম না, এইরূপ স্বভাগ্য পরাবধি উক্ত হল ॥ বি০ ২৭ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** : এবমান্থ্যস্ত কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যমুপলভ্য বক্তব্যমাহ। যদা, তথাপি বৈকল্যহাসমদৃষ্টা ব্যগ্রঃ সন্ তৎসন্দেশেনৈব বা স্বাস্থ্যং ভবতীতি সম্ভাব্য তমেব বক্তুমানভতে—**শ্রয়তামিতি** প্রিয়স্ত সন্দেশঃ। নহু তেন সন্দেশেনালং যেনাপ্ত তৎপ্রাপ্তিন'ত্যাং, তত্রাহ—ভবতীনাং পরমোৎকণ্ঠিতানাং সুখাবহঃ, আশ্বেহ তৎপ্রাপ্তেনির্দ্বারগাং। তদর্থমেবাত্রাগতোইশ্বি, ন তৃত্যর্থমিতি তস্মি-
ন্নাদরং জনয়তি—যমিতি। 'অতথা গোব্রজে তন্ত' (শ্রীভা ১০।৪৭।৭৫) ইত্যাদিকমেনে প্রত্যুত্তরিতম্। ভর্তৃ-
রিত্যাত্মনস্তদভূত্যাং বোধিতম্, তত্র চ রহস্কর ইত্যাত্মনঃ পরমাপ্তেন তৎসন্দেশদান যোগ্যত্বং, তথা
সন্দেশস্ত গোপ্যত্বং, কিঞ্চ, ভদ্রা হে সাক্ষ্য ইতি তাসামেব তৎসন্দৈশকপাত্রত্বম্; তথা সন্দেশস্তাপি
ভদ্রত্বমাদরার্থং সূচিতম্ ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** : এইরূপে সাস্থ্যদানপূর্বক কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়ে বক্তব্য বিষয় বলতে লাগলেন।—অথবা, তথাপি গোপীদের বৈকল্য হ্রাস না-দেখে ব্যগ্র হয়ে, বা কৃষ্ণের বার্তা দ্বারাই স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন, এরূপ মনে করে তাই বলতে আরম্ভ করলেন—'শ্রয়তাং ইতি' প্রিয়তমের দ্বারা প্রেরিত বার্তা শুনুন—'সেই বার্তার কি প্রয়োজন, যাতে তার আশু প্রাপ্তির কথা নেই,—গোপীদের এরূপ কথার আশঙ্কা করে বললেন—সেই বার্তা 'ভবতীনাং সুখাবহ' পরমোৎকণ্ঠিতা আপনাদের সুখাবহ, শীঘ্রই তার প্রাপ্তি নির্দ্বারক হওয়া হেতু। সেই জন্তই এখানে এসেছি অশ্ব প্রয়োজনে যায়। যা কৃষ্ণে আদর জন্মায় সেই বার্তা নিয়ে স্বামী কৃষ্ণের গুপ্ত কর্মচারী আমি এসেছি, তা শুনুন। "পিতামাতা ছাড়া এই গোব্রজে অশ্ব কাউকে তাঁর স্মরণীয় দেখছি না।"—এম শ্লোকের এই গোপী উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হল উপযুক্ত কথায়। 'ভর্তৃঃ' শব্দে নিজেকে কৃষ্ণের ভৃত্য বলে বুঝানো হল; এর মধ্যেও আবার 'রহস্কর' অর্থাৎ 'গুপ্তকর্মচারী' শব্দটিতে নিজেকে পরম আত্মীয়, তার বার্তা দানে যোগ্যত্ব, তথা বার্তার গোপনতা বুঝানো হল। আরও ভদ্রা!—হে সাক্ষীগণ, এই সম্বোধনে সেই বার্তার একমাত্র পাত্র বলে গোপীরা নির্ণিত হলেন, তথা বার্তাটিও যে শুভ তা আদর জন্মাবার জন্য সূচিত হল ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা** : নহু, কিমেতয়ৈবাস্বংস্বপ্লাঘয়া চাস্মান্ সাস্থ্যয়িতুং ত্বমিহায়াতঃ কিঞ্চিদন্তি বা কৃষ্ণসন্দেশাদিকমস্বদুঃখোপশমকং তদক্রহীত্যত আহ,—শ্রয়তামিতি। ভর্তৃঃ কৃষ্ণস্ত রহস্করঃ রহস্ত্যকার্যকর্তা ॥ বি০ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্বাঙ্গনা কচিৎ ।

যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নিজলং মহী ।

তথাহঞ্চ মনঃপ্রাণভূতেন্দ্রিয় গুণাশ্রয়ঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। অন্নম্ন : শ্রীভগবান উবাচ।—সর্বাঙ্গনা (সর্বশ্চ উপাদান কারণেন) মে (ময়া সহ) কচিৎ (কদাচিৎ অপি) ভবতীনাং বিয়োগঃ ন (নাস্তি) খং (আকাশং) বায়ুগ্নি (বায়ু সহিত অগ্নি, বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ) জলং মহী (ক্ষিতিশ্চ) ভূতানি (পূর্বোক্তানি এতানি মহাভূতানি) যথা (যদ্বৎ) ভূতেষু (চরাচরেষু কারণভেদে সমন্বিতানি) তথা অহঞ্চ (অহমপি) মনঃপ্রাণভূতেন্দ্রিয়-গুণাশ্রয়ঃ (মন আদীনি কার্যানি গুণাঃ কারণং তেষামাশ্রয়ভেদে অনুগত অস্মি)।

২৯। ঘূতানুবাদঃ : এই শ্লোকে প্রথমে জ্ঞান-উপদেশরূপ বার্তা পরমবিজ্ঞ-জন প্রতি, ইহা প্রেমের অণু সবকিছু ধর্মীয় মহাবলবহা জ্ঞাপনের জ্ঞাত এবং মন্দবুদ্ধি জনের প্রতি সেই প্রেমমহাত্ম্য আচ্ছাদনের জ্ঞাত। এইরূপে ভক্ত বিদ্বজ্জনদের প্রেমামৃত প্রদান করত পালন করছেন, আর অভক্তজনদের সুরা প্রদান করত বঞ্চনা করছেন। উভয়ই মোহিনী সমধর্মী এই শাস্ত্রের প্রয়োজন, এরূপ বুঝতে হবে। অতঃপর প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করা হচ্ছে, যথা—

শ্রীভগবান বলছেন—সকলের উপাদান কারণস্বরূপ আমার সহিত তোমাদের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-ক্ষিত, এই পঞ্চমহাভূত যেমন চরাচর ভূতে কারণরূপে যুক্ত থাকে, সেইরূপ হে গোপীগণ পরমকারণস্বরূপ আমিও তোমাদের মন-প্রাণ-পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়-গুণসকলের আশ্রয়রূপে সেই সেই স্থানে বিরাজমান রয়েছি।

২৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ : পূর্বপক্ষ, হে উদ্ধব! এই মহাভাবের তরঙ্গ সকলের উল্লেখ করে আমাদের ও তোমার নিজের প্রশংসায় কি প্রয়োজন? আমাদের সান্দ্রনা দেওয়ার জন্য তুমি এখানে এসেছ, আমাদের দুঃখ উপশমক কৃষ্ণসন্দেশ কিঞ্চিৎ আছে কি? যদি থাকে তাই বল। এরই উত্তরে উদ্ধব বলছেন—শ্রুয়তাম্ ইতি। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মকরণঃ—রহস্য কার্যকর্তা আমি ॥ বি. ২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ. ০ তো. টীকা : তত্র চ শ্রীভগবানুবাচেতি—তত্ত্বদক্ষরৈণৈবাহং তদ্বক্ষ্যামীতি ভাবঃ। তত্র চ ‘সুপ্তোহং কিং বিললাপ?’ ইতিবৎ লিটা পরোক্ষনির্দেশঃ, তদর্থন্তু নাহং বিবেক্তুং শঙ্কোমি, কিন্তু ভবতা এব বিচারয়স্বিতি ব্যনক্তি, তথৈবাহ—ভবতীনাং মিত্যাदि। তত্রাপাতপ্রতীতো জ্ঞানরূপঃ প্রথমার্থো রহস্যার্থান্তরগোপনায় প্রযুক্তোহপি লোকরীত্য শোকশমক ইব চ ভবতীতি স্বয়ংভগবতা বিচার্য প্রযুক্তোহপি স্ম। তত্র ‘ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ’ (শ্রীভা ১১।২০।৩১), ‘নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্’ (শ্রীভা ৩।১৫।৪৮) ইতি সাধারণভক্তিরপি জ্ঞানশ্চ তৎফলশ্চ চ হেয়তাং, শুদ্ধমৎপ্রেমমার্ধ্যশ্চ

সৰ্বাতিশয়িতাং স্বানুভবেনৈব নিশ্চিন্তনীনাং তাসাং ক্ষুরিযুতীতি বিচার্য্য প্রেমানুভবপ্রমাণক-সিদ্ধান্ত-
 ময়স্তাসাং প্রতীত্যে মধ্যে শ্রুতঃ। অথ তথাপি তাসাং তত্র ক্ষুৰ্ত্তিমাশ্রয়প্রতীত্যা সমুৎকৰ্ঠাক্ৰেশপরাকৰ্ঠা-
 মাশঙ্ক্য তাভিন্নিশ্চামবস্থায়ামনুভূয়মানো নিত্যলীলারূপস্তুতীয়স্বৰ্থঃ সত্ৰঃ শাস্ত্রয়ে শ্রুতঃ। তদনুসন্ধানঞ্চ
 মত্ৰপদেশ প্রভাবেণ ভবিষ্যতীতি বিচার্য্যৈব নির্দিষ্ট ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্র 'ভবতীনাম্' ইত্যাকং মুখ্যবাক্যম্,
 অশ্রু প্রথমোর্থস্বৈবম্,—মে ময়া সহ ভবতীনাং বিয়োগঃ কচিদপি ন হি শ্রুতঃ। তত্র হেতুঃ—সৰ্ব্বাশ্রনা
 সৰ্ব্বেষামাশ্রনা উপাদানরূপেণান্তৰ্ঘামিরূপেণ চেতি। অথ দ্বিতীয়ঃ—সৰ্ব্বত্রৈব বহিরন্তশ্চ সদা মৎক্ষুৰ্ত্তেঃ
 সৰ্ব্বাশ্রনা সৰ্ব্ব-প্রযত্নেন সৰ্ব্বত্রৈব ময়া সহ বিয়োগো নাস্তীতি। তদেব সদৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি। তত্রাহমপি
 ভবতীনাং মন আদীনি, গুণাঃ সৌশীল্যাদয়ঃ, মনআদীনাং গুণবৃত্তয় এব আশ্রয়ো যন্ত সঃ। তেষামেবা-
 শ্রয়রূপো বা তথাভূতোইহং তত্র তত্র সদা বসন্ পরিক্ষুরামীত্যর্থঃ। অথ তৃতীয়ঃ—সৰ্ব্বাশ্রনা সৰ্ব্বেণ
 প্রকাশেন বিয়োগো নাস্তি, কিম্বচেনেনেন প্রাপঞ্চিকলোক-প্রকট-প্রকাশেনৈব সাম্প্রতোইয়ং বিয়োগঃ,
 অগ্নেন তদপ্রকটপ্রকাশেন তু সংযোগ এবত্যর্থঃ। কথম্? তত্রাহ—যথা খাদীনি ভূতানি স্বস্ব-কার্য্যযু-
 বায্যাदिषু অপ্রকটপ্রকাশেন বৰ্ত্তন্ত এব, তথাইঞ্চ তত্র তত্র বৰ্ত্ত ইত্যর্থঃ। কিমাকারঃ? তত্রাহ—ভবতীনাং
 বুদ্ধ্যাত্মাশ্রয়াকারঃ শ্রামহুন্দর বেণুবিলাসিরূপ এব সন্নিতিত্বঃ। এতদুক্তং ভবতি—বৃন্দাবনে মথুরায়াং
 দ্বারকায়ামপি নিত্যৈব তন্ত স্থিতিঃ শ্রুতঃ। তত্র বৃন্দাবনে যথা স্বান্দে—'তত্র বৃন্দাবনং রম্যং বৃন্দাদেবী-
 সমাশ্রিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥' ইতি, 'বৎসৈর্বৎসতরীভিষ্চ সদা ক্রীড়তি
 মাধবঃ। বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈবৃতঃ॥' ইতি চ, পাদ্ম-পাতালখণ্ডে—'অহো! অভাগ্যং
 লোকস্ত ন পীতং যমুনাজলম্। গো-গোপ-গোপিকা সঙ্গো যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥' ইতি 'যমুনাজল-
 কল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধবঃ' ইতি চ; বৃহদেগীতমীয়ে চ—'ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্'
 ইত্যারভ্য 'সৰ্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিং। আভির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্নেত্র যুগে যুগে।
 তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চক্ষুচক্ষুষা॥' ইতি; শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতৌ—'গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং
 বৃন্দাবন সুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদগণোইহং পরময়া স্তুত্যা পরিতোষয়ামি' ইতি, 'জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ
 স্থাপুরয়মচ্ছেদ্যোইয়ং যোইসৌ সৌৰ্য্যো তিষ্ঠতি যোইসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোইসৌ গাঃ পালয়তি, যোইসৌ
 গোপেষু তিষ্ঠতি' ইত্যাদি; মথুরায়াং যথাদিবারাহে—'অহোইতিধন্যা মথুরা যত্র সন্নিহিতো হরিঃ' ইতি;
 পাদ্ম-পাতালখণ্ডে—'অহো মথুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা' ইতি; বায়ুপুরাণে—'চত্বারিংশদযোজনানা
 ততস্ত মথুরা স্মৃতা। যত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সৰ্বদা॥' ইতি; গোপালতাপনীশ্রুতৌ—
 'প্রাপ্য মথুরাং পুরী রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্। শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গৈ' রক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ॥ যত্রাসৌ
 সংস্থিতঃ কৃষ্ণদ্বিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রহ্লাদৈ কল্পিণ্যা সহিতো বিভূঃ॥' ইতি অত
 এবোক্তম্—'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ' (শ্রীভা ১০।১।২৮) ইতি, দ্বারকায়াং যথৈকাদশ-
 স্বন্ধান্তে (৩।১।২৩২৪)—'দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোইপ্লাবয়ং ক্ৰণাং। বজ্জ'য়িত্বা মহারাজ

শ্রীমত্তগবদালয়ম্ ॥ নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ । স্মৃতাশেষাশুভহরং সৰ্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥
 ইতি অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে স্বয়ং বিশেষঃ—‘যত্নদেবগৃহস্থকা নান্নাবয়ৎ’ ইতি, ‘কৃষ্ণকৌড়াকরং স্থানম্,’ ইতি
 চ । সৰ্বত্র ‘জয়তি জননিবাসঃ’ (শ্রীভা ১০।৯০।৪৮) ইত্যাদিকমুদাহরণীয়ম্ । অতস্তত্র তত্র নিত্যেব তস্য
 স্থিতিবর্ততে । অথচ জন্মাদিলীলায়াং গমনত্যাগৌ চ শ্রীয়েতে ইতি প্রকাশভেদেনৈবোভয়বিধত্বং ব্যবতিষ্ঠতে ।
 তথাহি ‘ন চান্তর্ন বহির্ঘৃণ্য’ (শ্রীভা ১০।৯।১৩) ইত্যাদি-দামোদরলীলা-দৃষ্ট্যা মৃদুক্ষণলীলাদৌ চ শ্রীত্রৈলোক্য-
 দীনাং তথানুভূত্যা চ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহস্য মধ্যমত্বে এব বিভূতং দৃশ্যতে ; তচ্চ বিরোধিধর্মদ্বয়মেক এতস্মিন্নাসত্ত্ববম্,
 অচিন্ত্যশক্তিভাং । তস্য চ ‘শ্রুতেস্ত শব্দমূলভাং’ (শ্রীত্র সূ ২।১।২৭) ইত্যেতন্মায়সম্মতভাং । তদেবং
 বিভূতং সতি যুগপদনেকস্থানাং ধর্মার্থাং রূপান্তরসৃষ্টিঃ পিষ্টপেযিতা । কিন্তু যুগপদমধ্যম-বিভূত-প্রকা-
 শিকয়া তৈয়বাচিন্ত্যশক্ত্যা তদিচ্ছানুসারেণৈক এব শ্রীবিদ্রহোইনেকধা প্রকাশতে, বিদ্রহ ইব স্বচ্ছোপাধিভিঃ ;
 কিন্তু তত্রোপাধিমাাত্রজীবনত্বেন, সাক্ষাৎস্পর্শাশ্রিত্যভাবেন, বৈপরীত্যাদি-নিয়মেন, বিদ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেন চ প্রতি-
 বিদ্রহম্ । অত্র তু স্বাভাবিকশক্তিফুরিতত্বেন, সাক্ষাৎস্পর্শাদিভাবেন, যথেষ্টমুদয়েন, তদিগ্রহস্য বিভূতেন
 চ বিদ্রহমেবেতি বিশেষঃ । তত্র তেষাং প্রকাশানাং তৈয়বাচিন্ত্যশক্ত্যা পৃথক্ । পৃথগেব ক্রিয়াদীনি, ভবন্তি,
 অতএব যুগপদাবিভূতানাং প্রকাশভেদালম্বিনীনাং নিমেষোন্মেষাদি-ক্রিয়াণামবিরোধঃ । অতএব বিভোরপি
 পরস্পর-বিরোধি-ক্রিয়াগণাশ্রয়স্তাপি তত্তৎক্রিয়াকর্তৃত্বং যথার্থমেব ; তদ্ব্যথার্থত্বে বহুশঃ শ্রীভাগবতাদি-
 বর্ণিতম্ । ‘বিভূতং তদ্ব্যবস্থং সুখং নোৎপত্ততে’ ইতি তদন্তথানুপপত্তিশ্চাত্র প্রমাণম্, ইত্থমেবাভিপ্রোক্তা
 ভগবতা নারদেন ‘চিত্রং বর্ততদেদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্’ (শ্রীভা ১০।৬৯।২) ইত্যাদৌ বপুষ একত্বেহপি
 পৃথক্ প্রকাশত্বং, তেষু প্রকাশেষু পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াধিষ্ঠানাদিহং, তাদৃশমুচ্ছাদাবপি ন সম্ভবতীতি স্বয়ং
 চিত্রত্বং চ বক্ষ্যতে । এষ এব প্রকাশঃ কচিদাশ্রয়ভেদোচ্যতে, কচিদ্রূপাদি শব্দেন চ । যথার্থেব—‘ন হি
 সর্বাস্মিনা কচিং’ ইতি, অত্র—‘কৃষ্ণা তামস্তমাস্মানম্,’ (শ্রীভা ১০।৩৩।১৯) ইতি ‘তাবদ্রূপধরোহব্যয়ঃ’
 (শ্রীভাঃ ১০।৫৯.৪২) ইতি, ‘কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা’ ইতি চ । তত্র নানাক্রিয়াত্বধিষ্ঠাতৃত্বাদেব লীলারস-
 পোষায় তেষু প্রকাশেষু ভিমানভেদং পরস্পরমননুসন্ধানঞ্চ প্রায়ঃ স্বেচ্ছয়াদীকরোতি, ভগবানিত্যপি গম্যতে ।
 এবং তস্মিন্ময়ত্বাং তৎ-পরিকরেষুপি জ্ঞেয়ম্ । তত্র তেষুপি প্রকাশভেদো যথা কণ্ঠাষোড়শসহস্রবিবাহে
 শ্রীকৃষ্ণদেবদেবক্যাदिषু । বক্ষ্যতে চ টীকাকৃষ্টিঃ—অনেন দেবক্যাদিবন্ধুজনসমাগমোইপি প্রতিগৃহং যোগ-
 পত্তেন সূচিত ইতি । তেষু শ্রীকৃষ্ণে চ প্রকাশভেদাদভিমানভেদো যথা নারদদৃষ্ট-যোগমায়াবৈভবে । তত্র তত্র
 হেতুত্র—‘দীব্যন্তমকৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ । পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যাখ্যানসনাদিভিঃ ॥’
 (শ্রীভা ১০।৬৯।২০) ইতি ; তত্রান্যত্র ‘মন্ত্রয়ন্তু চ কস্মিন্শ্চিৎ মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ’ (শ্রীভা ১০।৬৯।২৭)
 ইতি । তত্র ভাব-ভেদাদভিমানভেদো লক্ষ্যতে—‘অয়মেতদবস্থোইহম্ তত্রাস্মি, ইতি, এবং ষোড়শসহস্র-
 কন্যাবিবাহে কুত্রচিৎ শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং কস্মি কুর্বত্যা দেবক্যানুদর্শনসুখং ভবতি, তৎপরোক্ষং তদর্শনোৎকর্ষেতি ।
 যথা যোগমায়াবৈভব এব কচিচ্ছবদেব সংযোগঃ, কচিচ্ছিয়োগ এব, ইতি বিচিত্রত । তদেবং তত্র প্রকাশভেদে

সতি, তদভেদেনাভিমানক্রিয়াভেদে চাবস্থিতে সতি, স চ প্রকাশো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ—প্রকটোইপ্রকটশ্চ । তত্র প্রকটঃ প্রাপঞ্চিকেষুভিব্যক্তিঃ । তত্র পূর্বমষ্টাবিংশেইধ্যায়ে যো গোলোকতয়া দর্শিতঃ শ্রীবৃন্দাবনশ্রেষ্ঠে প্রাপঞ্চিকেষু প্রকটঃ প্রকাশবিশেষঃ, তত্র তদানীমপি স্থিতেন শ্রীকৃষ্ণপ্রাকটাত্মেন প্রকাশবিশেষেণ তাসামপ্যপ্রকটপ্রকাশৈঃ সংযোগঃ শ্রীবৃন্দাবনপ্রকটপ্রকাশে প্রাকৃস্থিতেন, সম্প্রতি মথুরাপ্রকটপ্রকাশং গতেন শ্রীকৃষ্ণপ্রাকটপ্রকাশেন তু তাসাং প্রকটপ্রকাশৈর্বিয়োগ ইতি । তদেব সদৃষ্টান্তমাহ—যথেন্তি । তত্র প্রথমার্থে—ঋং বায়ুগ্নিজলং মহীতি । খাদীনি ভূতানি যথা ভূতেষু বায়ুদিপার্শ্ববস্তৃশ্চৈষু পাদানতয়া লুগমিতানি, তথা অহং সর্বেষুতীর্থঃ । অথ দ্বিতীয়ঃ—যথা ভূতানি ভূতেষু কার্যরূপেষু ভূতানি কারণরূপানি আশ্রয়তেন বর্তন্তে, তথাহমপি ভবতীনাং যে মন আদয়ো গুণাশ্চ ধৈর্যাদয়স্তেষাং মৎস্কৃত্যেকজীবনানামাশ্রয় ইত্যর্থঃ । অথ তৃতীয়ঃ ; তং কথম্ ? তত্রাহ—যথা খাদীনি ভূতানি স্বস্বকার্যেষু বায়ুদিষু অপ্রকটপ্রকাশেন বর্তন্তে এব, তথাহঞ্চ তত্র বর্তে ইত্যর্থঃ । কিমাকারঃ ? তত্রাহ—ভবতীনাং মনআত্মাশ্রয়াকারঃ শ্রামহুন্দর-বেণুবিলাসিরূপ এব সন্নিভ্যর্থঃ ॥ জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবুবাদ : শ্রীভগবান্ উবাচ—উদ্ধব নিজের বক্তব্যের মধ্যেই ‘শ্রীভগবান্ উবাচ’ বলে নিজ বক্তব্য রাখলেন । এর ভাব আমাকে দিয়ে যে অক্ষরে কৃষ্ণ তার বার্তা পাঠিয়েছেন, আমি সেই অক্ষরেই হে গোপীগণ আপনাদের কাছে তা পেশ করছি । আরও তথায় অস্পষ্টরূপে কি যে বললেন প্রভু, তার অর্থও আমি বুঝতে পারিনি, ঠিক যেমন ঘুম থেকে উঠে লোকে বলে, ঘুমঘোরে কি যে ‘আমি বিলাপ করেছিলাম তার অর্থও আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আপনাকেই বিচার করে দেখুন,—এরূপ ভাব প্রকাশ করত সেই বক্তব্য পেশ করেছেন,—যথা—ভবতীনাং ইতি । তথায় আপাত-প্রতীত জ্ঞানপর প্রথম রহস্যময় অর্থ অর্থান্তর গোপনের জন্য প্রযুক্ত হলেও লোকরীতিতে বিরহজ চিত্তবৈকল্য উপশমকারীর মতো হল—ইহা স্বয়ং কৃষ্ণ বিচার করেই প্রয়োগ করেছেন ।—এই বিচার কি, তাই বলা হচ্ছে—“এই সংসারে মদগত চিত্ত মদভক্তিযুক্ত জনের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য শ্রেয় সাধন বলে গণ্য হয় না”—(শ্রীভা° ১১।২০ ৩১) ।—আরও “হে ভগবন্ ! আপনার পরম মনোহর যশই একমাত্র কীর্তনযোগ্য ও পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ । যে সকল কুশলী রসতত্ত্ববিৎ ভক্তগণ আপনার শ্রীচরণে শরণাগত, তাদেরকে যদি আপনি মোক্ষপদও দিতে চান, তথাপি তাঁরা উহাকে গ্রাহ্য করে না ।”—(শ্রীভা° ৩।১৫।৪৮) ।—এই ছুটি শ্লোকে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ ভক্তের পক্ষেও জ্ঞান ও তৎফলের হেয়তা ও শুদ্ধ মৎপ্রেম মাধুর্যের সর্বাতিগয়িতা স্ব-অনুভবেই নিশ্চয়কারিণী তাদের চিত্তে স্ফুরিত হয়ে থাকবে,—এরূপ বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত প্রেমানুভব প্রমানক-সিদ্ধান্তময় গোপীদের প্রতীতির নিমিত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যভাগে স্থাস্ত হল ।

অতঃপর তথাপি তাদের প্রথম অর্থে স্ফুর্তিমাত্র প্রতীতি হেতু সম্যংকণ্ঠাক্রেশ পরাকাষ্ঠা আশঙ্কা করে এই অবস্থায় তাঁদের দ্বারা অনুভূয়মান নিত্যলীলারূপ তৃতীয় অর্থ সত্ত্ব সামান্যতার কাজ করবে ।—সেই

অনুসন্ধানও আমার উপদেশ প্রভাবে তাঁদের হবে, এরূপ বিচার করেই নিরূপিত হল তৃতীয় অর্থ, এরূপ বুঝতে হবে।

তথায় ‘ভবতীনাং ইতি’ এই অর্থশ্লোক মুখ্য বাক্য, এর প্রথম অর্থ এইরূপ, যথা—আমার সহিত তোমাদের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। তথায় হেতু—সর্বাত্মনা—নিখিল বস্তুর উপাদানরূপে ও অন্তর্যামি রূপে আমি বিরাজমান।

অতঃপর দ্বিতীয় অর্থ—সর্বাত্মনা—বাইরেও অন্তরে সর্বত্রই সদা আমার ক্ষুর্তি হেতু, ‘সর্বাত্মনা’ জীবন-কারণ হেতু সর্বথা সর্বপ্রকারেই আমার সহিত বিচ্ছেদ নেই। উহাই সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে, যথা ইতি—যথা আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-মহী, এই পঞ্চমহাভূত যেরূপ চরাচর ভূতে কারণরূপে থাকে, সেইরূপ আমিও তোমাদের মন-প্রাণ-পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গুণ সকলের আশ্রয়রূপে তাতে বিরাজমান রয়েছি—তথায় ‘গুণাদি’ সৌশল্যাদি কিস্বা মনাদি, গুণবৃত্তি সমূহেরই আশ্রয়, কিস্বা সেই সকলেরই আশ্রয়স্বরূপ, বা তথাভূত আমি সেই স্থানে অবস্থান করত বিকাশ প্রাপ্ত হই।

অতঃপর তৃতীয় অর্থ—সর্বাত্মনা—সর্বপ্রকাশেই যে বিয়োগ আছে তা নয়। কিন্তু এক এই প্রাপঞ্চিক লোকের প্রকট (যা চোখে দেখা যায়) প্রকাশেই সম্প্রতি এই বিয়োগ। অতঃ সেই অপ্রকট প্রকাশে কিন্তু নিত্য সংযোগই আমার সহিত। এ কি করে সম্ভব? এরই উত্তরে, যথা আকাশাদি পঞ্চভূত স্ব স্ব কার্য বায়ু প্রভৃতিতে অপ্রকট প্রকাশে বর্তমানই থাকে, সেইরূপ আমিও সেই সেই অপ্রকট প্রকাশে বর্তমান রয়েছি। কি আকারে বর্তমান? এরই উত্তরে, ভবতীনাং—হে গোপীগণ তোমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি আশ্রয় করে যে আকারে বর্তমানে সেই শ্যামসুন্দর বেণুবিলাসিরূপেই অপ্রকট প্রকাশে বর্তমান। ইহা উক্তও রয়েছে, যথা—বৃন্দাবনে, মথুরায় ও দ্বারকায় নিত্যই কৃষ্ণের স্থিতি শোনা যায়। এর মধ্যে বৃন্দাবনে নিত্যস্থিতির কথা স্কন্ধপুরাণে এরূপ আছে, যথা—“শ্রীবৃন্দাদেবী কৰ্তৃক রক্ষিত, ব্রহ্মরূপাদি সেবিত, হরির অধিষ্ঠান ভূমি বৃন্দাবন নামক এক রম্য বন আছে। তাতে বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বালক-গণে পরিণত হয়ে বংশ ও বংশতরীংগণের সহিত সদা অর্থাৎ নিত্যকাল ক্রীড়া করে থাকেন।”—আরও পাদ্ম-পাতাল খণ্ডে—“যে বৃন্দাবনে কংস হস্তা শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-গোপীকা সঙ্গে নিত্যকাল ক্রীড়া করে থাকেন, সেই বৃন্দাবনীয় যমুনার জল যারা পান করে না, আহা সেই লোকদের কি অভাগ্য।” আরও বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে—“যমুনা জলের মহাতরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সদা অর্থাৎ নিত্যকাল ক্রীড়া কচ্ছেন।” আরও “এই রম্য বৃন্দাবনই কেবল আমার ধাম” এরূপে আরম্ভ করে “সর্বদেবময় আমি এই বন কখনও ত্যাগ করি না। এথায় দৃশ্য প্রকাশে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব-তিরোভাব হয়ে থাকে। অপ্রকট প্রকাশে এই রম্য বৃন্দাবন তেজোময়, চর্মচক্ষুর অদৃশ্য।” শ্রী-গোপালতাপনি ঋতিতে—“মরুৎগণের সহিত আমি পরমস্তুতি দ্বারা বৃন্দাবনের কল্পতরু মূলে সমাসীন গোবিন্দকে সদা অর্থাৎ নিত্যকাল পরিতুষ্ট করছি।” আরও “জন্মজরা-তীত ইনি স্থির, ইনি অচ্ছেদ্য, এই যিনি সূর্যে বিরাজমান, এই যিনি গোসমূহে অবস্থিত আছেন, যিনি

গোসমূহ পালনে সদা রত, যিনি গোপগণে পরিবৃত হয়ে নিত্য বিরাজমান ইত্যাদি।” মথুরায় নিত্য অবস্থিতি সম্বন্ধে আদিবরাহে—“অহো মথুরা অতি ধন্যা, যথায় শ্রীহরি নিত্য বিরাজমান আছেন।” পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে—“যে মথুরায় কংস হস্তা হরি নিত্য বিরাজমান, সেই মধুপুরি ধন্যা।” বায়ু পুরাণে উক্ত হয়েছে—“৪০ যোজনের মধ্যে মথুরা কথিত হয়েছে, যথায় সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি নিত্য বিরাজমান।” গোপালতাপনী ঋতিতে বর্ণিত আছে—“নিত্যকাল ব্রহ্মাদি সেবিত সেই রম্যা মথুরাপুরী শঙ্খ-চক্র-গদা-শাপ্প ও মুঘলাদিদ্বারা রক্ষিতা রয়েছে, যেখানে সেই শ্রীকৃষ্ণ শক্তিত্রয়ের দ্বারা বশীকৃত হয়ে রাম-অনিরুদ্ধ, প্রহ্লাদ, ও রুক্মিণীর সহিত সুখে সদা অবস্থিত।”—অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে—“সেই থেকেই মথুরা নিখিল যত্ববশীর্ণের রাজধানী, যেখানে রূপগুণলীলা মাধুর্যে সর্বমনোহর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নিত্য (প্রকট-অপ্রকটে) অবস্থান করেন।”—(শ্রীভা০ ১০।১।২৮)। দ্বারকায় নিত্য অবস্থিতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত—“হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ত্যাগ করলে সমুদ্র তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবানের গৃহ ভিন্ন সমস্তস্থল প্লাবিত করেছিল। সেই স্থানে ভগবান্ শ্রীমদুদ্দন নিত্য সন্নিহিত রয়েছেন। সেই শ্রীভগবদালয় স্মরণে অশেষ অন্তঃকর হই এবং ঐ স্থল সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ।” এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে কিন্তু কিছু বিশেষ আছে, যথা—“এক যত্নদেব কৃষ্ণের গৃহই প্লাবিত হয়নি”, আর প্লাবিত হয়নি কৃষ্ণের ত্রীড়ার স্থান।”—এ সম্বন্ধে সর্বত্র উদাহরণীয় “জয়তি জননিবাস” শ্লোকটি অর্থাৎ ‘জয়তি’ সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান রয়েছেন—এই পদে বর্তমান নির্দেশে বিশেষণের সহিতই কৃষ্ণের সার্বকালিকী স্থিতি ব্যক্ত করা হল, এবং দশমস্কন্ধবর্ণিত ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাস্থ সকল লীলারই নিত্য উক্ত হল।—(শ্রীভা০ ১০।৯০।৪৮—শ্রীবিষ্ণু টীকা)। স্মরণ্য সেই সেই স্থানে অর্থাৎ ব্রজ-মথুরা-দ্বারকায় কৃষ্ণের নিত্য স্থিতি রয়েছে। অথচ জন্মাদি লীলাতে গমনাগমনও শোনা যায়, তাই প্রকাশভেদেই উভয়বিধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।—উক্তার্থের দৃষ্টীকরণে—“যার অন্তর্বাহ্য নেই, পূর্বাপর নেই, এবং যিনিই জগৎ সেই, অব্যক্ত মর্হৈশ্বর্য মনুষ্যাকার ইন্দ্রিয়া-তীত কৃষ্ণকে”—(শ্রীভা০ ১০।৯।১৩) ইত্যাদি দামবন্ধন লীলা দৃষ্টান্তে, এবং যুক্তকণ লীলাদিতে শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতির অনুভূতিতেও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম-আকারের মধ্যেই বিভূত প্রকাশ (মা যশোদা ব্রজের সমস্ত রজ্জু এনেও কোমরের ছু অঙ্গুলি ফাঁক বন্ধ করতে পারলেন না) —এই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় এই এক কৃষ্ণে অসম্ভব কিছু নয়। তাঁর অচিন্ত্য শক্তি থাকা হেতু, আর তাঁর ‘শ্রুতেস্তত্ত্ব শব্দমূলভাৱ’ (শ্রীবংসুং ২।১।২৭ এই শ্রায়সম্মত হওয়া হেতু।—এইরূপে তাঁর বিরুদ্ধ শক্তি স্বীকৃত হলে অনেক স্থানাদি জুড়ে থাকার জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি ‘পিষ্টপেষিতা’ অর্থাৎ মর্দিত বস্তুকেই পুনরায় মর্দন। কিন্তু যুগপৎ মধ্যমত্ব-বিভূত প্রকাশিকা সেই অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই একই শ্রীবিগ্রহ অনেক রূপে প্রকাশ পায়। স্বচ্ছ পদার্থে অর্থাৎ জল বা আয়নাদিতে বিশ্বের মতো। কিন্তু এই উপমাতে নামমাত্র প্রবৃত্তি হওয়া হেতু সাক্ষাৎ স্পর্শাদি অভাব লক্ষণে, বিপরীত প্রভৃতি নিয়মে অর্থাৎ বিশ্ব নিয়ম দিকে তাকানো থাকলে প্রতিবিশ্ব উর্ব দিকে তাকানো অবস্থায় থাকা নিয়মে এবং বিশ্বের সীমাবদ্ধভাবে প্রতিবিশ্বতা। কৃষ্ণের সম্বন্ধে কিন্তু

স্বাভাবিক শক্তিতে প্রকাশ হওয়া হেতু স্পর্শাদি গুণ লক্ষণে উন্টা-সোজা যথেষ্ট উদয়-লক্ষণে এবং (বিশ্ব) কৃষ্ণ বিগ্রহের বিভূষে চিহ্নিত হয়ে অবিকল বিশ্বরূপই হয়, ইহাই বিশেষ। তন্মধ্যে কৃষ্ণের সেই সকল প্রকাশের সেই অচিন্ত্য শক্তিতেই পৃথক পৃথক ক্রিয়াদি হয়ে থাকে, অতএব যুগপৎ আবির্ভূত প্রকাশ ভেদ-আশ্রয়কারী বিগ্রহ সকলের চোক্ষের পলক পড়া না-পড়া ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে কোনও বিরোধ উঠানো যাবে না। অতএব বিভূ কৃষ্ণের এবং পরস্পর বিরোধী ক্রিয়া-আশ্রয়কারী সেই বিগ্রহগণের সেই সেই ক্রিয়া-কর্তৃত্ব যথার্থই।—এই যথার্থ বিষয়ে শ্রীভাগবতাদিতে বহু বহু বর্ণনা দেখা যায়, মুনিদের কায়বাহ (বিভিন্ন দেহে আত্মপ্রকাশন) সৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য নেই।—এ বিষয়ে তার অত্থা অনুপপত্তিও (অযুক্তি মহাও) প্রমাণ—এই প্রকার অভিপ্রায়েই (শ্রীভাঃ ১০।৬৯।২) শ্লোকে বলা হয়েছে—‘চিত্রং বতৈতদেকেন ইত্যাদি’ অর্থাৎ আত্মা একি বিচিত্র ব্যাপার, শ্রীকৃষ্ণ একই বপুর দ্বারা যুগপৎ একই সময়ে প্রাচীরাদি ঘেরা পৃথক পৃথক গৃহে ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করলেন। এখানে বপু একই প্রকার হলেও প্রকাশদের পৃথক পৃথক ক্রিয়া, সেই প্রকাশ সকলে পৃথক পৃথক ক্রিয়ার অধিষ্ঠানাদিভাব। তাদৃশ অত্থ সম্ভব নয়। সৌভরী প্রভৃতি মুনিও কায়বাহ করত যুগপৎ বহু রমণীর সহিত রমণ করেছেন, ইহা নারদের জানা, এই কায়বাহে পরস্পর বিরোধী ক্রিয়া হয় না, মূলবিগ্রহ যে ক্রিয়া করবে প্রকাশ-বিগ্রহও সেই একই ক্রিয়া হবে,—তাই নারদের এখানে বিশ্বয়, মথুরায় কৃষ্ণের ব্যাপার দেখে।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে সেই ‘প্রকাশ’ই কখনও ‘আত্ম’ শব্দে উক্ত হয়, আবার কখনও ‘রূপাদি’ শব্দে উক্ত হয়। যথা এই শ্লোকে ‘ন চ সর্বাঙ্গানা কচিৎ’ অর্থাৎ সর্বপ্রকাশেই যে বিয়োগ আছে তা নয়। অত্থ ‘কৃত্বা তাবন্তুমাঙ্গানং’ অর্থাৎ ‘যত গোপবধূ-গোপকন্যা তত সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করত।’ (শ্রীভাঃ ১০।৩৩।১৯)। আরও ‘তাবজ্রপধরং’ অর্থাৎ সকল গৃহেই পূর্ণ রূপেই (অংশ নয়, প্রকাশ ভেদের মধ্যে গণ্য হলেও পৃথক নয়) প্রকাশিত হয় ইত্যাদি।—(শ্রীভাঃ ১০।৫৯।৪২)।—আরও ‘কৃষ্ণেনেচ্ছা-শরীরিণা’ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণ।—তথায় নানা ক্রিয়াদির আশ্রয়স্থল হওয়ায় লীলারস পোষণের জন্যই সেই প্রকাশে অভিমান-ভেদ, ও পরস্পর অননুসন্ধান প্রায় স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করেন কৃষ্ণ, এও জানতে হবে। পরিকরগণ কৃষ্ণশক্তিময় হওয়া হেতু তাঁদের সম্বন্ধেও একরূপই জানতে হবে। শ্রীমন্তা-গবতে পরিকরগণের মধ্যেও যে প্রকাশ ভেদ আছে, তা দেখা যায়, যথা—কন্যাষোড়শ সহস্র বিবাহে শ্রীবল্লভদেব-দেবকী প্রভৃতিতে প্রকাশ ভেদ হয়েছিল। টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদাদিও বলেছেন—‘এর দ্বারা দেবক্যাди বন্ধুজনের সমাগমও এক সময়েই প্রতি গৃহেই যে হয়েছিল তা স্মৃতিত হল। সেই শ্রীকৃষ্ণও পরিকরগণে প্রকাশভেদে যে অভিমান ভেদ হয়, তা নারদদৃষ্ট যোগমায়া বৈভবে দেখা যায়। সেই সেই স্থলে কোথায়ও নারদ দেখলেন “দীব্যন্তম্, ইত্যাদি” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কোথাও নিজ মহিষী ও উদ্ধবের সঙ্গে অক্ষ ক্রীড়া করছেন, কোথায়ও বা পত্নীগণ কর্তৃক প্রত্যাখান-আসনাদি দ্বারা পরমভক্তিতে পূজিত হচ্ছেন।’—(শ্রীভাঃ ১০।৬৯।২১)। আবার অন্য কোথায়ও বা “কৃষ্ণ উদ্ধব প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত

মন্ত্রনায় রত, অন্য কোথায়ও বা উত্তম বরাদ্দনা ও অন্যান্য রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া কচ্ছেন।—(শ্রীভা० ১০।৬৯।২৭)। তথায় ভাব ভেদে অভিমান ভেদ লক্ষিত হয়ে থাকে।—‘এরূপ অবস্থায় আমি তথায় থাকি ইতি’ এবং যোড়ষসহস্র কণ্ঠ্যবিবাহ-কালে কোনও স্থানে দেবকীদেবী যখন কৃষ্ণের সম্মুখে কাজ করছিলেন, সে অবস্থায় কৃষ্ণদর্শন-সুখ হল, কৃষ্ণ চোখের আড়াল হলে তাঁর উৎকণ্ঠা হল। যথা যোগমায়া-বৈভবেই কোনও এক সময়ে উদ্ধবের সহিত সংযোগ কখনও আবার বিয়োগও হয়, ইহাই বিচিত্রতা।

এইরূপে তথায় প্রকাশ ভেদ হলে, সেই ভেদ হেতু অভিমান ভেদে ও ক্রিয়াভেদে উহা অবস্থিত হলে, সেই প্রকাশ দ্বিবিধ বলে জানতে হবে, যথা—‘প্রকট’ ও ‘অপ্রকট’। তথায় ‘প্রকট’ দৃশ্যমান প্রকাশ—ইহা প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ এই পৃথিবীকে ছুঁয়ে বর্তমান, সাধারণ লোকেরও দৃষ্টিগোচর হয়। ‘অপ্রকট’ চর্মচক্ষে অদৃশ্যমান (প্রকাশ) এই পৃথিবীতেই আছে কিন্তু একে না ছুঁয়ে,—শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টবিংশ অধ্যায়ে যে ধামকে গোলোক বলে দর্শিত হয়েছে, তা এই ভৌম শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশ বিশেষ, যা এই পৃথিবীর সাধারণ জনের চক্ষে অদৃশ্য। এই অপ্রকট প্রকাশে তৎকালে স্থিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটখা প্রকাশ বিশেষের সহিত এই গোপীদেরও অপ্রকট প্রকাশের সহিত মিলন রয়েছে। ভৌম শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট প্রকাশে স্থিত কৃষ্ণ সম্প্রতি মথুরা প্রকট প্রকাশে চলে গেলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশে কিন্তু ঐ গোপীদের প্রকট প্রকাশে কিন্তু বিরহ।—উহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলা হচ্ছে আলোচ্য শ্লোকে যথা ইতি। তথায় প্রথম অর্থে—আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত সকল যেমন বায়ু প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর অন্তরে উপাদান রূপে রয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় অর্থ—ভূতানি ভূতস্মু—কার্যরূপ আকাশাদি ভূত সকল যেমন কারণ রূপ মহাভূতকে আশ্রয় করে বর্তমান থাকে, তেমনই আমিও তোমাদের যে মনাদি, গুণনিচয় ও ধৈর্যাদি—সেই সকলের আশ্রয় অর্থাৎ মৎস্কূর্তক জীবন তোমাদের আশ্রয়। অতঃপর তৃতীয় অর্থ—ঐ যে বলা হল অপ্রকটে মিলন, প্রকটে বিরহ, তা কিরূপ? এরই উত্তরে, ‘যথা’—যথা আকাশাদি ভূত সকল স্ব স্ব কার্য বায়ু প্রভৃতিতে অপ্রকট অর্থাৎ অদৃশ্য প্রকাশে বর্তমান, সেইরূপ আমিও বৃন্দাবনে বর্তমান। কি আকারে বর্তমান? এরই উত্তরে তোমাদের মনাদি অবলম্বিত শ্রীমহুন্দর বেণুবিলাসি রূপে বর্তমান।

॥ ভী० ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্ণুস্বাথ টীকা : অত্র প্রথমোক্তানোপদেশরূপঃ সন্দেশঃ পরমবিজ্ঞান প্রতি তৎ প্রেমগোহিতার্থধর্মীয়ঃ মহাবলবন্তুতাপনার্থকঃ মন্দধিয়ঃ প্রতি তৎপ্রেমমাহাত্ম্যাচ্ছাদনার্থকশ্চ,—তথাহি ময়া গোপীভ্যো দাতুমুদ্বদ্বারা জ্ঞানামৃতং প্রেষিতং তদপি তা সাং প্রেমায়িং নির্বাণয়িতুমসমর্থং প্রত্যুত তত্তা-পেনৈবালীড় বভূবেত্যাহো তা সাং প্রেমপ্রাবলাং মম নো যোগেশ্বরেণ ময়া প্যাপদিত্তো জ্ঞানযোগো বৈয়র্থ্যমগাৎ। যথা রাসারম্ভে কর্মযোগ ইত্যন্তরঙ্গবিজ্ঞভক্তান্ প্রেমং প্রাবলাং প্রকাশয়ামাস। মহাপ্রেমবতীষপি গোপীষু সর্বহিতকারিণা পরমেশ্বরেণ মোক্ষসিদ্ধার্থং জ্ঞানোপদেশঃ কৃত ইত্যান্যান্ পণ্ডিতস্বন্যান্ মন্দধিয়ঃ প্রতি প্রেমগো মাহাত্ম্যমাচ্ছাদয়ামাস। পরমরহস্যহাদিত্যেবং ভক্তবিধুবান্ প্রেমামৃতস্ত প্রদানেন পুষ্পাতি।

অভক্তাংস্তু সুরাপ্রদানেন বঞ্চয়তীত্যভয়মেব মোহিনী সধর্মণঃ শাস্ত্রস্তাস্ত্র প্রয়োজনং জ্ঞেয়ম্ । অথ প্রকৃত-
 মনুসরামঃ । ভগবান্নুবাচ্যেত্যানুবাকাম্ । তত্রোবাচেতি লিটা মহাপ্রেমবতোহপি মৎপ্রভোরৈতাদৃশবচনস্ত্র
 প্রয়োজনং মম তুর্গমতাং পরোক্ষমেবেতি জ্ঞাপিতম্ । ভবতীনাং মে ময়া সহ সদা বিয়োগো নাস্ত্যেব কথং
 রুদিহা রুদিহা মতুর্মীশ্বে ইতি ভাবঃ । কৃতঃ সর্বেষাং আত্মনা পরমাত্মনা । অহং হি পরমাত্মা ভবামি
 অত্র সর্বশাস্ত্রানি সর্বে গর্গাদয়ো মুনয়শ্চ, বরুণাদয়ো দেবশ্চ প্রমাণং তস্মাৎ পরমাত্মরূপেণ ভবতীনাং দেহে-
 স্বহং বতে' এবত্যতো ময়া সহ সদা সংযোগ এবেতি ভাবঃ । অত্র চ যথা রাসারম্ভে ধর্মোপদেশবাকোষ-
 পাভাস্তরী শৃঙ্গারকথা সোপালম্ভনদোষনিবৃত্তার্থা স্থাপিতা । তথাহি দিনান্তরে ভো কৃষ্ণ ! কামুকশিরো-
 মণে, হুয়া রাসকেলিদিনে কথমস্মাস্থ ধর্মোপদেশঃ কৃত ইতি প্রেয়সীভিঃ সোপালম্ভমুক্তে সতি ভো অবিদ্যাঃ
 ময়া তু তদ্দিনে সন্তোগকৃত্যোপদেশ এব কৃতঃ কথং মুক্খাভির্ভবতীভিঃ ধর্মোপদেশ এবাবধারিত ইত্যুক্তা
 “রজশ্বেষা ঘোররূপে”তাদি বাক্যানাং সন্তোগকথারূপং দ্বিতীয়মর্থং কৃষ্ণো ব্যাচষ্টে স্ম । তথৈব সুদূরপ্রবা-
 সাস্তে ভাবিনী সংযোগে ভোঃ প্রাণনাথ, কথমস্মাস্থ মহাবিরহিণীষূদ্ধবদ্বারা হুয়া জ্ঞানোপদেশঃ কৃত ইত্যা-
 ভির্গোপীভির্ভবতীনাং ভোঃ অবিদ্যাক্ষাঃ, ময়াতুদ্ধবদ্বারা প্রেমরীত্যাপদেশ এব কৃতঃ । কথং যুগ্মাভিজ্ঞানো-
 পদেশ এবাবধারিত ইত্যুক্তা ‘ভবতীনাং বিয়োগো মে’ ইত্যাদি বাক্যানাং দ্বিতীয়ং প্রেমরীতিময়মর্থং
 ব্যাখ্যাস্ত্রীত্যত এতেষু বাক্যেষু বর্তমান এব দ্বিতীয়ঃ প্রেমরীতিময়োহর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ । স যথা ভবতীনাং
 ময়া সহ বিরহো ন সর্বেষাং আত্মনা কিস্তে কেন দেহেনৈব আত্মশব্দস্য দেহ-জীব-মনোবুদ্ধিব্যচিহ্নাং প্রেমা হ্যত্ম
 ধর্ম এব মমাত্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াদয়ো ভবতীষেব স্থিতাঃ কেবলমেকো দেহ এব ময়া মথুরামানীতঃ । ভবতীনামপ্যাত্ম-
 মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদয়ো মযেব বর্তন্তে কেবলং দেহা এব তত্র ব্রজে স্থিতাঃ । কিস্ত্বহং সর্বশাস্ত্রেষু সর্বৈঃ প্রেমাধীন
 এব নিরূপিতঃ । অতএব প্রেমি মম নাস্তি স্বাতন্ত্র্যম্ । প্রেমবতামস্মাকং পরম্পরদেহবিচ্ছেদ এব বিপ্র-
 লম্ভস্তমারুহ প্রেমা সম্প্রত্যতিবর্ধিতুমিচ্ছতি । অতো ময়া সোৎকর্ষেণাপি স্বদেহঃ কথং সাম্প্রতং ব্রজমানেতুং
 শক্যঃ, কিন্তু স এব প্রেমা স্বাভীষিতাং বন্ধি প্রাপ্য বিপ্রলম্ভং দর্শয়িত্বা যদা সন্তোগভূমিকামারোক্ষ্যতি
 তদৈব ময়া তদধীনেন স্বদেহো ব্রজমানেতব্য ইতি দেহেনাপি বিয়োগোইপযাস্ত্রীত্যতি ভাবঃ । কিস্ত্বহং
 উপাদানকারণত্বাদপি সর্বভূতেষু বতে' এবত্যাহ, - যথেনি । ভূতেষু চরাচরেষু ভূতানি মহাভূতানি ।
 তাত্বেব কানীত্যত আহ, খমিতি । বায়ুগ্নি বায়ুসহিতোইগ্নি যথা বতে' তথৈবাহং মন আদীনি কার্যাপি
 গুণাস্তেষাং কারণং সর্বেষামপি পরমকারণত্বেনাশ্রয়ঃ । তত্র তত্রানুগতো বতে' এবত্যর্থঃ । গোপী পক্ষে—মাং
 সদা প্রেয়া ধ্যায়ন্তীনাং ভবতীনাং মনঃ-প্রাণ-বুদ্ধীরিন্দ্রিয়গুণান্ শব্দাদীংশ্চ অহং আশ্রয়ামীতি । সঃ আশ্রিত্য
 তত্র তত্র স্কুরনৈবাহং সদা বতে' ইত্যর্থঃ ॥ বি० ২৯ ॥

২৯। জীবিশ্বনাথ টীকাবৃত্তাদ : এই শ্লোকে প্রথমে জ্ঞান-উপদেশরূপ বার্তা পরম বিজ্ঞ
 জন প্রতি—ইহা প্রেমের অন্য সবকিছু ধর্মণীয় মহাবলবস্থা জ্ঞাপনের জন্ত, এবং মন্দবুদ্ধি জনের প্রতি সেই
 প্রেমমাহাত্ম্য আচ্ছাদনের প্রয়োজনে । দেখ না, উদ্ধব-দ্বারা আমি গোপীদিগকে জ্ঞানামৃত পাঠালাম,

তা তাদের প্রেমায়িত্ব নির্বাপন করতে সমর্থ হইল তো নাই, প্রত্যুত সেই প্রেমায়িত্বাপে ঐ জ্ঞানামৃতই ভুক্ত হয়ে গেল।—অহো তাদের প্রেম-প্রাবল্য, যেহেতু মনোযোগেশ্বর আমার দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞানযোগও ব্যর্থ হয়ে গেল। যেমন রাসারম্ভে, কর্মযোগ উপদেশ অন্তরঙ্গ বিজ্ঞ ভক্তদের কাছে প্রেমের প্রাবল্য প্রকাশ করেছেন। মহাপ্রেমবতী হলেও গোপীগণের প্রতি সর্বহিতকারী পরমেশ্বর মোক্ষসিদ্ধির জন্তু জ্ঞানোপদেশ করেছেন, অথ পণ্ডিতমন্য মন্দবুদ্ধি জনদের প্রতি প্রেমের মাহাত্ম্য আচ্ছাদন করেছেন,—পরম রহস্য হওয়া হেতু। এইরূপে ভক্তবিদ্বৎ জনদিকে প্রেমাবৃত প্রদানে পালন করছেন, আর অভক্তজনদের সুরা প্রদান করে বঞ্চনা করছেন, উভয়ই মোহিনী-সমধর্মী এই শাস্ত্রের প্রয়োজন, এরূপ বুঝতে হবে।

অতঃপর প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করছি—ভগবান্ উবাচ—‘কৃষ্ণ বলেছিল’—ইহা উদ্ধবের বাক্য। তাই শ্লোকে ‘উবাচ’ পদে অতীত কালের নির্দেশ। মহাপ্রেমবান্ হলেও আমার প্রভুর এতাদৃশ বচনের প্রয়োজন আমার পক্ষে দুর্গম হওয়ার কারণে পরোক্ষে অর্থাৎ অস্পষ্টতা রক্ষা করেই জানানো হল। ভবতীনাং—হে গোপীগণ, তোমাদের স্নেহ—আমার সহিত নিত্যকাল কখনও বিয়োগ অর্থাৎ বিরহ নেই, তাহলে কেন কেঁদে কেঁদে মরতে চেষ্টা করছ, এরূপ ভাব। সর্বাঙ্গনা—সকলের আত্মার অর্থাৎ পরমাঙ্গার সহিত যে নেই তাতে আর বলবার কি আছে? আমিই সেই পরমাঙ্গা, এ বিষয়ে সর্বশাস্ত্র, গর্গাদি সকল মুনি ও বর্ণগাদি দেবতাসকল প্রমাণ। সুতরাং পরমাঙ্গারূপে তোমাদের দেহের মধ্যে সদা আমি বিরাজমান। তাই আমার সহিত সদা সংযোগ রয়েছে, এরূপ ভাব। এখানেও কৃষ্ণের প্রেরিত বক্তব্যে রাসারম্ভের মতো ধর্মোপদেশ বাক্যেও অন্তর্নিহিত শৃঙ্গার-কথা স্থাপিত হয়েছে স্বনিন্দা দোষ পরিহারের জন্য।—এই যেমন রাসারম্ভ-বাক্যে—ওহে কৃষ্ণ কামুকশিরোমণে! তুমি রাসকেলি দিনে আমাদিকে কেন ধর্মোপদেশ করেছ?—প্রেয়সীগণ দিনান্তরে এরূপ তিরস্কারসূচক কথা বললে তার উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—ওহে অবিদুষিগণ আমি তো সেদিন সন্তোষকৃতাই উপদেশ করেছিলাম। কি করে মুখী তোমরা ধর্মোপদেশ বলে নিশ্চয় করলে?—এই কথা বলে ‘রজন্যোষা ঘোররূপা’ (রাসের ১৯ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য সকলের সন্তোষ কথারূপ দ্বিতীয় অর্থ করে কৃষ্ণ শুনালেন। এই একই প্রকারে সুদূর প্রবাসান্তে ভাবী-সংযোগ বিষয়ে গোপী-উক্তি—ওগো প্রাণনাথ, মহাবিরহিণী আমাদের কাছে উদ্ধবদ্বারে তুমি কি করে জ্ঞানোপদেশ করলে।—গোপীগণ এইরূপ যদি বলেন, সেই আশঙ্কায় কৃষ্ণ বলছেন, ওহে অবিদ্বান্,—আমি উদ্ধবদ্বারা প্রেমরীতিই তো উপদেশ করেছি, তোমরা কি করে জ্ঞান-উপদেশ বলে নির্ণয় করলে। এইরূপ বলে ‘ভবতীনাং বিয়োগ মে’ অর্থাৎ আমার সহিত তোমাদের কখনও বিচ্ছেদ হয় না, ইত্যাদি বাক্যের দ্বিতীয় প্রেমরীতিময় অর্থ ব্যাখ্যা করা হবে—অতএব এই সব বাক্যের বর্তমান প্রয়োগ ধরেই দ্বিতীয় প্রেমরীতিময় অর্থ ব্যাখ্যা করণীয়।—সেই ব্যাখ্যা এইরূপ, যথা—আমার সহিত তোমাদের বিরহ ‘সর্বাঙ্গনা’ অর্থাৎ সকল দেহে নয়, কিন্তু এক দেহে।—আত্মশব্দ দেহ-জীব-মন-বুদ্ধি বাচী হওয়া হেতু। প্রেমাই আত্মধর্ম, এ সুনিশ্চিত। আমার ‘আত্ম’ অর্থাৎ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি তোমাদের

আত্মন্যোবাতুনাতুনং সৃজে হন্যানুপালয়ে।

আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥ ৩০ ॥

৩০। অর্থঃ : [ননু কারণত্বে সর্বানুগতত্বে চ কার্য-কারণভেদঃ স্মাদত আহ অহম্] আত্ম-মায়ানুভাবেন (স্বস্ম মায়াক্রিয়বলেন) আত্মনি (স্বস্মিন্বেব) ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা (ভূতানি চ ইন্দ্রিয়ানি চ গুণাশ্চ 'তদাত্মনা' তৎস্বরূপ ভূতেন) আত্মনা (স্বেনৈব উপাদানেন) আত্মানং সৃজে (সৃজামি—প্রকটয়ামি) হস্মি (অন্তর্ধাপয়ামি) অনুপালয়ে (চিরকালং ব্যাপ্য সম্বধ'য়ামি)।

৩০। শ্লোচানুবাদঃ : আমি নিজের মায়াক্রিয় বলে নিজ আধারেই ভূত-ইন্দ্র-গুণস্বরূপ নিজের দ্বারা নিজেতেই সৃষ্টি, পালন ও সংহার সাধন করছি।

গোপীপক্ষে : তোমাদের মনে যোগমায়া প্রভাবে অঙ্গ-ইন্দ্রিয়-চক্ষু-গুণাদির সহিত নিজেকে আবির্ভাব করিয়ে থাকি সন্তোগ লীলার জন্ত, মূর্ত্তকাল উহা ধরে রাখি, অতঃপর অন্তর্ধান করিয়ে দেই।

সান্নিধ্যেই রয়েছে। কেবলমাত্র-এক দেহই আমার দ্বারা মথুরায় আনীত হয়েছে। তোমাদেরও 'আত্ম' অর্থাৎ মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি আমার সান্নিধ্যেই মথুরায় রয়েছে, কেবল দেহই তথায় ব্রজে পড়ে রয়েছে। কিন্তু আমি সর্বশাস্ত্রে সকলের দ্বারা প্রেমাদীন বলে নিরূপিত। অতএব প্রেমের কাছে আমার স্বাধীনতা নেই। অতএব প্রেমবতা আমাদের পরম্পর দেহবিচ্ছেদেই বিপ্রলম্ব (বিরহ); এই বিরহ দশায় আরুহ্য প্রেমা সম্প্রতি অতিশয় বেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে। অতএব উৎকণ্ঠায় আকুল হলেও আমি কি করে এখন নিজ দেহ ব্রজে নিয়ে আসতে পারি, বলতো। কিন্তু সেই প্রেমাই স্বাভীপ্সিত বুদ্ধি লাভ করত বিপ্রলম্ব দশা দেখিয়ে যখন সন্তোগ ভূমিকায় আরোহণ করবে, তখনই আমি এর অধীন দেহ ব্রজে আনতে সমর্থ হব।—এইরূপে দেহের সহিত বিচ্ছেদও অপগত হবে, এরূপ ভাব। কিন্তু আমি উপাদান-কারণ হওয়া হেতুও সর্বভূতে বর্তমান থাকি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যথা ইতি। যথা ভূতস্ম ভূতানি—যেমন চরাচর ভূতে মহাভূত থাকে তদ্রূপ অর্থাৎ 'খম্' আকাশ, বায়ুগ্নি—বায়ু সহিত অগ্নি, জল, পৃথিবী নামক মহাভূত সমূহ যথা চরাচর—জঙ্গম ও স্থাবর ভূতে থাকে, সেইরূপ আমি মনাদি-কার্যসমূহ, 'গুণা' তাদের কারণ সবকিছুরই পরম কারণ হওয়া হেতু আশ্রয়। অর্থাৎ সেই ভূতে সদা বিরাজমান থেকে পরিস্ফুর্তি প্রাপ্ত হই। গোপীপক্ষে, আমাকে সদা প্রেমে ধ্যানকারিণী তোমাদের মন-প্রাণ-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহ এবং শব্দাদি বিষয় সকল আশ্রয় করত তথায় তথায় উজ্জ্বল রূপেই সদা আমি বর্তমান থাকি ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ. ভো. টীকা : আত্মন্যোবেতি। তত্র প্রথমার্থঃ—নন্যেকস্তোপাদানত্ব-মন্তর্ধামিহ চ চূর্ষটং, ঘটাদৌ মৃত্তিকাদেরন্তর্ধামিহাসম্ভবাৎ। মতান্তরেইপ্যুপাদানরূপাণাং পরমাণুনাং চেতনানামন্য এব চেতন ঈধরন্তুনিয়ামকঃ। তত্রাহ—আত্মন্যোবেতি, আত্মন্যোবাধিষ্ঠানে আত্মনা নিমিত্তেন

আত্মানমুপাদানরূপং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ানাং, ভূতরূপেণেন্দ্রিয়রূপেণ গুণরূপেণ জীবরূপেণ চ সৃজামি প্রকটয়ামি ।
 বুদ্ধীন্দ্রিয় ইতি পাঠে ভূতান্যুপলক্ষণীয়ানি । নবাত্মা যথেষ্ট এব, তস্মাদধিষ্ঠানাদিভ্যঃ যুগপৎ কথং সিধ্যতীতি
 আশঙ্ক্য সর্ববিশঙ্কানিরাসার্থমাহ—আত্মমায়ানুভাবেন অচিন্ত্যশক্তিশ্রুতপ্রভাবেণ, ‘শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ’ (শ্রী৩০
 সূ० ২।১।২৭) ইতি ত্রায়েন চিন্তামণ্যাদিষপি তাদৃশত্বদর্শনেন চেতি ভাবঃ । দ্বিতীয়া যথা—ননু সত্যমস্মান্মু
 তথৈব তং স্ফুৰসি, ত্বয়ি তু ন বয়ম্ ; সংযোগো নাম চ স্বপ্নাদিব্যতিরিক্তং মিথো মিলনমেব, তত্রাহ—আত্মনি
 চিন্তে নির্বিবকারেহপি আত্মনা মনসা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকেন আত্মনাং প্রযত্নঃ ভবৎসংযোগবিলাসাত্মকমেকং সৃজে
 ক’রামি । ‘আত্মা দেহমনোব্রহ্ম-স্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু । প্রযত্নে চ’ ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ । ন কেবলং সৃজে,
 অনুপালয়ামি চিরকালং ব্যাপ্য সংবর্দ্ধয়ামি চ, তথা হিম্মি বিলাসান্তরার্থং তং দূরীকরোমি চ । এবমস্মদপি
 জানীতেত্যর্থঃ । কীদৃশেনাত্মনা ? আত্মনঃ স্বস্ত্র মায়া ভবতীষু দয়া আত্মনি স্বস্মিন্ ভবতীনাং বা দয়া,
 তস্মা অনুভাবঃ প্রভাবো যত্র তাদৃশেন ; পুনঃ কীদৃশেন ? ভূতানি সিদ্ধানি সাক্ষাৎ স্থিতাত্মেব ইন্দ্রিয়াণি
 চক্ষুরাদীনি গুণা রূপাদয়ঃ, আত্মনোইহঙ্কারাস্পাদানি চ যত্র তাদৃশেন । বুদ্ধীতি পাঠে, ননু মনোরথমাত্রমিদং
 ভবতঃ কথং সত্যং স্মাৎ ? তত্রাহ—বুদ্ধিগুণা বিবেকাদয়ঃ, ইন্দ্রিয়গুণা দর্শনাদয়শ্চ, আত্মনস্তদাত্মতাং প্রাপ্তা
 যত্র তাদৃশেন বিচারসিদ্ধ-প্রত্যক্ষসম্বলিতেনেত্যর্থঃ । তস্মাদ্ভয়-মুভবাদ্বিঃপ্রতীতিকোইয়ং বিয়োগো নাদর-
 নীয় । ইতি ভাবঃ । তৃতীয়া যথা—ননু তথা তথা প্রকাশঃ কথং সম্ভবতি ? তত্রাহ—আত্মনি বিগ্রহ-
 স্বরূপেইধিষ্ঠানে আত্মনা তেনৈব করণভূতেনাত্মনাং তৎপ্রকাশবিশেষং সৃজে, তদাত্মনাং সৃজামাহম্’ (শ্রীগী
 ৪।৭) ইতিবদাভির্ভাবয়ামি । অনুপালয়েইভীষ্টলীলাপর্য্যন্তং রক্ষামি, হিম্মি তদবসানেইন্তুর্ধাপয়ামি । ননু
 কথং তেনৈব সৃজসি ? তত্রাহ—আত্মমায়্যা অচিন্ত্যশক্তিস্তস্মা অপ্যানুভাবো যত্র, তাদৃশেন তেন । পুনঃ
 কীদৃশেন ? ভূতানি নিত্য-সিদ্ধানি ইন্দ্রিয়াণি, গুণা রূপাদয়শ্চ, আত্মা স্বরূপঞ্চ যস্ত তাদৃশেন, বুদ্ধীতি
 পাঠে বুদ্ধয়োহন্ত করণানি চ ইন্দ্রিয়াণি চ গুণাশ্চ আত্মনঃ স্বরূপভূতাত্মেব যত্র তাদৃশেন । অতস্তত্র তত্র
 প্রকাশমাত্রমেব স্মাৎ, ন তু বিকার ইতি ভাবঃ ॥ জী० ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ० ভো० টীকানুবাদঃ : এ শ্লোকের প্রথম অর্থ : পূর্বপক্ষ, একেরই উপাদানত্ব
 ও অন্তর্ধ্যামীত্ব দুর্ব্বট । ঘটের উপাদান মৃত্তিকাদির ঘটে অন্তর্ধ্যামীত্ব অসম্ভব হওয়া হেতু । মতান্তরেও উপা-
 দানরূপ অচেতন পরমাণু সমূহের অন্য চেতন ঈশ্বরই সেই নিয়ামক । এই পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা হচ্ছে—
 আত্মানোব্যেতি—আত্মা রূপ অধিষ্ঠানেই আত্মারূপ নিমিত্তের দ্বারা উপাদান রূপ আত্মাকে ভূতেন্দ্রিয়
 গুণাশ্রয়ানাং—ভূতরূপে, ইন্দ্রিয়রূপে, গুণরূপে ও জীবরূপে সৃজে—প্রকাশ করি । পাঠ দু প্রকার
 ‘ভূতেন্দ্রিয়’ ও ‘বুদ্ধীন্দ্রিয়’ পাঠে ভূত অর্থেরই সূচক । পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আত্মা তো এক অর্থাৎ অভিন্ন
 তত্ত্ব।—তার অধিষ্ঠানাদিভাব যুগপৎ কি করে সিদ্ধ হতে পারে, এরূপ আশঙ্কার উত্তরে সর্ব আশঙ্কা
 নিরসরণের জন্য বলা হচ্ছে—আত্মমায়ানুভাবেন—অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সিদ্ধ হতে পারে ।—‘শ্রুতেস্ত
 শব্দমূলত্বাৎ’ (শ্রী৩০ সূ० ২।১।২৭) এই ন্যায়ে, এবং চিন্তামনি প্রভৃতিতেও তাদৃশভাব দর্শন হেতু ।

দ্বিতীয় অর্থ—পূর্বপক্ষ, রাধার মনে যেন প্রশ্ন উঠছে।—সত্যই আমাদের মনে তুমি তদ্রূপই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হও। তোমার মনে কিন্তু আমরা স্ফূর্তি প্রাপ্ত হই না। স্বপ্নাদি বিনাই পরস্পর মিলনকে সংযোগ বলে। এরই উত্তরে কৃষ্ণ—আত্মনি—নির্বিকার হলেও সেই চিত্তে আত্মতা—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা আত্মাত্ম—[আত্মা=দেহ] তোমাদের সহিত বিলাসাত্মক এক সংযোগের দেহ সৃজে—[‘আত্মা, দেহ মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও প্রযত্ন—বিশ্বপ্রকাশ]। কেবল যে ‘সৃজে’ তাই নয়। অনুপলভ্যে বহু কাল ব্যাপিয়া ঐ সংযোগ বুদ্ধি প্রাপ্ত করিয়ে থাকি, তথা হিন্মি—অন্য এক বিলাসের প্রয়োজনে উহাকে তফাৎ করে দি। এইরূপ অন্য সম্বন্ধেও জানতে হবে। কীদৃশ ‘আত্মনা’ আত্ম-ময়্যাবুভাবেন—‘আত্মমায়া’ নিজের প্রতি দয়া বা ‘আত্মনি’ নিজের প্রতি তোমাদের দয়া। সেই দয়ার অনুভাবের প্রভাব যাতে তাদৃশ ‘আত্মা’ দ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা সৃজনাди করে থাকি। পুনরায় কীদৃশ ভূতৈজিয়গুণাত্মনা—‘ভূতানি’=সিদ্ধানি অর্থাৎ সাক্ষাৎ স্থিত ‘ইন্দ্রিয়’ চক্ষুরাদি, ‘গুণা’ রূপাদি ‘আত্মনঃ’ অহঙ্কারাস্পদ বস্তুসমূহ যথায় তাদৃশ ‘আত্মা’ অর্থাৎ মনের দ্বারা মিলন সৃজনাди করে থাকি। বুদ্ধীজিয়গুণাত্মনা—[এই পাঠ ধরে ব্যাখ্যা] যদি বলা হয়, ‘সৃজে অনুপালয়ে ইত্যাদি’ বা বললে, এ তোমার মনোরথ মাত্র, এ যে সত্য হবে, তার নিশ্চয়তা কি? এরই উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন—‘বুদ্ধিগুণা’ বিবেকাদি, ‘ইন্দ্রিয়গুণা’ দর্শনাদি তদাত্মতা প্রাপ্ত যথায় তাদৃশ বিচার সিদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞাত জ্ঞানবিশিষ্ট মনের দ্বারা তোমাদের সহিত সংযোগের প্রযত্ন করে থাকি, তাই সত্যই হবে। সুতরাং উভয়বিধ অনুভব হেতু আপাত দৃষ্ট এই বিয়োগ আদরনীয় হতে পারে না, এরূপ ভাব।

তৃতীয় অর্থঃ যদি প্রশ্ন উঠে সেই সেই প্রকাশ কি করে সম্ভব হয়? আত্মনি—বিগ্রহস্বরূপ অধিষ্ঠানে আত্মতা—সেই কারণভূত আত্মা দ্বারাই আত্মাত্ম—সেই প্রকাশ-বিশেষ সৃজন করি অর্থাৎ আবির্ভূত করিয়ে থাকি।—গীতার ৪।৭ শ্লোকবৎ, যথা—“যখন ধর্মের গ্লানি হয়, এবং অধর্মের প্রাভুত্ব হয় তখন আমি আপনকে সৃজন করি।—অর্থাৎ তদা আমি আপনকে প্রকট করি।” অনুপলভ্যে অতীষ্ট লীলা পর্যন্ত রক্ষা করি। হুয়ি—সেই লীলা অবসানে আনুধ্যান করিয়ে দি। যদি বলা হয়, কি করে ‘আত্মা’ দ্বারাই সৃজন কর। এরই উত্তরে আত্মমায়া—অচিন্ত্য শক্তির অনুভাব যথায় তাদৃশ আত্মমায়া দ্বারা। পুনরায় কীদৃশ? ভূতৈজিয়গুণাত্মনা—‘ভূতানি’ নিত্যাসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গণ, ‘গুণা’ রূপাদি, আত্মা ও স্বরূপ যার তাদৃশ আত্মা অর্থাৎ মনের দ্বারা সৃজন করি। ‘বুদ্ধীজিয়গুণাত্মনা’ এই পাঠে ‘বুদ্ধি’ অন্তঃকরণসমূহ, ইন্দ্রিয় ও গুণ ‘আত্মনঃ’ স্বরূপভূতসমূহ যথায় তাদৃশ মনের দ্বারা সৃজন করি। সেই সেই স্থলে প্রকাশ মাত্রই হয়। এ বিকার নয়, এরূপ ভাব ॥ জী. ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ কীঞ্চাহমেব কর্তা অধিকরণং কর্মচেত্যাং—আত্মানোবাধিষ্ঠানে আত্মনৈব কারণেন আত্মানমেব জগদ্রূপং সৃজে সৃজামি। নহু তং সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। জগদিদং ততো ভিন্নং প্রতীয়তে তত্রাহ,—আত্মনো মম যা মায়া শক্তিস্তুত্বা অনুভাবঃ কার্যং তেন ভূতাত্মানা সৃজামি।

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোহগুণাশ্রয়ঃ ।

সুষুপ্তি-স্বপ্নজাগ্রতির্মায়াবৃত্তিভিরীযতে ॥ ৩১ ॥

৩১। অশ্রয় : জ্ঞানময়ঃ ব্যতিরিক্তঃ (বিশেষণ গুণাদিভ্যঃ অতিরিক্তঃ) [অতঃ] অগুণাশ্রয়ঃ (ন গুণেষু 'অদ্বৈতি' অল্পগতো ভবতীতি তথাভূতঃ) আত্মা [তু] শুদ্ধঃ [স তু] সুষুপ্তি-স্বপ্নজাগ্রতিঃ মনোবৃত্তিভিঃ দীযতে (প্রতীয়তে) ।

৩১। ঘুলানুবাদ : যদি বলা হয়, তা হলে তোমার নিজ স্বরূপ এই জগতের লোকে কি করে জানতে পারবে? এরই উত্তরে কৃষ্ণ, আমার স্বরূপ গুণাতীত আন্তর্যামী বলে আখ্যাত, সর্বত্র অনুভূত, এই আশয়ে শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

মায়াতীত চিন্ময়, গুণ সম্বন্ধহীন, স্বতন্ত্র পরমাত্মা সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগরণাদিরূপ মায়িক মনোবৃত্তি নিবন্ধন সর্বজনের অল্পমানের বিষয়ীভূত হন ।

গোপীপক্ষে : জ্ঞানময় আমি মথুরায় থাকলেও তোমাদের বিষয়ে অতিশয় সচেতন । কখনও তোমাদের ভুলি না । মথুরায় থাকলেও মথুরা রমণীদের সঙ্গ করি না, ও দোষ রহিত । কারণ তোমাদের বিরহে অবসাদগ্রস্ত । আমি তোমাদের সৌন্দর্য-মধুরকটাকাদি নিরন্তর অনুভব করি । আমিও তোমাদের দ্বারা সদা অনুভূত হই, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত অমস্থায় ।

তস্মা মদহিরঙ্গশক্তিহাজ্জগতোইশ্ব মদ্রূপং, নতু মৎস্বরূপত্বমিতি ভাবঃ । পক্ষে ভবতীনাং আত্মনি মনসি আত্মনা প্রযত্নেন আত্মনাং স্বং সৃজাম্যবিভাবয়ামি সন্তোগাদিলীলার্থং মুহূর্তং অনুপালয়ামি । ততো হন্মি অন্তর্ধাপয়ামি । কেন প্রযত্নেন আত্মমায়াপ্রভাবেন যোগমায়া-প্রভাব এব মম প্রযত্ন ইতি ভাবঃ । আত্মনাং কথন্তুতম্ । ভূতাত্মানি ইন্দ্রিয়ানি চক্ষুরাদীনি গুণাঃ সৌন্দর্য-মাধুর্য-বৈদগ্ধ্যাদয়ঃ । আত্মনা বুদ্ধাদয়স্তেবাং দ্বন্দ্বৈক্যং তেন সহিতম্ ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদ : আরও আমিই কর্তা, অধিকরণ (আশ্রয় স্থল) ও কর্ম । আত্মব্যোবাত্মবাত্মনং সৃজ—আত্মারূপ অধিষ্ঠানে (আধারে) আত্মারূপ কারণের দ্বারা আত্মাকেই জগৎ-রূপে সৃজন করি । যদি বলা হয় তুমি সচ্চিদানন্দরূপ, এই জগৎ তোমা থেকে ভিন্ন প্রতীয়মান হচ্ছে, এরই উত্তরে আত্মমায়াবৃত্তাবেন—আত্মা আমার যে মায়াশক্তি, তার 'অনুভাবঃ' (কার্য), উহা দ্বারা নিজেই ভূতাদি সৃজন করি । ঐ মায়া বহিরঙ্গ শক্তি হওয়া হেতু এই জগৎ আমার রূপ (মূর্তি), কিন্তু আমার স্বরূপ নয় ।

গোপীপক্ষে—তোমাদের 'আত্মনি' মনে 'আত্মনা' নিজের প্রযত্নে 'আত্মনাং' নিজেকে 'সৃজামি'—আবির্ভাব করিয়ে থাকি, সন্তোগ লীলার জন্ত, মুহূর্তকাল 'অনুপালয়ে' ধরে রাখি । অতঃপর 'হন্মি'—অন্তর্ধান করিয়ে দি । কোন্ প্রযত্নে? এরই উত্তরে, 'আত্মমায়াপ্রভাবে'—যোগমায়া প্রভাবই

আমার প্রযত্ন, একরূপ ভাব। ‘আত্মানং’ কিদৃশ ? এরই উত্তরে, ভূতাত্ত্বিকগুণাত্মনা—‘ভূতানি’ অর্থাৎ অঙ্গসমূহ। ‘ইন্দ্রিয়ানি’ অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি। ‘গুণা’ অর্থাৎ সৌন্দর্য-মাধুর্য-বৈদিকী প্রভৃতি। ‘আত্মনো’—বুদ্ধি প্রভৃতি—এই সবার সহিত আবির্ভাব করিয়ে থাকি ॥ বি০ ৩০ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : আত্মা জ্ঞানময় ইতি প্রথমার্থঃ। নষ্টোত্তমকালং তবান্নং ঘন-শ্যামবর্ণং পরিমিতসর্বঙ্গং পরমাশ্চর্য্যকরং রূপবন্তমেব মত্লামহে স্ব, সম্প্রতি ভবতা ইচ্ছিত্যশক্তিময়ন্তত এবসর্বেষামুপাদানতয়া অন্তর্ধামিতয়া চ ব্যাপক এব স ইত্যত্মাকং ভবতা সহ ন বিয়োগ ইত্যুপদিষ্টতে; স চ ন কেনাপি দৃশ্য ইত্যরূপশ্চেত্যবগতে তত্তদ্রূপতা চ তব ভবদেকগম্যোতি ভবতু নামায়াং সন্দেশঃ। বয়ন্ত স্বং স্ববান্নং পরিচ্ছিন্নদেহরূপমেবানুভবামঃ। ততঃ কথঞ্চিজ্ঞাতীয়েনানেন তাদৃশস্ত ভবদাত্মনঃ সঙ্গমমভুতবিতাঃ স্বঃ। তত্রাহ—আত্মা জ্ঞানময় ইতি। সর্বৈরপ্যাভ্যা সুষুপ্ত্যাদিভিন্নোত্তমভিত্তিস্তত্তদ্রূপাষু তদ্বৃতিষু প্রতীয়ত এব, সুষুপ্তাবপি ‘সুখমহমস্বাপ্সম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাং কিমুতানুয়োরিতি ভাবঃ। যতো জ্ঞানময়ঃ প্রকৃতজ্ঞানস্বরূপতাং স্বয়ংপ্রকাশঃ; যতোইসৌ তত্তদগুণানুগতোইপি ব্যভিচারিণীভ্যস্তত্তদ্বৃতিভ্যো ব্যতিরিক্তত্বাৎ শুদ্ধ ইত্যর্থঃ। তস্মাদজ্ঞানরূপেণ সর্বেষামুপাদানেন ব্যাপকেন মদাত্মনা জ্ঞানরূপস্ত নিজাত্মনস্তদাত্ম্যভাবনয়া সুখিহো ভবত, কিমনয়া বহির্যোগ-দুঃখময়ভাবনয়েতি ভাবঃ। মায়াবৃত্তিভিরিতি পাঠেইপি স এবার্থঃ। দ্বিতীয়ে ত্বর্থে—যো মম তাদৃশবিগ্রহ-রূপাত্মা ভবতীভির্নির্দারিতঃ, স তু সুষুপ্ত্যাদিবৃত্তিষু ভবতীভিরীয়েতে অনুভূয়তে এব, মৎসমাধেব ভবতীষু সুষুপ্তবস্তাসমানত্বাৎ; যথোক্তং গারুড়ে ‘জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্ত চ যোগিনঃ। যা কাটিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়া ॥’ ইতি। তমেবাত্মনং বিশিনষ্টি—জ্ঞানময়ো নানাবিচ্ছাভিদন্ধঃ, শুদ্ধো দোষ-রহিতঃ, ব্যতিরিক্তো বিশেষেণ সর্বোত্তমঃ, গুণাঘরঃ সর্বগুণশালীতি। তৃতীয়েইপ্যর্থ—ভবতীভির্বেং সুষুপ্ত্যা-দিষু স্বীয়মন-আত্মাশ্রয়স্তাদৃশো যো মমাত্মানুভূয়তে, স চ গোতমীয়তন্বাদিস্থস্ত—‘নবীননীরদশ্যামং নীল-ন্দীবরলোচনম্। বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণগোপালরূপিণম্ ॥’ ইতি বর্ত্তমানবন্দনাত্মকস্ত সার্বদিকানু-শীলনীয়স্ত শ্রীগোপালস্তবরাজাদেদৃষ্টা নিত্যতত্ত্বদ্বিধ এব জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ৩১ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুবাদ : প্রথম অর্থ : আত্মা—পরমাত্মা জ্ঞানময় ইত্যাদি যা কিছু বলা হয়েছে, তা প্রথম অর্থ। গোপীরা যদি বলেন, ওহে শোন এতাবৎ কাল তোমার দেহকে ঘনশ্যাম বর্ণ পরিমিত-সর্বঙ্গ পরমাশ্চর্য্যকর রূপে বিশিষ্ট বলেই মনে করতাম। সম্প্রতি তুমি আমা-দিগকে উপদেশ করছ, তুমি অচিন্ত্যশক্তিময়, সূত্রাৎ সকলের উপাদানরূপে ও অন্তর্ধামিরূপে সর্বব্যাপক পর-মাত্মা, তাই তোমার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ নেই। সেই পরমাত্মা কাকর দৃশ্য নয়, একূপে তুমি অরূপত। একূপ যদি অবগত করালে, তবে মনে হয় সেই সেই ‘রূপ’ তোমার একারই গম্য, কাজেই থাকতে দেও তোমার এই বার্তা, আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা কিন্তু নিজ নিজ ‘আত্মা’কে পরিচ্ছন্ন (সীমিত) দেহরূপেই অনুভব করে থাকি। অহো অতঃপর কি প্রকারে ভিন্ন জাতীয় তাদৃশ তোমার ‘আত্মা’র সহিত সঙ্গম অনুভবিতা হতে পারি ? এরই উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, আত্মাজ্ঞানময়ঃ—সুষুপ্তি প্রভৃতি

মনোবৃত্তি দ্বারা সেই সেই রূপে তদ্ভূতিতে সকলেরই অনুমানের বিষয়ীভূত হয়, সুসুপ্তিতেও “আমি স্থখে নিদ্রা গিয়েছিলাম”, এরূপ অনুভূতি-বলে আত্মা যে অনুমানের বিষয় হয়, এতে আর বলবার কি আছে (কৈমূর্তিক আয়), এরূপ ভাব। যেহেতু আত্মা ‘জ্ঞানময়’ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপ, তাই স্বয়ং প্রকাশ। যেহেতু আত্মা সেই সেই গুণানুগত হয়েও অতীত আচরণী সেই সেই মনোবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র, সে হেতু শুদ্ধ।—[আত্মা-জ্ঞানময়। সুতরাং জ্ঞানরূপ সর্বজন-উপাদান, বাপক আমার আত্মার সহিত জ্ঞানরূপ নিজ আত্মার তাদাত্ত-ভাবনায় সুখী হও।—এই বাইরের মিলন হৃৎকম্প ভাবনার কি প্রয়োজন, এরূপ ভাব। ‘মায়াবৃত্তিতিরিতি’ পাঠে একই অর্থ।

দ্বিতীয় অর্থ : আমার যে শ্যামসুন্দর নরবপুকে আত্মা বলে তোমরা নির্দ্ধারিত করেছ, উহা কিন্তু সুসুপ্তি প্রভৃতি বৃত্তিতে তোমাদের দ্বারা ঈদৃশ্যত—অনুভূত হচ্ছে, কারণ আমার সম্বন্ধে যে সমাধি, তাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তোমাদের চিত্তে সুসুপ্তি কালে, যথা গারুড়ে উক্ত হয়েছে,—যোগস্থ যোগীদের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুসুপ্তি অবস্থায় যা কিছু মনোবৃত্তি, তা অচ্যুতশ্রয়া। (তাই) আত্মাকে বিশেষিত করা হচ্ছে, যথা—জ্ঞানময়ঃ—নানাবিদ্যাবিদগ্ধ, শুদ্ধঃ—দোষরহিত, ব্যতিরিক্তঃ—বিশেষ ভাবে সর্বোত্তম, গুণান্বিত—সর্বগুণশালী।

তৃতীয় অর্থ—তোমাদের দ্বারা সুসুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় স্বীয় মন-আদির আশ্রয় যে মমাত্মা অনুভূত হয়, তিনিই গৌতমীয় তন্ত্রাদির—“নবীন নীরদ শ্যাম নীলেন্দীবর লোচন বল্লবীনন্দন কৃষ্ণগোপালরূপ। [তাঁকে বন্দনা করছি]।”—এইরূপে শ্লোকে ‘বন্দে’ শব্দে বর্তমান প্রয়োগে সর্বকালে অনুনীলমীয় শ্রীগোপালসুবরাজির দৃষ্টান্তে নিতাই সেই সেই প্রকার, এরূপ বুঝতে হবে। এরূপ ভাব ॥ জীঃ ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিষ্ণুবাখ্য টীকা : নহু তর্হি তব স্ব-স্বরূপং কিং লোকৈঃ কথং বা জ্ঞেয়মিতি চেৎ মংস্বরূপস্ত গুণাতাতমন্তর্যামিসংজ্ঞঃ সর্বত্র প্রতীয়ত এবত্যাহ, - আত্মা পরমাত্মা জ্ঞানময়ঃ, জ্ঞানং মাত্মাতীতং চিং তন্ময়ঃ, গুণৈঃ সৃষ্ট্যাদিকত্বত্বেইপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা তৎসম্বন্ধাভাবাচ্ছুদ্ধঃ। শরীরমধ্যবর্তিত্বৈপি ব্যতিরিক্তঃ। গুণাধিষ্ঠাতৃত্বৈপি ন গুণান্ অধেষীতি সং। তু সর্বৈরপ্যানুমানগম্য ইত্যাহ, - সুসুপ্তি। ঈয়তে অনু-মীয়তে। যদুক্তং;—পক্ষে,—“গুণপ্রকারৈশরনুমানীয়তে ভবান্” ইতি। “ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ। দৃশ্যবুদ্ধাদিভির্দৃষ্টা লক্ষণৈরনুমান্যকৈঃ”। ইতি চ, আত্মা অহং জ্ঞানময়ঃ অত্র স্থিতোইপি যুদ্ধদ্বিষ কাতিশয়জ্ঞানবান্, নতু কদাচিদপি যুয়ান্ বিস্মরামীত্যর্থঃ। স্থিতোইপি মথুরাঙ্গনাসঙ্গদোষরহিতঃ যতো ব্যতিরিক্তো যুদ্ধদ্বিযোগথিঃ কথমন্ত্যারোচয়ামীতি ভাবঃ। যতো গুণাধরঃ যুদ্ধদগুণান্ সৌন্দর্য-মধুর-কটাক্ষাবলোকাদীন্ অধেমি ধ্যানেন নিরন্তরং প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ। এবমুতো যুগ্মাভিরপি সদৈবাহমনুভূয় ইত্যাহ, - সুসুপ্তি। তত্র সুসুপ্তেন মমাত্মনোইভূতচরন্ত রূপগুণাদিসামান্যং স্বপ্নেন তদ্বিশেষঃ। জাগরণে তু হস্ত-লাস্তাদিসন্তোগমাধূর্যময়ঃ সাক্ষাদাষ্টৈব ঈয়তে অনুভূয়তে এব ॥ বিঃ ৩১ ॥

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়তে মৃষা স্বপ্নবদ্বিধিতঃ

তন্নিকৃৎসাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপত্তত ॥ ৩২ ॥

৩২। অন্নয়ঃ কৃতঃ এতৎ, মননিরোধে তদভাবাদিতি ব্যতিরেকং দর্শয়িতুং মনোনিরোধং বিধত্তে) উক্তিঃ (জাগ্রতঃ পুমান্) মৃষা স্বপ্নবৎ (যথা মিথ্যাভূতমেব সপ্নং ধ্যায়তি এবং বাধিতান্ অপি) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (শব্দাদীন বিষয়ান্ যেন [মনসা] ধ্যায়তে (চিন্তয়েৎ, ধ্যায়ন্ চ যেন) ইন্দ্রিয়ানি প্রত্যপত্তত (প্রাপ) বিনিদ্রঃ (অনলসঃ সন্ তৎ [মনঃ] নিকৃৎসাতং (নিষচ্ছেৎ)।

৩২। মূলানুবাদঃ উপদিষ্ট এই জ্ঞানযোগ মনোদমন হলে ফলবান হয়, তাই মনোদমনের বিধান দেওয়া হচ্ছে—স্বপ্ন যেক্রপ বিষয় চিন্তা করে উহা মিথ্যাভূত হলেও, সেইরূপ জাগ্রত জন যে মনের দ্বারা বিষয় চিন্তা করে ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করে। সেই মনকে দমন করতে হবে। কারণ চিন্তের একাগ্রতা বিশিষ্ট লোকেই জ্ঞানবান হয়ে থাকে, ইহা পূর্বাচার-প্রমাণিত।

গোপীপক্ষেঃ গোপীগণ যদি বলেন, হায় হায় যদি এই প্রকাশে বিয়োগ নিশ্চিত, এবং সেই বহির্দৃষ্টি ত্যাগ করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এবং তোমার আগমনও না হয়, তাহলে কি করে সময় কাটাৰ—একরূপ কথার আশঙ্কায় কৃষ্ণ বলছেন, যাবৎ আমার আগমন না হয়, তাবৎ মনটাকে দমন করে রাখ।

৩১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ এই শ্লোকের প্রথম অর্থ—গোপীগণ যদি বলেন, তা হলে তোমার নিজস্বরূপ এই জগতের লোকে কি করেই বা জানতে পারবে? এরই উত্তরে কৃষ্ণ, আমার স্বরূপ গুণাতীত, অন্তর্ধামী নামধারী, সর্বত্র প্রতীয়মান অর্থাৎ অনুভূত। এই আশয়ে শ্লোকে বলা হচ্ছে আত্মা—পরমাত্মা ‘জ্ঞানয়’, জ্ঞান হল মায়াতীত চিন্ময় গুণান্বয়—গুণের দ্বারা সৃষ্টাদি কর্তৃত্ব থাকলেও অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা তৎসম্বন্ধ অভাব, তাই পরমাত্মা শুদ্ধ। শরীরের মধ্যে থাকলেও তা থেকে ভিন্ন (স্বতন্ত্র), গুণের অধিষ্ঠাত্রী হয়েও গুণের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয় না, সেই পরমাত্মা কিন্তু সকলেরই অনুমান-গম্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, স্মৃষ্টি ইতি—স্মৃষ্টি-রূপ মায়িক মনোবৃত্তি নিবন্ধন ঈদৃশ—অনুমানের বিষয়ীভূত হন। যা উক্ত হয়েছে, যথা—

গোপীপক্ষেঃ “গুণপ্রকাশৈরনুমীয়েত ভবান্ ইতি” (ভাঃ ১০।২।৩৫)—অর্থাৎ ‘বুদ্ধি প্রভৃতি জড়বস্তুর প্রকাশের দ্বারা আপনাকে শুধুমাত্র অনুমানই করা যেত, এর বেশী নয়। এই অনুমানের পদ্ধতি এরূপ যার সহিত সম্বন্ধ বশতঃ জড়বস্তু প্রকাশ পায়, তিনিই ঈশ্বর। কারণ ১তনার সম্বন্ধ ব্যতীত জড়বস্তু প্রকাশ সম্ভব নয়।” আরও, “ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরি ইতি”—(শ্রীভাঃ ২।২।৩৫)। “অর্থাৎ সর্বসাক্ষী ভগবান্ শ্রীহরি দৃশ্যবস্তু অনুপামক বুদ্ধাদি লক্ষণ দ্বারা অন্তর্ধামি-রূপে সর্বভূতে অনুভূত হয়ে থাকেন।”—এই দৃষ্টান্ত শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে—জ্ঞানময় ‘আত্মা’ আমি এই নথুরায় থাকলেও তোমাদের বিষয়ে অতিশয় সচেতন, কখনও তোমাদের

ভুলি না। মথুরায় থাকলেও মথুরা রমণীদের সঙ্গদোষ রহিত, কারণ ‘ব্যতিরিক্তো’ তোমাদের বিরহে
 হুঃখিত (অবসাদগ্রস্ত), কি করে অন্য রমণী রুচিকর হতে পারে, এরূপ ভাব। কারণ ‘গুণাধরঃ’ তোমাদের
 সৌন্দর্য-মধুর কটাক্ষাদি নিরন্তর অনুভব করে থাকি। এইরূপ আমি তোমাদের দ্বারাও সদাই অনুভূত
 হই, এই আশয়ে,—‘স্বষুপ্তি ইতি’ অর্থাৎ স্বষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগন্ত অবস্থায় মনোবৃত্তি দ্বারা সর্বদাই অনুভূত
 হই। এর মধ্যে স্বষুপ্তি দ্বারা অনুভূতচর আমার পরমাত্মার রূপগুণাদি সামান্য অনুভব হয়। স্বপ্নে
 এই রূপগুণাদি বিশেষ অনুভব হয়। আর জাগরণে কিন্তু হান্স-লাস্টাদি সম্ভোগ-মাধুর্যময় সাক্ষাৎ
 পরমাত্মাই অনুভূত হয় ॥ বি০ ৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব ১০ তো টীকা : যেনেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র ‘চিন্তয়েৎ’ চিন্তয়তি, ‘প্রাপ’
 প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়েত্বার্থো যথা—ননু সত্যং সাক্ষাৎকারনিভা সা স্মৃতিঃ, কিন্তু ন সদেতি বহির্দৃষ্টা
 বিয়োগস্মৃতিরপেক্ষ উপায় উচ্যতে—বহির্বৃত্তিতো মনোনিরোধ এবতি যোগশাস্ত্রক্রিয়ামুপদেশতি—
 যেনেতি। তৃতীয়েত্বপি হন্ত যতশ্চিন্ প্রকাশে বিয়োগ এব চ তদ্বৃষ্টিচাস্মাকং হাতুমশক্যা, ভবতশ্চ নাগ-
 মনঃ, তর্হি কথমিব কালং ক্ষিপাম ইত্যশঙ্ক্য মমাগমনং যাবন্মনোনিরোধঃ ক্রিয়তামিত্যভিপ্রেত্যাহ—যেনেতি।

। জী০ ৩২ ॥

৩২। শ্রীজীব ১০ তো টীকাবুদাদ : প্রথম অর্থ : [শ্রীধর—নিদ্রোথিত পুরুষ যথা
 স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থকে জাগ্রৎদশায় অসত্য বলে [ধ্যয়েৎ = চিন্তয়েৎ] চিন্তা করে সেইরূপ পুরুষ মায়ার পরিণাম-
 রূপ যে মনের দ্বারা মিথ্যাত্ব শব্দাদি বিষয় ধ্যান করে, এবং তৎফলে উহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ করে, সেই মনকে
 অলসভাবে দমন করতে হবে]

দ্বিতীয় অর্থ : হে গোপীগণ যদি বল, সেই স্মৃতি সাক্ষাৎকার তুল্যই বটে, কিন্তু ইহা স্থায়ী নয়।
 এরই উত্তরে, বহির্দৃষ্টিতে যে বিচ্ছেদ, তা স্মৃতিরও এক উপায় বলে কথিত হয়—বহির্বৃত্তি থেকে মনো-
 নিরোধ নিশ্চয়ই হয়, এ বিষয়ে যোগশাস্ত্র ক্রিয়া উপদেশ করা হচ্ছে, যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ইত্যাদি।

তৃতীয় অর্থ : হায় হায় যদি এই দৃশ্যমান প্রকাশে বিয়োগ নিশ্চিত এবং সেই বহির্দৃষ্টি তাগ
 করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এবং তোমার আগমনও না হয়,—তাহলে কি করে কালক্ষেপণ করব।—
 এরূপ কথার আশঙ্কায় কৃষ্ণ—যাবৎ আমার আগমন না হয়, তাবৎ ‘নিরুদ্ধাৎ’ মনটাকে দমন করে রাখ,—
 এই অভিপ্রায়ে বলা হচ্ছে, যেন ইতি ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : উপদিষ্টোহয়ং জ্ঞানযোগো মনোনিরোধে সতি ফলতীতি মনো
 নিরোধং বিধন্তে, যেন মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ ধ্যায়তে উথিতঃ প্রবুদ্ধো জনঃ স্বপ্নবৎ স্বপ্নং যথা মৃষা-
 ভূতানপ্যর্থান্ ধ্যায়ৎ তন্মন ইন্দ্রিয়ানি চ নিরুদ্ধাৎ, যতো বিনিদ্রঃ সাবধান এব জন প্রত্যপত্তা। প্রতিপন্নো
 জ্ঞানবানভূদিতি পূর্বাচারঃ প্রমাণিতঃ। পক্ষে উথিতঃ মুচ্ছাতঃ প্রবুদ্ধো ভবদ্বিধো জনঃ ইন্দ্রিয়ার্থান্ মদদর্শন-
 সংস্পর্শনাধরপানালিঙ্গনাদীন্ বিষয়ান্ মদাবির্ভাবজনিতত্বাৎ সত্যানেব যেন মনসা স্বপ্নবন্মৃষাভূতানেব ধ্যায়তে

এতদন্তঃ সমান্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্ ।

ত্যাগন্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ ॥ ৩৩ ॥

৩৩। অল্পম্ন : সমুদ্রান্তাঃ অপগাঃ (নতঃ) ইব (যথা নতঃ সাগরমেব পর্যবসন্তি, তথা) মনীষিণাং (বুদ্ধিমতাং) সমান্নায়ঃ (সম্পূর্ণঃ বেদঃ) যোগঃ [অষ্টাঙ্গ] সাংখ্যং (আত্মনাত্ম বিবেকঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) তপঃ (স্বধর্মঃ) দমঃ (ইন্দ্রিয়দমনং) সত্যং (বিবিধ কর্মষপি সদা বিত্বশাঠ্যাদি বর্জনং) এতদন্তঃ (এষ মন নিরোধঃ ‘অন্তঃ’ সমাপ্তি ফলং যন্ত সঃ তাদৃশঃ ভবতি) ।

৩৩। স্নানাবুদাদ : মনোদমন উদ্দেশকই সর্বশাস্ত্রোক্ত সর্বোপায় সমূহ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

এই মনো দমনই বেদের শেষ ফল, শেষ কথা । অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, সন্ন্যাস, স্বধর্ম, ইন্দ্রিয়দমন এবং সত্য এই মনো দমনেই পর্যবসিত, যেমম সকল নদীই এক সমুদ্রেই পর্যবসান প্রাপ্ত ।

গোপীপক্ষে : মনো দমন হলেই যেমন সংসার-তরণ হয়ে থাকে, সেইরূপ হে গোপীগণ, তোমাদের মৎবিরহ-তরণ মনো দমনেই হতে পারে । কারণ যে মন থাকলে মৎসঙ্গ হয় মনো দমন সেই মনকেই অলীক বলে প্রত্যাখ্যাত করে ।

তন্মনো নিকৃষ্টাং তিরস্কুরীত তদপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ । যতো বিনিদ্রঃ নিদ্রারহিত এব ভবদাদিঃ ইন্দ্রিয়াণি স্বনেত্রাদীনি প্রত্যপত্তত প্রত্যক্ষত এব নিরঞ্জননীরাগনিশ্চন্দনানি অপত্তত, জ্ঞাতবান্বেব যন্মাত্রিরহুরাগান্ধ্বাভি মহাবিরহোৎকণ্ঠাবিগতবিচারভির্ভৎকতৃকযুগ্মকর্মকনানাবিধসন্তোঃগোহপি যন্মৃষাত্তত এব মনুতে এতদেব মে মহদুঃখম্ । অতএব তত্ত্বসত্যাপনার্থকমেতৎ সন্দেশ প্রেষণং মমেতি ভাবঃ ॥ বিং ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুদাদ : উপদিষ্ট এই জ্ঞানযোগ মনোনিরোধ হলে ফলবান হয় । তাই মনোনিরোধের বিধাম দেওয়া হচ্ছে—‘যেন ইতি । স্বপ্নবৎ—স্বপ্ন যেরূপ বিষয় চিন্তা করে, উহা মিথ্যাভূত হলেও, সেইরূপ জাগ্রতজন যে মনের দ্বারা বিষয় চিন্তা করে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে সেই মনকে বিরুদ্ধাৎ—দমন করতে হবে । কারণ বিবিদ্রঃ প্রত্যপদ্যতঃ—জাগ্রত অর্থাৎ চিন্তের একাগ্রতা বিশিষ্টজনই ‘প্রত্যপত্তঃ’ জ্ঞানবান হয়ে থাকে, ইহা পূর্বাচার প্রমাণিত ॥ বিং ৩২ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : এতদ্বিতি তৈর্য্যাক্ষাতম্ । কিঞ্চ, আত্মায়ঃ শাস্ত্রং জ্ঞাপকং, যোগাদয়ঃ সাধনানি । অত্র সত্যং, বিবিধকর্মষপি সদা বিত্বশাঠ্যাণি-বর্জনম্ ; যোগঃ সাংখ্যঞ্চ সর্বেষামেব সামান্যধর্মঃ, ত্যাগাদয়ঃ ক্রমেণ যতি-বনস্থ-ব্রহ্মচারি-গৃহি-ধর্ম্মাঃ । যদ্বা, ত্যাগো দানং গৃহিধর্ম্মঃ, সত্যং সমদর্শনং যতিধর্ম্মঃ ; যদ্বা, সর্ব্ব এবৈতে মুখ্যাঃ সানাত্মধর্ম্মা ইত্যর্থত্রয়েইপীদং সমানম্ ॥ জীং ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈং তোং টীকাবুদাদ : [শ্রীস্বামিপাদ : মনো দমনের দ্বারা তৎসমুদয় কৃতার্থ হয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—‘এতদন্ত ইতি’ মনোনিরোধ সমান্নান্নো—বেদের চরম কাণ্ড প্রাপ্ত

যত্নহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্ ।

মনসঃ সন্নিবর্ত্যার্থং মদনুধ্যান-কাম্যয়া ॥ ৩৪ ॥

৩৪। অর্থঃ : ভবতীনাং দৃশাং প্রিয়ো [অপি] যত্নহং (যৎ তু অহং) [অধুনা] দৃশাং দূরে বর্তে (তিষ্ঠামি) [তৎ] মদনুধ্যান-কাম্যয়া [এব, তচ্চানুধ্যানং] মনসঃ সন্নিবর্ত্যার্থম্ ।

৩৪। মূলানুবাদ : গোপীগণ যেন সক্রোধে বললেন, হে উদ্ধব, তুমি ব্রহ্মজ্ঞান বার্তা বয়ে এনে আমাদের বিরহ-জ্বালা আরও বাড়িয়ে তুললে—এ সব কথা ছাড়, এই গোপীসভায় উহা চলবে না, এরই উত্তরে উদ্ধব বললেন ওগো স্বামিনীগণ অল্প কিছু বার্তাও এনেছি শ্রদ্ধাসহকারে শুনতে আজ্ঞা হোক, এ কথা বলে উদ্ধব কৃষ্ণবাক্য নিবেদন করতে লাগলেন—

হে আমার প্রেমসীগণ, তোমাদের নয়নের প্রীতি জনক হয়েও যে আমি অধুনা তোমাদের নয়ন থেকে দূরে আছি, তা আমা বিষয়ে তোমাদের নিরন্তর ধ্যান কামনা করেই । সেই অনুধ্যানও মনের সান্নিধ্যের জন্মই । অতএব অধুনা তোমাদের মনের সমীপেই আছি । মনের নিকট থাকারটাই আমার অভিপ্সিত, তোমাদেরও অভিপ্সিত তাই হোক ।

ফল । অর্থাৎ বেদের পর্যাবসান প্রাপ্ত হয়েছে এই মনোনিরোধেই । ‘যোগ’ অষ্টাঙ্গ যোগ, ‘সান্ধ্য’ আশ্ব-অনাশ্ব বিবেক, ‘ত্যাগঃ’ সন্ন্যাস, ‘তপঃ’ সধর্ম, ‘দমঃ’ ইন্দ্রিয়দমন, পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও এই মনোনিরোধেই সবকিছুর পর্যাবসান । এতে দৃষ্টান্ত—নদী যেমন সমুদ্রেই পর্যাবসান প্রাপ্ত হয় । এই পর্যন্ত স্বামি টীকা] ।

আরও, ‘আন্নায়ঃ’ জ্ঞানদায়ী শাস্ত্র, যোগাদি সাধনসমূহ । শ্লোকের ‘সত্যং’ বিবিধ কর্মের মধ্যে সদাই বিভ্রাটাদি বর্জন । যোগ ও সাংখ্য সকলজনেরই সামান্য ধর্ম । ‘ত্যাগাদি’ ক্রমানুসারে যতি-বনস্ত-ব্রহ্মচারী-গৃহীদেব ধর্ম । অথবা ‘ত্যাগ’ অর্থাৎ দান হল গৃহী-ধর্ম, ‘সত্যং’ সমদর্শন, ইহা যতিধর্ম, অথবা এ সবকিছুই মুখ্য সামান্য ধর্ম—অর্থত্রেয়েই ইহা সমান ॥ জীঃ ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা : মনোনিরোধার্থকা এব সর্বশাস্ত্রোক্তা সর্বৈষ্যুপায়া ইত্যাহ,—এতদন্ত ইতি । এষ মনোনিরোধ এব অন্তঃ সমাপ্তিঃ ফলং যন্ত সঃ । সমায়াঃ সম্পূর্ণো বেদে স তত্র পর্যবস্ততীত্যর্থঃ । যোগোইষ্টাঙ্গঃ । সান্ধ্যমাত্মান্নবিবেকঃ । মার্গভেদেইপ্যেকত্র পর্যাবসানে দৃষ্টান্তঃ ;—সমুদ্রান্তা আপগা নন্ত ইব । পক্ষ যথা,—মনোনিরোধে সত্যোব সংসারতরণং তথৈব ভবতীনামপি মদ্বিরহ-তরণং মনোনিরোধাদেব । যৎ খলু মনঃ সত্যমপি মৎসঙ্গং ভবতীরলীকতেন প্রত্যাশ্রয়তীতি ভাবঃ । অর্থন্তু-ভয়ত্র তুল্য এব ॥ বিঃ ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকানুবাদ : মনোদমন উদ্দেশ্যকই সর্বশাস্ত্রোক্ত সর্বোপায়সমূহ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ‘এতদন্ত ইতি’ এই মনোদমনেই সম্পূর্ণ বেদের শেষ ফল, ইহাই বেদের শেষ কথা । ‘যোগঃ’

অষ্টাঙ্গ যোগ, ‘সাম্বা’ আত্ম-অনাত্ম বিবেক, মার্গ ভেদ হলেও এই মনোদমনেই সব কিছু পর্যবসিত। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত — ‘সমুদ্রান্তা অপগাঃ’ যেমন সকল নদীই এক সমুদ্রেই পর্যবসান প্রাপ্ত।

গোপীপক্ষে : মনোদমন হলেই যেমন সংসার-তরণ হয়ে থাকে, সেইরূপই হে গোপীগণ, তোমাদের মৎবিরহ-তরণ মনোদমনেই হয়ে যাবে। কারণ যে মন সত্য হলে মৎসঙ্গ হয়, মনোদমন সেই মনকেই অলীক বলে প্রত্যাখ্যাত করে ॥ বিং ৩৩ ॥

৩৪। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : তদেবমপ্রকটপ্রকাশে বিয়োগ এব নাস্তি, প্রকট-প্রকাশেহপি বহিঃপ্রাতীতিকপ্রায়িক এব চ, কদাচিৎ ক্ষুণ্ণেরপি সাক্ষাৎকারপদবীপ্রাপ্তহাৎ। স চ কেনাপি মম স্বাভাবিকেন হুরাগ্ৰহেণৈবাস্তীতি জ্ঞায়তামিত্যভিপ্রেত্য তমেবাগ্রহং দর্শয়তি—যদ্বিতি দ্ব্যভ্যাম্। ‘তু’-শব্দো ভিন্নোপক্রমে। কংসবধলক্ষণমহাকার্য্যানুরোধেনৈব তাবদত্রাগতঃ। সম্প্রতি তু কার্য্যাবশেষ-পরি-ত্যাগপূর্ব্বকাগমনযোগ্যহেহপি যদহং ভবতীনাং যাদৃশো নেত্রাণি, তাসামেব দূরে বর্তে, ন তু ভবতীনাংপি, অপ্রকটপ্রকাশেন তত্র বিচ্যমানহাৎ। তত্রাপি কেবলং বর্তে, ন তু সুখেনাস্মীত্যর্থঃ। তৎ খলু মৎকর্তৃকং যদনুধ্যানং, তৎকাম্যাত্ম তদ্বৈতোরেব; ধ্যানং ভবৎকর্তৃকং ‘ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং তেন বিনাভবৎ’ (শ্রীভা ১০।১৯।১৬) ইতি প্রসিদ্ধ্যা পূর্ব্বত এব সিদ্ধং মদ্বিষয়কমনুধ্যানং তদনুগতং তৎসদৃশতাং প্রাপ্তং মৎকর্তৃকং ভবদ্বিষয়ং, প্রেরণীকর্তৃকাত্মাগ্রে বক্ষ্যমাণহাৎ তন্মম ‘মনস্ত্যাদিয়াৎ’ (শ্রীভা ১০।৮২।৪৮) ইতি বাঞ্ছয়েত্যর্থঃ। তচ্চ কিমর্থম্? তত্রাহ—মনসো যঃ সন্নিবর্তঃ, ভবতীনাং সান্নিধ্যযোগ্যতা, তদর্থমিত্যর্থঃ। যতস্তাং বিনা মম চেতসি সর্দৈব লজ্জা জায়ত ইতি ভাবঃ; উক্তঞ্চ স্বয়মেব—‘ন পারয়েইহং নিরবতসংযুজাম্’ (শ্রীভা ১০।৩২।২২) ইত্যাদি। এবমীদৃশ ভবযুগাসন্যেব তদেবাগ্যতা স্তাদিতি ঈদৃশমপি হুঃখং সহে ইতি বাক্যার্থঃ; উক্তং হি মুনিভিঃ—‘ন বিনা বিপ্রলন্তেন সন্তোগং পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বজ্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ॥’ ইতি ॥ জীং ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীজীব বৈং তোং টীকাবুবাদ : সেইরূপ অপ্রকট প্রকাশে বিয়োগ নেই, প্রকট প্রকাশেও যে বিয়োগ, তা বহিঃপ্রাতীতিক ও প্রায়িক মাত্রই, কারণ ক্ষুণ্ণিতরও কখনও কখনও সাক্ষাৎকার পদবী প্রাপ্তি হয়। আমার কার্যের কোন স্বাভাবিক জটিলতা থেকেই সেই বিয়োগ ঘটেছে, এ রূপই তোমরা বুঝে নেও, এই অভিপ্রায়ে সেই জটিলতা দেখাচ্ছেন, যথা—‘যত্বহং ইতি’ ছুটি শ্লোকে। ‘যত্বহং’ [যৎ+তু+অহং।], এই ‘তু’ শব্দ ভিন্ন উপক্রমে—কংসবধ-লক্ষণ মহাকার্য্য-অনুরোধেই এই মথুরায় এসেছিলাম। সম্প্রতি কার্য্যবিশেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজে যেতে সমর্থ হলেও—যে যাইনি, তার কারণ আমি তোমাদের নেত্ররাজিরই দূরে রয়েছি মাত্র,—তোমাদের থেকে দূরে রইনি, অপ্রকট প্রকাশে তোমাদের কাছেই বিচ্যমান থাকায়। আরও এই মথুরায় কেবল আছি মাত্রই, কিন্তু সুখে নেই। মদনুধ্যান-কাম্যাত্মা—সেই থাকাটা আমা কর্তৃক নিরন্তর তোমাদের বিষয়ে ধ্যান কামনায়,—এই কামনার হেতুও হল আমা বিষয়ে তোমাদের ধ্যান, যা (ভাং ১০।১৯।১৬) শ্লোকে বর্ণিত, যথা—“কৃষ্ণবিরহে যাঁদের একটি

ক্ষণ যুগশত মনে হয়, সেই রাধাদি প্রেয়সীগণের তখন পরমানন্দ হল গোবিন্দ দর্শনে।” এইরূপে প্রসিদ্ধ, পূর্ব থেকেই সিন্ধু আমা বিষয়ে যে নিরন্তর ধ্যান, তার অনুগত তৎসদৃশতা প্রাপ্ত আমা কর্তৃক তোমাদের বিষয়ে ধ্যানই আমার কামনা, প্রেয়সীগণ কর্তৃক পরে বলা থাকায়, যথা—“ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণের সদা ধ্যেয় আপনার শ্রীচরণযুগল গৃহসেবিনী আমাদের মনেও সদা আবির্ভূত হউক।”—(ভা০ ১০।৮২।৪৮) কৃষ্ণেরও কামনা কোন্ প্রয়োজনে? এরই উত্তরে, যতনঃ সন্নিকর্ষার্থং—মনের সন্নিকর্ষের জন্তু অর্থাৎ তোমাদের সান্নিধ্যের যে যোগ্যতা, তার নিমিত্ত। কারণ তা বিনা আমার মনে সদাই লজ্জা থেকে যাচ্ছে, এরূপ ভাব। নিজ মুখে সেই লজ্জা প্রকাশও হয়েছে, যথা—‘ন পারয়েহং ইত্যাদি’ অর্থাৎ ‘পরম অনুরাগে আত্মনিবেদন করেছ, দেব পরিমাণ আয়ু পেলেও তোমাদের প্রত্যুপকার করা আমার সাধ্যাতীত, সুতরাং তোমাদের সাধুত্বের দ্বারাই তোমাদের কৃত সাধুত্ব প্রত্যুপকৃত হউক।’ (শ্রীভা০ ১০।৩২।২২) এইরূপে দেখা যাচ্ছে, ঈদৃশ তোমাদের উপাসনা দ্বারাই সেই যোগ্যতা হয়—তাই দুঃখ সেইরূপ অসহনীয় হলেও সয়ে যাচ্ছি। মুনিদের দ্বারাও উক্ত হয়েছে—‘ন বিনা বিপ্রলন্তেন ইত্যাদি’ অর্থাৎ ‘বিপ্রলন্ত (বিরহ) বিনা সম্ভোগ পুষ্টি লাভ করে না, যেমন কষায়িত (খয়ের বর্ণে ছোবান) বস্ত্রাদিতেই পূর্ণবার রাগ উজ্জলতা প্রাপ্ত হয় ॥ জী০ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : ভো উদ্ধব, এতেন সন্দেশেনাস্মাত্বং দ্বিগুণং জ্বলয়সি স্ব। তস্মাত্ত্বং সন্দেশপ্রেষকং কাল-দেশপাত্রানভিষ্ণুং কিং ক্রমস্ত্বং বা পরামর্শশূন্যং কিমাক্ষিপামঃ। এতদ্রজ্ঞ-জ্ঞানং খলু ব্রজভূমাবস্থাং কঃ ক্রেম্যতি যন্ত ভারত্বয়া এতাবৎ দূরমানীতঃ। কিমেতে গোপীজনা জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্যামৃতপায়িনঃ সং প্রতি ব্রজজ্ঞাননিম্বরসং পাস্তস্তি, মহাহুর্ভিক্ষে হি বরমিহ স্ত্রিয়ঃ প্রাপান্ জহতি তদপি ঘাসং নাস্তস্তি। শৃণু রে মহামূখ! শৃণু; ইদং ব্রজজ্ঞানং খলু সংসাররোগশ্চৌষধং মহামুনিচিকিৎসকানাং হৃদয়পর্ণশালায়াং তিষ্ঠতি। কিমিদং কৃষ্ণপ্রেমমহারোগস্ত ভেষজং ভবতি? তে চিকিৎসকা অপি কিমিমাং রোগং তাবৎ কদাপি পরিচিহন্ত্যপি। সান্দীপনিমুনে: সকাশাচ্চিকিৎসাশাস্ত্রমধীত্য স্বামুদ্রবমধ্যাপ্য অস্মভ্যাং প্রেমজ্বালোলপশমকমৌষধং প্রেষয়ামাস। গচ্ছাধুনৈবাস্মৎপ্রেষিত ইদমৌষধং নীত্বা, স এব এতৎ পীত্বা অস্মদ্বিষয়কস্ত প্রেমরোগস্ত জ্বালাং হ্রবর্তয়ৎ পুনরপি রোগশেষং নিবর্তয়তু অস্মাকং প্রেমানলমহাজ্বালৈব শতজন্মপর্বন্তঃ বর্ততাম্, নচৈতদৌষধস্পর্শোহপি। কিমরে দাবানলোলপশমকোইপ্যাস্থরাশির্বজ্ঞানলমুপশময়িতুং শকোতি? কিঞ্চাস্ত সন্দেশস্তান্তরস্বং কিঞ্চিদনুকুলোইপ্যর্থো যো যথা কথঞ্চিদ্ভাসতে স কিং তদভিপ্রেতো ঘৃণাকরত্বায়েনায়াতো বেতি ন তত্র বিশ্বসিম ইতি স-সংরম্ভং ক্রবাণাস্তু ভাস্তু ভো স্বামিষ্ঠ: ক্ষণমবধন্ত ব্রজজ্ঞানা-দন্তমপি সন্দেশমানীতবানস্মীতাকুলা তত্র শ্রোতুং শ্রদ্ধধানাস্তাঃ প্রতি কৃষ্ণ-বাক্যমাহ, যত্নহমিতি। ভব-তীনাং দৃশাং প্রিয়োহপি যদধুনা দৃশাং দূরে বতে তন্মদনুধানকাম্যৈব। তচ্চানুধানং মনসঃ সন্নিকর্ষার্থম্। অতোহধুনা ভবতীনাং মনসঃ সমীপ এব বতে একত্রোপলক্ষণমেতৎ। মম দৃশাং প্রিয়া অপি ভবত্যো যদধুনা দৃশাং দূরে স্থিতাস্তন্মনসঃ সমীপ এব বতর্ধ্ব ইত্যপ্যর্থঃ। তেন চ দৃক্‌সমীপবর্তিত্তে মনোদূরবর্তিত্তং,

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে ।

স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিহুষ্টেহক্ষিগোচরে ॥ ৩৫ ॥

৩৫। অর্থঃ [এতদ্ব্যপাদয়তি শ্লোকত্রয়েণেত্যাহ] স্ত্রীনাং চ মনঃ যথা আবিশ্য (সম্যক্ প্রবিশ্য) বর্ততে ন [তথা] চেতঃ [বর্ততে] সন্নিহুষ্টেহক্ষিগোচরে (সন্নিহুষ্টায়ামক্ষিগোচরীভূতায়াক্ষেত্যর্থঃ) ।

৩৬। স্মৃতিবাদের : যদি বলা হয়, তোমার ভাবসিদ্ধি হয়তো হোক না, তাতে আমাদের কি ? এরূপ কথার আশঙ্কায় কৃষ্ণ বলছেন —

স্ত্রীদের প্রিয়তম দূরে থাকলে তার প্রতি মন যেমন আবিষ্ট হয়ে থাকে, সেরূপ হয়না প্রিয়তম যদি সমীপবর্তী বা নয়নগোচরীভূত হয়ে থাকে ।

মনঃসমীপবর্তিত্তে দৃগ্-দূরবর্তিত্ত্বমাসক্তিবিশয়ীভূতস্ত বস্তুনো ভবতি । অত্রাপি মনোদৃশোর্মধ্যে মনস এবাভ্যর্হিতত্বাং মনঃসমীপবর্তিত্ত্বমেব মদভীপ্সিতং তদেব ভবতীনামপাভীপ্সিতং ভবতিতি ভাবঃ ॥ বিং ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবাদের : হে উদ্ধব । তুমি এই বার্তা দ্বারা আমাদেরকে দ্বিগুণ জ্বালাচ্ছ । সুতরাং দেশ-কাল-পাত্র অনভিজ্ঞ সেই বার্তাপ্রেরক সম্বন্ধেই বা কি বলব, আর বিবেচনাশূন্য তোমাকেই বা কি বলব । এই ব্রহ্মজ্ঞান, যার ভার তুমি এতদূর বয়ে এনেছ, তা এই ব্রজভূমিতে কে কিনবে ? এই গোপীগণ জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্যমূর্তপায়িনী, এখন তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞাননিম্নরস পান করতে যাবে কি ? বরঞ্চ মহাহৃৎকি এই স্ত্রীরা প্রাণ তাগ করবে, তবুও ঘাস খাবে না । শোনের মহামুখ শোন্, সংসার রোগের ঔষধ এই ব্রহ্মজ্ঞান নিশ্চয়ই মহামুনি চিকিৎসকদের হৃদয়রূপ কুঁড়ে ঘরে থাকে, এ কি কৃষ্ণপ্রেম-মহারোগের ঔষধ হতে পারে । সেই চিকিৎসকেরাও কি এই রোগ জন্মেও কখনও দেখেছে, না চিনতে পেরেছে । সান্দীপনি মূনির কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে উদ্ধব-তোমাকে উহা শিখিয়ে আমাদের প্রেমজ্বালা-উপশমক ঔষধ পাঠিয়েছে সে । এই ঔষধ নিয়ে তুমি এখনই আমাদের দূত হয়ে, সেই ঔষধ-প্রেরকের কাছেই চলে যাও, এই ঔষধ পান করে সে-ই আমাদের সম্বন্ধে প্রেমরোগ-জ্বালা জুরাক । পুনরায় রোগের শেষও যাতে না থাকে, তাই করুক । আমাদের প্রেমানল-মহাজ্বালা শতবর্ষ পর্যন্ত থাকুক, এবং এই ঔষধের স্পর্শও আমাদের না হোক । ওরে, দাবানল-উপশমক জলরাশিও বজ্রানল উপশম করতে পারে কি ?

আরও এই বার্তার মধ্যে আমাদের কিঞ্চিং অনুরূপ অর্থও যাতে যথা-কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায়, তা কি তার অভিপ্রেত, বা ঘৃণাকর স্থানে দৈবাৎ আমাদের অনুরূপে অর্থ এসে যায়, এ তার ইচ্ছাই নয়—এরূপই বিশ্বাস ।—গোপীগণ ক্রোধসহকারে এইরূপ বলতে লাগলে উদ্ধব তাঁদেরকে বললেন, ওগো স্বামিনীগণ ক্ষণকাল অবধানপূর্বক শুনুন, ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া অথ কিছু বার্তাও এনেছি, এই কথা বলবার পর শ্রদ্ধা-সহকারে শুনতে আগ্রহী তাদের প্রতি কৃষ্ণবাক্য নিবেদন করতে লাগলেন—‘যজ্ঞং ইতি’ তোমাদের

মর্য্যাবেশ্চ মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ ।

অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মায়ুতৈষ্যথ ॥ ৩৬ ॥

৩৬। অঙ্গয় : যৎ (যস্মাৎ) [যুয়ং] বিমুক্তাশেষবৃত্তিঃ মনঃ ময়ি কৃষ্ণে আবিষ্টা নিত্যং মাং অনুস্মরন্ত্যঃ [যৎ বর্তম্বে তৎ] অচিরং মাং উপৈশ্যথ (সমীপে প্রাপ্স্যথ) ।

৩৬। মূলানুবাদ : মনের সামীপ্যের যাকিছু বার্তা দেওয়া হল, তা অবহেলায় ত্যাগ করলে উদ্ধব গোপীদের অণু কিছু কৃষ্ণবার্তা বলছেন, যথা—

যেহেতু গৃহ-পতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ এবং অশেষ স্ববৃত্তিচয় বিশেষ প্রকারে পরিত্যক্ত হয়েছে তোমাদের যে-মনের দ্বারা, তাদৃশ মনকে তোমরা কৃষ্ণরূপী আমাতে নিবিষ্টকরত আমাকে স্মরণ সহকারে অবস্থান করছ, সে কারণে অবিলম্বে আমাকে নিকটে পাবে নিত্যকালের জন্ত ।

নয়নের প্রিয় হয়েও যে অধুনা তোমাদের নয়ন থেকে দূরে আছি, তা আমা-বিষয়ে অনুধ্যান (নিরন্তর ধ্যান) কামনা করেই। সেই অনুধ্যানও মনের সান্নিধ্যের জন্তই। অতএব অধুনা তোমাদের মনের নিকটেই আছি। ইহা একদিকের অর্থ প্রকাশক। একূপ অর্থও হয়, যথা—আমার নয়নের প্রিয়া হয়েও তোমরা যে অধুনা নয়নের দূরে রয়েছ, তাতে আমার মনের নিকটেই থাকা হচ্ছে। এর দ্বারা জানানো হল যে নয়নের নিকটে থাকলে মনের দূরে থাকা হয়, আর মনের নিকটে থাকলে নয়নের দূরে থাকা হয় আসক্তি বিষয়ীভূত বস্তুর। এর মধ্যেও মন ও নয়নের মধ্যে মনেরই আদরে গ্রহণ হেতু মনের নিকটে থাকাটাই আমার অভীপ্সিত, তোমাদেরও অভীপ্সিত ইহাই হোক, একূপ ভাব।

॥ বিঃ ৩৪ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ দীক্য : ননু ভবতু নাম ভবতো ভাবসিদ্ধিঃ, তত্রাস্মাকং কিমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভবতী নামপি তদাধিক্যং শ্রাদ্ধিতি কামনয়াপীত্যাহ—যথেন্তি। শ্রীণামন্তাসামপি, কিমুত ভবতী নাম। চেত্যান্তার্থসমুচ্চয়ে। অতো মিথঃ প্রেমবর্ধনান্ভিলাষজো দুর্নিগ্রহোইয়ং মম দুর্নাগ্রহো ভবতীভিঃ ক্ষম্য ইতি ভাবঃ ॥ জীঃ ৩৫ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ দীক্যানুবাদ : গোপীগণ যদি বলেন, তোমার ভাবসিদ্ধি হয়তো হোক না, এ বিষয়ে আমাদের কি? একূপ কথার আশঙ্কায় কৃষ্ণ - তোমাদেরও সেই ভাবসিদ্ধির আধিক্য হোক, একূপ কামনা করেই বলা হচ্ছে, যথা ইতি। শ্রীবায়ু—অন্য শ্রীদেবেরই মন আবিষ্ট হয়ে থাকে; তোমাদের যে আবিষ্ট থাকে, এতে আর বলবার কি আছে চ—এই ‘চ’ কারের দ্বারা পুরুষাদি সকলেরই আবিষ্ট থাকে, একূপ বুঝানো হল। অতএব পরস্পর প্রেমবর্ধনান্ভিলাষজো আমার এই দুর্নিবার্য দুর্নাগ্রহ, তোমরা ক্ষমা করবে, একূপ ভাব ॥ জীঃ ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : এতদেব স্ত্রীপুংসানামনুভবদর্শনাযোপপাদয়তি,—যথেন্তি। স্ত্রীণা-
 ষ্ঠেন্তি চকারাং পুংসাঞ্চ দূরবর্তিন্যাং প্রেষ্ঠায়াং যথা মন আবিশ্য বততে। ন তথা সন্নিকৃষ্টায়ামক্ষিগোচরী-
 ভূত্যাষ্ঠেন্তার্থঃ ॥ বি০ ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুলাদ : এই শ্লোকটিতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের হৃদয়ের অনুভব ও চক্ষুর
 দর্শন, এ ছ-এর তারতম্য বিচার হচ্ছে, যথেন্তি। স্ত্রীষাঞ্চ—[স্ত্রীনাং+চ] এই ‘চ’ কারের দ্বারা পুরুষ-
 দেও ধরা হল। দূরবর্তিনী প্রিয়াতে যেমন চিত্র আবিষ্ট হয়, সেরূপ হয় না নিকটবর্তিনী ও নয়নগোচরী-
 ভূত প্রিয়াতে ॥ বি০ ৩৫ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকা : তদেতাং সন্দিগ্ধ পুনর্বিচারয়তি স্ম—ময়া বজ্রিধা
 সমাধানং কৃতং, তদ্ব্যগ্ৰপ্রকটলীলাময়ন্তে সম্ভাবনয়া তান্ মংস্রন্তে, মনোনিরোধে চ নোংসহিগ্ৰন্তে, তর্হি
 প্রকটলীলায়ামেব সাক্ষান্মংপ্রাপ্তিঃ সমাধানায় কল্পেতেতি। তদেতদ্বিচার্য্য সোইপি মম ছুরাগ্রহো ভবতী-
 নামাগ্রহেণ চিরাদেব নজ্জ্যতীত্যাহ—ময্যাবেশ্ঠেন্তি। পত্নেইশ্মিন্মুত্তরত্র চ ময়ীত্যাত্মসং-শব্দপ্রয়োগশ্চ দ্বিস্ত্রি-
 রাবৃত্ত্য তত্রাপ্যাদিত এব কৃষ্ণ ইতি বিশিষ্ট্য সর্ষত্রোপায়ৈমিদমিত্যধিকারনির্মিত্যা কৃষ্ণপদং যথাযথং
 যোজ্যম্। তচ্চাবশ্যকত্বায়াস্তাকারপ্রাপ্তিপরিহারায় চ গম্যামিতি স্থিতে সোইয়মত্রার্থঃ—যদযস্মাদ্বিমুস্তঃ
 তদাশেষবৃত্তিকং মনো ময়ি কৃষ্ণে যথাকথঞ্চিদাশ্রয়িত্যঃ স্বদায়কতয়া প্রসিদ্ধেইশ্মিন্ কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারে
 আবেশ্য নিরন্তরং মাং কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারমেব স্মরন্ত্যঃ স্ম, তস্মাদচিরাদেব মাং কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারম্
 উপ সমীপে এতথ প্রাপ্স্যথৈব। ন তু মমাত্র স্মাত্ত্বামিতি ভাবঃ। নহেবক্ষেং পুনরপি তথা ছুরাগ্রহো
 ভবতঃ স্মাং, তত্র সচাটু প্রাহ—নিত্যমিতি। সাহসেনৈব তথাকরবাং, কিন্তুিত উর্দ্ধং ন করিষ্যামিতি
 ভাবঃ ॥ জী০ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাবুলাদ : এই পর্যন্ত বার্তা পাঠাবার পর পুনরায় কৃষ্ণ
 বিচার করলেন, আমি তিন প্রকারে বিচ্ছেদের ব্যাপারটা সমাধান করেছি।—তা যদি অপ্রকট লীলা-
 ময় হল, তবে মিলনের কথা গোপীদের মনে না ধরবারই সম্ভাবনা, সুতরাং মনোনিরোধের কথা যা বলা
 হয়েছে তাতেও যদি তাঁরা উৎসাহ না দেখায়, তবে সমাধানের জন্ত প্রকট লীলাতেই সাক্ষাৎ মংপ্রাপ্তি
 সংবাদই রচনা করা প্রয়োজন। এও আমার ছুরাগ্রহ (নিরর্গল মিলন আগ্রহ) হলেও তোমাদের আগ্রহে
 সম্পন্ন হয়েই যাবে।—চিরকালই যে আমি মথুরায় পড়ে থাকব, তা নয়।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—
 ময্যাবেণ ইতি।

এই শ্লোকে ও পর পর শ্লোকে (ময়ি, মাং ময়া ইত্যাদি ‘অস্মৎ’ (আমি) শব্দ ২/৩ বার
 আবৃত্তি করে, তার মধ্যেও আবার প্রথমেই ‘কৃষ্ণ’ পদটি বিশেষভাবে উল্লেখ করত বিশেষভাবে বুঝানো
 হল, আমি সর্বচিত্ত আকর্ষক, অনন্য, ‘কতুমকতু মন্যথাকতুম্’ সমর্থ; কাজেই তোমরা আমার কথায়
 বিশ্বাস স্থাপন ক’তে পার।—সিদ্ধান্ত যদি এরূপ দাঁড়াল, তবে এর উপরই শ্লোকের ব্যাখ্যা করণীয়, যথা—

বিদ্যুক্তাশেষবৃত্তিঃ—যেহেতু যথাকথঞ্চিৎ আশ্রয়ী সেই অশেষ বৃত্তিক মনকে কৃষ্ণরূপে প্রসিদ্ধ আকার আমাতে আমার নিজ দায়ে আবিষ্ট করিয়ে কৃষ্ণরূপে প্রসিদ্ধ আকার আমাকে স্মরণ করাই, সেহেতু নিত্যকালের জন্তই ‘মাং’ কৃষ্ণরূপে প্রসিদ্ধ আকার আমাকে উপমা—সমীপে পাবে।—এ বিষয়ে আমার কোন স্বতন্ত্রতা নেই, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ গোপীরা যদি বলেন,—পুনরায় বলবার কথা, তোমার ও তো নিরংগল মিলন ইচ্ছা আছে। এরই উত্তরে কৃষ্ণ, বিতায়—আছেই তো, এ মিলন নিত্যকালের জন্যই হবে—এ করব বল পূর্বকই, অন্যের পরোয়া না করে। কিন্তু হবে এই প্রকটভৌম বন্দাবনেই, উদ্দেশ্য নয়। জী০ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : হং হো উক্তব, এষে ইপি সন্দেশঃ সম্প্রতি ভয়া স্বহৃদয়সম্পূটে এব স্থাপ্যতাং, সম্প্রতি কৃষ্ণেন যাঃ স্ত্রিয়ঃ সংভূজান্তে কদাচিত্তাসাং দৃশাং দূরবর্তিনী কৃষ্ণে ভবিষ্যতি সতি। তাভ্য এব তদানীং ভয়া দাতব্যঃ। সম্প্রতি ব্রজস্থাস্ত্র নাস্ত গ্রাহিকাঃ। যাসাং পূর্বাং ব্রজবর্তিনাপি দৃগ্-গোচরীভূতেইপি তস্মিন্ কৃষ্ণে একৈকনিমেষেণৈকৈকযুগকালং ব্যাপ্য সদৃগ্-দূরবর্তিকৃত এবাভূৎ, তদা তদৈব সহস্রশো বিরহেষ্ণু সহস্রকৃত এব মনঃসন্নিবর্ষঃ স্বভূদেবাসামিতি সাবহেলমাচক্ষণাস্তু তাস্ত ভোঃ স্বামিন্যঃ, যতোষোইপি ন রোচতে তর্হ্যস্মাদপ্যন্যঃ সন্দেশঃ শৃণুত, ময়া তু বহব এব সন্দেশা আনীতা ইতি প্রোচা পুনঃ কৃষ্ণবাক্যমাহ,—ময়ীতি। বিশেষণ যুক্তাস্ত্যক্তা গৃহপত্যাদিবিষয়াঃ অশেষাশ্চ স্ববৃত্তয়ো যেন তথাভূতঃ মনঃ ময়ি কৃষ্ণে আবিষ্ট মাং নিত্যমনুস্মরন্তো যদর্ত্তক্ষেণ তদচিরাদেব মাং উপ স্বসমীপ এব বর্তমান এগ্ৰথ প্রাপ্স্যথ ॥ বি০ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : ওহে উক্তব, এই বাতীও সম্প্রতি তুমি নিজ হৃদয়-সম্পূটেই স্থাপিত করে রাখ। সম্প্রতি কৃষ্ণ যে সকল স্ত্রীদের উপভোগ করছে, কদাচিৎ তাদের নয়নের দূরবর্তিনি হয়ে গেলে, তাদেরই তদানীং তোমার এই বাতী দেওয়া ঠিক হবে, সম্প্রতি ব্রজে ইহার কোনও গ্রাহিকা নেই। পূর্বে কৃষ্ণ ব্রজে অবস্থিত হয়েই নয়নগোচরী হয়ে অবস্থান করলেও তাঁর ক্ষণকালের বাবধান যাদের যুগলত বলে মনে হত, তাদের সেই সেই কালে বিরহের মধ্যেই সেই সেই সময়ে একটি যুগে সহস্র সহস্র বার মনের সন্নিবর্ষ (সামীপ্য) হত। এইরূপে অনাদরের সহিত পূর্বপক্ষকারিণী গোপীদের উক্তব বললেন।—

ওহে স্বামিনীগণ যদি এও আপনাদের কটিকর না হয় তাহলে আমার কাছ থেকে অন্য বাতী শুনুন—আমিতো বহু বাতীই এনেছি, এইরূপ বলে পুনরায় কৃষ্ণবাক্য পরিবেশন করছেন, যথা—‘ময়ীতি’। বিদ্যুক্তাশেষবৃত্তি—বিশেষ প্রকারে ত্যক্ত হয়েছে গৃহ-পতি প্রভৃতি বিষয় ও অশেষ স্বরতি যার দ্বারা তথাভূত মন ‘ময়ি কৃষ্ণে’ কৃষ্ণ আমাতে আবিষ্ট্য নিবিষ্ট করত মাং—আমাকে নিত্য অনুস্মরণ করতে করতে যেহেতু অবস্থান করছ, সে কারণে আমাকে নিজের সমীপেই বিরাজমানরূপে প্রাপ্ত হবে। ॥ বি০ ৩৬ ॥

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেহস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ ।

অলঙ্করাসাঃ কল্যাণ্যো মা পুর্নদীর্ঘ্যচিন্তয়া ॥ ৩৭ ॥

৩৭। অন্নয়ঃ : কল্যাণ্যঃ (হে কল্যাণ্যবতঃ) অস্মিন্ [প্রকাশ প্রকাশাত্মকে] বনে [বৃন্দা-বনে] রাত্র্যাং (রাসরজন্যাং) ক্রীড়তাময়া কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারেণ সহ) অলঙ্করাসাঃ যাঃ [গোপাঃ] ব্রজে আস্থিতাঃ [পত্যাভিভাঃ রুদ্ধা সত্যঃ] মদীর্ঘ্যচিন্তয়া (মম কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারস্ত সর্বাতিক্রমি-মদগুণ প্রভাবেন) মা (মাঃ কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারমেব) আপুঃ (অপ্রকট প্রকাশাত্মকে বৃন্দাবনে প্রাপ্তবতঃ) ।

৩৭। মূল্যাবাদঃ : পূর্ববর্তী শ্লোকের সিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে রাসরজনীতে ব্রজে ঘরের ভিতরে স্বামিদের দ্বারা অবরুদ্ধ গোপীগণের রাসপ্রাপ্তির কথা উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

এই বৃন্দাবনে রাসরজনীতে লীলাপরায়ণ আমার সঙ্গে যারা রাসে প্রবেশ করতে পারল না, স্বামি-দের দ্বারা ব্রজের গৃহের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায়, সেই তারা মহাবিরহপীড়ায় মতু'কামা হয়েও কল্যাণ প্রাপ্ত হল। রাসক্রীড়াতির ধ্যানের দ্বারা আমাকে তখনই ঐ গৃহ-মধ্যেই লাভ করল।

৩৭। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : তত্র প্রমাণং দর্শয়তি—যা ইত্যস্মিন্ প্রকটপ্রকাশাত্মকে বৃন্দাবনে রাত্র্যাং তস্তাং ক্রীড়তা ময়া কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারেণ সহ অলঙ্করাসাঃ । তত্র হেতুঃ—ব্রজ আস্থিতা রুদ্ধা ইত্যর্থঃ । তা অপি মদীর্ঘ্যচিন্তয়া মম কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারস্ত সর্বাতিক্রমি মদগুণ-স্বরূপ-প্রভাবেণ মা মাং কৃষ্ণতয়া প্রসিদ্ধাকারম্ আপুঃ অব প্রকটপ্রকাশাত্মকে বৃন্দাবনে ইতি ভাবঃ । কল্যাণ্য ইতি সম্বোধা ভবত্যন্ত সাক্ষাদেব প্রাপ্ত্যন্তি, ন তু 'জহগু'ণময়ং দেহম্' ইতি রীত্যা ব্যঞ্জিতম্ ॥ জীঃ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকাবৃন্দাবাদঃ : এ সম্বন্ধে প্রমাণ দেখান হচ্ছে, 'যা ইতি' । এই প্রকট প্রকাশাত্মক বৃন্দাবনে সেই রাসরজনীতে ক্রীড়তাময়া—রাসলীলারত 'ময়া' কৃষ্ণরূপে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আমার সহিত অলঙ্করাসাঃ—রাসে প্রবেশ পেল না যারা (সেই গোপীগণ) ।—এ বিষয়ে হেতু—তারা ঘরের ভিতরেই স্বামিদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে ব্রজে রয়ে গেল । এই গোপীরাও মদীর্ঘ্যচিন্তয়া—'মাং' আমার কৃষ্ণরূপে প্রসিদ্ধ বিগ্রহের সর্বাতিক্রমি গুণস্বরূপ প্রভাবে যা—'মাং' আমাকে পেয়েছিল, অপ্রকট প্রকাশাত্মক বৃন্দাবনে, একরূপ ভাব । কল্যাণ্যঃ ! হে কল্যাণীগণ তোমরা তো সাক্ষাৎই পেয়েছ, গুণময় দেহ যে ত্যাগ করে, তা নয় ॥ জীঃ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অত্রার্থে ভবতীনাং মধ্যে পূর্বমন্তু'গ'হনিকৃদ্ধা যা গোপ্যস্তা এব প্রমাণমিত্যাহ,—যা ইতি । অস্মিন্ বৃন্দাবনে রাত্র্যাং ক্রীড়তা ময়া সহ যা অলঙ্করাসা অভবন্ কুতঃ ব্রজে আস্থিতাঃ । তত্'ভির্নিকৃদ্ধাদিতি ভাবঃ । তাঃ স্বমনোরথাসিদ্ধ্যা মদ্বিচ্ছেদমহাপীড়য়া চ মতু'কামা অপি কল্যাণ কল্যাণবতো জীবন্ত্য এব মদীর্ঘ্যচিন্তয়া মা মাং তদৈবাপুঃ । তদ্রৈবাবিভূ'য় রমমাণেন ময়া সার্থমেব তস্তাং । তত্র ব্রজে স্থিতাঃ । তৎপরাত্রিষু রাসমপি প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ বিঃ ৩৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজ-যোষিতঃ ।

তা উচুরুদ্ধবৎ প্রীতাস্তং সন্দেশাগতস্মৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥

৩৮। অন্নয় : তাঃ ব্রজযোষিতঃ এবং (ঈদৃশমপি) প্রিয়তমাদিষ্টং আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তৎ-
সন্দেশাগতস্মৃতিঃ (তৎসন্দেশাগতস্মৃতয়ঃ, তস্মৈ সন্দেশেন আগতা স্মৃতির্যাসাং তাঃ) [তথাচ] প্রীতাঃ
[সত্যঃ] উদ্ধবং উচুঃ ।

৩৮। মূল্যাবুদ : শ্রীশুকদেব বলছেন - উপরের ৩৭ শ্লোকে ব্রজে অবরুদ্ধা যাদের কথা
বলা হয়েছে সেই গোপীগণই এখানে উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন - আঃ সত্যই আমরা সেই রাসে রমমান
কৃষ্ণের সহিতই গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিত ছিলাম; উদ্ধবের কথায় নিজ অনুভব-প্রমাণীকৃত স্মৃতি এসে গেলে
উদ্ধবের প্রতি প্রীত হয়ে লৌকিক রীতি অনুসারে বলতে লাগলেন ।

৩৭। শ্রীবিষ্মনাত্ম টীকাবুদ : পূর্ববর্তী শ্লোকের সিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে রাসরজনীতে
ব্রজে ঘরের মধ্যে স্বামিদের দ্বারা অবরুদ্ধ গোপীগণের কথা উদ্ধৃত করা হচ্ছে, 'বা ইতি'। এই
বুন্দাবনে রাসরজনীতে ক্রীড়াভাষ্য-ক্রীড়াশীল আমার সঙ্গে যারা অলঙ্কারাঙ্গা হল (অর্থাৎ রাসে
প্রবেশ করতে পারল না), কেন পারল না? 'অস্মিন ব্রজ আস্থিতা' এই ব্রজে স্বামিদের দ্বারা ঘরে
আটকে পড়ে থাকা হেতু পারল না। -সেই তাঁরা স্বমনোরথ অসিকি হেতু এবং মংবিচ্ছেদ মহাপীড়া হেতু
মতু'কামা হয়েও 'কল্যাণ্যঃ' কল্যাণ লাভ করল - বেঁচে থাকল মৎস্বীর্ষচিন্তা-রাসক্রীড়া লক্ষণ ধ্যানের
দ্বারা 'মা' আমাকে তখনই পেল। -সেই গৃহের মধ্যেই আবির্ভূত রমমান আমার সঙ্গেই সেই রাত্রিতে
ব্রজে ঘরেই অবস্থিতা ছিল, তার পরের রাত্রিতে যমুনাপুলিনে রাসস্থলীতে রাসও পেয়েছিল ।

॥ বিং ৩৭ ॥

৩৮। শ্রীজীবং বৈং তো টীকা : এবমিতি ক্রমেণ যদা যদা যচ্ছুতং, তদা তদা তত্রার্থ-
ত্রয়শ্চাপি তাভিস্তারতমোনানুসংহিতত্বাৎ প্রথমার্থে স্বপ্রেয়সি তস্মিন পূর্বং 'যং পতাপত্যমুহদাম্'
(শ্রীভা ১০.২৯।৩২) ইত্যাদিষু বা সর্বতনুভূতাং নিরুপাধিপ্রেমাম্পদত্বাদিনা পরমাত্মতা স্থাপিতা,
সম্প্রতি তেন জ্ঞানময়েন সন্দেশেনাগতা তদাঙ্গিকা স্মৃতির্যাসাং তাঃ ; তত্রৈণ তু তেন জ্ঞানময়েনাপি সন্দেশেন
ন গতা স্মৃতির্নিজভাবোচিতানুসন্ধানরূপা যাসাং তাঃ । তত্র হেতুঃ - প্রীতাঃ, তস্মিন্ স্বাভাবিক-তাদৃশপ্রেম-
বত্ব ইত্যর্থঃ । প্রিয়তমাদিষ্টমিতি সৌহৃদ্যবস্তুস্ব নোপদিশেদिति বিভাব্যেতি ভাবঃ । দ্বিতীয়ার্থে -
তেন প্রেমকৃতসাক্ষাৎকারসূচকেন সন্দেশেনাগতা স্মৃতিঃ সাক্ষাৎকারস্য স্মরণং যাসাং তাঃ । তৃতীয়ার্থে -
তেনাপ্রকটপ্রকাশে সংযোগং সূচয়তা সন্দেশেনাগতা স্মৃতির্জাতিস্মরণবত্তৎসংস্কাররূপা যাসাং তাঃ ।
অন্ত্যর্থদ্বয়ে - অতএব প্রীতাঃ প্রাপ্তপরিমানাঃ, অতএব বিশ্বাসে হেতুঃ - প্রিয়তমেতি । অথ 'মহ্যাবেশু

মনঃ কৃষে' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৬) ইতি চতুর্থপক্ষে সা স্মৃতিস্ত পূর্বং স্ববর্গবজ্জাতপূর্বানুরাগতয়া দৃষ্টানাং তাসাং রাসে তু তত্রাদৃষ্টানামপ্যেতাং কালং স্বীয়-শ্রীকৃষ্ণানুরাগাবেশেনানুসংহিতানাং মনে তু সন্দেশপ্রভা-
বেণানুসন্ধানরূপেতি জ্ঞেয়ম্ । অত্রৈবং শ্রীভগবতোহিতি প্রায়ঃ— মম সম্প্রতি তত্র গমনাদিকং ন সম্ভবতোবেতি,
সাস্থনসন্দেশে প্রাপ্তে প্রথমত আগমন-প্রতিশ্রব সমঞ্জসা, ভাবিনি কালবিলম্বে তু ন কেবলা সা সমঞ্জসেতি,
বিবিধসমাধান সন্ধ্যাকবিবিধার্থসম্বন্ধে সন্দেশোইপি যোগ্যঃ । যন্তু পর্যাবসানার্থেন মুহুস্তত্রতা নিত্য-
বিহারানুসন্ধানমপি ভবেৎ । কদাচিৎ হিরনুসন্ধানেন তু মদর্শনতৃষ্ণা চ মুহুস্তৎস্করণসাস্বাদচমৎকারহেতুঃ
শ্রাৎ, আয়ত্যাং মংসাক্ষাৎকারে পরমচমৎকারঃ শ্রাদিতি ॥ জী০ ৩৮ ॥

৩৮ । শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ : এবম্ ইতি — এই রূপে গোপীগণ ক্রমানুসারে যখন
যখন যা শুনেছেন, তখন তখন সে বিষয়ে অর্থত্রয়েরও তাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া হেতু প্রথম অর্থ—
স্বপ্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্বে (ভা০ ১০।২৯।৩২) শ্লোকাদিতে গোপীগণ ব্রহ্মমিমাংসা আশ্রয় করত
সিদ্ধান্ত করেছেন, কৃষ্ণ প্রাণীমাত্রেরই প্রেষ্ঠ ও বন্ধু হওয়া হেতু পরমাত্মা । সম্প্রতি উদ্ধবদ্বারা কৃষ্ণের
প্রেরিত জ্ঞানময় বার্তাদ্বারা 'তদাত্মিকা' অর্থাৎ কৃষ্ণ যে সকলের পরমাত্মা, সেই স্মৃতি আগত হল তাঁদের ।
ব্রহ্মমিমাংসা তত্ত্ব মতে কৃষ্ণপ্রেরিত বার্তা জ্ঞানময় হলেও এর দ্বারা নিজ ভাবোচিত-অনুসন্ধানরূপা স্মৃতি
গেল না তাঁদের । তথায় হেতু প্রীতাঃ— সেই কৃষ্ণে স্বাভাবিক নিত্য প্রেমবতী তারা প্রিয়তমাদিষ্টমিতি—
প্রিয়তমের মুখে এই যে-কথা উক্ত হল, তা শুনে, তাঁরা উদ্ধবকে বলতে লাগলেন । এখানে চিন্তনীয়
হল, স্বাভাবিক নিত্যপ্রেমবতী গোপীদিকে দূর হতে উৎকর্ষারুদ্ধির যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা বস্তুত
সিদ্ধান্তোচিত হয় কি-না হয়, একরূপ ভাব । তাই অর্থান্তর চিন্তনীয় ।

দ্বিতীয় অর্থ—সেই প্রেমকৃত সাক্ষাৎকার সূচক বার্তা দ্বারা আগত-স্মৃতি গোপীগণ উদ্ধবকে
বলতে লাগলেন ।

তৃতীয় অর্থ—সেই অপ্রকট প্রকাশে সংযোগসূচক বার্তা দ্বারা জাতিস্বরবৎ সংস্কাররূপ স্মৃতি
আগত হল, [দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থের সহিত 'প্রীতা' প্রভৃতি পদের অর্থ করত ব্যাখ্যা]—অতএব
প্রীতাঃ—তাঁরা পরমানন্দ লাভ করলেন, অতএব বিশ্বাসে হেতু এই বার্তা প্রিয়তমের নিজ মুখে উক্ত ।

অতঃপর “ময়্যাবেশ মনঃ কৃষে” অর্থাৎ তোমরা যেহেতু মনকে কৃষ্ণরূপী আমাতে নিবিষ্ট করত
আমাকে স্মরণ সহকারে অবস্থান করছ’—(শ্রীভা০ ১০।৪৭।৩৬) । এক্ষেপে চতুর্থপক্ষে সেই স্মৃতি কিন্তু
পূর্বে স্বযুথবৎ জাত-পূর্বানুরাগ বশতঃ এই গোপীগণের কাছে কৃষ্ণ রাসে দৃষ্ট হওয়ার পর এখন ব্রজে অদৃষ্ট
হলেও এতাবৎকাল শ্রীকৃষ্ণানুরাগ আবেশে এই অদৃষ্টতা বিষয়ে কোনও অনুসন্ধানসূচক ভাবই উঠে নি
চিতে । কিন্তু উদ্ধবমুখের এই বার্তা প্রভাবে অনুসন্ধানরূপা হল সেই স্মৃতি, একরূপ বুঝতে হবে ।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তে অভিপ্রায় একরূপ—সম্প্রতি তথায় আমার গমন সম্ভব নয় । প্রাপ্ত-সাস্থনা
বার্তায় প্রথমত আগমন প্রতিজ্ঞাই সঙ্গতিপূর্ণ । ভবিষ্যতে আগমন হবে, একরূপ কালবিলম্ব সূচক বার্তা

গোপ্য উচুঃ

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোহযকৃৎ ।

দিষ্ট্যাপ্তৈপুলকসর্বার্থৈঃ কুশল্যাস্তেহচ্যুতোহধুনা ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিদগদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি পুরষোষিতাম্ ।

প্রীতিং ন স্নিগ্ধসব্রীড় হাসোদারেক্ষণার্চিতঃ ॥ ৪০ ॥

৩৯। অন্নয়ন : গোপ্যঃ উচুঃ । যদূনাং অহিতঃ (শত্রুঃ) অযকৃৎ (ছঃখ করঃ) সানুগঃ কংসঃ হতঃ দিষ্ট্য (এতদেব ভদ্রং) অচ্যুতঃ অধুনা (পরিপূর্ণ সর্বকামৈঃ) আপ্তৈঃ (মিত্রে: সহ) অধুনা কুশলী (সুখী) আস্তে ।

৩৯। মূল্যাবুবাদ : গোপীগণ বললেন ভাগ্যক্রমে যত্নগণের হৃৎখদায়ক শত্রু কংস অন্তরদের সহিত হত হয়েছে । এবং অধুনা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণকাম আপুজনের সহিত সুখে আছেন ।

৪০। অন্নয়ন : [হে] সৌম্য, গদাগ্রজঃ (কৃষ্ণঃ) স্নিগ্ধ সব্রীড় হাসোদারে ক্ষণার্চিতঃ (স্নিগ্ধ তৎ সব্রীড় হাসেন উদারমীক্ষণং তেন অর্চিত সন্) নঃ (অশ্রাকং) [করণীয়ং] প্রীতিং পুরোষোষিতাং (তত্রত্য পুরনারীণাং বিষয়ে) করোতি কচ্চিৎ (করোতি কিম্ ?)

৪০। মূল্যাবুবাদ : অপর কোন কোন গোপী ঈর্ষার সহিত বললেন—

হে সৌম্য ! যিনি আমাদের স্নিগ্ধ-সলজ্জ হাসিতে মনোজ্ঞ সেই ঈক্ষণ দ্বারা পূজিত সেই গদাগ্রজ কৃষ্ণ হাসি-চাউনিতে পুরস্রীগণের প্রীতি উপোদন করছেন ।

অসমীচীন । ব্রজে আগমন ব্যাপারে বিবিধ সমাধান-সন্ধ্যায়ক বিবিধার্থ-সূচক বাতাই যোগ্য, যার পর্যাবসান-অর্থের দ্বারা মুহুমুহু ব্রজস্থ নিত্যবিহার-অনুসন্ধানই হয়ে থাকে । কদাচিৎ বহিরনুসন্ধান মন্দর্শন তৃষ্ণাও বার বার সেই মিলনক্ষুরণ-রসাশ্বাদ-চমৎকারহেতু হয়ে থাকে । আর আমার সেই ভাবী সাক্ষাৎকারে পরম চমৎকার হয়ে থাকে ॥ জী০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : তা অন্তর্গত নিরুচ্চর্য এবোচুঃ । তেন সন্দেশেন আগতাঃ স্মৃতির্ধাসাং তাঃ । দ্বিতীয়া আর্ষী । আং সত্যমেব তস্মাৎ রাত্রৌ তেন রমমাশ্লেষে সহ বয়মাস্মেতি স্মরন্ত্যঃ স্বানুভবং প্রমাণীকৃত্য উদ্ধবং প্রতি প্রীতাস্তা এব লৌকিকরীত্যা উদ্ধবং পপ্রচ্ছুঃ ॥ বি০ ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : উপরের ৩৭ শ্লোকে গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধা যাদের কথা বলা হয়েছে সেই গোপীগণই এখানে উদ্ধবকে বলতে লাগলেন । —আঃ সত্যই আমরা সেই রাসে রমমান শ্রীকৃষ্ণের সহিতই ছিলাম, উদ্ধবের কথায় নিজঅনুভব-প্রমাণীকৃত স্মৃতি এসে গেলে উদ্ধবের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে লৌকিক রীতি অনুসারে তাকে বলতে লাগলেন ॥ বি০ ৩৮ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈঃ ততোঃ টীকা : অথাগতস্মৃতিতয়া কিঞ্চিদাশ্বাসযুক্তানাং পুনরনুসংহিত-
প্রকটপ্রকাশতয়া জাতবিরহস্মৃতিনাং বাক্যানি দর্শয়িতুমাং—গোপ্য উচুরিতি । অহো অস্মাকং নিজসুখেন
সিদ্ধেনাসিদ্ধেনৈব বা কিম্ ? তস্মৈ সুখমেবাস্মাকং সর্বমঙ্গলমিত্যভিপ্রায়েণাদৌ তদভিনন্দতি—দিষ্ট্যেতি ।
লব্ধমর্বাঐরিতি—তেষামপ্যশেষসুখসিদ্ধ্যা তদর্থচিন্তা নিরস্তা, অতঃ কুশলী সুখী অচ্যুত ইতি কথমপি
সুখতশ্চ্যুতিরাহিত্যাভিপ্রায়েণ । অধুনেনি—পূর্বমত্রাসৌ কংসসম্বন্ধেন বহুধা দুঃখং প্রাপ্তোইস্তীতি ভাবঃ ।
অহ্নত্বৈঃ । যদ্বা, দিষ্ট্যা এতদেব ভদ্রমিত্যর্থঃ । অহিতস্তদ্বেষ্টা যদুনাংবকুচ । আটপ্তস্তত্র প্রাপ্তৈর্গুহুভিঃ ।
অগ্নত্ব সমম্ ॥ জীঃ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈঃ ততোঃ টীকাবুবাদঃ : অতঃপর স্মৃতি এসে যাওয়া হেতু কিঞ্চিং
আশ্বাসযুক্ত গোপীদের অননুসন্ধাত প্রকটপ্রকাশ-স্বভাবে জাতবিরহস্মৃতি দেখাবার জন্য বলা হচ্ছে—গোপ্য
উচু ইতি । অহো আমাদের নিজসুখের সিদ্ধিই হোক আর অসিদ্ধিই হোক, তাতে কি যায় আসে ? তার
সুখই আমাদের সর্বমঙ্গল, এই অভিপ্রায়ে প্রথমে এর সম্বন্ধেই আনন্দ জানান হচ্ছে—দিষ্ট্যা ইতি ।
অর্থাৎ ভাগ্যে ‘হতঃ কংসঃ’ কংস হত হয়েছে । লব্ধ সর্বার্থাঃ—তাদের অশেষ সুখ-সিদ্ধিতেই ঐ
বিষয়ে চিন্তা দূর হল অতএব কুশলী—সুখে আছেন অচ্যুত—এই পদটি ব্যবহারের অভিপ্রায়, কোন
প্রকারেই আর এই সুখ থেকে চ্যুত হবে না । অধুনা ইতি—পূর্বে আমাদের এই কৃষ্ণ কংসসম্বন্ধে
বহু প্রকারে দুঃখ পেয়েছে, একপ ভাব । [স্বামিপাদঃ ‘যদুনাং অহিতঃ’ যদুদের শত্রু । ‘অঘকৃৎ’ দুঃখদ ।
‘দিষ্ট্যা’ পদটি আনন্দে ‘আটপ্তঃ’ ‘প্রাপ্তঃ হিতঃ’ বহু মঙ্গল প্রাপ্ত বা ‘আটপ্তঃ’ মিত্র যদুদের সহিত কৃষ্ণ
তথায় সুখেই আছেন ।

অথবা, দিষ্ট্যা—এ ভালই হল । ‘অহিত’ কৃষ্ণের বেষ্টা ও যদুদের ‘অঘকৃৎ’ দুঃখদ কংস হত
হয়েছে । প্রাপ্ত-সর্বার্থ ‘আটপ্তঃ’ মিত্র যদুদের সহিত কৃষ্ণ তথায় সুখেই আছেন । আর যা কিছু
স্বামী-সম ॥ জীঃ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : দিষ্ট্যা ভদ্রমিত্যর্থঃ । অহিতঃ শত্রু ॥ বিঃ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : দিষ্ট্যা—ভাল ভাল । অহিতঃ—শত্রুঃ ।

৪০। শ্রীজীব বৈঃ ততোঃ টীকা : অত্র বক্তৃত্তদেহপি সঙ্গতিরুত্তরোত্তরমৈকমত্যোনোক্ত-
কার্ধ্যৈব । তথাহি—অথ সুখস্থিতিপ্রকারং প্রেমলালসৌৎকট্যেনৈব পৃচ্ছন্ত্যঃ তদীয়বিলাসবিশেষ-স্মৃতিঃ
পুত্রস্বীণাং স্মরণাং স্বাপত্য-স্বভাবেনৈর্যামকুরয়ন্তি—কচ্চিদিতি । সপ্তমার্থে ষষ্ঠ্যা । গদাগ্রজ ইতি । গদোইয়ং
প্রথমো দেবরক্ষিতায়াঃ পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণানুজঃ, তস্মিংশ্চ সপ্তপ্রত্যনুজতাভিমননে তস্মাধিকো প্রীতিং শ্রদ্ধা
গোকুলসম্বন্ধঃ শিথিলীভূত ইতি ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ শ্বেষু তদ্বৎস্নেহশৈথিল্যং, পুত্রস্বীণু তদাধিক্যং ব্যঞ্জিতবত্যঃ ।
উদারমৃৎকৃষ্টম্ ॥ ৪০ ॥

কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ পুরষোষিতাম্ ।

নানুবধ্যত তদ্বাক্যৈর্বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ ॥ ৪১ ॥

৪১। অন্নম্ : অন্নাঃ উচুঃ। রতি বিশেষজ্ঞঃ (সন্তোষ নিপুণঃ) পুরষোষিতাং চ প্রিয়ঃ [সঃ কৃষ্ণঃ] তদ্বাক্যৈঃ (তাসাং বাক্যৈঃ) বিভ্রমৈঃ চ (বিলাসৈশ্চ) অনুভাজিতঃ (পুজিতঃ সন্) কথং ন অনুবধ্যত (কথং তাসু আসক্তঃ ন ভবেৎ, অবশ্যমেব আসক্তো ভবেদिति ভাব) ।

৪১। মূলানুবাদ : কৃষ্ণ পুরষোষিতাদের প্রীতি করেন কিনা, এ আবার জিজ্ঞাসার কি আছে, প্রীতি যে করেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

রতিবিশেষজ্ঞ হওয়া হেতু কৃষ্ণ এখন পুরস্ত্রীদের প্রিয় হয়েছে। সে কেন-না তাদের বাক্য ও বিলাসের দ্বারা নিরন্তর অর্চিত হওয়ায় তাদের প্রতি আসক্ত হবে, নিশ্চয়ই হয়ে ।

৪০। শ্রীজীশ বৈ০ ভো০ টীকানুবাদ : এখানে বক্তৃভেদেও বক্তব্য সঙ্গতি আছে পর পর, সকলে একভাবেই ভাবিত হওয়া হেতু। এ কথার দৃষ্টান্ত এই শ্লোকটিই। অতঃপর অত্র এক গোপী— প্রেমলালস-ওৎকটোর সহিতই কৃষ্ণের মথুরায় সুস্থিতি প্রকার জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে তদীয় বিলাস-বিশেষ ক্ষুণ্ণিতে পুরস্ত্রীদের স্মরণ হেতু সাপত্ন্যস্বভাবে ঈর্ষার উদগমে বলছেন— কচ্চিৎ ইতি। গদাগ্রজ—কৃষ্ণ, ‘গদ’ হল বসুদেবের পত্নী দেবরক্ষিতার প্রথম পুত্র—ইনি কৃষ্ণানুজ—সেই গদে সম্প্রতি অনুজ-অভিমননে কৃষ্ণের অধিক প্রীতি সঞ্চারিত হয়েছে, এরূপ শুনে তাঁর যে গোকুল সম্বন্ধে প্রীতি শিথিলীভূত হয়েছে, ইহা প্রকাশ করত গোপীদের নিজেদের প্রতিও যে ঐ একই প্রকারে স্নেহ শৈথিল্য হয়েছে, আর পুরস্ত্রীদের প্রতিইহার আধিক্য হয়েছে, এরূপ মনোভাবে গোপীদের দ্বারা এই ‘গদাগ্রজ’ পদ ব্যবহৃত হল। উদারম্— উৎকৃষ্ট ॥ জী০ ৪০ ॥

৪০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অন্নাঃ সের্ষ্যম’হঃ—কচ্চিদিতি। গদাগ্রজ ইতি গদো দেবরক্ষিতায়াঃ প্রথমঃ পুত্রঃ দেবকীপুত্রমাশ্রানং মত্বা সংপ্রতি তস্তাগ্রজোহভূদिति গোকুলসম্বন্ধস্ত শিথিলীভূত ইতি ত্রোতয়া-মানুঃ। নোইস্মাকং স্নিগ্ধং চ তৎ সত্ৰীড়হাসেনোদারং চ যদিগ্ধং তেনাস্মান্তিরর্চিতঃ স সম্প্রতি পুরষোষিতাং প্রীতিমুৎপাদয়তি সহাসাবলোকাদিভিস্তা অর্চয়তি কিম্? শিব! শিব! অস্মদর্চনীয়াঃ সংস্তাসামর্চ-কোহভূদিত্যস্মাকমেব দৌর্ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ বি০ ৪০ ॥

৪০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : যারা রাসরজনীতে অরুণ্ধা হয়েছিলেন, তারা ছাড়া অত্র গোপীগণ ঈর্ষার সহিত বলছেন—কচ্চিদিতি। গদাগ্রজ—গদ হল দেবরক্ষিতার প্রথম পুত্র (দেব-রক্ষিতা—দেবকের কন্যা, বসুদেবের পত্নী)—কৃষ্ণ নিজেকে দেবকীপুত্র মনে করত গদের অগ্রজ অভিমনে তাঁর গোকুল সম্বন্ধ শিথিল করে ফেলেছে, গোপী-উক্ত ‘গদাগ্রজ’ পদের এরূপ ধ্বনি। বঃ--আমাদের স্নিগ্ধ-সত্ৰীড় ইতি—স্নিগ্ধ ও তৎসলজ্জ হাসিতে উদার কটাক্ষের দ্বারা অর্চিত সেই কৃষ্ণ সম্প্রতি

অপি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে কচিৎ ।

গোষ্ঠী-মধ্যে পুরজীনাং গ্রাম্যাঃ স্মর-কথান্তরে ॥ ৪২ ॥

৪২ । অন্নয়ঃ হে সাধো ! গোবিন্দ পুরজীনাং গোষ্ঠীমধ্যে প্রস্তুতে স্মরকথান্তরে গ্রাম্যাঃ (অবিদগ্ধাঃ) নঃ (অস্মান্) অপি কিং স্মরতি ?

৪২ । মূলানুবাদঃ : অতঃপর উৎকর্ষায় কৃষ্ণের প্রতি যেন দোষারোপ করতে করতে জিজ্ঞাসা করছেন—

হে সাধো ! পুরজীদের সভায় স্বচ্ছন্দ কথার মধ্যে কোনও প্রস্তাব উপস্থিত হলে, গোবিন্দ অবিদগ্ধা আমাদেরকে স্মরণ করে থাকে কি ?

পুরযোষিৎদের সহাস অবলোকনাদির দ্বারা 'করোতি পুরযোষিতাম্ প্রীতিং' পুরযোষিৎদের প্রীতি উৎপাদন করে কি অর্থাৎ তাদিকে অর্চন করে কি ? শিব শিব !! আমাদের অর্চনীয় হয়ে ওদের অর্চক হয়ে বসলেন - ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে, একরূপ ভাব ॥ বিঃ ৪০ ॥

৪১ । শ্রীজীব বৈঃ তোঃ টীকা : অহো তং কিং পৃচ্ছতে ? সন্দেহ এব তত্র নাস্তীত্যাহঃ—
কথমিতি । প্রিয়শ্চ রূপবেশোপকারাদিনা তথা তাসাং বাক্যবিশ্রমৈরনুভাজিতঃ । তদ্বাক্যৈর্বিভ্রমৈশ্চৈতি
কচিৎ এবং মিথঃ প্রীতিহেতুক-বৈদগ্ধ্যাদিকমুক্তম্ । অতঃ কথং নানুবদেধ্যোত ? কুতস্তাস্ম আসক্তো ন
ভবেৎ ? অপি তু ভবিবৈবেত্যর্থঃ ॥ জীঃ ৪১ ॥

৪১ । শ্রীজীবঃ বৈঃ তোঃ টীকানুবাদঃ : কৃষ্ণ পুরযোষিৎদের প্রীতি করেন কি না, এ
আবার জিজ্ঞাসার কি আছে । এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই, এই আশয়ে কথম্ ইতি । রূপ-বেশ-
উপকারাদি দ্বারা কৃষ্ণ পুরজীদের প্রিয়শ্চ—প্রিয়ও । তথা তাদের বাক্যবিলাসের দ্বারা নিরন্তর অর্চিত ।
কোথাও পাঠ তদ্বাক্যৈর্বিভ্রমৈশ্চৈতি—সেই বাক্যে ও বিলাসের দ্বারা নিরন্তর অর্চিত । এইরূপে
পরস্পর প্রীতিহেতুক বৈদগ্ধ্যাদি উক্ত হল । অতএব কথং নানুবদেধ্যোত—কেন-না তাদের প্রতি আসক্ত
হবে । পরন্তু নিশ্চয়ই হবে । [শ্রীবলদেব—রতি বিশেষজ্ঞ হওয়া হেতু কৃষ্ণ অধুনা পুরনারীদের প্রিয়
হয়েছে] ॥ জীঃ ৪১ ॥

৪১ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অয়ি মুগ্ধাঃ, কিমিদমপি জিজ্ঞাসস্ব ? অত্র সন্দেহ এব নাস্তী-
ত্যাহঃ সোল্লুখ্যং সান্ত্বকোপমাহঃ,—কথমিতি । রতিবিশেষজ্ঞঃ স সাম্প্রতং পুরযোষিতাং যৌহভূৎ কথং
নানুবদেধ্যোত নাসক্তো ভবেৎ । তাসাং বাক্যাস্তাদৃশৈর্বিভ্রমৈশ্চ অনুভাজিতঃ নিরন্তরং তা ভজনসৌ তৈর্ভাজিতঃ
ভজনং কারিত ইত্যর্থঃ । তেন বয়ং গ্রাম্যযোষিতঃ রতিবিশেষজ্ঞ মহামত্তায় তস্মৈ ন দিৎসামহে । তাদৃশী-
বাচনমুকুলাং বিভ্রমাংশ্চ ন জানীম ইত্যতো বয়ং তেন তাঃ প্রাপ্য ত্যক্তা এবৈতি নিশ্চিন্তুধমিতি পৃচ্ছতে
ইতি ভাবঃ ॥ বিঃ ৪১ ॥

৪১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : এও আবার জিজ্ঞাসা করছ ? এ বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ নেই। এইরূপে অত্র গোপীগণ সোল্লুঠ অন্তঃকোপের সহিত বললেন, কথং ইতি—রতি বিশেষজ্ঞ হওয়া হেতু কৃষ্ণ এখন পুরযোষিৎদের প্রিয় হয়েছে, সে কেন-না আসক্ত হবে ? তৎবাক্য ইতি—তাদের বাক্য ও তাদৃশ বিলাসের দ্বারা অবুতাজিত—নিরন্তর অর্চিত হয়ে কৃষ্ণ তাদের দ্বারা ভজন-কায়িত হয়ে থাকে। আমরা গ্রাম্যস্ত্রীরা মহামত্ত তাকে রতি বিশেষ দিতে ইচ্ছাই করি না। তাদৃশী অনুকূল বচন পরিপাটি ও বিলাস জানিই না—তাই মথুরা-যোষিৎদের পাওয়াতে আমরা ত্যক্ত হয়েছি, এরূপই নিশ্চয় করেছি, তাই জিজ্ঞাসা করলাম, এরূপ ভাব ॥ বিং ৪১ ॥

৪২। শ্রীজীব বৈং ভোং টীকা : অথোৎকর্ষা সোল্লুঠং পৃচ্ছন্তি—অপীতি। কচিং কস্মিংশ্চিৎ প্রস্তাবে প্রস্তাবে। প্রস্তাবমেব বিশিঃশক্তি—পুরস্ত্রীণাং যা গোষ্ঠী সভা, তন্মধ্যে যা স্বৈরকথা স্বচ্ছন্দবার্তা, তস্তা অন্তরে মধ্যে গ্রাম্যা অপি নঃ কিং স্মরতি ? গোবিন্দঃ গোকুলেন্দ্র ইতি স্মরণার্থতোক্তা। হে সাধো ইতি তত্র কদাপি কিঞ্চিমিথ্যা ন বাচ্যমিতি ভাবঃ। যদ্বা, কচিদিত্যস্তাগ্রেহপাশ্রয়ঃ। অহো অত্র প্রস্তাবে কচিন্নস্মরতু নাম, পুরস্ত্রীণাং গোষ্ঠীমধ্যেইপি কচিং স্মরতি। তত্রাপি স্বৈরকথান্তরে কচিং স্মরতি। অত্র সমানম্ ॥ জীং ৪২ ॥

৪২। শ্রীজীব বৈং ভোং টীকানুবাদ : অতঃপর উৎকর্ষায় সোল্লুঠ অর্থাৎ নিন্দারভাবে জিজ্ঞাসা করছেন—অপীতি। কচিং—কোনও প্রসঙ্গে, সেই প্রসঙ্গটিই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে, গোষ্ঠী-মধ্যে—পুরস্ত্রীদের যে সভা তার মধ্যে যে স্বৈর কথা—স্বচ্ছন্দ আলাপ তার অন্তরে—মধ্যে ‘গ্রাম্যা অপি নঃ স্মরতি’ এই গ্রামীন্ গোপীদের স্মরণ করে কি ? গোবিন্দ—গোকুল-পালক, এই পদে তাঁর যে স্মরণ করা উচিত, তাই বলা হল। গোপীরা উদ্ধবকে ‘সাধো’ সজ্জনশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে বুঝালেন, আমাদের প্রশ্ন-বিষয়ে কদাপি কিঞ্চিৎ মিথ্যা বলা উচিত হবে না তোমার।

অথবা, ‘কচিং’ পদটি পরেও প্রতি পদে অধিত হবে, যথা—অহো অত্র প্রস্তাবে ‘কচিং’ কখনও আমাদের স্মরণ করে কি ? পুরস্ত্রীদের ইষ্টগোষ্ঠী মধ্যেও ‘কচিং’ কখনও স্মরণ করে কি ? তার মধ্যেও আবার ‘স্বৈর’ স্বচ্ছন্দ কথার মধ্যে ‘কচিং’ কখনও আমাদের স্মরণ করে কি ? আর সব ব্যাখ্যা সমান।

॥ জীং ৪২ ॥

৪২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অপীতি। সাধো, সতামেব ত্যক্তুমহঁতান্তেন বয়ং ত্যাক্তা এব। কিঞ্চ, লোকে হি অতিনিষ্ঠা অপি সংভুক্ত্যক্তা অপি কেন চিদগুণাংশেন দোষাংশেন বা স্মৃত্যাক্তা কদাচিত্তবন্তীতি পৃচ্ছতে ইত্যাহঃ, গ্রাম্যা অবিদিত্বা স্বৈর-কথান্তরে গান-নর্ম-প্রহলীকবিত্বাদিরচনাকথামধ্যে। ভোঃ পুরস্ত্রিয়ঃ, যুয়ং যথা গানাদিকং জানীষে এবমস্মদগোষ্ঠে গোপ্যোহপি প্রায়ঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিজ্ঞানন্তি। যদ্বা, এবং নৈব তা গ্রাম্যতাজ্ঞানন্তীতি। কিমস্মানুল্লিখতীত্যর্থঃ ॥ বিং ৪২ ॥

৪২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : হে সজ্জনবর ! সতাই আমরা ত্যাগেরই যোগ্য, তাই তার দ্বারা ত্যক্ত হয়েছি, এ জগতে দেখা যায় অতি নিকৃষ্ট হলেও সমস্তাগের পর ত্যক্তা নারীও কোনও

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
বৃন্দাবনে কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্ক-রম্যে ।

রেমে কণচরনুপুর-রাসগোষ্ঠ্যা-

মস্মাভিরীড়িতমনোজ্জকথঃ কদাচিৎ ॥ ৪৩ ॥

৪৩। অল্পম্ন : [অত্যা উচু] তাঃ নিশাঃ কিং [কদাচিৎ] স্মরতি ? যাসু [নিশাষু]
তদা (তদানীং) কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্ক-রম্যে (এতৈ রমণীয়ে) বৃন্দাবনে কনচরন-নুপুর-রাস-গোষ্ঠ্যাং ('গোষ্ঠ্যাং'
সভায়াং) অস্মাভিঃ প্রিয়াভিঃ [সহ] ঈড়িত মনোজ্জ কথঃ (বিমান চারিণীভিঃ স্বর্গাঙ্গনাভিরপি 'স্তুতা' স্তুতিতয়া
গীতা 'মনোজ্জ' চিত্তাকর্ষিকা 'কথা' বিবিধ বৈদগ্ধ্যাদি বার্তা যন্ত সঃ কৃষ্ণঃ) রেমে (স্বয়ং চিত্রীড়) ।

৪৩। মূল্যাবুবাদ : অহো মথুরারমণীদেব পেয়ে আমাদের স্মরণ নাই বা করলেন, কিন্তু
বৃন্দাবনের সেই রাসলীলার স্মরণ করেন কি ? ইহাই জিজ্ঞাসা—

সেই সকল রাত্রি সে স্মরণ করে কি ? এই স্থানে তার অবস্থানকালে যে সকল রজনীতে কুমুদ-কুন্দ
ও চন্দ্রের শুভ্র আভায় রমণীয় বৃন্দাবনে চরণ-নুপুর শব্দে শব্দায়মান রাস সভায় আমাদের সহিত স্বয়ং বিহার
করেছিলেন, আর তৎকালে বিমানচারিণী স্বর্গাঙ্গনাদের দ্বারা স্তুতিরূপে গাওয়া হচ্ছিল তার চিত্তাকর্ষক
বিবিধ বৈদগ্ধ্যাদি বার্তা ।

গুণাংশে বা দোষাংশে কখনও মনে এসে উদয় হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—
গ্রাম্যাতঃ—অবিদগ্ধা । নৈব কথাস্তুরে—স্বহৃদ কথার মধ্যে । গান-পরিহাস-হেঁয়ালী-কবিতাদি-রচনা
কথা মধ্যে কখনও আমাদের কথা উল্লেখ করে কি ?—ওহে পুরুষগণ তোমরা যেরূপ গানাদি জান,
সেকরূপই আমাদের গোষ্ঠে গোপীগণও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু জানে । অথবা, তোমাদের মতো একরূপ জানে
না গোঁঘো হওয়া হেতু ॥ বিং ৪২ ॥

৪৩। শ্রীজীব বৈং ভোং টীকা : অহো নাগরীগণপ্রাপ্ত্যস্মান বা ন স্মরতু, তদ্রাস-
ক্রীড়ারাত্রীরপি কচিং স্মরতীতি প্ৰচ্ছন্তি তা ইতি । অয়মর্থঃ—যঃ স্বস্মাভিহুঁ ভিক্ষুভিক্ষুকীভিরিব সাম্প্র-
তমীড়িতা মনোজ্জা তন্ত যুগ্মাকং চ মনোরমা কথা, 'দিষ্টাহিতো হতঃ কংসঃ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৯)
ইত্যাদিরূপা যন্ত স তত্রেখরঃ ; সাক্ষাৎ-নির্দেশেন লঘুকর্তুং শঙ্কনীয়স্তাং সাম্প্রতিকীভ্যঃ পরাভ্যাসে বিলক্ষণঃ,
তত্র চ বহুতাদিস্বর্ভূমপারগীয়া নিশাঃ কিং কদাচিদপি স্মরতি ? যাসু কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্ক-রম্যাদিলক্ষণে
এব বৃন্দাবনে তদা তদানীং যাঃ কাশ্চন তন্ত প্রিয়া আসন্ । এষা ভবতাস্মাসু দৃশ্যমানা ছঃখাবস্থা তাসু
ন সম্ভবতীতাস্মাদৃশীভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোইপ্যস্মাভিরেব তাভিঃ সহ তন্ত তাসাং চ কণচরন-নুপুরতয়াতিমনোহরায়াং
রাসগোষ্ঠ্যাং রেমে স্বয়ং চিত্রীড়তি ॥ জীং ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীজীব বৈং ভোং টীকাবুবাদ : অহো নাগরীগণকে পেয়ে গ্রাম্য আমাদের-বা স্মরণ
করে না, সেই রাসক্রীড়া রাত্রীসকল কখনও স্মরণ করে কি, এইসব জিজ্ঞাসার উত্তরে, 'তা ইতি' ।

তুর্ভিক্ষপীড়িতা ভিক্ষারিণী মতো এই সম্প্রতি আমাদের দ্বারা ঐড়িতা ম্বাবোজ্ঞা—কীর্তিতা তার ও তোমাদের মনোরমা কথা, যথা “ভাগ্যক্রমে যদুগণের দুঃখদায়ক কংস অল্পচরদের সহিত হত হয়েছে। এবং অধুনা শ্রীকৃষ্ণপূর্ণকাম আপুজনের সহিত সুখে আছে।”—(শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৩৯) ইত্যাদিরূপা কথা যার সে মথুরায় ঈশ্বর (ঐশ্বর্য মূর্তি)।—সাক্ষাৎ নাম-নির্দেশের দ্বারা লঘু করার পক্ষে শঙ্কা যোগ্য, (তাই শ্লোকে কৃষ্ণ নামটি ধরা হয়নি)।—তাঃ নিশা—সেই নিশাসমূহ (একটি রাসনিশার মধ্যে শতকোটি রাত্রির প্রবেশ) যা আধুনিক নিশা ও পরেও যত নিশা আসবে তার থেকে বিলক্ষণ। তার মধ্যেও আবার সেই নিশা বহু বহু হওয়ার দরুণ বিশ্বতিতে চলে যাওয়াও সম্ভব নয়, এমন যে নিশা তাকেও কি কখনও স্মরণ করে না?—যাস্মু—যে রাত্রিসমূহে কুমুদ-কুন্দ-চন্দ্রের দ্বারা রমণীয়ত্বাদি প্রাপ্ত বৃন্দাবনে তদা—তদানীং কোনও কোনও গোপী, যারা তার প্রিয়া, তাদের সহিতই দ্বৈত-বিহার করেছিলেন—হে উদ্ধব, এই যাদের তুমি এখানে দেখছ, দুঃখাবস্থায় পড়ে আছে, তাদের সহিত বিহার সম্ভব নয়। এরা ছাড়া অন্তদের সহিতই স্বয়ং তার বিহার হয়েছিল,—তার ও সেই অন্য রমণীদের চরণনুপুরের কিনি কিনি গুঞ্জে মনোহর রাসসভায় ॥ জীঃ ৪৩ ॥

৪৩। বিশ্বনাথ টীকা : ভো ভো গোপাঃ, বক্রোক্তা অলং তাসাং তস্মৈ চ নিন্দয়া, স্পষ্টমেব কিং ন ক্রোধে?—অন্যদৈবধ্যাদিকমস্মদোর্ভাগ্যবশাৎ কৃষ্ণেন বিশ্বযতাং নাম, স্ববাসঃ কথং বিশ্বত ইত্যন্যাঃ সরোদনমাজঃ,—তা ইতি। কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্কৈর্বৃন্দাবনীয়পুলিনস্ত সর্বশুক্লীকৃতত্বাদ্রম্যে। রূপস্তি চরণ-নুপুরাণি যন্তাং তন্তাং রাসগোষ্ঠ্যাং প্রিয়াভিরস্মাভিঃ সহ রেমে। ঐড়িতা বিমানচারিণীভিঃ স্বর্গাঙ্গনাভিরপি-স্তুতাঃ কথা যন্ত স ইতি তেন পুরাঙ্গনাঃ বরাক্যঃ কা বা কথা জানন্তি মথুরায়াং, কবা পুলিনমেতাদৃশং তদ-ভিমতানি নৃত্য-গীত-বাদিত্রাণি চূড়া-মুকুট-স্থাসক-বনমালা-বাটিকাদিরচনা বা তত্র কাঃ কতুং জানন্তীতি মথুরায়াং স্থিহা কৃষ্ণস্ত সর্বমেব সুখমস্তীভূতমিতি। তদীয়ানন্দাভাবমেব স্মৃতা বয়ং দুঃখেন ত্রিয়ামহে। বয়মিহ তত্র কাশ্চিত্তদভিমতা বিলাসিষ্ঠাঃ স্ত্যশ্চেত্তাভিঃ সহ রাসলাস্ত্রবেণুবাচ্ছাদিবিনোদক শৃণুয়াম, চেত্তদাত্র তদ্বিরহেইপি বয়ং সুখেইব বর্তেমহীতি ধ্বনিতম্ ॥ বিঃ ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাব্যাখ্যা : ওহে ওহে গোপীগণ! বক্রোক্তি দ্বারা পুরস্ত্রী ও তার নিন্দার কি প্রয়োজন। স্পষ্ট করে অন্যদের বৈদগ্ধ্যাদির কথা কেন না বলছ? এরই উত্তরে, আমাদের দোর্ভাগ্যবশে কৃষ্ণ আমাদের ভুলে যান তো যাউন, কিন্তু নিজের বাসস্থান কি করে ভুলে গেলেন, এরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে অন্য কোন গোপী সরোদন বলছেন ‘তা ইতি’।

কুমুদ ইতি—কুমুদ-কুন্দ-চন্দ্রের দ্বারা বৃন্দাবনীয় পুলিনের সবকিছু শুভ্রতায় ভরিয়ে দেওয়ায় দ্রাম্যে বৃন্দাবনে—রমণীয় হয়ে উঠেছে যে বৃন্দাবন, যথায় চরণনুপুরচয় কিনি-কিনি শব্দে বাজছে সেই বৃন্দাবনের রাসগোষ্ঠীতে প্রিয় আমাদের সহিত বিহার করেছেন। ম্বাবোজ্ঞ কথং—যার মনোজ্ঞ কথা ঐড়িত বিমানচারিণী স্বর্গ-অঙ্গনাদের দ্বারাও স্তুত। তাদৃশ তুচ্ছ পুরাঙ্গনারা কি বা কথা জানে, মথুরাতে এতাদৃশ পুলিনই বা কোথায়, কৃষ্ণের অভিমত অনুসারে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি, চূড়া-মুকুট স্থাসক বনমালা পানের

অপ্যেব্যতাহ দাশাহ'স্তুপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা

সঞ্জীবয়ন্ তু নো গাত্ৰৈষথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥ ৪৪ ॥

৪৪। অম্বয় : ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) যথা অম্বুদৈঃ (মৈষঃ) বনং [সঞ্জীবয়তি তদ্বৎ] দাশাহঃ (দাশাহ'নাং রাজা কৃষ্ণঃ) স্বকৃতয়া (স্বনিমিত্তেন) শুচা (শোকেন) তপ্তাঃ নঃ (অস্মান্) গাত্ৰৈঃ (করম্পর্শাদিভিঃ) সঞ্জীবয়ন্ ইহ [ব্রজে] এযুতি (আগমিষ্যতি) অপি (কিং) তু (ভোঃ)।

৪৪। মূল্যাবুবাদ : গোপীদের মধ্যে কোনও একজন বললেন, ওহে সখীগণ, অতঃপর সেই পুরী থেকে উদ্বিগ্ন সে শীঘ্রই এসে যাবে—এ কথা বিশ্বাস করে সমভাবাপন্ন অপর কোনও এক গোপী বলছেন—

হে উদ্ধব, দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ মেঘবর্ষণে গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত বনকে সঞ্জীবিত করে, সেইরূপ যত্নবংশীয় জীকৃষ্ণ তন্নিমিত্ত শোকসন্তপ্তা আমাদিককে করম্পর্শাদি দ্বারা সঞ্জীবিত করার জন্ত ওগো, সত্যই কি এই ব্রজে আসবে ?

খিলি প্রভৃতি রচনাই বা কে করতে জানে, তাই মথুরায় থেকে কৃষ্ণের সকল সুখই অন্তর্মিত হয়ে গিয়েছে। তার যে আনন্দের অভাব পড়েছে, তার স্মরণেই আমরা মরে যাচ্ছি। ঐ মথুরায় আমাদের মতো কোনও কোনও তাঁর অভিমত-বিলাসিনী যদি থাকত, তাহলে তাদের সহিত রাস-লাস-বেণুবাত্তাদি বিহার হতে পারত—এরূপ যদি শুনে পেতাম, তাহলে তার বিরহেও আমরা এই বৃন্দাবনে সুখেই থাকতে পারতাম, এরূপ ধ্বনি ॥ বিং ৪৩ ॥

৪৪। শ্রীজীব বৈং ভোঃ টীকা : নহু স্মরতোবেতি চেৎ, তর্হি ভৃশ্যাত্রাগমনং নৈব প্রতীম ইত্যাণয়েন রাসস্মরণজনিতৌৎকণ্ঠ্যভরণে তদাগমনসন্দেশ বিস্মৃত্বৈব পৃচ্ছন্তি—অপীতি। দাশাহঃ দাশাহ'নাং রাজা, তৎপালনার্থং ব্যগ্রোইপীতি ভাবঃ। স্বকৃতয়া শুচেতি তৎস্পর্শক-প্রতীকারত্বম্, অথবা অস্নিগ্ধহৃদয়বিজ্ঞপ্তং-স্ট্রীবধাদভীকৃষ্ণং জ্ঞাপিতম্। গাত্ৰৈঃ সমাগ্, জীবয়মিতি তৎস্পর্শানামমৃতময়ত্বম্। তত্র তু বর্তমান-প্রয়োগেণ সমাগমকাল এব করম্পর্শাদিকং বিলম্বাসহত্বম্। যথেন্তি দৃষ্টান্তেন তাৎকালিকত্বং তদেকসাম্যত্বঞ্চ দৃঢ়ীকৃতম্। গজ্জ'নাদিনেব সন্দেশাদিনা চ তাপাপনোদনং নিরাকৃতম্।

॥ জীং ৪৪ ॥

৪৪। শ্রীজীব বৈং ভোঃ টীকাবুবাদ : উদ্ধব যদি বলেন, কৃষ্ণ স্মরণ করে। এর উত্তরে গোপীরা বললেন—যাই বল, তার আগমন হবে, এ কথা বিশ্বাস হতে চায়না। এই আশয়ে, কিম্বা রাসস্মরণজনিত উৎকণ্ঠ্যভরে তাঁর আগমন সন্দেশ ভুলে গিয়েই জিজ্ঞাসা করছেন—অপীতি। সে আসবে কি?—দাশাহ'ঃ—যত্নবংশীয় দশাহের বংশ, এদের রাজা—এদের পালনের জন্ত ব্যগ্র থাকা সত্ত্বেও আসবে কি?—এই দাশাহ'পদে এরূপ ভাব ব্যক্ত হয়েছে। স্বকৃতয়া শুচা—কৃষ্ণের নিজের কারণে গোপীরা শোকসন্তপ্তা, কাজেই একমাত্র তাঁর স্পর্শেই এর প্রতিকার, যদি সে এ না করে, তবে সে যে

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ ।

নরেন্দ্রকণ্যা উদাহ প্রীতঃ সর্বসুহৃদ্রতঃ ॥ ৪৫ ॥

৪৫। অল্পম্ : [অগ্ণাঃ উচুঃ] হতাহিতঃ (হতশত্রুঃ) প্রাপ্ত রাজ্যঃ নরেন্দ্রকণ্যাঃ উদ্বাহ প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ) সর্বসুহৃদ্রতঃ কৃষ্ণ কস্মাৎ (কিমর্থম্) ইহ (ব্রজে) আয়াতি (আগমিষ্যতি) ।

৪৫। মৃত্যুবাদ : উপযুক্ত কথা শুনে বাম্যস্বভাবা অগ্ন এক গোপী বললেন—ওহে সখীগণ, কৃষ্ণের রাসাদি লীলায় কতটুকু সুখ তা মুখ্য তোমরা কিছুই জান না, তাঁর অভিমত-সুখ তোমরা আমার কাছ থেকে শোন—এই আশয়ে বক্রোক্তিতে বলছেন—

সে কেনই বা আসবে এই ব্রজে । এখানে সে পাচ্ছে গোচারণ ক্রেশ, আর ওখানে রাজ্যসুখ । এখানে গোয়ালিনি, তাতেও আবার পরকীয়া । এদের সঙ্গে কি সুখ—এখানে গোপকণ্যা ওখানে নরেন্দ্র-কণ্যা । যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ব্রজে আসবেন, তার উত্তরে বাম্য স্বভাবা অন্য এক গোপী বললেন—সম্প্রতি শত্রুর বিনাশ এবং রাজাসন লাভ হওয়ায় তিনি রাজকন্যা বিবাহ করত স্বজনগণে পরিবৃত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ওখানে বাস করছেন, এখানে এই বনে গোয়ালাদের মধ্যে কেনইবা আসবেন ?

কঠিন হৃদয় ও জীবধহতু, ভয়শূন্য, তা প্রচার হয়ে যাবে । গাত্রঃ সঞ্জীবয়ন—‘গাত্রঃ’ করস্পর্শনাদি দ্বারা সম্যকরূপে জীইয়ে তুলবার জন্ত আসবেন কি ?—তাঁর স্পর্শ অমৃতময়, সঞ্জীবনী ঔষধস্বরূপ ।—শ্লোকে ‘এয়াতি’ এই বর্তমান প্রয়োগে সূচিত হচ্ছে, ব্রজে আসার সমকালেই করস্পর্শাদি, এতে বিলম্ব অসহনীয়, যথা ইন্দ্র ইতি—ইন্দ্র যেমন মেঘের বর্ষণে সন্তপ্ত বন জীইয়ে তোলে । এই দৃষ্টান্তের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হল—যেমন বর্ষন ও দন্ধবন জীইয়ে উঠার সমকালতা তেমনই করস্পর্শ ও বিরহদাবদন্ধ গোপীদের জীইয়ে উঠার সমকালতা, আরও মেঘের বর্ষণ ও কৃষ্ণকর-স্পর্শের সমতা । আরও শুধু গর্জনেই ও সন্দেহাদি দ্বারাই তাপ দূরীকরণ নিরাকৃত হল ॥ জী° ৪৪ ॥

৪৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : ভাঃ সখ্যঃ, অতএব তস্মাৎ পুরাছদিগঃ কৃষ্ণঃ শীঘ্রমব্রাহ্মণ্যিতি তদাগমনমাশাসনম্ । অত্মাস্তং সমভাবা আহুঃ,—অপীতি । স্বনিমিত্তেন শোকেন তপ্তা অস্মান্ স্বগা-ত্রৈর্দর্শিতৈঃ সংজীবয়ন কিং নু ইহৈয়াতীতি ॥ বি° ৪৪ ॥

৪৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুদ্ভ : গোপীদের মধ্যে একজন অগ্ন সকলকে বললেন,—ওহে সখীগণ, অতঃপর সেই পুরী থেকে উদ্বিগ্ন কৃষ্ণ শীঘ্রই এসে যাবেন—এ কথা বিশ্বাস করে সমভাবা অন্য কোনও এক গোপী বলছেন, অপীতি । তার জন্য শোকসন্তপ্তা আমাদের দর্শন দিয়ে উজ্জীবিত করার জন্য ওগো, সত্যই কি সে এই ব্রজে আসবে ? ॥ বি° ৪৪ ॥

৪৫। জীব বৈ° তো° টীকা : নস্ম্যতোবেতি চেৎ, ন ঘটতেত্যাহুঃ—কস্মাদিতি । তদেব দর্শয়ন্তি—প্রাপ্তেত্যাदिना । ননু তথাপি ভবতীনাং বিরহাৰ্ত্ত এয়াতেব, তত্রান্যথা সম্ভাবয়ন্তি—নরেতি ।

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভিৰ্বা মহাত্মনঃ ।

শ্রীপতেরাপ্তকামস্ত ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৬। অল্পম্নম্ : [অন্যান্ত পরমার্থমুচু] বনৌকোভিঃ (বনবাসিনীভিঃ) অস্মাভিঃ অন্যাভিঃ [রাজকন্যাভিঃ] বা মহাত্মনঃ (মনস্বিনঃ) শ্রীপতেঃ (সর্ব সম্পদধিষ্ঠাত্ৰ্যাঃ লক্ষ্মীদেব্যা অপি অধীশস্ত) অপ্তকামস্ত (তত্রাপি সতএব প্রাপ্তকামস্ত) কৃতাত্মনঃ (পরিপূর্ণ তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত) কিং (কোইপি) অর্থঃ ক্রিয়েত ।

৪৬। সুল্লাববাদ : পূর্ব শ্লোকে রাজকন্যা বিবাহকে ব্রজে না আসার 'হেতু' বলা হয়েছে— এখানে একে হেতু বলে স্বীকার না করে ঐ কন্যাদের প্রতি যেন অনুকম্পা প্রকাশ করেই কৃষ্ণের নিরপেক্ষ-তাকেই হেতু বলে তুলে ধরছেন ঈর্ষা বশে—

উদারচেতা, লক্ষ্মীপতি, সিন্ধুনোরথ, পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বনবাসিনী আমাদের দ্বারা, বা অন্য রমণীগণ দ্বারাই বা কি প্রয়োজন সাধিত হতে পারে ?

শ্রীত ইতি—অস্মদগোপজাতেস্তস্ত তেনৈবাতীষ্টকৃত্রিয়জাতিত্বসিদ্ধেঃ কান্তাবিশেষলাভাচ্চ । ননু তথা সত্যপি মাতাপুত্রাদীনামব্রত্যানাং পরমসুহৃদাং শ্রীতার্থমেঘতোব, তত্রাহঃ—সৰ্বেতি ; সৰ্বে'তে লক্কাঃ পরেষধুনা কাপেক্ষেতার্থঃ ; যদা, তত্রৈতঃ সুহৃদ্বিরত্রাগচ্ছনসৌ নিবারয়িতব্য ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুবাদ : বাম্যম্ভাব কোনও গোপী প্রশ্ন তুললেন— তোমরা যদি বল আসবে, তবে বলি শোন, ও ঘটে উঠবে না, এই আশয়ে বলছেন 'কস্মাৎ ইতি' কিজন্মে আর এখানে আসবে। না আসার কারণ দেখাচ্ছেন, 'প্রাপ্ত ইতি' শত্রুর বিনাশে রাজ্য প্রাপ্তি ইত্যাদিই কারণ। অনুকূল গোপী—মানলাম তোনার কথা, তথাপি তোমাদের বিরহার্তিতে আসবে তো নিশ্চয়ই— এ কথার পরও অত্যা চিন্তা করে করে কোনও বামা গোপী বলছেন বারেন্দ্রকন্যা—রাজকন্যা বিবাহহেতু প্রীতঃ—আমাদের গোপজাতি তাঁর এই বিবাহের দ্বারা স্বাভীষ্ট কৃত্রিয় জাতিত্ব সিদ্ধিহেতু এবং কান্তা বিশেষ লাভ হেতু সন্তুষ্ট, কাজেই এখানে আসার প্রশ্ন উঠে না। কোনও অনুকূল গোপী—সে রূপ হলেও আসবেনতো নিশ্চয়ই, ব্রজের মাতা পিতাদি ও পরম সুহৃদদের শ্রীতির জন্ত। এরই উত্তরে বাম্যম্ভাব গোপী বলছেন। সর্বসুহৃদবৃত্তঃ সর্বসুহৃদই তারা মথুরায় পেয়ে গিয়েছেন, পর-সম্বন্ধে অধুনা কি অপেক্ষা, অথবা এখানে আসতে নিলে ওখানকার সুহৃদদের দ্বারা নিবারিত হবে বলেই তো মনে হয়।

॥ জী০ ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : তৎ শ্রুত্বা অন্যা বাম্যম্ভাবাঃ ভোঃ সখাঃ কৃষ্ণস্ত রাসাদিভিঃ কিং সুখং ভাবং মুগ্ধা যুষ্ম কিমপি ন জানীধে। তদভিমতসুখং মনুখাং শৃণুতেতি বক্রোক্ত্যাহঃ,— কস্মাদিতি । অত্র গোচারণক্লিষ্টস্তত্র তু প্রাপ্তরাজ্যোভূৎ । অত্র গোপজাতিভিস্তত্রাপি পরকীয়াভিঃ কিং সুখং অত্র গোপস্তত্র তু নরেন্দ্র ইত্যাদি । উদাহৃতি কচিং । পুরাণে মথুরাস্থ কৃষ্ণস্ত কৃষ্ণিগৃহাঃ কল্প-

ভেদেন জ্ঞেয়ঃ। “প্রাপ্য মথুরা”মিত্যাধিকৃত্য “রামানিরুদ্ধ-প্রহ্লাদৈঃ কল্পিণ্যা সহিতো বিভূ”রিতি গোপাল-
তাপন্যাক্ষ জ্ঞেয়তে ॥ বিং ৪৫ ॥

৪৫। বিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : উপযুক্ত কথা শুনে বামাস্বভাষা অন্য এক গোপী বললেন—
ওহে সখিগণ! কৃষ্ণের রাসাদি লীলায় কি সুখ, মুগ্ধা তোমরা এর কিছুই জান না। তাঁর বাঞ্ছিত-সুখ
তোমরা আমার কাছ থেকে শোন, এই আশয়ে বক্রোক্তিতে বলছেন—কস্মাৎ ইতি অর্থাৎ সে কেনই বা
আসবে ব্রজে। এখানে গোচারণের ক্লেশ। আর সেখানে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েছে সে। এখানে গোপিনী,
তাতেও আবার পরকীয়া, এদের সহিত লীলায় কি সুখ—এখানে গোপিকন্যাসঙ্গ, ওখানে (মথুরায়) নরেন্দ্র-
কন্যা ‘উদ্ধাহ’ বিবাহ করে সুখে বাস। পুরাণে মথুরার কৃষ্ণের কল্পিণী বিবাহ, এ কচিং কল্পভেদে, একরূপ
বুঝতে হবে।—শ্রী.গোপালতাপনিতে একরূপ দেখা যায়, যথা “বিভূ কৃষ্ণ মথুরার রাজা হয়ে রাম-অনিরুদ্ধ-
প্রহ্লাদের সহিত সুখে বাস করতে লাগলেন ॥ বিং ৪৫ ॥

৪৬। শ্রীজীব বৈং. ভো. টীকা : নরেন্দ্রকন্যাদাহন্য হেতুহ্মাক্ষিপা তাম্বপি কারুণ্যং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব তস্য নৈরপেক্ষ্যমেব হেতুং সের্যমাহঃ—কিমিতি। তত্র হেতুঃ—মহাত্মনঃ মহান তত্পর্যাপি
বর্তমান আত্মা চিন্ত্য যন্ত ; যতঃ শ্রীপতেঃ শ্রিয়ঃ সর্বৈরাশ্রয়িতুমভীষ্টায়া অপি তত্র তত্র তদনুগামিত্যা লক্ষ্মীঃ
পত্ন্যঃ, অতএবাপ্তকামস্ত যথেষ্টবিষয়পূর্ণস্ত, যত এব কৃতাত্মনঃ লবধুতেরিতি ; ততঃ কাচিদপি কন্যাকা তস্য
বিবাহায় নাহর্ন্তব্যোক্ত্যবং প্রতি চ নিগূঢ়ঃ প্রবত্তঃ স্মৃতিতঃ। অত্র ‘নায়ং শ্রিয়ঃ’ (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইতি
বক্ষ্যমাণানুসারেণ তা অপি স্বেষামুত্তমতয়াং ‘নাহমাত্মানমাশাসে মদন্তকৈঃ সাধুভির্বিনা’ (শ্রীভা ৯।৪।৬৪)
ইত্যনুসারেণ তস্য চাত্মসকাশাদপি পরমপেক্ষণীয়তায়ামীদৃশং বচনমুক্তকণ্ঠয়া স্বমহিমনানুসন্ধানাৎ, তদপ্রাপ্ত্যা,
নির্বোদাদেব চ জ্ঞেয়ম্ ॥ জীং ৪৬ ॥

৪৬। জীব বৈং. ভো. টীকাবুবাদ : নরেন্দ্রকন্যা বিবাহকে পূর্ব শ্লোকে যে ব্রজে না আমার
হেতুরূপে বলা হয়েছে, সেই হেতুকে নিষেধকরত ঐ কন্যাদের প্রতিও যেন অনুকম্পা প্রকাশ করে কৃষ্ণের
নিরপেক্ষতাই-যে হেতু, তাই সঁর্বীর সহিত বলছেন—কিম্ ইতি অর্থাৎ ‘মহাত্মা’ আপ্তকাম কৃষ্ণের অন্য
রমণীই বা কি প্রয়োজন ইত্যাদি। এ বিষয়ে হেতু তিনি যে মহাত্মা অর্থাৎ মহান, তারও উপরে বিদ্যমান
‘আত্মা’ চিত্ত যার তাদৃশ। আরও যেহেতু শ্রীপতেঃ—সর্বসম্পদের অধীশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় পাওয়ার
জন্য সকলেই লালায়িত—একরূপ হয়েও যিনি বৃন্দাবনাদি স্থানে কৃষ্ণানুগামিনী হয়ে থাকেন, সেই লক্ষ্মীর
পতি কৃষ্ণের কি অপেক্ষা থাকতে পারে। অতএব আপ্তকামস্য—যথেষ্ট (যথা বাঞ্ছিত) বিষয়পূর্ণ,
সুতরাং কৃতাত্মনঃ—লবধুতি অর্থাৎ লবসন্তোষ। সুতরাং কারুর পক্ষেই এই কৃষ্ণের বিবাহের জন্য কন্যা
যোগাড় করা সমীচীন নয়, এইরূপে উদ্ধবের উদ্দেশেও নিগূঢ় নিষেধ স্মৃতিত হল।—এখানে ‘নায়ং শ্রিয়ঃ’
অর্থাৎ “রাসে কণ্ঠ আলিঙ্গনের দ্বারা গোপীগণের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তাদৃশ অনুগ্রহ তার
বন্ধোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও পাননি। অন্যের কথা আর বলবার কি আছে।”—(শ্রীভা ১০।৪৭।৬০)।
এই বক্ষ্যমান শ্লোকানুসারে গোপীগণের উত্তমতা নির্দ্বারিত হল। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণের নিজের উক্তি—

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশুং শৈৱিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা ।

তজ্জানতীনাং নঃ কৃষেঃ তথাপ্যাশা দুরত্যা ॥ ৪৭ ॥

৪৭। অন্নয়ঃ শৈৱণী (কামচারিণী) পিঙ্গলা অপি নৈরাশুং হি (এব) পরম (পরমং) সৌখ্যং আহ তং (নৈরাশ্যমেব সুখমিতি) জানতীনাং নঃ (অস্মাকং) কৃষে (চিত্তাকর্ষকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে) তথাপি (তাদৃশী অপি) আশা দুরত্যা (কথমপি ত্যজুং ন শক্যা ইত্যর্থঃ) ।

৪৭। মূল্যাবাদঃ : একুপ যদি বললে তাহলে তার প্রাপ্তির আশা ছেড়ে দেও না, একুপ কথার উত্তরে ঐ গোপী বললেন—

কামাচারিণী পিঙ্গলাও বলেছে, নিরাশুই সুখ, আমরা তো ইহা জানিই না, জানতামও যদি তথাপি তাদৃশী আশা দুস্পরিহার্য হওয়ায় ছাড়তে পারতাম না, কারণ এই আশা চিত্তাকর্ষক ব্রজেন্দ্রনন্দনে ধৃত ।

“নাহমাস্মানমাশাসে ইতি” শ্লোকটি উদ্ধার করা হচ্ছে, যথা—‘হে ব্রাহ্মণবর! যাঁদের একমাত্র আশ্রয় সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজস্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্য সম্পত্তিরও অভিলাষ করি না।’— (শ্রীভা০ ৯।৪।৬৪) । [শ্রীবিষ্ণু টীকা—আমার স্বরূপভূত আনন্দ থেকেও মন্তুত্বস্বরূপানন্দ অতি স্পৃহনীয়, কারণ দুইই চিত্তরূপ হলেও ভক্তবর্তিনী ভক্তির অনুগ্রহ নামক ঘনীভূত চিত্তবৃত্তি সর্বচিত্তসারভূত হওয়ায় আমার আনন্দস্বরূপেরও আনন্দক ও আকর্ষক]—এই অনুসারে কৃষ্ণের নিজের থেকেও গোপীদের পরম অপেক্ষনীয়তা সম্বন্ধে ঈদৃশ বচন, উৎকণ্ঠায় নিজ মহিমা অননুসন্ধান হেতু ও সেই গোপীদের অপ্রাপ্তিতে নির্বেদ হেতু, একুপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ৪৬ ॥

৪৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : ভোঃ সহচর্যাঃ প্রেমশূন্যে কৃষে ঈর্ষ্যা-অমুয়াদিকং ত্যজ্যতামিতি বদন্ত্যস্তস্মৈ সর্বত্রোদাসীত্তমন্যা আহঃ,—কিমিতি । ননু শ্রীপতিত্বাভ্যুত্থাং তস্মৈ প্রেমাস্তি চেম আপ্তকামস্ত কৃতাত্মনঃ পূর্ণস্বরূপস্ত তয়াপি কিং কোইর্থঃ ক্রিয়তে । “যুগপর্যাপ্তয়োঃ কৃত”মিত্যমরঃ । পর্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা, ততশ্চ কাচিদপি কন্যাকা তস্মৈ বিবাহার্থং নাহর্তব্যোত্যাঙ্কবং প্রতি কিমপি নিগূঢ়ং তত্ত্ব স্মৃতিতম্ ।

॥ বি০ ৪৬ ॥

৪৬। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদ : ওহে সহচরীগণ । প্রেমশূন্য কৃষে ঈর্ষ্যা-অমুয়াদি ত্যাগ কর ।—ইহাই বলতে তৎপর অন্য এক গোপী তার সর্বত্র উদাসীনতা বলছেন—কিম্ ইতি । পূর্বপক্ষ, আচ্ছা শ্রীপাতেঃ—লক্ষ্মীপতি হওয়া হেতু লক্ষ্মীর প্রতি তার প্রেম আছে কি নেই? এর উত্তরে আপ্ত কামস্য—যথা বাঞ্ছিত বিষয়পূর্ণ, কৃতাত্মনঃ—[কৃত+আত্মনঃ] ‘কৃত’ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত কৃষ্ণের লক্ষ্মীরই বা কি প্রয়োজন? সুতরাং কোন কন্যাই তার বিবাহের জন্য যোগাড় করা ঠিক হবে না, এইরূপে উদ্ভবের উদ্দেশে কোনও নিগূঢ় তত্ত্ব স্মৃতি হল ॥ বি০ ৪৬ ॥

৪৭। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকা : পরং পরমং হি এব নৈরাশ্চমেব, স্বৈরিনীতেন তথা বক্তু-
মনহঁপীতাপি-শব্দার্থঃ। ন চ মন্তব্যং, ‘তদ্বয়ং ন বিদ্যঃ’ ইত্যাহঃ—তন্নৈরাশ্চমেব সুখমিতি জানতীনাং-
পীতাবয়ঃ। তথাপি তাদৃশী আশা দূরতয়া, কথমপি ত্যক্তুং ন শক্যোত্যর্থঃ। কুতঃ? কৃষ্ণে চিত্তাকর্ষকে
শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে ইত্যর্থঃ। অত্বেঃ। তত্রাঘটমানায়ঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতেরাশৈবাস্থানাকুলয়তীত্যুদ্যোগম্।
স্বৈরিণ্যপীতানেন—‘তামন্ননস্কাংমংপ্রাণামদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। তমেব দয়িতং প্রেষ্ঠমানানং মনসা গতঃ॥’
(শ্রীভা ১০।৪৬।৪) বয়ং স্বৈরিণ্যন্ত ন মন্তব্য ইতি বাজা শ্রীভগবতা ‘বল্লব্যো মে মদাভিকা’ ইতিবৎ তথা
স্বয়মপি ‘জারা ভুক্তা রতাং স্থিয়ম্’ (শ্রীভা ১০।৪৭।৮) ইত্যর্থান্তরত্মাসীকৃত্য তস্মিন্তংপরিহারবৎ ‘মধুপুর্ঘ্যা-
মার্যাপুত্রোঃধুনাস্তে’ (শ্রীভা ১০।৪৭।২১) ইতি সাক্ষাৎপ্রতিবচ পরমসাধুশিরোমণাবুদ্ববে সঙ্কোচঃ পরিহৃত
ইতি চ জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ৪৭ ॥

৪৭। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাবুদ্বাদ : পরমং—পরম হি—‘এব’ নিশ্চয়ার্থে। ‘নৈরা-
শ্চম্’ অর্থাৎ নৈরাশ্চই পরম সুখ। স্বৈরিণ্যপ্যাহ—স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী হয়েও পিঙ্গলা একপ
বললেন। স্বেচ্ছাচারিণী বলে তার একপ বলা উচিত না হলেও বললেন, ‘অপি’ শব্দের একপ অর্থ।
পিঙ্গলার এই মন্তব্য আমাদের পক্ষে বিবেচনা যোগ্যও নয়। আমরা তো এ কথা জানিই না, এই
আশয়ে বললেন, ‘সেই নৈরাশ্চই সুখ’ এ জানতামও যদি, তথাপি তাদৃশী আশা ছুপরিহার্য হওয়ায় আশা
ছাড়তে পারতাম না। কেন? কারণ এই আশা যে ‘কৃষ্ণে’ চিত্তাকর্ষক শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে। [শ্রীধর—
যেহেতু অঘটমানা যে কৃষ্ণমিলন তাই আমাদের কাছে ব্যাকুল করে তুলেছে, কাজেই নৈরাশ্চই পরমসুখ হলেও
এই আশা ছেড়ে দেওয়াও অতি দুষ্কর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ‘পরং সৌখ্যং ইতি’ শ্লোক স্বৈরিণী—
কামচারিণী (বেশ্যা)।—এই ব্যাখ্যার ‘অঘটমানা কৃষ্ণস্য সঙ্গতি’ স্থানে ‘অঘটমানা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতির
আশা’ এই আশা শব্দটি ধরে নিয়েই ব্যাখ্যা করণীয়। স্বৈরিণী অপি—কামচারিণী পিঙ্গলাও, এই
‘অপি’ শব্দে গোপীরা বুঝালেন, আমাদের কাছে কিন্তু স্বৈরীণী বলে মন্তব্য করা ঠিক হবে না, কারণ
‘মন্ননস্কা, মংপ্রাণা, আমার নিমিত্ত ত্যক্তপরিজনা সেই ব্রজগোপীগণ একমাত্র আমাকেই প্রিয়, এবং তা
থেকেও অধিক প্রিয় আত্মা বলে মনে মনে ঠিক করেছে।’—(শ্রীভা ১০।৪৬।৪)। এইরূপে সূচনা করত
শ্রীভগবান্ (১০।৪৬।৬) বললেন “গোপীগণ আমার ‘মদাভিকা’ স্বরূপভূতা”—এরূপে আমাদের স্বরূপ
নির্ণিত। আমরা স্বৈরিণী নই। তথা গোপীগণ নিজেরাই (১০।৪৭।৮) শ্লোকে বললেন—“উপপতিগণ
আসক্তা কামিনীকে সন্তোষাঙ্কু, পরিত্যাগ করে থাকে।” এরূপ অর্থান্তর স্থাপনকরত কৃষ্ণেতে যেন
নিজেদের উপপতি ভাব পরিহার করবার জন্ত সাক্ষাৎ উক্তি করছেন (শ্রীভা ১০।৪৭।২১) শ্লোকে, যথা—
“হে সৌম্য উদ্ধব! আর্ঘ্যপুত্র (শ্রীকৃষ্ণ) গুরুকুল থেকে ফিরে এসে বর্তমানে মথুরাতে আছে কি?” [নিজ
পতি সম্বন্ধেই ‘আর্ঘ্যপুত্র’ ব্যবহারের রীতি]—এইরূপে পরম সাধুশিরোমণি উদ্ধবের কাছে সঙ্কোচ পরিহার
করা হয়েছে, এরূপ বুঝাতে হবে ॥ জী০ ৪৭ ॥

ক উৎসহেত সন্ত্যক্তু যুক্তমঃশ্লোকসংবিদম্ ।

অনিচ্ছতোহপি যন্ত শ্রীরঙ্গান চ্যবতে কচিৎ ॥ ৪৮ ॥

৪৮। অবয়ব : কঃ [জনঃ] উত্তম শ্লোক সংবিদং (উত্তমশ্লোকস্ত কৃষ্ণস্ত ‘সংবিদং’ সৌন্দর্য মাধুর্যাদি-উপলব্ধিঃ) সন্ত্যক্তুঃ ক উৎসহেত [ন কোহপি] শ্রী (লক্ষ্মীরপি) অনিচ্ছতোহপিঃ (অনপেক্ষমানস্ত অপি) যন্ত (শ্রীকৃষ্ণস্ত) অঙ্গাৎ (বক্ষসঃ) কচিৎ (কদাচিদপি) ন চ্যবতে (অপযাতি) ।

৪৮। ঘৃণাবাদ : আরও, লোভীজন লোভ্যবস্তুর পাক বা নাপাক, তথায় উৎসুকতা ত্যাগে তৎপর হয় না।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

উত্তমশ্লোক কৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদির উপলব্ধি ত্যাগে কে তৎপর হয়? কেউ হয় না। এই দেখনা। লক্ষ্মী অনপেক্ষমানা হয়েও যে বক্ষে লক্ষ্মীরেখা রূপে বর্তমানা, সেই কৃষ্ণবক্ষ কখনও ছাড়েন না।

৪৭। শ্রীবিষ্মবাত্র টীকা : তর্হি তৎপ্রাপ্ত্যাশা ত্যজ্যতামিতি চেন্ন সর্বথৈব ত্যক্তুম-শক্যোত্যাহঃ—পরমিতি। তদপি কৃষ্ণে আশা কৃষ্ণবিষয়াহ্যাশা দুরত্যয়া সর্বৈরেব দৃষ্ট্যজা। পিঙ্গলায়াঃ খলু পুরুষান্তর এবাশাসীদতঃ সা তয়া ত্যক্তেতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

৪৭। বিশ্ববাত্র টীকানুবাদ : তাহলে তার প্রাপ্তির আশা ত্যাগ কর, এরূপ যদি বলা হয়, এবই উত্তর, না কিছুতেই তাকে ত্যাগ করতে পারি না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ‘পরং ইতি’। সেই ‘কৃষ্ণে আশা’ কৃষ্ণ বিষয়ে আশা দুরতায়—কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। কামাচারিণী পিঙ্গলার অস্ত পুরুষ ছিল, কাজেই ঐ আশা তার দ্বারা ত্যক্ত হয়েছিল, এরূপ ভাব ॥ বিং ৪৭ ॥

৪৮। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্তি—ক ইতি; কো জনো লোকমাত্রং কিং পুনঃ স্ত্রীতার্থঃ। উৎসহেত অধ্যবসায়মপি কুর্যাৎ, কিং পুনস্ত্যজেদিতি সন্ত্যক্তুম্; অদার্ঢ়্যজ্ঞানৈরপি অবজ্ঞাতুং, কিং পুনর্বিষ্মবর্তুম্। উত্তমঃ শ্লোকাঃ গুণরূপাদিবর্ণা অপি যন্ত তস্য সম্বিদম্—‘ন পারয়েহহম্’ (শ্রীভা ১০।৩২।২২) ইত্যাদিকপাম্। সন্ত্যক্তুমিতি সংশব্দেন মানাদাব্যাস্ত্যগো নিষিদ্ধঃ। কৃতঃ? তদাহ—অনিচ্ছত ইতি। ‘নাহমাত্মনামাশাসে’ (শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইত্যাদি-বরবনবপ্রিয়জনানুরাগেণ শ্রীরমনপেক্ষমাণস্যপি শ্রীলক্ষ্মী রেখারূপেণ বর্তমানা অঙ্গাবক্ষসঃ কচিৎ কদাচিদপি ন চ্যবতে নাপযাতি।

॥ জীং ৪৮ ॥

৪৮। শ্রীজীব বৈং তোং টীকানুবাদ : পূর্ব শ্লোকে যা বলা হয়েছে উহাই স্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে, ক ইতি—অর্থাৎ কোন জন কৃষ্ণবার্তা ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে, লোকমাত্রই ইচ্ছা করে না, শ্রীলোকের কথা আর বলবার কি? উৎসাহেত—ও বিষয়ে তৎপরতাই দেখায় না, পরিত্যাগের কথা আর বলবার কি আছে। এই আশয়ে সন্ত্যক্তুম্—অস্থির বুদ্ধি জনও অনাদর করতে তৎপর হয় না, বিস্মরণের কথা আর বলবার কি আছে। উত্তম শ্লোক সংবিদং—গুণরূপাদি বর্ণনময় শ্লোকে যাকে গাওয়া হয়,—যথা—‘ন পারয়েহহম্’—(শ্রীভাং ১০।৩২।২২) ‘কৃষ্ণ গোপীদের বললেন, তোমরা পরম

সরিচ্ছল-বনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।

সঙ্কর্ষণ-সহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো ॥ ৪৯ ॥

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপ-সুতং বত।

শ্রীনিকেতৈস্তং পদকৈর্বিস্মৃত্তং নৈব শক্লুমঃ ॥ ৫০ ॥

৪৯-৫০। অর্থঃ [হে] প্রভো [উদ্ধব] সঙ্কর্ষণ-সহায়েন (বলদেব সহিতেন) কৃষ্ণেন আচরিতাঃ (স্বক্রীড়া সাধনং প্রাপিতাঃ) ইমে [ক্ষুর্তা দৃশ্যমানাঃ] সরিচ্ছল বনোদ্দেশা (নদী গোবর্ধনাদিপর্বতাঃ-‘বানোদ্দেশাঃ’ বনভাগাশ্চ) গাবঃ (গো-সমূহাঃ) বেণুরবাশ্চ নন্দগোপসুতং পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি, শ্রীনিকেতৈঃ (ধ্বজাদ্য-সাধারণ লক্ষণৈঃ) তং পদকৈঃ (শিলাদিষু অদ্যাপি বর্তমানৈঃ পদচিহ্নৈঃ) বিস্মৃত্তমনৈব শক্লুমঃ বত।

৪৯-৫০। ঘুলাবুবাদঃ অহো লোভের বস্তু বিস্মরণ হয়ে গেলে তার আশাও বিলীন হয়ে হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মরণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এই আশয়ে বলা হচ্ছে সরিৎ ইতি যুগল শ্লোক।

হে প্রভো (উদ্ধব মহাশয়)। সঙ্কর্ষণ সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বক্রীড়া উপকরণ রূপে গৃহীত এই সকল নদী-পর্বত-বনবিভাগ-গো সমূহ, এবং বেণুধ্বনি (ক্ষুর্তিতে শ্রুত) নন্দগোপসুতকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। হায় হায় শিলাদিতে আজও তাঁর ধ্বজাদি পদচিহ্ন সকল অঙ্কিত রয়েছে, হায় হায় তাকে ভুলতে পারছি না।

অনুরাগে আমাতে আত্মনিবেদন করেছ, তোমাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।—সেই কৃষ্ণকে পরিত্যাগ ইত্যাদি। সম্ভ্যাক্সম পদের ‘সং’ শব্দের দ্বারা ‘মান’ প্রভৃতিতেও অন্তরেব ত্যাগ নিষিদ্ধ হল। কেন? সেই কথাটাই বলা হচ্ছে, অবিচ্ছিন্ন ইতি—কৃষ্ণের পক্ষে লক্ষ্মীর কোন অপেক্ষা না থাকলেও তার বক্ষ থেকে কখনও বিচ্যুত হন না লক্ষ্মী। কৃষ্ণ বললেন—‘হে ব্রাহ্মণবর! যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্য সম্পত্তির অভিলাষ করি না।’—(শ্রীভাঃ ৯৪ ৬৪)। ইত্যাদি বৎ নব নব প্রিয়জনের অনুরাগে লক্ষ্মীর কোন অপেক্ষা না থাকলেও লক্ষ্মী রেখারূপে কৃষ্ণ বক্ষে সদা বর্তমানা। এই অঙ্গাৎ—এই বক্ষ ছেড়ে দ্রাচিং—কদাচিংও চলে যান না তিনি ॥ জীঃ ৪৮ ॥

৪৮। আবিষ্টলাথ টীকাঃ কিঞ্চ, লোভী খলু লোভ্যং বস্তু প্রাপ্নোতু ন প্রাপ্নোতু বা কিন্তু তত্রোৎসুকাং ত্যক্তুং নোৎসহতে ইত্যাহঃ—ক ইতি। উত্তমঃ শ্লোকস্ত কৃষ্ণস্ত সংবিদং সৌন্দর্য-মাধুর্যাদ্যপলঙ্কিত্যক্তুং ক উৎসহতে ন কোইপি। শ্রিয়মনপেক্ষমাণস্তাপি যস্ত শ্রীলক্ষ্মীরেখারূপেণ বর্তমানা অঙ্গাদক্ষমঃ কদাপি ন চ্যবতে নাপযাতি ॥ বিঃ ৪৮ ॥

৪৮। বিশ্বনাথ টীকাবুদ : আরও লোভীজন লোভাবস্ত পাক বা না পাক, কিন্তু তথায় উৎসুকতা ত্যাগে উৎসাহত—তৎপর হয় না। এই আশয়ে বলা হচ্ছে ‘ক ইতি’। উভয় শ্লোক সংবিদঃ—উত্তমশ্লোক কৃষ্ণের ‘সংবিদঃ’ সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি উপলব্ধি ত্যাগ করতে কে তৎপর হয়? কেউ হয় না। লক্ষ্মী অপেক্ষমানা হয়েও যার বক্ষে লক্ষ্মীরেখারূপে বর্তমানা সেই কৃষ্ণবক্ষ থেকে লক্ষ্মীদেবী কখনওই বিচ্যুত হন না ॥ ৪৮ ॥

৪৯-৫০। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : অহো তদ্বিস্মরণে সত্যশাপি হীয়তে, তচ্চ নৈব ঘটত ইত্যাহঃ—সরিদিতি যুগ্মকেন। বনোদ্দেশেন ব্রজোইপি গৃহ্যতে। তদন্তর্বর্ত্তিত্বাত্ত্বন্ত্যেতি সর্ব্বাণ্য-বস্থানানীত্যর্থঃ। বেণুরবা ইদানীমপি কৈশিচং ক্রিয়মাণাঃ। ইমে ইতি স্ফূর্ত্ত্যা প্রত্যক্ষা ইব ক্রিয়ন্তে। তত্র গাব ইত্যত্র লিঙ্গং বিপরিণমনীয়ম্। আচরিতাঃ সেবিতা অনুশীলিতা ইত্যর্থঃ। অগ্ন্যকৃতবেণুরবস্থাপি তদনুশীলিতং জাতৈক্যাং, সঙ্কর্ষণসহায়েনেতি তত্র তত্র শোভাদিপরিপোষাং তেনাপি সহাগমনমীহিতম্ ॥

পুনঃ পুনরিতি, স্মরণবিচ্ছেদেইপি স্মরণবিশেষাণাং পুনঃ পুনরতিশয়িতা ধ্বনিতা। প্রভো ইতি পরমদৈত্বেন; যদ্বা, হে প্রভো সর্ব্বদা সমর্থতি স্বমেবাত্র শ্রায়কর্ত্তা ভবেতি ভাবঃ। শ্রীন্দ্রাভিধন্য গোপস্ত রাজ্ঞঃ স্মৃতমিতি ভবদ্বিধোপদেশাং প্রযত্নশতৈরীশ্বরত্বেন স্মর্ত্তয়িত্বমাণমপি তদ্রূপং তথৈব স্মারয়ন্তীতি জ্ঞানাদ্যবসরো ব্যঞ্জিতঃ। নহু তত্র তত্রানুসন্ধানমাত্রং বলাং ত্যক্ত্বা তং বিস্মরত, তত্রাহঃ—শ্রীনিকেতৈত্ব-জাত্তসাধারণলক্ষণৈঃ শ্রিয়ঃ সর্ব্বশ্রাঃ সম্পদঃ শোভায়া বা নিকেতৈত্বস্ত স্মৃত্য পদকৈঃ সর্ব্বত্রোদিতৈস্তল্লীলাভেদেন পদচিহ্নানাং প্রকারৈঃ। স্মৃতিবিধিঃ প্রকারে কন্। তদানীমপি তেষামনুস্মৃতিঃ প্রাগ্ভ্যুৎপাদিতৈব ॥ ১১। জী. ৪৯ ৫০ ॥

৪৯-৫০। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুদ : অহো, লোভের বস্ত বিস্মরণ হয়ে গেলে তার আশা ও বিলীন হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু কৃষ্ণ বিস্মরণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই আশয়ে বলা হচ্ছে সরিৎ ইতি যুগ্ম শ্লোক। বনোদ্দেশ্য—বনপ্রদেশ, এই শব্দে ব্রজকেই ধরা হয়েছে, সকল বাসস্থানের সহিত। —ব্রজের অবস্থান এই বন প্রদেশের মধ্যেই হওয়া হেতু। বেণুরবা—ইদানীংও কোনও কোনও সময়ে বেণু ধ্বনিত হয়। ইমে ইতি—স্ফূর্ত্তি যেন প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে, তাই অঙ্গুলি নির্দেশে যেন বলছেন এই তো নদীপর্ব্বতাদি কৃষ্ণের দ্বারা সেবিত হচ্ছে। গাবঃ—এই শব্দে ষাড়কেও ধরতে হবে (লিঙ্গ পরিবর্ত্তনীয়)। আচরিতা—সেবিতা, অনুশীলিতা, কিংবা কৃষ্ণের দ্বারা নিজ শ্রীভোপ-করণতা পাওয়ানো নদীপর্ব্বত ইত্যাদি, অগ্নিবালক-কৃত বেণুরবস্ত কৃষ্ণ-অনুশীলিতা, জাতিতে এক হওয়া হেতু। সঙ্কর্ষণ সহায়েন—সেই নদী পর্ব্বতাদিতে শোভাদি পরিপোষণের জন্য বলরামের সহিত আগমনেরই প্রযুক্তি।

পুনঃ পুন ইতি—স্মরণ প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চললেও এখানে বিশেষ কোনও লীলার স্মরণে অতিশয়িতা ধ্বনিত হল, এই পুনঃ পুনঃ শব্দে। প্রভো—পরমদৈন্যে উদ্ধবকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন।

গত্যা ললিতয়োদারহাস-লীলাবলোকনৈঃ ।

মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং বিস্মরাম হে ॥ ৫১ ॥

হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ভিনাশন ।

মগ্নমুদ্রর গোবিন্দ গোকুলং ব্রজিনার্ণবাং ॥ ৫২ ॥

৫১-৫২ । অর্থঃ : হে (হে উদ্ধব) ললিতয়া (মনোজ্ঞয়া) গত্যা (তন্ত্ৰ গমনভঙ্গ্যা) উদার-হাস লীলাবলোকনৈঃ মধ্ব্যা (মধুময়্যা) গিরাহৃতধিয়ঃ [বয়ং] কথং তং (শ্রীকৃষ্ণং) বিস্মরামঃ ।

হে কৃষ্ণ হে রমানাথ (লক্ষ্মীপ্রার্থমান দিব্যরূপ) হে ব্রজনাথ (গোকুলজন প্রার্থমান) হে আর্ভিনাশন (নাশিতেন্দ্রকৃত মহার্তিক) গোবিন্দ (হে গোকুলেন্দ্র) [অতো অধুনা] ব্রজিনার্ণবাং (দুঃখ সমুদ্রাং) উদ্ধর (রক্ষ ইত্যর্থঃ) ।

৫১-৫২ । মূলানুবাদ : উদ্ধব যদি বলে, ওগো দেবীগণ, চোখ বেঁধে বুদ্ধিপূর্বক মন অন্য বিষয়ে সরিয়ে নিয়ে তাঁকে ভুলে যাও, এরই উত্তরে গোপীগণ বললেন, আমাদের বুদ্ধিই যে যথাস্থানে নেই, তাঁর দ্বারাই হৃত হওয়া হেতু — এই আশয়ে বলছেন —

হে উদ্ধব, আমরা তদীয় গমনভঙ্গী, উদার হাসি, সলীল দৃষ্টিপাত এবং মধুময় বাক্যে হৃতচিত্ত হয়েছি, অতএব কিরূপে তাঁকে বিস্মৃত হব ।

অতঃপর উদ্ধবকেও অনাদর করত পরম আর্তিতে মথুরা অভিযুক্তী হয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই সম্বোধন করে সন্দেশ্যে রোদন করতে করতে বললেন —

হে কৃষ্ণ ! হে লক্ষ্মীপ্রার্থনীয় দিব্যরূপ ! হে গোকুলজন-প্রার্থমান ! হে আর্ভিনাশন ! হে গোবিন্দ ! দুঃখসমুদ্র থেকে আমাদের উদ্ধার কর ।

অথবা, ‘হে প্রভো’ সর্বথা সমর্থ, তাই তুমিই এ বিষয়ে সুবিচার কর, এক্রপ ভাব । বন্দগোপস্মৃতং— কৃষ্ণ হল শ্রীনন্দনামক রাজার হৃত ; হে প্রভো, তোমার মতো জনের উপদেশে প্রবৃত্তশতের দ্বারা ঈশ্বর রূপে স্মরণ করতে গেলেও তাঁর ঐ ‘নন্দগোপহৃত’ রূপটিই যমুনা গোবর্ধনাদিই স্মরণ করিয়ে দেয়, এই রূপে জ্ঞানাদির অনবসর ব্যঞ্জিত হল । পূর্বপক্ষ, যদি বলা হয়, ঐ যমুনা দি মনে আসা মাত্রই বলপূর্বক তাগ করে সেই কৃষ্ণকে ভুলে যাও, এরই উত্তরে শ্রীবিাকৈতৈঃ—ধৃজবজ্রাদি অসাধারণ লক্ষণযুক্ত, বা [শ্রী—লক্ষ্মী + নিকৈতৈঃ] নিখিল লাভ্যের কারণীভূত লক্ষ্মীর বাসস্থান স্বরূপ পদকৈঃ—সর্বত্র প্রকাশিত পদচিহ্ন সমূহ চোখে পড়ায় ভুলতে পারি না—এখানে বহুবচন প্রয়োগের হেতু লীলা ভেদে পদচিহ্ন বহু প্রকারই হয়ে থাকে । এই চিহ্ন স্থল হওয়া হেতু ‘প্রকারে’ কন । ঐপদ চিহ্ন সমূহের পরম্পরা সেই সময়েরই, বা পূর্বেরই সৃষ্ট ॥ জী০ ৪৯-৫০ ॥

৪৯-৫০ । শ্রীবিষ্ণুমাধ টীকা : কৃষ্ণ, তদ্বিস্মৃতৌ সত্যমাশাপি হীয়তে । সা ভ্রমস্মাকং নৈব ঘটত ইত্যাহঃ,—সরিদিতি ত্রিভিঃ । আচরিতাঃ সেবিতা অনুশীলিতাঃ । শ্রীনিকৈতৈধ্বজবজ্রাদিচিহ্ন-শোভাযুক্তৈঃ শিলাদিষ্টাপি বর্তমানৈঃ ॥ ৪৯-৫০ ॥

৪৯-৫০। **শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ :** আরও, লোভা বস্তু বিস্মৃতিতে চলে গেলে, আশাও চলে যায়। কিন্তু তোমা-বিষয়ে আমাদের আশা কখনও বিস্মৃতিতেই যেতে পারে না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, সরিষেল ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। **কৃষ্ণের আচরিতাঃ**—কৃষ্ণের দ্বারা সেবিতা (অনুশীলিতা, শিক্ষা করার জন্য বার বার উচ্চারিতা) বেণু ও পালিতা খেঁহু। **শ্রীবিকৌতঃ**—ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন শোভা যুক্ত 'তৎপদকৈঃ' কৃষ্ণপদচিহ্ন, যা শিলাদিতেও বর্তমান, তার দ্বারা ॥ বি० ৪৯-৫০ ॥

৫১-৫২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা :** নহু বস্ত্রেণ নেত্রমাবৃত্য বুদ্ধা মনোহন্ত্র নীত্বা সর্বং তদীয় বিস্মৃত্য স বিস্মর্যতাং, তত্রাহঃ—গত্যেতি। অনয়া দেহচেষ্টামাত্রমুপলক্ষিতম্ ; উদারহাসশ্চ লীলা-বলোকনানি চ তৈরিতি তদীয়ভাববিশেষঃ। বহুত্বং তেবাং প্রত্যেকং পরস্পরয়া। মাধ্ব্যা শব্দতোহর্থতশ্চ মধুরয়া, এবং ত্রিবিধচেষ্টয়া হ্রতবুদ্ধয়ঃ। তদগত্যাদিকং তদীয়সৌহৃদং বা কথং কেনোপায়েন বিস্মরামঃ ? অপি তু ন কথমপীত্যর্থঃ। যদা, পুনরন্তো বা তদুপায় উপদিষ্টতামিত্যর্থঃ ॥

ততশ্চাস্মাং হৃঃখমশ্রোপদেশান্নাপগচ্ছেদিতি—তমুদ্ধবমপ্যানাদৃত্য সমুখিততয়া মথুরাভিমুখীভবন্ত্যঃ সমুন্নতনাদেন স্বকান্তমেব সম্বোধয়ন্ত্যঃ। সর্দৈচ্ছারোদনমাছঃ ; তত্র চ তস্য গোকুলপ্রিয়তা-স্মরণেন গোকুল-হৃঃখাসহনতয়া স্বহৃঃখমপ্যানাদৃত্য গোকুলরক্ষামেব প্রার্থয়ন্তে—হে কৃষ্ণেতি। সর্বতদীয়াত্মরূপগুণক্ৰীড়া-ক্ৰোড়ীকারিতয়া সন্ততঃ নিজান্তঃস্কুরতা বিশেষ্যনান্না প্রথমতঃ সম্বোধনম্,—হে রমানাথেত্যাদিনা ; বিশেষণ নামভিরিতি জ্ঞেয়ম্। হে কৃষ্ণেত্যত্র হে নাথেতি কচিং পাঠঃ। প্রথমতঃ স্বীয়ভাবস্মৃতিঃ, হে সর্বাসাম-স্বাকমাংস্বামিন্নিত্যর্থঃ। হে রমানাথেতি রমাপর্যাস্ত নাথ্যমান-কৃপাদৃষ্টিতয়া পরমদুঃখভ, তত্র চ 'তস্মান্ম-চ্ছরণং গোষ্ঠং মন্যাম' (শ্রীভা० ১০।২৫।১৮) ইত্যাত্মস্মরণে ব্রজস্য নাথঃ আর্তিনাশনশ্চ সন্ নির্বাহিত-তাদৃশসংকল্প, অতোহুনা তু হৃঃখসমুদ্রে মগ্নং গোকুলং সর্বান্ তত্রত্যান্ প্রাণিন উদ্ধর ; 'ব্রজিনার্ণবাং' ইতি কচিং পাঠঃ। সক্রিয়জদর্শনে সর্বং হৃঃখমপ্যাস্ত পুনর্জীবয়ন্ সুখীকুর্বিবত্যর্থঃ। তত্র চ হে গোবিন্দেতি সম্বোধ্য গোকুলেন্দ্রতয়াভিযুক্তস্য তব গোবিন্দতা-পালনার্থমপ্যবশ্যমেবেদং কৃত্যমিতি স্মৃতিভবত্যঃ। 'স্বেষা-মাত্মাবিয়োগার্তিমপ্যবজ্জায় বলভাঃ। ব্রজস্য হর্ভুঃ বৃথানা নিরস্যাং কথমচ্যুতঃ ॥ জী० ৫১-৫২ ॥

৫১-৫২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুবাদ :** পূর্বপক্ষ যদি বলে বস্ত্রের দ্বারা চোখ আবৃত করে, বুদ্ধিপূর্বক মন অস্ত্র সরিয়ে নিয়ে নিখিল তদীয় বস্তু ভোল, তাহলেই তাকে ভোলা যাবে, এরই উত্তরে গোপীগণ—গত্যা ইতি—'গমনভঙ্গী' এ বাক্যে দেহচেষ্টামাত্রই উপলক্ষিত অর্থাৎ বসা-শোয়া ইত্যাদি সব কিছু ধরতে হবে, যথা উদার হাস, লীলা অবলোকন ও মধুর বাক্য—এইসব তদীয় ভাববিশেষের দ্বারা হ্রত-বুদ্ধি।—গোপীরা বহু, প্রত্যেকের প্রতিই অবলোকনাদি হয় পরস্পরায় অর্থাৎ একের পর অন্যের প্রতি। **মাধ্ব্যা**—শব্দতোও মধুর অর্থতোও মধুর। এইরূপে বিবিধ চেষ্টায় হ্রতবুদ্ধি। সেই গমনভঙ্গী প্রভৃতি বা তদীয় সৌহার্দ কথং—কোন উপায়ে ভুলব ? পরন্তু কোনও উপায়েই ভোলা যাবে না। অথবা, পুনরায় অত্র কোনও উপায় উপদেশ কর।

অতঃপর দেখা যাচ্ছে, আমাদের দুঃখ এই দূতের উপদেশে চলে যাওয়ার নয়, এইরূপে উদ্ধবকে অনাদর করেই উঠে দাঁড়িয়ে মথুরা অভিমুখী হয়ে উচ্চ কণ্ঠে স্বকান্তকেই সম্বোধন করতে করতে দৈহ্য ও রোদনের সহিত বলতে লাগলেন—তঁার মধ্যেও তঁার গোকুলপ্রিয়তা স্রবণে গোকুলের দুঃখসহিতে না পেরে নিজ দুঃখও গ্রাহ্য না করে গোকুল-রক্ষার জন্তই প্রার্থনা করছেন, হে কৃষ্ণ—কৃষ্ণের নিখিল অদ্ভুত রূপ-গুণ-ক্রীড়া হৃদয়ে ধারণ করা হেতু রাধার নিজ অন্তরকরণে ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত বিশেষ্য অর্থাৎ মুখ্য কৃষ্ণ নামে প্রথমে সম্বোধন। পরে “হে রমানাথ” ইত্যাদি বিশেষণ বাচক নামের দ্বারা বিশেষিত করা হল ঐ মুখ্য কৃষ্ণ নামটিকে, এরূপ বুঝতে হবে। ‘হে কৃষ্ণ’ স্থানে কোথাও কোথাও ‘হে নাথ’ পাঠ দেখা যায়। ‘হে নাথ’ পাঠে অর্থ,—প্রথমতঃ স্বীয়ভাবের ক্ষুণ্ণি, হে নিখিল জীবের ও এই গোপী আমাদের স্বামিন্। হে স্বাম্যনাথ—রমা পর্যন্ত সকলেই যাঁর কৃপাদৃষ্টি যাচনা করেন তৎস্বরূপ হওয়া হেতু পরম ছলভ (কৃষ্ণ)। এর মধ্যেও আবার “আমিই যার রক্ষাকর্তা, ঈশ্বর, আমার পাল্য বলে যা স্বীকৃত সেই ব্রজ আমি নিজ অসাধারণ শক্তি বলে রক্ষা করব। ইহাই আমার নিত্যকালের ব্রত।”—শ্রীভা০ ১০।২৫।১৮, ইত্যাদি অনুসারে ‘রমানাথ’ শব্দের ধ্বনিগত অর্থ এরূপ, যথা—তুমি ব্রজের নাথ ও আর্তিনাশন রূপে ক্রীড়াশীল হয়ে উপযুক্ত শোকোক্ত সঙ্কল্প নির্বাহ করে থাক। তাই বলছি, অধুনা দুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হয়ে গিয়েছে তোমার গোকুল, অতএব সেখানকার সব প্রাণীকে উদ্ধার কর। পাঠ ছপ্রকার ‘বৃজিনাথ’ ও ‘বৃজিনাথবাং’ বারেক মাত্র নিজ দর্শনদানে সর্ব দুঃখ দূর করত পুনরায় জীইয়ে তুলে সুখী কর। এর মধ্যেও আবার হে গোবিন্দ—এই ‘গোবিন্দ’ সম্বোধনে সূচিত হল ‘গোকুলেন্দ্র’রূপে কৃত্যভিষেক তোমার গোকুলের পালক ভাবটি রক্ষার জন্ত অবশ্যই ইহা করা প্রয়োজন।

নিজেদের বিরহ আর্তি অবজ্ঞা করেও যাঁরা ব্রজজনদের আর্তি নাশের প্রার্থনা করেন সেই বল্লভাদের কি করে নিরাশ করবেন অচ্যুত ॥ জী০ ৫১-৫২ ॥

৫১-৫২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নহু তর্হি সরিদাদিষু কুত্রাপ্যগচ্ছা বস্ত্রেণ নেত্রমাবৃত্য ধিয়া মনোহিহুত্র নীত্বা স বিশ্বর্ঘতাং, তত্রাস্মাকং ধীন্যস্ত্যেব তেনৈব হতত্বাদিত্যাহঃ—গত্যেতি। মাধ্বা মধুরয়া। হে উদ্ধব।

ততশ্চোদ্ধবমপ্যানাদৃত্য পরমার্জ্য মথুরাভিমুখীভবন্ত্যঃ কৃষ্ণাভিমুখেনৈব সম্বোধয়ন্ত্যঃ সদৈহ্যরোদন-মাহুঃ,—হে কৃষ্ণ, অযোগ্যানামপ্যাস্মাকং চিত্তাকর্ষক, হে রমানাথ, রময়্যাপি নাথামানাভুতমাধুর্যরসবিলাসাদি-মহাসম্পত্তে, হে ব্রজনাথ, ব্রজস্বাং নাথেতি। হে আর্তিনাশন, পূর্বং গোবর্ধনং ধৃতা ইন্দ্রকৃত্যমার্তিমনাশয়ং ভবানিত্যর্থঃ। সম্প্রতি তু তদ্বিরহাদেব সর্বতোইপ্যাধিকে বৃজিনস্তাণব এব অত্থ স্মো বা নশ্চাদেব গোকুলং স্বরমেবাংগতোদ্ধর, হে গোবিন্দ, স্বপালিতচরীঃ স্বীয়গবীর্ধিন্দ্রম্। অলং দূতপ্রস্থাপনয়েতি ভাবঃ।

॥ বী০ ৫১-৫২ ॥

৫১-৫২। বিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : উদ্ধব যদি বলে, তাহলে নদী-পর্বতাদি কোথাও এসে বস্ত্রের দ্বারা চোখ ঢেকে ফেলে বুদ্ধিপূর্বক মন অশ্রুত নিয়ে ভুলে যাও তাকে,—এর উত্তরে গোপীগণ—

শ্রীশুক উবাচ ।

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দৈশৈৰ্ব্যাপেত-বিরহ-জ্বরাঃ ।

উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুজ্জাতান্মনমধোক্ষজম্ ॥ ৫৩ ॥

৫৩। অর্থঃ : ততঃ (তস্মাৎ বিলাপাদেঃ পশ্চাৎ) কৃষ্ণ সন্দৈশৈঃ ব্যাপেতবিরহজ্বরাঃ (‘ব্যাপেতঃ’ বিশেষণ নিবৃত্তঃ বিরহজ্বরঃ যাসাং তাদৃশ্যঃ) তাঃ (গোপ্যঃ) আত্মানম্ (পরমাত্মানম্) অধোক্ষজম্ (শ্রীকৃষ্ণমেব) জ্ঞাত্বা (মহত্বা) উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুঃ ।

৫৩। মূলানুবাদ : শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন— অনন্তর এইরূপে বিলাপাদির পরে শ্রীব্রজদেবীগণ কিছুকাল নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে রইলেন । পরে কিঞ্চিং ধৈর্য অবলম্বনে কিছুটা সুস্থ হলে উদ্ধবমুখে শ্রীমহামত্বে মতো কৃষ্ণাপদেশে সর্বজীব অন্তরহ পরমাত্মাকে কৃষ্ণ জেনে গোপীদের কৃষ্ণ-বিরহোৎ মহা সন্তাপ নিবৃত্ত হয়ে গেলে তাঁরা উদ্ধবকে আতিথ্যোচিত পূজা করলেন ।

কিকরে তাকে ভুলব, আমাদের বুদ্ধিই যে যথা স্থানে নেই হে— হে উদ্ধব !— তাঁর দ্বারাই হৃত হওয়া হেতু, এই আশয়ে বলা হল,— গত্যা ইতি । মধুরা—মধুর ।

অতঃপর উদ্ধবকেও অনাদর করে পরম আর্তিতে মথুরা অভিমুখী হয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই সম্বোধন করত সন্দেশ্যোদন করতে করতে বললেন— হে কৃষ্ণ !— অযোগ্য হলেও হে আমাদের চিত্তাকর্ষক । হে ব্রজনাথ—লক্ষ্মীদ্বারাও ‘নাথামান’ যাচ্যমান অদ্ভুত মাধুর্যসবিসাঙ্গি মহাধনে হে মহাধনি । ব্রজনাথ—এই ব্রজজন তোমাকে স্বামীরূপে বরণ করেছে । হে ব্রজের স্বামিন্ । আর্তি-লাশল—পূর্বে গোবধন ধারণ করত ইন্দুকৃত যন্ত্রণা দূরকারী । সম্প্রতি তো তোমার বিরহ হেতুই সর্বতো ভাবে অধিক ছুঃখের সাগরে পড়ে আজ বা কাল যা ধ্বংস হয়েই যাচ্ছে, সেই গোকুলকে নিজেই আগত হয়ে উদ্ধার কর । হে গোবিন্দ—স্বপালিতচরী স্বীয় ধেনু সকল রক্ষা কর । দূত পাঠিয়ে কি হবে ?

বিং ৫১-৫২ ॥

৫৩। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : অতঃ পুনরপি তাসাং বৈয়গ্রং দৃষ্ট্বা কথিতৈঃ ‘ভবতীনাং বিয়োগো মে’ (শ্রীভা ১০।৪৭।২৯) ইত্যাদিকৈঃ ‘ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে’ (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৬) ইত্যাদ্য-স্বৈমহামত্বেরিব কৃষ্ণসন্দৈশৈৰ্ব্যাপেতো বিরহোৎজ্বরো মহাসন্তাপো ন তু তৎপ্রাপ্ত্যেকনাশো বিরহো যাসাং তাদৃশ্যঃ সত্যঃ সম্প্রত্যোবোদ্ধবং যথা স্বাবস্থমাতিথ্যোচিতং পূজয়াঞ্চক্রুরিতি পূর্বমাক্রোপি পূজা ছুঃখেন বিতথা জাতেত্যাধুনা তু বিশেষণৈবেত্যর্থঃ । নহু সন্দেশমাত্রেন কথং ব্যাপেতবিরহজ্বরম্ ? তত্রাহ—জ্ঞাত্বৈতি । তত্র প্রথমার্থে—যস্তাত্মনো জ্ঞানং সন্দিষ্টং, তমাত্মানমধোক্ষজং শ্রীকৃষ্ণমেব মহত্বা, ন বহুত্বম্ । তত্রায়মতিপ্রায়ঃ—‘অনুবাদমনুজ্ঞাত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ’ ইতি শ্রীরাধাত্র তদুপদেশাৎ জ্ঞাত্বেন

তস্যাঋত্মন্যদ্য। পুনরাধোক্ষজাপরপর্যায়-শ্রীকৃষ্ণত্মেবাভিধীয়তে। তত্রাশ্ব-শব্দেন সর্ববাস্থোচ্যতে, অধোক্ষজ-শব্দেন কৃষ্ণবৃত্ত্যাপ্রসঙ্গসঙ্গত্যা চ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রতিপাद्यতে তত্রৈব যোগবৃত্ত্যাসর্ববল্লিয়াধিকারিত্বঞ্চ, তত্র চ সতি 'ময়া সর্ববাস্থানা' ইতি যং পূর্বমুপদিষ্টং তং খলু লক্ষণয়া নির্বিশেষস্বরূপত্বেনৈবেত্যবিষ্ঠাবাদিনঃ পরমবিশেষবৎ পরমস্বরূপত্বেনৈবেত্যচিন্ত্যশক্তিবাদিনঃ তাদৃশবিশেষবত্ত্বেনপি মে ময়েত্যুক্তেঃ, কৃষ্ণতয়া বিলক্ষণেনেতি প্রকরণার্থদর্শিনঃ। তথৈব হি 'কৃষ্ণমেনমবেহি স্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্' ইত্যাদৌ স্বাভাবিক-পরম প্রেমাস্পদত্বোচিতং সর্ববাস্থানং স্থাপয়িত্বা 'দেহীবাভাতি মায়য়া' (শ্রীভা ১০।১৪।৫৫) ইত্যত্র দেহি-শব্দোক্তজীবন্তং নিষিক্রমিতি ভদ্র ব্যাখ্যাতমেব। তত্র যদ্যপি গোবর্দ্ধনমখ-প্রবর্তনায় কৃষ্ণবাদাদিবদভীষ্টমপ্যত্র প্রথমার্থে পরমরহস্তোত্তরার্থদ্বয়াচ্ছাদনায় স্বস্বাদুপরততয়া বিরহসন্তাপময়কাল-ক্ষণায় চ শ্রীভগবতা নির্বিশেষত্বমেব প্রতিপাদিতঃ, প্রথমত স্তাভিরপ্যপেক্ষিতম্; তথাপি পুনস্তাভিস্তচ্ছবণাছিলক্ষণ-স্বরতিস্বাভাব্যম শ্রীকৃষ্ণশ্চৈব সদা সর্বত্র স্ফুরণান্নিসর্ববল্লিয় প্রবর্তক-ত্বেনাভিগমাচ্চ। তত্র শ্রীকৃষ্ণত্বমেব পর্যাবসায়তে স্ম। তদেবাস্থাভিরপ্যনুত্ব বিধেয়য়োরাধোক্ষজ শব্দয়োঃ ক্রমবলাদৃশ্যতে; অত্থা অদ্বৈতাবশেষে সতি পূজ্যপূজকত্বাননুসন্ধানাং তাভিরুদ্ধবস্ত পূজনং ন প্রসজ্জতে চেতি। দ্বিতীয়েহর্থে—'যথাসাবস্থান্ সদানুভবতি, তথা বয়মপি তম্' ইত্যবিনাভাবক্ষুর্ভেদাত্মানমধোক্ষজ তাদাস্থ্যাপরং মত্বেনি ব্যাখ্যেয়ম্। তৃতীয়েহর্থে—যথা তেন সংদিষ্টং তথৈবাত্মানমধোক্ষজং মত্বেনি ব্যাখ্যেয়ম্। 'ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৬) ইতি। চতুর্থপক্ষে তু—যথা কৃষ্ণেনাদিষ্টং, তথাত্মানমচিরাং কৃষ্ণং প্রাপ্স্যন্তং তথৈবোক্ষজঞ্চ কৃষ্ণমচিরাং স্বং প্রাপয়িষ্যন্তং জ্ঞাত্বা নিশ্চিত্যোত্যর্থঃ। চ-শব্দং বিনাপি তদর্থঃ স্বয়ং গম্যতে। 'ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবান্' (শ্রীভা ১।২।১১) ইতিবৎ। কিন্তু 'ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দৈশ্চজ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্। ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ পূজয়াঞ্চকুরুদ্ধবম্, ॥' ইতি ক্রমমকৃত্বা। যং উদ্ধবমিত্যাশ্রয়ন্তরং 'জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজম্' ইতি পঠিতং, তং খলু যথা শ্রীনন্দস্ত গর্গদর্শনে 'তং দৃষ্ট্বা' ইত্যাদৌ 'আনর্চ্যোক্ষজধিয়া' (শ্রীভা ১০।৮।২) ইতি, তথোদ্ধবদর্শনে 'বাসুদেবধিয়ার্চয়ৎ' (শ্রীভা ১০।৪৬।১৪) ইত্যাত্তিথ্যোচিতা, তথৈব সঙ্গচ্ছতে যদত্রাপি বিশেষণদ্বয়েন তাসাং তত্র পরমাত্মদৃষ্টিরেব নির্দিষ্টেতি ॥ জী০ ৫৩ ॥

৫৩। শ্রীজীবৈবন্তোঃ টীকাবুবাদঃ অতঃপর পুনরায়ও তাঁদের উৎকর্ষা দেখে শ্রীভগবৎ কথিত "ভবতীনাং বিয়োগ"। (শ্রীভা০ ১০।৪৭।২৯) অর্থাৎ 'আমি সর্বাত্মা, তাই আমার সহিত বিয়োগ হতে পারে না' ইত্যাদি দ্বারা, ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে—(শ্রীভা০ ১০।৪৭।৩৬) অর্থাৎ 'তোমরা সর্বদা আমার চিন্তা করছ, তাই অচিরেই আমাকে নিকটে লাভ করবে।'—ইত্যাদি আদিঅন্তে মহামন্ত্রের মতো কৃষ্ণসন্দেশের দ্বারা উপশম হল বিরহোখ মহাসন্তাপ, প্রাপ্তিকনাশ্যবিরহ গেল না কিন্তু।—এরূপ হলে সম্প্রতি নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে আতিথ্যোচিত পূজা করলেন। পূজা পূর্বেই আরম্ভ হলও দুঃখে পণ্ড হয়ে গিয়েছিল—তাই এখন বিশেষভাবে পূজা করা হল। যদি বলা হয় সন্দেশ প্রাপ্তি মাত্রই কি করে বিরহজ্বর ছেড়ে গেল? এরই উত্তরে এই ৫৩ শ্লোকের 'জ্ঞাত্বা' ইতি।

এখানে প্রথম অর্থঃ পূর্বের ৪৭।২৯ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে গোপীদের যে পরমাচার জ্ঞান উপদেশ করা হল, সেই পরমাচারে যে অধোক্ষজঃ—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই, এই বুদ্ধি রেখেই উহা করা হয়েছে—অন্য কোনও বুদ্ধি থেকে নয়। এখানে অভিপ্রায় এরূপ—অনুবাদ=জ্ঞাত বিষয়। বিধেয়=অজ্ঞাত বিষয়। শ্রায় হল—আগে ‘অনুবাদ’ বলে পরে বিধেয় বলেতে হবে। এই শ্রায় অনুসারে এখানে কৃষ্ণের উপদেশ থেকে যা জ্ঞাত বিষয় (অনুবাদ) সেই পরমাচারকে অনুক্ত রেখে পুনরায় ‘অধোক্ষজের’ অপর পর্যায়ভুক্ত ‘শ্রীকৃষ্ণকেই’ মনশ্চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হয়েছে এখানে। তাহলে এখানে অর্থ আসছে, শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাব জেনে উক্তবকে পূজা করলেন। ‘অধোক্ষজ’ শব্দে রুচিরূপিত ও প্রসঙ্গ সঙ্গতিতে ‘শ্রীকৃষ্ণই’ প্রতিপাদিত হয়েছে। এর মধ্যেও এই শব্দে যৌগিক বৃত্তিতে সর্বেন্দ্রিয়-অধিকারিত্বও জানান হল। এরূপ হলে ‘ময়া সর্বাশ্রয়া ইতি’ অর্থাৎ ‘সকলের উপাদান কারণ স্বরূপ আমার সহিত তোমাদের কখনও বিচ্ছেদ হয় না’,—পূর্বে ২৯ শ্লোকের ‘মে=ময়া’ শব্দে যাকে পূর্বে নির্দেশ করা হয়েছে, তিনি নির্বিশেষ স্বরূপ, এইরূপই অবিত্যাদিদের অর্থাৎ মায়াবাদিদের মত। পরম বিশেষবৎ পরম স্বরূপরূপেই নির্দেশ করা হয়েছে অচিন্ত্যশক্তিবাদিগণের দ্বারা। তাদৃশ পরমবিশেষের শ্রায় হলেও ‘মে ইতি’ (২৯ শ্লোক) উক্তি হেতু এখানে ‘আমি’ কৃষ্ণ রূপে বিলক্ষণ ইহাই প্রকরণ-দর্শিগণের মত। (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫৫) প্রথম পরায়ের উক্তি—“তুমি এই কৃষ্ণকে অখিল জীবের পরমাচার বলে জানবে” এইরূপে প্রথমে স্বাভাবিক পরম প্রেমাস্পদত্ব-উচিত নিখিল জীবজগতের পরমাচাররূপে কৃষ্ণকে স্থাপন করত দ্বিতীয় পরায়ের বলা হল “পরম করুণ বলে স্বভক্ত প্রসঙ্গে জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি এই জগতে কল্পে কল্পে আবির্ভূত হন। যুগগণ মায়াযুক্ত হয়ে তাঁকে দেহধারী সাধারণ জীব মনে করে।”—এইরূপে (১০।১৪।৫৫) শ্লোকের ‘দেহী’ শব্দোক্ত জীবত্ব নিষিদ্ধ হল। তথায় ইহা ব্যাখ্যাতই আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৪ অধ্যায়ে গোবর্ধন-যন্ত্র প্রবর্তনই কৃষ্ণের অভীষ্ট হলেও ইহার পুরণের জন্যই নিকৃষ্ট কর্মবাদাদি উত্থাপন, সেইরূপই কৃষ্ণের অভীষ্ট অর্থ (যথায় শ্রীকৃষ্ণই প্রতিপাদিত) প্রথমে দর্শিত হলেও পরবর্তী যৌগিক বৃত্তিতে প্রাপ্ত ও নির্বিশেষ জ্ঞানময় অর্থদ্বয় আচ্ছাদনের জন্য এবং নিজ থেকে বিগত হয়ে যাওয়া লক্ষণে বিরহসম্ভাপ-কালক্ষেপণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ‘নির্বিশেষত্বই’ প্রতিপাদিত হয়েছে,—ইহা প্রথমে গোপীদের দ্বারাও অপেক্ষিত ছিল, তথাপি তাঁদের দ্বারা কৃষ্ণবার্তা শ্রবণ হেতু বিলক্ষণ-স্বরতি-স্বভাবে তাঁদের চিত্তে কৃষ্ণেরই সদা সর্বত্র স্ফুরণ হেতু ও নিজ সর্বেন্দ্রিয় প্রবর্তক রূপে প্রাপ্তি হেতু ‘অধোক্ষজ=আত্মা’ শব্দ কৃষ্ণত্বই পর্যবসিত। সেইরূপেই আমাদের দ্বারাও অনুল্লিখিত বিধেয়দ্বয় অর্থাৎ জ্ঞাত শব্দদ্বয় আত্মা ও অধোক্ষজ ক্রমবলে দেখান হয়েছে। অন্যথা অদ্বৈতে আবেশ হলে পূজ্য-পূজক অননুসন্ধান হেতু গোপীদের দ্বারা উক্তবের পূজন যুক্তিযুক্ত হয় না।

দ্বিতীয় অর্থঃ ‘যে রূপ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সদা অনুভব করে, সেইরূপই আমরাও শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করি’। এইরূপে নিত্যসম্বন্ধ স্মৃতি হেতু আত্মাকে (পরমাচারকে) অধোক্ষজ-তাদাত্ম্য প্রাপ্তি মনে করে (উক্তবকে পূজা করলেন)। [অধোক্ষজ=ইন্দ্রিয় বৃত্তির অগোচর ভগবান], এইরূপ ব্যাখ্যাই করা ঠিক।

তৃতীয় অর্থে : কৃষ্ণের দ্বারা পূর্ববর্তী ২৯-৩৭ শ্লোকে যেরূপ উপদিষ্ট হয়েছে, সেরূপই পরমাত্মাকে অধোক্ষজ মনে করে উদ্ধবকে পূজা করলেন। ব্যাখ্যা এরূপ করণীয়।

চতুর্থ অর্থে : যেমন শ্রীকৃষ্ণ কতৃক উপদিষ্ট হয়েছি, তথা নিজেদের অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে, আরও তথাই ‘অধোক্ষজ’ কৃষ্ণ নিজেকে প্রাপ্তি করাবেন।—এরূপ নিশ্চয় করত পূজা করলেন।—এ স্থলে ‘চ’ শব্দ বিনাও তদর্থ স্বয়ং লাভ হচ্ছে।—‘ব্রহ্মোক্তি পরমাত্মোক্তি ভগবান্নিতি’ এই মতো। উল্লবঃ পূজয়াঞ্চক্ৰু—কিন্তু ‘ততস্তাঃ কৃষ্ণ সন্দৈশৈজ্জ্বলানমধোক্ষজম্ ব্যাপেত-বিরহজরাঃ পূজয়াঞ্চক্ৰু কৃষ্ণং’ এই রূপ অর্থ না করে অর্থ করা হল ‘উদ্ধবঃ পূজয়াঞ্চক্ৰু জ্ঞাত্বানমধোক্ষজম্’। এ করা হল, জ্ঞানেন্দ্র গর্গমুনিদর্শনের অনুরূপ ভাবে—(ভা. ১০।৮।২) যথা ‘তাং দৃষ্ট্বা আনর্চাধোক্ষজমিমা’ অর্থাৎ “নন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে দেখে পরমপ্রীত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে কৃতাজলি হয়ে ভগবদ্বুদ্ধিতে প্রণাম-পূর্বক পূজা করলেন।”—আরও যথা “উদ্ধব-দর্শনে নন্দ শ্রীতি ভরে তাকে আলিঙ্গনপূর্বক কৃষ্ণ জ্ঞানে পূজা করলেন।”—(জীভা. ১০।৪৬।১৪) ইত্যাদি ব্যবহার আতিথ্য-উচিত। সেইরূপই যুক্তিযুক্ত এখানেও, যেহেতু (ভা. ১০।৪৬।১৪) শ্লোকে ‘কৃষ্ণের, অনুচর’ ও ‘প্রিয়’ বিশেষণদ্বয়ের দ্বারা তাঁদের উদ্ধবে পরমাত্মা দৃষ্টিই নির্দিষ্ট হয়েছে ॥ জী. ৫৩ ॥

৫৩। শ্রীবিষ্মলাথ টীকা : ততশ্চ তাস্মৈ দুঃখেনাশামপি শিথিলয়িত্বা মতুঃশুভতাস্মৈ অস্থান-প্যতিরহস্থান্ সন্দেশানুকূল্য উদ্ধবস্তা আনন্দয়ামাসেত্যাহ,—ততস্তা ইতি। ততস্তদনন্তরং যে কৃষ্ণ-সন্দেশাঃ পূর্বসন্দেশেভ্যোহভিন্নাষ্টুরিত্যর্থঃ। তে চ সন্দেশাঃ শ্রীশুকেনাবিবৃতা অপি ফলতো জ্ঞেয়াঃ। যথা ভোঃ প্রাণঃ প্রয়ন্তঃ, মৎপ্রেষিতস্যোদ্ধবস্ত্যাগ্রে যুগ্মাভিশ্চক্ষুঃষি মুদ্রয়িতব্যানি; ততশ্চ পূর্বং যথা গোপবালকশ্চক্ষু-মুদ্রণেন মুঞ্জাটবীদাবানলাহুক্রুতাস্তথৈব বিরহানলাস্তবতীরপ্যুক্ষরিষ্যামি, পশ্যত মে যোগবলমিতি সন্দেশ-শ্রবণেন তা যদৈব চক্ষুঃষি মুদ্রয়ামাস্তুংক্ষণমধ্য এব শতকোটিবর্ষসময়ং যোগমায়য়া প্রবেশ্য তত্র তাভিঃ সহ রাসবৃন্দাবনবিহার-দ্যুতমধুপান-জলবিহারহিন্দোলনাদিবিলাসানস্থালক্ষিতান-কৃষ্ণস্তাবচ্চক্রে। যাবন্তিঃ সা বিহরপীড়া সমাগেব বিস্মৃতা ভবেৎ। ততশ্চ তাসামঙ্গাশ্চানন্দপ্রমুদিতাশ্চালক্ষ্য মুহূর্তানন্তরং ভো স্বামিনাঃ, সাম্প্রতং চক্ষুঃষি উন্মীলয়তেত্যুদ্ধবেনোক্তে সতি তাশ্চক্ষুঃষ্যুন্মীল্য অধোক্ষজং অধঃকৃতেভ্যোহিঙ্কিতাঃ নিমীলিতেভ্যো নেত্রেভ্যঃ পরঃসহস্রহস্রানন্দপ্রাপ্ত্যা পুনর্জাতমিব আত্মানং স্বং জ্ঞাতা পূজয়াঞ্চকুঃ। ভোঃ প্রেমবত্যাঃ, যদি যুগ্মং প্রাণাংস্ত্যক্তুমীহংষে তর্হি যুগ্মদগং ক্রুত্বা অহমপি প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি নাত্র সন্দেহঃ, শপথ-সহস্রং কুর্বনং ব্রবীমি যুগ্মেব প্রাণা ভবথ ব্রজং গন্তং প্রতিক্ষণম্ যতমানোইপ্যাহং যন্ন শক্লোমি তত্রায়ং কাল এব কৰ্মৈব বা ব্যাখ্যাত লক্ষণঃ প্রেমৈব বা প্রতিবন্ধক ইত্যাহং শঙ্কে ইত্যেবম্প্রকারকৈঃ সন্দৈশৈব্য-পেতো বিরহজরাঃ স্বাযু তৎপ্রেমাতাবনিশ্চললক্ষণঃ সন্তাপো যাসাং তাঃ, অধোক্ষজং কৃষ্ণং আত্মানং আশ্রয়তুল্যং বিরহসন্তাপজর্জরং জ্ঞাত্বা কিং বা আত্মানং আত্মানঃ স্ব এব অনাঃ প্রাণা যন্ত তথাভূতমধোক্ষজং কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা উদ্ধবঃ পূজয়াঞ্চকুরিতি। ভোঃ উদ্ধব, সাধুক্তমতঃ পরং কষ্টেনাপি স্বপ্রাণান্ বয় রক্ষিষ্যামঃ, এবং যদিমং সন্দেহং হং নাখ্যাস্তস্তদা বয়মরিষ্যামৈব ততশ্চ সর্বনাশ এগাভবিগ্যদতোইন্দ্রদিষ্টা সর্বরক্ষা ত্বয়া কৃতেতি তং

সন্মানয়ামাসুঃ । আত্মানং স্বশরীরাত্মানং অধোক্ষজং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বৈতি একটোইর্থোইস্বরমোহনর্থ
এব, নতু বাস্তবঃ শাস্ত্রশাস্ত্র মোহিনীসাধর্মাৎ । নহি কেনাপি প্রেমরসাস্বাদিনা ভক্তেন্নৈক্যজ্ঞানং কদাপি
রোচিতম্ । আভ্যঃ প্রেমিতকুমুটমণিভাস্তং কথং রোচতাম্,—“তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ ।
কুবন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বগং তৃণোপমম্” ইত্যার্বশাস্ত্রতৎপর্য্যভিজ্ঞৈঃ স্বামিচরণৈরপ্যুক্তম্ । নাপি
বলবতাপ্যাত্মজ্ঞানেন সম্পূর্ণঃ । প্রেমা কাপ্যাবরীত্বং শক্যো দৃষ্টঃ । বস্তুদেবার্জুনয়োরপি মহৈশ্বর্যদর্শনোদী-
পিতদাত্তভক্ত্যেব বাৎসল্যসখ্যাতাবাবার্তো, ন তু ব্রহ্মজ্ঞানেন যন্তু “তে তু ব্রহ্মহৃদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন
চোক্তৗতা” ইতি ব্রজেকসাং ব্রহ্মরসনিমগ্নত্বং শ্রীয়েত তদপি ব্রহ্মজ্ঞানস্ত তদরোচকব্রহ্মজ্ঞাপনার্থমেব । তে এব
তত্র ‘উক্তৗতা’ ইতি পদং প্রযুক্তম্ । যথা সংসারকূপাজ্জীবা উদ্ধ্রিয়ন্তে তথৈব ব্রহ্মরসাত্তে ব্রজেকস উক্তৗতা
ইতি । কিঞ্চ, আসামুৎপন্ননির্ভেদাত্মজ্ঞানবত্তে ‘গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছুঃ রামসন্দর্শনাদৃতাঃ । কচ্চিদাস্তে
সুখং কৃষ্ণঃ পুরন্দ্রীজনবল্লভ’ ইতি ‘কথং হু গৃহস্থানবস্থিতান্ননো বচঃ কৃতব্রহ্ম বৃধাঃ কুলজিয়ঃ’ ইত্যাত্তগ্রিম-
বচনানি সাভিমানাত্মজ্ঞানতোতকৃতি ন সম্ভবেয়ুরিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ বি० ৫৩ ॥

৫৩ । শ্রীবিষ্মবাক্য টীকাবুবাদ : অতঃপর দুঃখে আশাও শিথিল হয়ে গেলে মরতে উদ্ধত
তাদিগকে অত্ৰ প্রকার অতি রহস্য বার্তা দিয়ে উদ্ধব আনন্দিত করে উঠালেন ।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—
‘ততস্তাইতি । ততঃ তাঃ - আতঃপর সেই গোপীগণ কৃষ্ণসান্দ্দেশঃ—যে কৃষ্ণবার্তা পূর্ববার্তা থেকে অভিন্ন
অর্থাৎ একই সূত্রে গাথা, সেই বার্তা দ্বারা । সেই বার্তা শ্রীশুক বিবৃত না করলেও ফলের দ্বারা বুঝাই
যাচ্ছে, তা এইরূপ যথা - ওহে প্রাণপ্রেমসীগণ, মৎপ্রেরিত উদ্ধবের সম্মুখে চোখ বন্ধ কর । অতঃপর পূর্বে
যেমন গোপবালকগণ চোখ বন্ধ করলে মুঞ্জাটবি-দাবানল থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিল, সেইরূপই বিরহ-
অনল থেকে তোমাদিগকেও উদ্ধার করব, আমার যোগবল দেখে নেও । এইরূপ বার্তা শ্রবণ করে যখনই
তারা চোখ মুদ্রিত করলেন, সেইক্ষণ মধোই যোগমায়া শতকোটি বর্ষ সময় প্রবেশ করিয়ে তার মধ্যে তাঁদের
সহিত রাস-বৃন্দাবনবিহার-দৃত্যক্রীড়া-মধুপান-জলবিহার-হিন্দোলনাদি বিলাসসকল সকলের অলক্ষিতভাবে
কৃষ্ণ তাবৎ করলেন, যাবৎ সেই বিরহপাড়া সম্যকরূপে বিস্মৃত হন তারা । অতঃপর তাদিগকে আনন্দ
প্রমুদিত লক্ষ্য করে মুহূর্তকাল পরেই ওহে স্বামিনীগণ এখন চোখ খুলুন, এরূপ উদ্ধবের দ্বারা উক্ত হলে,
তাঁরা চোখ খুলে আশ্রোক্ষজঃ—[অধোকৃত্যেভ্যোহক্ষিভ্যঃ] মুদিত নেত্র হয়ে থাকাকালে পরঃসহস্র
আনন্দপ্রাপ্তি হেতু পুনর্জাতের মতো আত্মাবৎ—নিজেকে জানতে পেরে পূজাঘ্রাণ্ডক্রুঃ—পূজা করলেন ।
[কৃষ্ণসান্দেশ] হে প্রেমবতীগণ ! যদি তোমরা প্রাণ ত্যাগ করতে চেষ্টিত থাক, তাহলে শোন, তোমাদের
দশা শুনে আমিও প্রাণ ত্যাগ করব, এতে সন্দেহ নেই । শপথ-সহস্র করে এই আমি বলছি, তোমারা
বেচে থাক । প্রতিক্ষণেই আমি ব্রজে যেতে যত্নমান হলেও যেতে যে পারছি না, তাতে কালই বা কর্মই,
বা ব্যাখ্যাত লক্ষণ প্রেমই প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াবে, এরূপ আমার শঙ্কা ।—এই প্রকার বার্তায়
ব্যাপেভঃ—সম্পূর্ণ নিরাময় প্রাপ্ত বিরহ জ্বরাঃ তাঃ—নিজেদের প্রতি কৃষ্ণের প্রেমহীনতা-নিশ্চয়-লক্ষণ

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ

কৃষ্ণ-লীলা-কথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥ ৫৪ ॥

৫৪। অর্থঃ : (উদ্ধবঃ) গোপীনাং শুচঃ (শোকান্) বিনুদন্ (অপনয়ন্) কতিচিং মাসান্ [তত্র] উবাস (বাসং চকার) [অপি চ] কৃষ্ণলীলা কথাং গায়ন্ গোকুলং [তজ্জনবৃন্দং] রময়ামাস (আনন্দয়ামাস) ।

৫৪। মূলানুবাদ : আরও শ্রীগোপীপ্রমুখাদের ক্ষুতিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার প্রতীতি হেতু নিত্য-লীলাতে মানস প্রত্যক্ষময় প্রবেশের দ্বারা, এবং ৩৬ শ্লোকে বর্ণিত কৃষ্ণ-আশ্বাসের দ্বারা গোপীদের শোক প্রায় অপগত হয়ে গেল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পর পর তিনটি শ্লোক, যথা—

উদ্ধব, গোপীগণের দুঃখ দূর করতে করতে কয়েক মাস ব্রজে বাস করেছিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কথা কীর্তন করে করে গোকুলবাসি জন সকলকে আনন্দ দান করলেন।

সন্তাপা সেই তাঃ—সেই গোপীগণ আশ্রয়—কৃষ্ণকে আশ্রয়—আশ্রয়তুল্য বিরহসন্তাপ জর্জর জেনে, কিম্বা ‘আত্মানং’ নিজেরা স্বরূপেই রথরূপ প্রাণ যাঁর তথাভূত আশ্রয়—কৃষ্ণকে জেনে (অর্থাৎ আমাদের মনোরথে চড়েই যিনি চলেন সেই কৃষ্ণকে জেনে) উদ্ধবকে পূজা করলেন।—ওহে উদ্ধব! ভাল, ভাল বললে। অতঃপর কষ্টে হলেও নিজ প্রাণ আমরা রক্ষা করব। এইরূপে তুমি যদি এই বাতর্থা না দিতে তাহলে আমরা মরেই যেতাম, তাহলে কি সর্বনাশই না হত, অতএব আমাদের মঙ্গল সর্বরক্ষা তুমি করেছ, তাই তোমাকে সম্মান দেখাচ্ছি।

আত্মানং—স্ব স্ব জীবাত্মাকে আশ্রয়—পরমাশ্রয় ‘জ্ঞাত্বা’ জেনে—বাইরে প্রকাশ্যমান এই অর্ঘ্য অমুর মোহনের জগুই। কোনও প্রেমরস-আশ্বাদী ভক্তের কাছে এই ‘ঐক্য জ্ঞান’ কখনও-ই রুচিকর হয় না। এই প্রেমভক্তি মুকুটমনিদের কাছে আর কি করে রুচিকর হতে পারে—“কৃষ্ণকথামৃতসাগরে বিহারকারী মহানন্দমত্ত কোনও কোনও কৃতিজন চতুর্বর্গকে তৃণের মত তুচ্ছ মনে করে।”—আর্যশাস্ত্র তাৎপর্য-অভিজ্ঞ স্বামিচরণ একরূপই বলেছেন। কৃষ্ণপিতা বহুদেবের ও অজুনের, মহাঐশ্বর্য-দর্শনে উদ্দীপিত দাস্তভক্তিদ্বারাই বাৎসল্য ও সখ্যভাব আবৃত হল। ব্রজবাসিদের ব্রহ্মজ্ঞানে তা কিন্তু হল না—“কৃষ্ণ ব্রজবাসিদের ব্রহ্মহৃদ নিয়ে তাতে মগ্ন করবার পর উঠিয়ে আনলেন”—ব্রজবাসিদের ব্রহ্মজ্ঞাননিমগ্নতার কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু এও করা হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞানে তাদের অরোচকতা বুঝাবার জগুই। তাই তাঁদের সম্বন্ধে তথায় ‘উদ্ধতা’ অর্থাৎ ‘মোচিতা’ পদ প্রযুক্ত হয়েছে, যথা—সংসাররূপ থেকে জীবসকলকে উদ্ধার করা হয় সেইরূপই ব্রহ্মরস থেকে সেই ব্রজবাসিগণ ‘উদ্ধৃত’ অর্থাৎ মোচিত। আরও, যদি গোপীদের নির্ভেদ আশ্রয় উৎপন্ন হত, তবে পরে বলরাম ব্রজে এলে তারা কখনও একরূপ কথা বলতেন না, যথা—‘রামসন্দর্শন-আদৃতা গোপীগণ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, পুরাত্নী-বল্লভ কৃষ্ণ হুখে আছে তো?’ (ভা. ১০।৬।১০)। আরও ‘অন্য গোপীগণ বললেন, সেখানে বুদ্ধিমতী পুরনারীগণ কিজগু-যে ঐ

যাবন্ত্যহানি নন্দস্ত ব্রজেহবাংসীং স উদ্ধবঃ ।

ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্ত বাত'য়া ॥ ৫৫ ॥

৫৫। অন্নয়ন : স উদ্ধব যাবন্তি (যাবৎপরিমিতানি) অহানি (দিনানি ব্যাপ্য) নন্দস্ত ব্রজে অবাংসীং (বাসমকরোং) কৃষ্ণস্য বাত'য়া (উদ্ধবেন পুনরেব বা কথ্যমানয়া লীলা কথয়া) ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিণাং) [তাবন্তি অহানি] ক্ষণপ্রায়াণি আসন্ (অভবন্) ।

৫৫। মূল্যাবাদ : সেই উদ্ধব যতদিন নন্দব্রজে বাস করেছিলেন, ততদিন সেই সেই স্থানে বিদ্যমান কৃষ্ণলীলা কথার আলোচনায় দিন সকল ব্রজবাসিদের নিকট ক্ষণকালতুল্য প্রতীয়মান হয়েছিল আনন্দাতিশয্যে ।

অস্থিরচিত্তি অকৃতজ্ঞের বাক্য বিশ্বাস করেন, তাই আশ্চর্যবোধ হয় । অত্ৰ গোপীগণ বললেন—পূরনারী-গণ নিশ্চয়ই তদীয় সুমধুর হাস্যসহকৃত দৃষ্টিপাত হেতু উচ্ছসিত কামবেগে অভিভূত হয়ে তাঁর বিচিত্র বচনে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন ।—(শ্রীভাঃ ১০।৬৫।১৩) ।—ইত্যাদি । পরবর্তীকালের এই বচনগুলি কি সান্ধিয়ান ও অজ্ঞানজাতক বলে ধরে নেওয়া যায় না ? ইহা বিচরণীয় ॥ বিঃ ৫৩ ॥

৫৪। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকা : ততশ্চ শ্রীগোপীপ্রমুখানাং শ্রীকৃষ্ণশ্চ সাক্ষাৎকার-প্রতীত্যা তন্নিত্যলীলায়াং মানসপ্রতাক্ষময়-প্রবেশেন 'মধ্যাবেশা মনঃ কৃষ্ণে' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৬) ইতি তদাধাসনে চ প্রায়ো বিচ্ছিন্ন এব শোক ইত্যাহ—উবাসেতি ত্রিভিঃ । বিমুদন্ বহির্বিবাহানুসন্ধানেন বিশ্বতো সত্যং পুনঃ পুনঃ সন্দৈর্গৈরপনয়ন্ । এতদুপলক্ষণেন শ্রীনন্দযশোদয়োরপি তথা তদুপনয়নং জ্ঞেয়ম্ ; যদ্ব্যদোগকুলং তজ্জনবৃন্দং তৎফুটৈর্ভ্যব তৎসাক্ষাৎকারপ্রতীতিময়ং, তদপি মাথুরীগৌকুলসম্বন্ধিনীশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্ত লীলাকথা গায়ন্ রময়ামাস, তত্তল্লীলানাং সাক্ষাদিব ফোরণেন প্রণীতবান্ ॥ জীঃ ৫৪ ॥

৫৪। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকাবৃত্তি : আরও অতঃপর শ্রীগোপীপ্রমুখাদের শ্রীকৃষ্ণ-ক্ষুতিতে সাক্ষাৎকারপ্রতীতি হেতু তন্নিত্য লীলাতে মানস প্রতাক্ষময় প্রবেশের দ্বারা ও কৃষ্ণের একুপ আধাসে, যথা—“যেহেতু তোমরা মনকে কৃষ্ণরূপী আমাতে নিবিষ্ট করত আমার স্মরণ সহকারে অবস্থান করছ, তাই অবিলম্বে আমাকে নিত্যকালের জন্য নিকটে পাবে”- (শ্রীভাঃ ১০।৪৭।৩৬) । তাঁদের শোক প্রায় অশগত হয়ে গেল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ‘উবাস ইতি’ তিনটি শ্লোকে ।—৫৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা বিপুল—বাইরে বিরহ-অনুসন্ধান হেতু সেই বার্তা বিশ্বত হলে উদ্ধব পুনঃ পুনঃ সেই বার্তা বলে বলে গোপীদের শোক দূর করলেন ।—এখানে ‘গোপীদের’ উপলক্ষণে শ্রীনন্দযশোদার শোকও তথা দূর করলেন, —একুপ বৃত্তিতে হবে । গোকুলের অত্যাচারীরা আছেন তারা কিন্তু কৃষ্ণক্ষুতিতেই তৎসাক্ষাৎকার প্রতীতিময় হয়ে থাকেন । তাদেরও মাথুরী-গোকুল-সম্বন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণলীলাকথাগান করে করে সেই লীলা সাক্ষাতের মতোই প্রকাশের দ্বারা আনন্দ বিধান করলেন ॥ জীঃ ৫৪ ॥

সরিদ্বন-গিরি-জোণীবীক্ষন্ কুসুমিতান্ ক্রমান্ ।

কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্ ॥ ৫৬ ॥

দৃষ্টৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাবিক্রবম্ ।

উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্তমিদং জগৌ ॥ ৫৭ ॥

৫৬। অর্থঃ : হরিদাসঃ (শ্রীকৃষ্ণসেবক স উদ্ধবঃ) সরিদ্-বন-গিরিজোণীঃ (নদ্যাঃ-বনানি-গিরয় গহ্বরঃ) কুসুমিতান্ ক্রমান্ বীক্ষন্ (পশন্) ব্রজৌকসাং কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে ।

৫৬। মূল্যাবাদ : উদ্ধব মহাশয় ব্রজবাসিদের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করত পরম সুখী হয়েছিলেন, তাই বলা হচ্ছে—

সেই হরিদাস নদী-বন-পর্বত-তদৃশ ও কুসুমিত বৃক্ষরাজি নিজে সাক্ষাৎ দর্শন-কালে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে প্রস্তুত ব্রজবাসিদের চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় করালেন। এতে নিজেও প্রীতি লাভ করলেন।

৫৭। অর্থঃ : উদ্ধবঃ গোপীনাং এবমাদি (‘এবম্’ উক্তপ্রকার আদির্যন্ত তৎ) কৃষ্ণাবেশাবিক্রবং (কৃষ্ণাবেশেন আত্মনঃ (মনসো) ‘বিক্রবঃ’ (দিব্যোন্মাদাদিঃ যত্র তৎ অননুভূতং) দৃষ্ট্বা (সাক্ষাদনুভূয়) পরমপ্রীতঃ [সন্] তাঃ (গোপীঃ) নমস্তন্ (নমস্কৃতং স্তোত্রতয়া) জগৌ (আবেশেন সুস্বরং তুষ্টাব)।

৫৭। মূল্যাবাদ : যদিও সকল ব্রজবাসিজনেরই শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ সর্ববিলক্ষণ প্রেমা বর্তমান, তাহলেও গোপীদের মধ্যে বিরাজিত এক পরমচমৎকারময়ী কৃষ্ণপ্রেম, ইহাই দেখান হচ্ছে—

শ্রীউদ্ধব শ্রীব্রজগোপীদের উক্ত প্রকারাদি চরিত্র ও কৃষ্ণাবেশে মনের অননুভূতচর দিব্যোন্মাদাদি সাক্ষাৎ অনুভব করত পরম প্রীত হয়ে তাঁদের নমস্কারের জন্য আবেশে স্তোত্ররূপে এই বক্ষ্যমান গীত উচ্চ কর্তে মধুর স্বরে কীর্তন করতে লাগলেন।

৫৫। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : তদেব বিবরণোতি—যাবন্তীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ জী০ ৫৫ ॥

৫৫। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুদ্দ : উপযুক্ত কথাই এই শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে—‘যাবন্তীতি’ ছটি শ্লোকে।

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : ক্ষণপ্রায়ণীতি। ‘উদ্ধব’ উদ্ধবস্যার্থনামদ্ব্যস্তগবতাপ্যানন্দদাতৃ স্বশক্তির্পর্ণাচ্চেতি গম্যতে ॥ ৫৫ ॥

৫৫। বিশ্বনাথ টীকাবুদ্দ : ক্ষণপ্রায়ণ্যাসন্, ইতি—ব্রজবাসিদের আনন্দাতিশয্যে ক্ষণকালতুল্য প্রতীয়মান হয়েছিল—উদ্ধবঃ—এই নামের অর্থ ‘আনন্দাতিরেক’। উদ্ধবের এই অর্থ (প্রকৃত অর্থযুক্ত) নাম হেতু, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাকে আনন্দ দাতৃ স্বশক্তি অর্পণ হেতু, একরূপ বৃত্তে হবে। ॥ বি০ ৫৫ ॥

৫৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা : সম্যক্ স্মারয়ন্ সাক্ষাৎকৃতনির্বিশেষঃ কুর্ব্বন্তিত্যর্থঃ। তাদৃশানামপি তেষাং স্মরণে যৎ সম্যক্, তত্তথৈব পর্য্যবস্তুতীতি। অতএব স্বয়মপি রেমে। গবাদিবৎ স্মৃতিবিশেষাং ক্রমাণামপি কুসুমিতভূক্তম্ ॥

এতাঃ পরং তনুভূতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমিখিলাতুনি রুচভাবাঃ।

বাঞ্জন্তি যদ্বভিয়ো যুনয়ো বয়ঞ্চ

কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য ॥ ৫৮ ॥

৫৮। অম্বয়ঃ : নিখিলাতুনি (সর্বেষাং আত্মভূতে) গোবিন্দ এব (অনন্যগতত্বেন কেবলং শ্রীকৃষ্ণে এব) রুচভাবাঃ (পরমপ্রেমবত্যাঃ) এতাঃ গোপবধ্বো ভুবি পরং (কেবলং) তনুভূতাঃ (শরীরিণ্যঃ সার্থক জন্মান ইত্যর্থঃ) যং (যং রুচং ভাবং) ভবভিয়ঃ (মুমুক্ষবঃ) যুনয়ঃ (যুক্তা অপি) বয়ং চ (মাদৃশাঃ ভক্তজনশচ বাঞ্জন্তি [অতঃ] অনন্ত কথারসস্য (‘অনন্তস্য’ শ্রীকৃষ্ণস্য কথাশ্চ ‘রসঃ’ রাগঃ যস্য তস্য) ব্রহ্মজন্মভিঃ (বিপ্রসম্বন্ধিভিঃ শৌক্ৰ-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ ত্রিভিঃ জন্মভিঃ) কিং (কো নাম অতিশয়ঃ, যত্র তত্র জাতঃ স এব সর্বোত্তম ইত্যর্থঃ) যদ্বা অনন্তকথাশ্চ রসো যস্য তস্য ব্রহ্মভিঃ চ তুমুখজন্মভিরপি কিমিত্যর্থঃ ॥

৫৮। যুক্তাবুবাদঃ : ক্ষত্রিয় উদ্ধবকে গোপীদের প্রণাম করার কথা শুনে, কোনও অনভিজ্ঞ-জন প্রশ্ন উঠাচ্ছেন, সদাচার অনুসারে ক্ষত্রিয়তনু উদ্ধবের ব্রাহ্মণ তনুই তো প্রণম্য, ইহাই এ ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি—“বনচরী ব্যভিচার তুষ্টা এই ত্রীলোকেরা কোথাকার কে? একরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় তিনটি শ্লোকে স্থাপন করা হচ্ছে, গোপীদের মহাভাবময়ী তনুই সর্বোত্তমা, যথা—

এইরূপে সর্বান্তর্ধ্যামী ভগবান্ গোবিন্দে উন্নত-উজ্জল-রসগর্ভা প্রেমভক্তি বিশিষ্টা এই গোপীগণই কেবল সকল জন্মা। কারণ ভবভীত মুক্তিকামী ও মুক্তগণও এই ভাব প্রার্থনা করে থাকেন। মাদৃশ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গী ভক্তগণও মহিম দৃষ্টিতে কেবল অভিলাষ করে থাকে, কিন্তু পায় না। শ্রীভগবানের কথায় যার অনুরাগ আছে, তার বিপ্রসম্বন্ধী শৌক্ৰ-সাবিত্র-যাজ্ঞিক, এই ত্রিবিধ জন্মেই বা কি? কথায় অনুরাগের উপর আর অধিক কিছু নেই।

৫৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুবাদঃ : সংস্কারয়ন্—‘সং’ সম্যকরূপে স্মরণ করিয়ে— অর্থাৎ সাক্ষাৎ চোখে দেখার অভিন্নরূপে স্মরণ করিয়ে। এমন ভাবে স্মরণ করালেন, যাতে তাদৃশ ব্রজজনদেরও স্মরণে যা উপযুক্তরূপে প্রতিভাত, তা সেইরূপেই পর্যবসিত হতে পারে। অতএব উদ্ধব নিজেও প্রীতি লাভ করলেন। কুসুমিতান্, দ্রব্যান্—ক্ষুতি বিশেষ হেতু বৃক্ষসকলকেও পুষ্পময় রূপে দেখলেন, ক্ষুতিতে দেখা গোপ্রভৃতির মতোই ॥ জী০ ৫৬ ॥

৫৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ : এবং যতপি সর্বেষামেব ব্রজবাসিনাং শ্রীকৃষ্ণে সর্ব-বিলক্ষণঃ প্রেমা, তথাপি শ্রীগোপীষু তস্মৈ পরমচমৎকারময়ী ভক্তির্জাতেতি দর্শয়তি—দৃষ্টেত্যাदिना। এব-মুক্তপ্রকার আদির্দেখ্য তচ্চরিতমিতি শেষঃ। কৃষ্ণাবেশেনাত্মনো বিহবো দিব্যোন্মাদাদির্দেহ তদন্তুভূতচরং

দৃষ্টা পরমশ্রীতঃ, তদর্শনাং স্বভাগ্যক্ষুরণেন তাসাং গুণানুমোদনেনৈব বাত্যন্তুহৃষ্টঃ, নমস্যান্ নমস্কর্তুঃ, স্তোত্রতয়া জগৌ, আবেশেন হৃদ্বরং তুষ্টাব, কিংবা, বাটিতি প্রণমন্নেব জগৌ। প্রত্যহং গমনাগমনসময়ে কিকিদ্দ্যবহিতদূরে স্থিতিতি জেয়ম্ ॥ জী০ ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীজীব০ বৈ০ ভো০ টীকানুবাদ : যদিও সকল ব্রজবাসিনেরই শ্রীকৃষ্ণে সর্ব-বিলক্ষণ প্রেমা বর্তমান, তথাপি এইরূপে বনভ্রমণে উদ্ধবের পরম চমৎকারময়ী কৃষ্ণভক্তি জাত হইল। ইহাই দেখান হইছে—‘দৃষ্টা’ ইত্যাদি শ্লোকে। ‘এবম্’ উক্ত প্রকার চরিতাদি ‘আদি’ যার—এখানে মুহুমুহু উন্মত্তবৎ বচনাদি কৃষ্ণাবেশান্ত্র বিক্লব—কৃষ্ণাবেশে ‘আত্মনঃ’ মনের দিব্যান্মাদাদি বোধাতীত দেখে উদ্ধব পরম শ্রীত হলেন, বা ইহা দর্শন হেতু স্বভাগ্য প্রকাশে ঐ গোপীদের গুণ-অনুমোদনের দ্বারাই অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন উদ্ধব। বনস্যান্—বন্দনা করতে গিয়ে স্তোত্রে এই গান করতে লাগলেন, যথা— ॥ জী০ ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা : এবমাদিচরিতমিতি শেষঃ। কৃষ্ণাবেশনাশ্রমো মনসো বিরুবো দিব্যান্মাদাদির্দ্বিত্ব তৎ। নমস্তুল্লিং নমস্কারমন্ত্রমিব জগাবুচ্চৈরুচ্চারয়ামাস। ক্ষত্রিয়জাতেরপি স্বস্যা গোপস্ট্রীনমস্কৃতিরন্যায্যা ন তবতীতি দর্শয়িতুমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ বি০ ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকানুবাদ : এবমাদি—উক্ত প্রকার চরিতাদি। কৃষ্ণাবেশান্ত্র-বিক্লবম্—কৃষ্ণাবেশে ‘আত্মনঃ’—মনের ‘বিক্লবঃ’—দিব্যান্মাদাদি যথায় সেই গোপীদের দৃষ্টা—দেখে। বনস্যান্ ইদং—নমস্কার মন্ত্রের মতো জাগৌ—উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।—ক্ষত্রিয় জাতি হয়েও নিজের গোয়ালিনী-নমস্কার অন্যথা হইল না কিছু, ইহাই দেখবার জন্য পরবর্তী ৫টি শ্লোকে তাঁদের মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন—(স্বামিচরণের দিক্ স্তু) ॥ বি০ ৫৭ ॥

৫৮। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকা : গোপীমাহাত্ম্যবিদ্যায় সর্বভাগবতোত্তমম্।

তমুকবং প্রপত্তেইহং তদগীতার্থবিলুকধীঃ ॥

নহু ভবন্তিঃ ক্ষত্রিয়তনুভির্বাঙ্গগতনব এব নমস্যা ইতি স্থিতে ‘কৈমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীবাভিচারদৃষ্টাঃ’ ইতি কস্যাচিং দুর্ন্যতমাশঙ্ক্য তাসামেব সর্বোত্তমতনুত্বং ত্রিভিঃ স্থাপয়ন্ প্রথমং তাবন্তগবন্মহাপ্রেমপ্রকাশাকরত্বেন স্থাপয়তি, তদাহ—‘এতাঃ’ ইতি দ্বাভ্যাম্ ; এতাঃ শ্রীমদব্রজবাসিন্যঃ শ্রীভগবৎপ্রেমস্যাঃ পরং কেবলং সম্প্রতি শ্রীভগবদবতারসহভাবসম্পন্ন-তত্ত্বজিসাধকসিদ্ধ-নিত্যসিদ্ধালঙ্কৃত্যং ভুবি তনুভূতঃ পরমোত্তমতনুধারিণ্য ইতি শ্রীতাদিদৃষ্টা নাবমন্তব্যঃ। কথম্ ? তত্রাহ—অখিলাশ্রমি সর্বাংশিনি, অরূপত্বাদেব সর্বেষাং তাবন্নিরূপাধি-তাদৃশপরমপ্রেমসীযোগ্যে, তত্রাপি গোবিন্দে পরমরূপগুণ-সীমতাবিখ্যাত-শ্রীগোকুলেন্দ্রতয়া সর্বা-কর্ষকে প্রকাশমানেন রুঢ়ভাবা উদ্ভূত-মহাভাবাঃ, তত্রাপ্যেবমিত্যনুভবৈকবেতেনানিবর্চনীয়-প্রকারেণেতার্থঃ। তস্মাত্তাদৃশভাবাস্তেজোমযাস্তনবোইপ্যাসাং সর্বতেইপ্যুত্তমা ইতি ভাব। তত্র প্রমাণানি তু সমনন্তরমেব দর্শয়িত্ত্বেন্তে ; তদর্থং তাদৃশভাবমহিমানমাহ—যদ্বাবমাত্রমাস্তাং তাবদ্রূতঃ, তদ্বিশেষবাক্তা মুমুক্ষবো মুক্তাশ্চ। জুস্তি, বয়মপি নিত্যতৎসঙ্গিনো ভক্তাঃ মহিমদৃষ্টা কেবলং বাঞ্ছামঃ, ন তু প্রাপ্তুমঃ। দূরতন্তুস্তে ভাবস্যাস্য

যন্নিদানং, তন্মাধুর্য্যবিশেষাভবন্তদলাভাদিতি ভাবঃ। টীকায়াম্, ‘অতঃ’ ইত্যস্যাণ্যতদেবতাপ্যর্থ্যাম্। অন্যত্বে। যদ্বা, ঈদৃশভাবাভাবেন ব্রহ্মজন্মভিরপ্যলমিত্যাহ—অকারপ্রশ্নে। অনন্তস্য পরমমাধুরী-ভিরপারস্য তস্য কথাষপি অরসো রুচিমাংস্যাভাবো यस্য তস্যেতি। তেষাং দ্বিতীয়পক্ষেইপি। ‘অরসঃ’ ইত্যেব পাঠো যুক্ত্যতে। অনাথা পূর্বত্র চতুমুখজন্মভির্বেতি-মাত্র-মবক্ষাতেতি ॥ জী০ ৫৮ ॥

৫৮। শ্রীজীব বৈ০ ভো০ টীকাবুদাদঃ [শ্রীজীবের দৈন্ত্র্যোক্তি—গোপীমাহাত্ম্যবিদ্রোষ্ট্রসর্বভাগবতোত্তম সেই উদ্ধবের শরণাগত হচ্ছি, তৎগীতার্থ-বিলুপ্তা আমি।] ক্ষত্রিয় উদ্ধবকে গোপীদের নমস্কারের কথা শুনে প্রশ্ন উঠছে,—‘ক্ষত্রিয়-তত্ত্ব আপনাদের ব্রাহ্মণ-তত্ত্বই নমস্য’ এরূপ সদাচারের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বপক্ষ গোপীদের ক্ষত্রিয়ত্বই অস্বীকার করে দুষ্টমতিতে যেন বলছে এরা তো ‘বনচরীয়াভিচারদুষ্টা’ (৫৯ শ্লোক) এদের ক্ষত্রিয়ত্ব কোথায়?—এরূপ দুষ্টমতের আশঙ্কায় এই গোপীদের সর্বোত্তম তিনটি শ্লোকে স্থাপন করা হচ্ছে—তার মধ্যে প্রথম শ্লোকে তাদের তাবৎ প্রেমপ্রকাশকরূপে স্থাপন করলেন, সেই কথা বলা হচ্ছে ‘এতাঃ’ ইতি দুটি শ্লোকে। এতাঃ—শ্রীনন্দব্রজবাসিনী শ্রীভগবৎপ্রেয়সীরা পঞ্চং—কেবলমাত্র সম্প্রতি শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবতার সহ ভাবসম্পন্ন-কৃষ্ণভক্তি সাধক-সিদ্ধ-নিত্যাসিদ্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত জগতে তনুধারীদের মধ্যে পরমোত্তম তনুধারিণী; অতএব স্ত্রীদেহাদি দৃষ্টিতে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। কেন? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে—অখিলাত্মনি—সর্বাংশী, স্বরূপ হওয়া হেতুই ‘সকলের’ অর্থাৎ তাবৎ নিরুপাধিতাদৃশ পরমপ্রেয়সীযোগ্য সর্বাংশীতে অর্থাৎ, গোবিন্দে যিনি পরমরূপগুণে শীর্ষস্থানীয় বলে বিখ্যাত, শ্রীগোকুলের অধিপতি হওয়া হেতু সর্বাধিক প্রকাশমান গোবিন্দে ক্রান্তভাবাঃ—প্রকাশ প্রাপ্ত মহাভাববতী—এর মধ্যেও আবার এষম্, অনুভবৈকবেত্ত অর্থাৎ অনির্বচনীয় প্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত। সেই হেতু তাদৃশ ভাব-তেজোময়ী তাঁদের শরীরও নিখিল জগতের মধ্যে সর্বোত্তম, এরূপ ভাব।—এ বিষয়ে প্রমাণ একসঙ্গেই পরে দেখান হবে—এ জন্ম তাদৃশ ভাব-মাহাত্ম্য বলা হচ্ছে—যে ভাবমাত্রই তাবৎ দূরে থাকুক, তার বিশেষ বার্তা মুক্তিকামী ও মুক্তগণও বাঞ্ছা করে, আমরাও নিত্য কৃষ্ণসঙ্গী ভক্তরাও মহিম-দৃষ্টিতে কেবল বাঞ্ছাই করে থাকি, পাই না কিন্তু, কারণ দূরত্ব অথবা এ ভাবের মূল কারণ যে তন্মাধুর্য্যবিশেষ-অনুভব তা পায় না এরূপ ভাব। [শ্রীধর-কৃষ্ণকথায় যার রসবোধ আছে তার ব্রহ্মজন্মভিঃ—বিপ্র-সম্বন্ধী শৌক্ৰ-সাবিত্র-যাজ্ঞিক এই তিন জন্মে কিং বেশী কি লাভ হতে পারে? যেখানে সেখানে জাত হোক, সেইজন্মই সর্বোত্তম, যার কৃষ্ণকথায় রসবোধ আছে। অথবা, অনন্তের কথায় যার রসবোধ আছে, তার বিপ্রসম্বন্ধী জন্মে, এমন কি চতুমুখ জন্মেই বা কি প্রয়োজন?]

অথবা, ঈদৃশ ভাব অভাবে বিপ্রসম্বন্ধী জন্ম হলেও উহা তুচ্ছ, এই আশয়ে ‘অ’কার প্রশ্নে [ক+অরসস্য]—কৃষ্ণের পরম মাধুরীদ্বারা অপার তার কথারও ‘অরস’ রুচিমাংসের অভাব যার, তার বিপ্রসম্বন্ধী জন্ম দিয়ে কি হবে? স্বামিপাদের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায়ও [কথা+অরসস্য] এরূপ পাঠই যুক্তিযুক্ত অতথা পূর্বত্র ‘চতুমুখজন্মভিঃ’ বা ইতি-মাত্র বক্তব্য হত ॥ জী০ ৫৮ ॥

কেমাঃ দ্বিরো বনচরীব্যভিচারহৃষ্টাঃ
 কৃষ্ণে ক চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ ।
 নবীশ্বরোহনুভজতোহবিদ্রুষোহপি-
 চ্ছেয়ন্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৯। অন্বয় : ইমাঃ (প্রোক্তমাহাত্ম্যাঃ কৃষ্ণপ্রিয়াঃ) বনচরীঃ দ্বিরঃ ক, ব্যভিচার হৃষ্টাঃ ('ব্যভিচার' সংকর্মণি অগৃথাস্থং পরাভ্যুখতা তেন হৃষ্টাঃ) ক, [পরমবিস্মিতঃ সন্ সরোমাঞ্চ সাভিনয়-মাহ—] পরমাত্মনি (সর্বেষামেব নিরুপাধিপরমপ্রেমযোগোহপি তাদৃশতয়া অনুভবিতুং পরমতুল্যভে তস্মিন্) কৃষ্ণে এষঃ (ঈদৃশতয়া আনু স্তুদৃশমানঃ) রূঢ়ভাবঃ (পরমং প্রেমং) কচ (কুত্রবা বর্ততে) [দ্বয়োঃ মহৎ অন্তরমিত্যর্থঃ] ননু (অহো) ঈশ্বরঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ) উপযুক্তঃ (সেবিতঃ) অগদরাজঃ (অমৃতম্) ইব অনুভজতঃ (নিরন্তরং ভজনশীলস্য) অবিদ্রুষঃ (তৎস্বরূপানভিজ্ঞস্ত জনস্য) অপি সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃ তনোতি (দদাতি) ।

৫৯। মূল্যাবাদ : সুতরাং লোকের মহা উৎকর্ষ বিষয়ে ভক্তিই কারণ, তপো জ্ঞানাদি নয়। সেই ভক্তি স্বয়ং সর্বোৎকৃষ্ট হলেও সর্বলোকের মান্য সর্বোৎকৃষ্ট জনেই যে থাকবে, এমন কোনও কথা নেই, সর্বলোকের নিন্দনীয় অতি নিকৃষ্ট জনেও থাকতে পারে, শুধু থাকে নয়, উহাকেই নিজ অধিষ্ঠান, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বপূজ্য, সর্বতুল্য মাহাত্ম্যযুক্ত করেন—ইহাই সবিস্ময় সরোমাঞ্চ বলছেন—

শ্রীদেহধারী বলে ও জাতিগতভাবে নিন্দিতা, বনচারিণী হওয়া হেতু লোকদৃষ্টিতে ও স্বভাবে ব্যভিচারহৃষ্টা এই গোপীগণই বা কোথায়, আর পূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত মহাভাবই বা কোথায় ? অহো অমৃত যেমন পীত হলে এর স্বরূপ অজানা লোককেও সর্বব্যাধি প্রশমন পূর্বক অপূর্ব আশ্বাদন দান করে, সেইরূপ ভজনকারী জন মাত্রকেই, সে ব্রহ্মতত্ত্বাদি সম্বন্ধে জ্ঞানরহিত হলেও, শ্রীভগবান্ সংসার-মুক্তি-দান পূর্বক স্বপ্রেমরস আশ্বাদনরূপ মঙ্গল দান করে থাকেন।

৫৮। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তাসাং সর্বোৎকৃষ্টং মাহাত্ম্যামাহ—পঞ্চতিঃ । এতাঃ পরং কেবলং তনুভূতঃ সফলজন্মানঃ । রূঢ়ভাবাঃ মহাভাববতাঃ । যদিতি যং নিকৃঢ়ভাবং ভবভিয়ো মুমুক্শবঃ । মুনয়ো মুক্তাঃ বয়ঞ্চ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনোহপি ভক্তাঃ বাঙ্কন্তি নতু প্রাপ্নুবন্তি । অতোহনন্তকথাসু রসো রাগো যস্য তস্য ব্রহ্মজন্মভির্বিপ্রসম্বন্ধিভিঃ শৌক্যসাবিত্রযাজ্ঞিকৈস্ত্রির্জন্মভিশ্চতুমুখজন্মভির্বা কিং কোইতিশয়ঃ ন কোইপি । যতোহনন্তকথাসু রাগ এব সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদকো নান্য ইতি ভাবঃ । যদ্বা, অনন্তকথাসু অরসো যস্য তস্য বিপ্রজন্মভির্বা কিম্ । যতস্তৎকথাসু রাগাভাব এব তন্তৎসর্ববৈফল্যপ্রতিপাদক ইতি ভাবঃ ॥ বিং ৫৮ ॥

৫৮। বিষ্ণুনাথ টীকাবুদ : গোপীদের সর্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য বলা হচ্ছে, ৫টি শ্লোকে। এতাঃ—এই গোপীগণই পরম—কেবল তনুভূতঃ—সফল জন্মা। রূঢ়ভাবাঃ—মহাভাববতী। যৎবাঙ্কন্তি—'যং' যে উন্নত-উজ্জল-ভাব ভবভিয়ো—মুমুক্শগণ মুনয়ো—মুক্তগণ। বয়ঞ্চ—মাদৃশ

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গী ভক্তগণও অভিলাষ করে থাকে, কিন্তু পায় না। অতএব শ্রীভগবানের কথায় যার 'রসঃ' অনুরাগ আছে, তার ব্রহ্মজন্মভিঃ বিশ্রাসস্বকী শৌক্ৰ-সাবিত্র-যাজিক, এই ত্রিবিধ জন্মেই বা কি, অথবা চতুর্থ-জন্মেই বা কি? আর কথায় অনুরাগের উপরই বা অধিক আছে কি? কিছুই নেই।— কারণ শ্রীভগবৎকথায় অর্থাৎ নামরূপগুণ-লীলাদিতে অনুরাগই সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদক, অথ কিছু নয়, এরূপ ভাব। অথবা, শ্রীভগবৎ কথায় যার অনুরাগ নেই তার বিশ্র জন্মেই বা কি? কারণ শ্রীভগবৎকথায় অনুরাগের অভাবই সেই সেই সর্ববৈফল্য প্রতিপাদক, এরূপ ভাব ॥ বিং ৫৮ ॥

৫৯। শ্রীজীব বৈং জ্ঞো টীকা : তদেব পূর্বপাঠেন বহিমুখানাং মতং নিগৃহ্য তদেবাত্ৰ 'ক্রেমাঃ' ইত্যাদি-পাঠে প্রথমচরণেন সাভ্যসুয়মনুষ্যজ্ঞাতে। যত্র চ 'নিগৃহ্যানুযোগে চ' (পা ৮।২।৯৪) ইতি সূত্রে বাক্যস্ত টে: প্লুতো বিভাষিতোইস্তি, যথাহ কাশিকায়াম্ - 'স্বমতাং প্রচাবনং নিগ্রহঃ অনুযোগস্তস্ত মতস্ত আবিষ্করণম্; তত্র নিগৃহ্যানুযোগে যদ্বাক্যং বর্ততে, তস্ত টে: প্লুতো বিভাষা। 'অনিত্যঃ শব্দঃ' ইতি কেনচিৎ প্রতিজ্ঞাতম্। তদ্বপপত্তিভিনিগৃহ্য সাভ্যসুয়মনুষ্যজ্ঞাতে। অনিত্যঃ শব্দ ইত্যর্থ ইত্যাদি। ইহ চ তদেব পরাক্ষেপানুযোগগর্ভিতং সিদ্ধান্তমাহ—কেতি, কৃষ্ণে ক চেত্যাওর্থস্ত সন্তাবে 'সতি ক্রেমাঃ স্ত্রিয়ঃ' ইত্যাদ্যর্থস্ত সন্তাবনা নৈব ঘটত ইত্যর্থঃ। অত্র চ তদেব পূর্বপদ্যবৎ দ্বিতীয়েন চরণেন দার্ঢ্যার্থঃ স্বদিকান্তমূদ্য পরাক্ষেপানুযোগেনাপাণযুক্তস্তানুতাদেদ্বিভ্যতানুতাকারিহমীশ্বরশক্তেঃ, কৈমুত্যাতিশয়ঃ সাধয়-তীতি ব্যাখ্যায়ম্। প্রথমচরণে স্থিতস্ত নিকৃষ্টভূমিকাচকস্ত ক্রেতাস্ত প্রতিযোগিতয়া দ্বিতীয়চরণে ক চেতি নির্দিষ্টম্; যদি কৃষ্ণবিষয়করূঢ়তাব্যক্তিকা পরমোৎকৃষ্টভূমিকা তাভিলক্ষা তদা তাসাং নিকৃষ্টভূমিকা-স্থিতিঃ কুত্র স্থিতা? 'এতাঃ পরং তনুভূতঃ' ইতি তদীয়তনুব্যবসায়ভাবানাং শ্লাঘিতত্বাৎ। 'যল্লমধেয়-শ্রবণানুকীর্ণনাং' (শ্রীভা ৩।৩৩।৬) ইত্যাদেঃ, 'ভক্তিঃ পুনাতি মল্লিষ্ঠা স্থপাকানপি সন্তবাং' (শ্রীভা ১।১।১৪ ২১) ইত্যাদেশ্চাত্ৰ কৈমুত্যালাভাৎ, প্রবশ্যাপি পার্থিবদেহস্ত সদ্যো হিরণ্যব্রহ্মশ্রবণাৎ। কিঞ্চ, স্বতন্ত্র-শ্রীমদ্রূপেন তাস্ত তাদৃশনিকৃষ্টবচনং ন প্রযোক্তব্যম্। উপক্রমোপসংহারাদ্যাদিসু তস্ত পরমাদরাৎ, বস্তুতস্ত বাভিচারস্তাসাং নাস্ত্যেব, 'গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৫) ইতি শ্রীশুকসিদ্ধান্তাৎ। অত্র চ শ্রীমদ্রূপেইনৈব পূর্বম্ 'অখিলাঅনি' তত্র চ 'পরমাত্মনি' ইতি তস্ত সূচনাৎ। ন চ তাসাং স্বাভাবিকোই-নাচার আশঙ্ক্যঃ, 'আর্যাপথঞ্চ হিত্বা' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১) ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ স্বতঃ সদাচারতা প্রাপ্তেঃ। ন তু স্ত্রীত্বং দৃশয়ীং, লক্ষ্যাদেবপি স্ত্রীত্বাৎ। ন চ 'ইমাঃ ইতি' নিন্দাবচনম্, 'আসামহো' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১) ইত্যাদৌ 'আসাম্' ইত্যানেন ইদন্তানির্দেশেন স্তুতেরেব ব্যঞ্জয়িত্বমাণত্বাৎ। ন চ বনচরীত্বং নিন্দ্যং, বনস্তাস্ত 'তদভূরিভাগ্যম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৪) ইত্যাদিনা ব্রহ্মণাপি প্রার্থ্যমাণত্বাৎ, 'আসামহো' ইত্যাদিনা স্বয়মপি। উত্তরার্ধে তু অগদরাজস্তাবদেহমেব দিব্যং করোতীত্যেকেনৈবাংশেন দৃষ্টান্তঃ। তাদৃগগদরাজাদি-স্বভাবমূলকারণমীশ্বরস্বভাবস্ত সর্বমপি শ্রেয়ঃ স্বমবিহুষোইপি ভজতঃ কুর্যাদেব, কিমুত তাসাং তদীয়গুণ-গ্রামবিদ্বদ্বরাণামিতি। তস্মাৎ পরকীয়াভানুযায়্যসঞ্চার্যানুবাদস্ত তদুত্তরস্তয়া কৃষ্ণে ক চেত্যাদিবাক্যময্যা-সঞ্চারিলক্ষণয়া মত্যা আরাধ্যত্বেনোক্তত্বাৎ গুণত্বমেব; যদ্বন্তং কাব্যপ্রকাশে—'সঞ্চার্যাদেবিরুদ্ধস্ত বাক্য-

শ্রোক্তিশৃংগাবহা' ইতি । অত্র চ যথা—‘ভিষ্ঠে কোপবশাং প্রভাবপিহিতা দীর্ঘা ন সা কুপ্যতি’ ইত্যত্র পিহিতেত্যনন্তরং নৈব ঘটত ইতি ‘নির্দেশং বিনাপ্যন্তরা প্রতিপত্তিঃ পূর্বাং বাধতে’ ইতি শ্রায়েনান্বয়ো লভ্যতে, তদ্বদপ্যত্র তং বিনাপীতি ন কিঞ্চিদপ্যসমঞ্জসম্ । অথবা, ননু ভবতীপ্রভৃতয়ো যুয়মপ্যন্তরোত্তরং মহান্ত এব কথং তদ্বাঞ্জ ? তত্রাহ—কৈমা ইতি । স্ত্রিয় ইতি জাতৈব সুকোমলত্বং দর্শিতম্, তত্র চেদবা সচমৎকারনির্দেশেন বিশেষতঃ । অত্রেমাঃ স্ত্রিয় ইতি সর্বোত্তমত্বং দর্শিতম্ । তথা বনঞ্চ প্রস্তুতত্বাং শ্রীবৃন্দাবনম্ ; তচ্চ শ্রীকৃষ্ণৈকান্তবিহারাস্পদং, তচ্চারিণ্য ইতি সামান্যতন্তাবস্থায়া সূচিতঃ । তা ইমাঃ কৃষ্ণবিষয়ে ক তমশ্রিত্য কস্তামুদ্বৃত্তমিকায়ং বর্তন্তে ? তথা ঈদৃশগাঢ় তদাসক্ত্যা ভাব এব ব্যাভিচারঃ, তেন দৃষ্টাঃ, তে চ পূর্বোক্ত-স্মারন্তেন ভবতীপ্রভৃতয়ো বয়ং ক ? তমশ্রিত্যপি অসাম্যভূমিকায়ং বর্তামহে । অহো মহদেবান্তরম্ ; এতদ্বাঞ্জারহিতাস্ত পরমনিকৃষ্টা এব তে ইতি ভাবঃ । অত্র পরম-বিস্মিতমানসো সরোমাকং সান্ভিনয়ং হেতুমাহ—পরমাশ্রয়ী সর্বেষামেব নিরুপাধি-পরমপ্রেমযোগোইপি তাদৃশতয়ানুভবিতুং পরম-দুর্লভে তস্মিন্, এষ ঈদৃশতয়া আনু দৃশমানো রুঢ়ভাবঃ পরাং কোটিমারুঢ়ো মহাভাবঃ, ন তস্মান্ন তল্লেশোইপীত্যর্থঃ । ন চাসামেব তস্মিন্নেতাদৃশসৌন্দর্যং, ন তু তস্মান্ন ইতি বাচ্যম্ । তস্ম মমেশ্বরস্য পরমসহৃদয়তয়া অসাধারণেষপি দৃশ্যতে, কিমুতৈতাদৃশীষিত্যাহ—নবীশ্বর ইতি । ননু নিশ্চয়ে, অনু সাদৃশ্যে ; ভজনানুকরণমপি কুব্ধতঃ অবিত্রবস্তৃম্মাহাশ্রম্যজানতোইপি দৈন্যান্মাদৃশস্ত্রাপীত্যর্থঃ । সাক্ষাদব্যবধানেন শ্রেয়ঃ । এতেসাং দর্শনাদিপ্রসাদময়ং পরমহিতং তনোতি, কিমুতাসাং তস্মাদধুরীপরমোৎকর্ষানুভবিত্বেন তস্মাহাশ্রমকার্ঠাভিনিবিষ্টানামিতি ভাবঃ ॥ জী. ৫৯ ॥

৫৯ । শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ : এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের ‘কৃষ্ণে রচইতি’ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তাদৃশ চরমকার্ঠা প্রাপ্ত মহাভাবই বা কোথায় ?—এই অর্থের সহিত প্রথম চরণের ‘কৈমাঃ স্ত্রিয় ইতি’ বনচরী ব্যাভিচার-দৃষ্টা এই স্ত্রীরাই বা কোথায় ?—এই যথাক্রমে অর্থের সামঞ্জস্য হতে পারে না । এর সামঞ্জস্য খুঁজতে হবে শ্লোকের চতুর্থ চরণে যেখানে বলা হয়েছে ‘অজ্ঞান কর্তৃক সেবিত অমৃত-দিরও মঙ্গলদায়ী শক্তি আছে’—এই বাক্যের ‘অজ্ঞানজনের’ সহিত একই ভূমিকায় আনার তাগিদে এখানে নিখিল জগতের সর্বোত্তম গোপীদের নিজস্বরূপে তুলে না ধরে নিকৃষ্ট ভূমিকা-বাচক ‘ব্যাভিচার’ শব্দ আরোপ করত কৈমুতিক ন্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে—শ্লোকের ব্যাখ্যা এই ধারাতেই করণীয়, যথা—

প্রথম চরণে স্থিত নিকৃষ্ট ভূমিকা বাচক ‘ক ইতি’র প্রতিযোগিকরূপে দ্বিতীয় চরণের ‘ক চ ইতি’ বাক্য নিরূপিত হওয়ায় গোপীরা নিকৃষ্ট ভূমিকায় স্থাপিত হয়ে গেলেন । পূর্ব শ্লোকে কিন্তু গোপীরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন কৃষ্ণ-বিষয়ক উন্নত মহাভাবাত্মিক পরমোৎকৃষ্ট ভূমিকায়, যথা—“এতাঃ পরং তনুভূতাঃ” তাহলে একই সময়ে তাঁদের নিকৃষ্ট ভূমিকায় স্থিতি স্বীকার করা যাবে কি করে, এ বিষয়ে বহু ভিন্ন দৃষ্টান্ত থাকায়, যথা—“শ্রীভগবৎনাম শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণে নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও সোমযজ্ঞের অধিকারী হন” ইত্যাদি ভাগবতীয় (৩৩৩৬) বাক্য । “সার মন-বাক্য-ধন-প্রাণ ভগবানে অর্পিত সেই চণ্ডাল ভগবৎবিমুখ-

ত্রাঙ্কণ থেকেও শ্রেষ্ঠ।” (শ্রীভা० ৭৯।১০) ইত্যাদি হেতু,—আরও “একাগ্র ভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডাল-
গণকেও পবিত্র করে থাকে।”—(শ্রীভা० ১১।১৪।২১) ইত্যাদি হেতু, এখানে কৈমূর্তিক ন্যায়েই; ধ্রুবেরও
পার্থিব দেহের সত্তা হিরণ্ময়তা প্রাপ্তি অবগন হেতু, পরমোৎকৃষ্ট ভূমিকায় স্থিতা এই গোপীরা। স্বতন্ত্রভাবে
শ্রীউদ্ধব যে তাদের প্রতি তাদৃশ নিকৃষ্ট বচন প্রয়োগ করবেন তা যুক্তি সিদ্ধ হয় না, কারণ উপক্রম উপসং-
হারাদিতে উদ্ধবের পরম আদর দেখা যায়। বস্তুতঃ ব্যভিচার তাঁদের নাই-ও, কারণ শ্রীশুকসিদ্ধান্তে
দেখা যায়—“শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণের, তৎপতিদের ও নিম্নলিঙ্গ জগতের অন্তর্যামিকপে বিরাজমান
ইত্যাদি।”—(শ্রীভা० ১০।৩৩ ৩৫ । উদ্ধব এখানেও গোপীদের প্রশংসা করতে গিয়ে তার সূচনায়
কৃষ্ণকে পূর্বে ৫৮ শ্লোকে ‘অখিল আত্মনি’ ‘অখিল জীবের পরমাত্মা’ এবং ৫৯ শ্লোকে পুনরায় ‘পরমাত্মা’
বলেছেন। তাদের স্বাভাবিক অনাচারও আশঙ্কা করা যাবে না, ‘আর্যপথঞ্চ হিষ্টা’ (৬১ শ্লোক)
‘লোকাচার ত্যাগ করে কৃষ্ণাঘেষন করেছেন’ একপাশা বলা হল তাতে, তাঁদের কার্য স্বতঃ সদাচারতা প্রাপ্ত
হওয়া হেতু। স্ত্রীদেহ হেতু দৃশ্যীয় নয়, লক্ষ্মীদেবী প্রমুখও স্ত্রীদেহ হওয়া হেতু। এই ‘ইমাঃ’ (‘ইদম্’)
শব্দটিও নিন্দাবাচক নয়।—কারণ ‘আসামহো’ (পরের ৬১ শ্লোকে) ইত্যাদিতে ‘আসাম’ এই
‘ইদম্’ শব্দ প্রয়োগে স্তুতি বিষয়েরই ব্যক্ততা রয়েছে। ‘বনচরী’ শব্দটিও নিন্দাবাচক নয়।—কারণ ব্রহ্মাও
এই বনের তৃণগুল্মলতা জন্ম ভূরিভাগ্য বিবেচনায় প্রার্থনা করেছেন, (শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪।৩৪) শ্লোকে
ব্রহ্মস্তুতিতে। এখানেও শ্রীউদ্ধব মহাশয় প্রার্থনা করেছেন, গোপীদের চরণরেণু সেবিত তৃণলতাদির মধ্যে
কোনও একটি (জন্ম পরের ৬১ শ্লোকে)।

এই ৫৯ শ্লোকের পরের অংশে ‘অমৃত দেহপর্ষস্তুই দিবা করে’ এই যা বলা হল তা একাংশেই
দৃষ্টান্ত। তাদৃশ অমৃতাদির স্বভাবের মূল কারণ কিন্তু ঈশ্বরের-স্বভাব, ঈশ্বর থেকেই অমৃতাদি সবকিছুই
শ্রেয় দান শক্তি পায়,—এই ঈশ্বর নিজ সম্বন্ধে অজ্ঞান ব্যক্তিকেও আশ্রয় দান করে থাকেন—এই গোপীদের
কথা আর বলবার কি আছে, যাঁরা কৃষ্ণের গুণগ্রাম সম্বন্ধে বিদ্বদ্বশ্রেষ্ঠ।

সুতরাং পরকীয়া এই গোপীদের সম্বন্ধে ‘ব্যভিচারী’ শব্দটি সাধারণ ‘কুলটা’ অর্থে ব্যবহার হয় নি,
ব্যবহার হয়েছে ‘ব্যভিচারী’ ভাব অর্থে, যার অন্য নাম ‘সঞ্চারী’ ভাব—এর লক্ষণ হল—ঈর্ষা, অনাদর,
আক্ষেপ। উদ্ধব গীতির প্রথম চরণের ‘কেমা স্ত্রিয়ো’ অনাদরসূচক হলেও এরই উত্তর-স্থানীয় ‘কৃষ্ণে
কচ’ অর্থাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তাদৃশ মহাভাবই বা কোথায়’ ইত্যাদি দ্বিতীয় চরণের বাক্য ‘সঞ্চারী’ লক্ষণ
বুদ্ধিতে আরাধ্য রূপে উক্ত হওয়ায় এখানে গুনই সূচিত হয়েছে,—কাব্য প্রকাশের মতে ‘সঞ্চারী’ প্রভৃতি
বিরুদ্ধ বাক্যের উক্তি গুণাবহা।

অথবা, যদি বলা যায়—হে উদ্ধব তোমরা প্রভৃতি সকলেই উত্তরোত্তর মহান হয়েও রত্নভাব কেন
বাজ্ঞা করছ, এরই উত্তরে ‘কেমা’ ইত্যাদি। দ্বিতীয় ইতি—জাতি হিসাবেই যে সুকোমল এই গোপীরা,
তাই দেখান হল এই ‘স্ত্রিয়ঃ’ পদে। সেখানেই পরবর্তী শ্লোকে ‘যা হৃস্ত্যজং’ এই ‘যা’ শব্দে সচমংকার

নির্দেশহেতু সূচিত হইল, এই সুকোমলতার মধ্যেও একটা বিশেষত্ব বিদ্যমান। তার মধ্যেও 'ইমা স্ত্রিয়ঃ' অঙ্গুলি নির্দেশে 'এই স্ত্রীগণ' এরূপ বলায় এরা যে 'সর্বোত্তমা' তাই সূচিত হইল। তথা 'বন' শব্দে সম্মুখের শ্রীবৃন্দাবনকেই বুঝানো হইল।—এর মধ্যেও আবার এই বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত বিহারাস্পদ। এরূপ যে বৃন্দাবন তাতে এই গোপীরা ঘুরে ঘুরে বেড়ান—এইরূপে সাধারণ ভাবে তাঁদের ভাবংগহিমা সূচিত হইল।—সেই গোপীরাই বা কৃষ্ণবিষয়ে কোথায়? তথা ঈদৃশ গাঢ়-আসক্তদ্বারা চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত যে ভাব, তাকেই এখানে বলা হইল 'ব্যভিচার', এর দ্বারা তাঁরা চুষ্টা। আরও এই ভাব সকল পূর্বোক্ত আশয়যুক্ত হওয়ায় মুনি প্রভৃতি এবং আমরাই বা কোথায়?—কৃষ্ণাশ্রিত হইলেও অহো এই অধোভূমিকাতে পড়ে আছি আমরা। অহো বহুতই অন্তর। এই অভিলাষও যাদের নৈই তারাতো পরমনিকৃষ্ট এরূপ ভাব। এখানে পরম বিস্মিত মন হইবে সরোমাঞ্চ, সাতিনয় ঐ অদ্ভুত ভাব প্রাপ্তির হেতু বলা হইছে—**পরমাত্মনি**—সকলেরই নিকৃষ্টাধি পরমপ্রেমযোগ্য হইলেও তাদৃশ রূপে অনুভব করার পক্ষে পরমদুর্লভ সেই কৃষ্ণ অহো এম—ঈদৃশরূপে এই গোপীদিগেতে দৃশ্যমান রূঢ়ভাবঃ—পরকোটি উন্নত কক্ষায় আকৃষ্ট মহাভাব বিদ্যমান, কিন্তু আমাদের তো তার লেশমাত্রও নৈই, এরূপ অর্থ। এই গোপীদেরও নৈই কৃষ্ণে এতাদৃশ সৌহার্দ। কৃষ্ণেরও নৈই গোপীদের প্রতি, এরূপ বলা যাবে না। কারণ সেই আমার ঈশ্বরের পরম সহৃদয়তায় বিশেষ জনমাত্রেরি এইভাব দেখা যায়, এঁদের মধ্যে যে দেখা যায়, এতে আর বলবার কি আছে।—এই আশয়ে বলা হইছে, বস্তু ঈশ্বরঃ—['নহু' নিশ্চয়ে, 'অহু' সাদৃশ্যে] ভজনঅনুকরণে মাত্র করে যাচ্ছে, এমন জন **অবিদ্যোহপি**—তাঁর মাহাত্মজ্ঞানহীন হইলেও এই ঈশ্বর কৃষ্ণ পরমমঙ্গল দান করে থাকেন।—ইহা দৈত্বোক্তি, অর্থাৎ মাদৃশ জনকেও ভক্তিফল দান করেন সাক্ষাৎ অবিলম্বে। এইসব জ্ঞানহীন জনদেরও দর্শনাদি প্রসাদময় পরম মঙ্গল দান করেন। কৃষ্ণমাদুরী-পরমোৎকর্ষ/অনুভবী হওয়া হেতু কৃষ্ণের মাহাত্ম পরাকাষ্ঠা-অভিনিবিষ্ট এই গোপীদের যে দর্শন প্রসাদময় পরমমঙ্গল দান করবেন, এতে আর বলবার কি আছে, এরূপ ভাব ॥ জী. ৫৯ ॥

৫৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : তস্মাজ্জনানাং মহোৎকর্ষে ভক্তিরেব কারণং ন তু তপো জ্ঞানাদিকম্। সাচ ভক্তিঃ স্বয়ং সর্বোৎকৃষ্টাপি সর্বলোকপ্রতিষ্ঠিতত্বেন সর্বোৎকৃষ্টেহপি স্থলে ন তিষ্ঠতি, সর্বলোকবিগীতত্বেনাতিনিকৃষ্টেহপি স্থলে তিষ্ঠতি, স্থিতি চ তদেব স্বাস্পদং সর্বোৎকৃষ্টঃ সর্বপূজ্যঃ সর্বদুর্লভপদবীকঞ্চ কুরোতীতি সবিস্ময়ং সরোমাঞ্চমাহ,—কেতি দ্বাভ্যাম্। ইমাঃ স্ত্রিয়ঃ ইতি—স্ত্রীত্বেন গোপসমুত্তিত্বেন চ জাত্যা বিগীতাঃ। বনচরীর্নচর্য ইতি বনভ্রমণশীলত্বাৎ স্বভাবেনাপি ব্যভিচারচুষ্টা ইত্যাচারেণাপি বিগীতা ইমাঃ কৃষ্ণে পরমাত্মনি বৈকৃষ্টনাথাদিভ্য আত্মভ্যোহপি পরমে সর্বাংশিনি পূর্বস্বরূপে রূঢ়ভাবঃ ভক্তেরপি পরমমহান্ বিলাসো মহাভাবঃ কেত্যন্তাসমুত্তবে কৃষ্ণ প্রয়োগঃ। অহো অত্যাশ্চর্যমিতি বিমৃশ্য ক্ষণং বিভাব্য জ্ঞাততত্ত্বো নৈতদত্যাশ্চর্যমিত্যাহ,—নদ্বিতি নিশ্চয়ে হু ভো ইতি স্বমন এব সংবোধ্যোক্তিঃ। ঈশ্বরে ভগবান্ ভজতো জনশ্চ নাপি ভজনসিদ্ধশ্চ অবিদুষোহপি তৎপদার্থং তস্পদার্থ-জ্ঞানরহিতস্তাপি সাক্ষাৎশ্রেয়ঃ সংসারমুক্তিপূর্বকমপ্রপ্রেরণাস্বাদরূপং মঙ্গলং সর্বমুক্তেরপি দুর্লভং বস্তু তনোতি। যথা অগদরাজোহমৃতং

উপযুক্তঃ পীতঃ সন্ তৎস্বরূপমজানতোহপি জনস্ত্রৈয়ঃ সর্বব্যাধিশ্রমণমপূর্বকমপূর্বাস্বাদবিশেষং তনোতি,—
 কিং পুনরাসাং ভক্তিসিদ্ধিনিত্যসিদ্ধিশিরোমণীনাং তৎস্বরূপ-রূপগুণৈশ্বৰ্য-মাধুৰ্যমহাবিভূষীণাং তৎপরিচর্যো-
 পকরণীকৃতস্বীয়বুদ্ধিঃ সর্বগাত্র্যেবনালঙ্কারপরিচ্ছদানাং নারদাদিসর্বভক্ততুল্যভং রূঢ়ভাবং ন তদুদাদিতি
 ভাবঃ । রূঢ়ভাবস্ত লক্ষণমুজ্জলনীলমণৌ দৃশ্যম্ । ব্যাভিচারদৃষ্টা ইতি স্ত্রীণাং ত্রৈবিধ্যাং ব্যাভিচারস্ত্রিবিধঃ,
 —পতিমুপপতিঞ্চ রময়ন্ত্যা একঃ, স হি লোকশাস্ত্রয়োবিগীতঃ, পতিং ত্যক্ত্বা উপপতিমেকমেব রময়ন্ত্যাঃ
 অণ্ডঃ । স হি লোকশাস্ত্রবিগীতঃ হেহপি একপুরুষমাত্রপ্ৰীতিমন্বেন রসশাস্ত্রসঙ্গীতঃ । স্বপতিং ত্যক্ত্বা
 উপপতিবুদ্ধা ভগবন্তমেব রময়ন্ত্যা অপরঃ সহমভিস্থলোকবিগীতঃ হেহপ্যভিজ্ঞলোকসঙ্গীতত্বালোকশাস্ত্রয়োঃ
 পরমার্হণীয়াচ্চ । যতপি ন ব্যাভিচারস্তথাপি ব্যাভিচার সাধর্ম্যা দেব ব্যাভিচার উচ্যতে । ব্রহ্মসুন্দরীণাং
 অতোহত্র ব্যাভিচারেণ দৃষ্টা ইবেতি ব্যাখ্যায়ম্ ॥ বিং ৫৯ ॥

৫৯ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুলাদ : স্তুতরাং লোকের মহা উৎকর্ষ বিষয়ে ভক্তিই কারণ,
 তপো-জ্ঞানাদি নয় । সেই ভক্তি স্বয়ঃ সর্বোৎকৃষ্ট হলেও, সর্বলোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রূপে সর্বোৎকৃষ্ট স্থলেও
 থাকে না—আবার সর্বলোকের নিন্দনীয় অতি নিকৃষ্ট স্থলেও থাকে—শুধু থাকা নয়, উহাকেই নিজ
 অধিষ্ঠান, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বপূজ্য, সর্বতুল্য মহাত্ম্যযুক্তও করে তোলে,—ইহাই সর্বিস্ময় সরোমাঞ্চ বলছেন—
 ‘ক ইতি’ দুটি শ্লোকে । ইয়াস্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীদেহধারীরূপে ও গোয়ালা-সন্তানরূপে জাতি গত ভাবে নিন্দীতা ।
 ববচরী—বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো হেতু লোক দৃষ্টিতে স্বভাবেও ব্যাভিচার দৃষ্টা, এইরূপে আচরণেও
 নিন্দীতা । ইয়া ক—এরা কোথায় ? আর কৃষ্ণে পরমাত্মনি-বৈকুণ্ঠনাথাদি থেকে, পরমাত্মা
 থেকেও পরম সর্বঅংশী পূর্ণস্বরূপ কৃষ্ণে রূঢ়ভাবঃ—ভক্তিও পরমমহান বিলাস মহাভাব ক—কোথায় ?
 এইরূপে অত্যন্ত অসম্ভবে ‘ক’ দ্বয় প্রয়োগ । অহো, অতি আশ্চর্য, এরূপ বিবেচনায় ক্ষণকাল চিন্তা করে
 তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে, না এ অতি আশ্চর্য কিছু নয়, মনের এরূপ ভাব নিয়ে বলছেন—ববু—নিশ্চয়ে, ইহা নিজ
 মনে মনেই সম্বোধন উক্তি । ঈশ্বর—ভগবান্কে ভজন করছে এমন জনকেও, এমন নয়—যে শুধু ভজনসিদ্ধ
 জনকেই অবিদ্রোহীহপি—সে জন জগৎকারণ ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবাশ্রয় জ্ঞানরহিত হলেও সাক্ষাৎ শ্রৈয়ঃ—
 সংসারমুক্তি দান পূর্বক স্বপ্রেমরস আশ্বাদনরূপ মঙ্গল, যা সর্বমুক্তের পক্ষেও তুল্য, তা দান করে
 থাকেন । যথা অগদরাজঃ—অমৃত পীত হলে তার স্বরূপ অজানা লোককেও শ্রৈয়ঃ—সর্বব্যাধি
 শ্রমণমপূর্বক অপূর্ব আশ্বাদন বিশেষ দান করে থাকে । তা হলে ভক্তিসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধিশিরোমণি
 তৎস্বরূপ-রূপ-গুণ-ঐশ্বৰ্য-মাধুৰ্য বিষয়ে মহাবিভূষী, তৎপরিচর্যার উপকরণীকৃত যাদের স্বীয় বুদ্ধি-
 ইন্দ্রিয়-সর্বগাত্র-যৌবন-অলঙ্কার-পরিচ্ছদ, সেই গোপীদিকে নারদাদি-তুল্য-ভরতভাব অর্থাৎ উন্নত উজ্জল
 মহাভাব কেন-না দান করবেন । রূঢ়ভাবের লক্ষণ উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে দেখা যায় । ব্যাভিচারদৃষ্টা
 ইতি—স্ত্রীলোক তিন প্রকার । স্তুতরাং তাদের ব্যাভিচারও তিন প্রকার ।— (১) পতি ও উপপতি
 উভয়ের সহিত রমণকারিণী এক প্রকার, ইহারা লোকে ও শাস্ত্রে নিন্দিতা । (২) অণ্ড এক প্রকার,
 যারা লোকে ও শাস্ত্রে নিন্দিতা হলেও একমাত্র পুরুষে প্রীতিবিশিষ্ট হওয়ায় রসশাস্ত্রে প্রশংসিত ।

নায়েং ত্রয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্ঘোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ ।

রাসোৎসবেহস্ত ভূজ-দণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-

লঙ্কাশিবাং য উদগাদব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৬০ ॥

৬০। অন্নয় : অশ্ব (শ্রীকৃষ্ণ) ভূজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ লঙ্কাশিবাং (ভূজদণ্ডাভ্যাং 'গৃহীতঃ' আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠঃ, তেন লঙ্কা 'আশীষঃ' কামাঃ যাভিঃ তাসাং) ব্রজবল্লবীনাং যঃ [প্রসাদঃ] উদগাং (আবির্ভাব) উ (অহো) অঙ্গে (বক্ষসি) নিতান্তরতেঃ (একান্ত রতিমত্যাঃ) ত্রিয়ঃ (লক্ষ্মীনাঃ) অয়ং প্রসাদঃ ন (নাস্তি) নলিনগন্ধরুচাং (নলিনস্ত্রব গন্ধঃ রুচ্ কান্তিস্চ যাসাং তাসাং) স্বর্ঘোষিতাং (স্বর্গাঙ্গনানাম্) [অপি নাস্তি] অন্যাঃ [ত্রিয়ঃ] কুতঃ (কথং তাদৃশ প্রসাদ লঙ্কা ভবেয়ং, তাস্ত দূরতঃ এব নিরস্তা) ।

৬০। মূল্যাবাদ : যথা সবাবতারশ্রেষ্ঠ হয়েও কৃষ্ণ গোচারণ-পরিত্রী-অপহরণাদি লোক-নিন্দিত কাজ করেও সর্বপ্রশংসিত, সর্বোৎকর্ষসীমা পেয়েছেন, সেইরূপই সর্ব-আহ্লাদিনীশক্তি শিরোমণি ভূতা হয়েও এই গোপীগণ ব্যভিচারাদি নিন্দা অঙ্গের ভূষণ করেই লক্ষ্মী প্রভৃতির থেকেও পরমসৌভাগ্য-উৎকর্ষসীমা পেলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

রাস লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভূজদণ্ডে গোপীগণের কণ্ঠ আলিঙ্গন করায় মনস্কামনা পূরণে তাঁদের যে অনুরাগ লাভ হয়েছিল, তা অহো বক্ষোবিলাসিনী একান্ত অনুরক্তা লক্ষ্মীদেবীরও হয় নি। উপেন্দ্রাদি অবতারের পরিত্রীগণেরও হয় নি। পুণরায় অশ্ব অবতার-ত্রীগণের কথা আর বলবার কি আছে ?

(৩) অশ্ব এক বিশিষ্ট প্রকার—এঁরা নিজপতিকে ত্যাগ করত উপপতি বৃত্তিতে ভগবান্কে রমণ করায়। এঁরা অনভিজ্ঞ লোকের কাছে নিন্দনীয় হলেও অভিজ্ঞ লোকের কাছে প্রশংসিত, লোকে ও শাস্ত্রে পরম পূজনীয় হওয়া হেতু। যদিও ইহা 'ব্যভিচার' নয়, তথাপি ব্যভিচার সাধর্মাতে একে ব্যভিচারই বলা হয়। অতএব এখানে 'ব্যভিচার দৃষ্টার মতো' এরূপ ব্যাখ্যাই করতে হবে ॥ বিং ৫৯ ॥

৬০। শ্রীজীব বৈং তো০ টীকা : নহু পরমবোমনাথ-কৃষ্ণরোভেদ এব নিরূপ্যতে। তত্র পূর্বস্থ চ সদা বক্ষঃসঙ্গিনী লক্ষ্মীঃ সর্বভক্তশিরোমণিঃ, তস্তা ভাবঃ কথং নাভিনন্দাতে? কিঞ্চ, 'যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৫) ইত্যাদিরীত্যা বিয়োগময়ভাবস্তোৎকর্ষঃ সর্বত্র লভ্যতে। ততো যদি সংযোগেইপ্যাসাং তেনাধিক্যং স্তাং, তর্হি তথা বর্ণ্যতাম্। সংযোগে তু লক্ষ্ম্যা এব তদাধিক্যং গম্যতে। কিঞ্চ, লক্ষ্মীর্হি স্বরূপশক্তিসুদপেক্ষয়া স্বরূপেণামূর্নাঃ সুঃ, কথমেতা এব স্তুতে বিষয়ীক্রিয়ন্তে? তত্র সপ্রোচি প্রাহ—নায়মিতি। অঙ্গে মদীশস্ত্র শ্রীকৃষ্ণস্ত বৃতিবিশেষে তস্মিন্ সংসক্তা যা শ্রীস্তুস্তা অপ্যয়ং এতাবান্ প্রসাদসুদঙ্গসঙ্গসুখোন্মাসং, উ নিশ্চিতং ন বিভ্রতে। কীদৃশ্যা অপি তস্তাঃ? নলিনস্ত্র দিব্যস্বর্ণকমলস্ত্রব গন্ধো রুচ্ কান্তিস্চ যাসাং তাসাং স্বর্ঘোষিতাং 'স্বশ্চুড়ামণিঃ শুভগয়ন্তমিবান্ধবিক্যাম্' ইত্যুক্তদিশা দিব্যসুখ-

ভোগাম্পদলোকগণশিরোমণি-বৈকুণ্ঠস্থিতানাং যোষিতাং ভুলীলা প্রভৃতীনাং মধ্যে নিতান্তরতেঃ পরমপ্রেম-
যুক্তায়াঃ। তদেবং সতি কুতোইতাঃ, সৰ্ব্বাএব স্ত্রীজাতয়ো দূরত এব পরাস্তা ইত্যর্থঃ। তং প্রসাদমেব
দর্শয়তি—রাসেতি। ব্রজসুন্দরীণাং নিত্যস্থিত এব যো যাবান্ রাসোৎসবে উদগাৎ প্রাকট্যং প্রাপ।
কীদৃশীনাম্? অস্ত্রোত্যাঙ্গাং সমীপে ‘যম্মর্ত্যালীলোপয়িকম্’ (শ্রীভা ৩।২।১২) ইত্যাত্মনুসারেণ পরমব্যো-
মনাখাদপ্যুৎকৃষ্টস্য ময়া সম্প্রতি সাক্ষাদিবানুভূয়মানস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য যৌ ভূজদণ্ডো তাভ্যাং গৃহীতঃ, স্বল্পস্যাপি
বিশ্লেষস্য ভয়াদিব যঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠালিঙ্গনং যৎকৃতমিত্যর্থঃ, তেন লব্ধা আশিষো মনোরথা যাভিস্তাসাম্।
তস্মাল্লক্ষ্মীতোহপি সৰ্ব্বথা বৈলক্ষণ্যাদাঙ্গাং সন্নিপেণ চাশ্বিন্ প্রেয়সীভাবেন চ বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্। অতএব
লক্ষ্মীবিজয়বাক্যেইশ্বিন্ ‘ব্রজসুন্দরীণাম্’ ইত্যুক্ত্বা সৌন্দর্যাদীনাংমপ্যাধিক্যং দর্শিতম্। ‘যস্যাস্তি ভক্তিঃ’
(শ্রীভা ৫।১৮।১২) ইত্যাদিরীত্যা ভক্তিতারতম্যেন তারতম্যাদ্যুক্তমেব চেদম্। ব্রজবল্লবীনাংমিতি পাঠে
তু ব্রজস্য চ তাঙ্গাং তাদৃশী প্রসিদ্ধিঃ সূচিতা ॥ জী০ ৬০ ॥

৬০। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবুলাঙ্গ ৪ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা পরমব্যোম নাথ নারায়ণে আর
কৃষ্ণে অভেদই নিরূপণ করা হয়েছে, আরও তথায় সদা নারায়ণের বক্ষঃসঙ্গিনী সর্বভক্তশিরোমণি লক্ষ্মী—
তাহলে এই লক্ষ্মীর ভাবকেই কেননা প্রশংসা করা হচ্ছে? আরও দূরগত “প্রিয়জনের প্রতি মন যেমন
আবিষ্ট হয়ে থাকে, সেরূপ থাকে না প্রিয়তম নিকটে থাকলে।”—(শ্রীভা০ ১০।৪৭।৩৫)। ইত্যাদি
রীতিতে বিয়োগময় ভাবের উৎকর্ষ সর্বত্র দেখা যায়। অতঃপর যদি সংযোগেও এই গোপীদের সেই লক্ষণে
আধিক্য হয়, তাহলে সেইরূপ বর্ণনা কর। মিলনে কিন্তু লক্ষ্মীর ভাবেরই আধিক্য বুঝা যায়। আরও,
লক্ষ্মীই স্বরূপভক্তি, তার থেকে স্বরূপে এই গোপীরা নূন, তবে কেন এই গোপীদের স্তুতি বিবরী করছ?—
এরই উত্তরে, সপ্রোটি (উৎসাহের সহিত) বললেন—নারায়ণমিতি। আঙ্গ—আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি
বিশেষে, সংমিলিত যে লক্ষ্মী, তারও অয়ং প্রসাদঃ—এতখানি প্রসাদ—সেই অঙ্গসঙ্গ সুখোল্লাস,
উ—নিশ্চয়ই প্রাপ্তি হয় না। সেই লক্ষ্মী কিরূপ? বলিবগন্ধকুচাং—দিব্যস্বর্ণ কমলের গন্ধ, ও
‘কুচাং’ কান্তি যাদের সেই স্বার্থোন্মিতাং—‘স্বচ্ছন্দামণি’ ইত্যাদিতে উক্ত রীতি অনুসারে—এই ‘স্বর্ঘোষিতাং’
পদের অর্থ একরূপ—দিব্যসুখভোগাম্পদ-লোকগণশিরোমণি বৈকুণ্ঠস্থিতা ভুলীলা প্রভৃতি দেবীদের মধ্যে
নিতান্তরতেঃ—পরমপ্রেমযুক্তা (লক্ষ্মীদেবী)।—লক্ষ্মীর যদি প্রাপ্তি না হয়, তা হলে আর অন্য
স্বর্গীয় রমণীদের কথা আর বলবার কি আছে? অর্থাৎ স্ত্রীজাতিজন সকলেই দূর থেকেই পরাহত।
—সেই প্রসাদ কি তাই দেখান হচ্ছে—রাস ইতি।—ব্রজসুন্দরীদের নিত্যবর্তমান যঃ—যতখানি প্রসাদ
রাসোৎসবে প্রকাশ পেল। কিদৃশ ব্রজসুন্দরীদের? অঙ্গ্য—এই গোপীদের সমীপে কৃষ্ণের “প্রপঞ্চ
জগতে যে শ্রীমূর্তি প্রকটিত, তা এতই সুন্দর যে তার নিজেরও বিষয়োৎপাদক”—(শ্রীভা০ ৩।২।১২)।
ইত্যাদি অনুসারে পরমব্যোমনাথ থেকেও উৎকৃষ্ট, আমাদের দ্বারা সম্প্রতি সাক্ষাৎ অনুভূয়মানও শ্রীকৃষ্ণের
ভূজদণ্ডগলের দ্বারা গৃহীতঃ—অতি অল্পকালের জন্যও ছাড়া ছাড়ির ভয়েই যেন কণ্ঠ—কণ্ঠালিঙ্গন যা করা
হয়েছে, তার দ্বারা আশিষা—লব্ধ মনোরথ গোপীগণের যে প্রসাদ লাভ হয়েছে। সুতরাং লক্ষ্মী থেকেও

আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং শ্রাং
বন্দাবনে কিমপি গুণ্য-লতৌষধীনাম্ ॥
যা হস্ত্যজং স্বজনমার্য পথঞ্চ হিত্বা

ভেজুমুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমুগ্যাম্ ॥ ৬১ ॥

৬১। অর্থ : অহা বন্দাবনে অহং আসাম্ [ব্রজদেবীনাং] চরণরেণুজুষাং (চরণরেণুভাজাং) গুণ্যলতৌষধীনাং [মধ্যে] কিমপি [যৎ কিঞ্চিং বস্তু] শ্রাং (ভবেয়ং) যাঃ [গোপাঃ হস্ত্যজং স্বজনং আর্যপথঞ্চ হিত্বা শ্রুতিভিঃ বিমুগ্যং (পরমপুরুষার্থতয়া অবেষণীয়াং) মুকুন্দ (মুকুন্দশ্চ) পদবীং (অনুব্রজিৎ) ভেজুঃ (ভক্ত্যানুকূর্বন্) ।

৬১। মূল্যাবাদ : শ্রুতিহীন পদবীভাগ, ব্রজগোপীদের অনুগত্য অভিলাষ করত, সেই তাঁদের চরণরঞ্জই এ বিষয়ে সাধন, ইহা নিশ্চয় করত প্রচুরভাবে তৎস্পর্শযোগ্য সেই বন্দাবনের স্বাবর-জসম জন্মও অভিলাষ করছেন—

যে গোপীরা হস্ত্যজ স্বজন, ধৈর্য-লজ্জা-লোকধর্ম-সদাচারাদি ছিন্ন করত শ্রুতি অবেষণীয় মুকুন্দ-প্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায় মহাভাবে ভাবিত সেই তাঁদের চরণধূলি লাগা গুণ্য, লতা তুণের মধ্যে কোনও একটি স্বরূপে জন্মলাভের অভিলাষ আমার ।

সর্বথা বিলক্ষণতা হেতু এই গোপীদের স্বরূপে, ও কৃষ্ণেতে প্রেমসী ভাবে বিলক্ষণতা দেখান হল । অতএব এ শ্লোকের চতুর্থ পয়ারে এই লক্ষ্মীবিজয়বাক্যে ‘ব্রজমুন্দরীণাম্,’ এরূপ উক্তি দ্বারা ব্রজগোপীদের সৌন্দর্য-দিরও আধিক্য দেখান হল । ‘যস্যাস্তি ভক্তিঃ’ (শ্রীভাঃ ৫।১৮।১২) ইত্যাদি অনুসারে ভক্তিতারতম্যো ভক্তের তারতম্য হওয়া যুক্তিযুক্তই । পাঠান্তর ‘ব্রজবল্লবীণাম্,’ অর্থাৎ ব্রজগোপীদের, এই পাঠে কিন্তু ব্রজের ও গোপীদের তাদৃশী প্রসিদ্ধি সূচিত হল ॥ জীঃ ৬০ ॥

৬০। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকা : যথা সর্বাংগভারিষ্ঠে এবং কৃষ্ণো গো-চারণ, বানর-বালকৈঃ সহ ভোজিষ্য-দধিচৌর্ধ পরস্ত্রীচৌর্ধাদি-লোকবিগানং গৃহীত্বৈব সর্বসঙ্গীতঃ সর্বোৎকর্ষসীমানং প্রাপ, তথৈব সর্বান্ধা-দিনীশক্তিশিরোমণিভূতা অপি ইমাঃ স্ত্রিয়ো গোপস্ত্রীং বনচারিষ্য-ব্রজলোকবিখ্যাত-ব্যভিচারাদিবিগানং গৃহীত্বৈব লক্ষ্যাদিভ্যোহপি পরমসৌভাগ্যোৎকর্ষসীমানমবাপুরিত্যাহ,— নায়মিতি । অয়ং প্রসাদঃ । উ অহো অঙ্গে নারায়ণশ্চ বক্ষসি বর্তমানায়াং শ্রিয়োহপি নিতান্তরতে প্রাপ্তাত্তরমণায়া অপি কদাপি নোদগাং । কৃতঃ পুনঃ স্বর্ঘোষিতাং উপেন্দ্রাণবতারপত্নীনাং নলিনস্ত্রব গন্ধো রুক্, কান্তিচ্চ যাসামিতি সৌন্দর্যসৌরভ্যাদিমন্তে সত্যপীতি ভাবঃ । অম্ভাবতারস্ত্রিয়ঃ পুনঃ কৃত এতৎ প্রসাদভাজঃ স্মারিত্যর্থঃ । রাসোৎসবে অস্যা তু ভুজ-দণ্ডাভায়াং গৃহীত আলিঙ্গিতো যঃ কণ্ঠস্তেন লকা আশিষো যাভিস্তাসাং তেন ভক্তিমজ্জনানাং মধ্যে সর্বোৎকর্ষকোট্যাং গোপা এব স্থিতাঃ । সাক্ষাৎ শ্রেয়সোহপি মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট-কোট্যাং রাস ইতি সূচিতম্ ॥ বিঃ ৬০ ॥

৬০। **শ্রীবিখনাথ টীকানুবাদ :** যথা সর্বাভতার শ্রেষ্ঠ হয়েও কৃষ্ণ গোচারণ, বানরদের এবং রাখালদের সহিত ভোজন, দধি চুরি, পরস্পর-অপহরণাদি লোকনিন্দিত কাজ করেও সর্বপ্রশংসিত সর্বোৎকর্ষ সীমা পেয়েছেন, সেইরূপই সর্ব-আহ্লাদিনী শক্তিধরোমনি ভূতা হয়েও এই গোপীগণ গোপস্বামী, বনচারী, ব্রজলোক-বিখ্যাত-ব্যভিচারাদি নিন্দা অপেক্ষে ভূষণ করেই লক্ষ্মী প্রভৃতির থেকেও পরম সৌভাগ্য-উৎকর্ষসীমা পেলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নাথ ইতি'। **অম্বঃ প্রসাদঃ**—এই অনুগ্রহ। **উ—** অহো। **অঙ্গ**—নারায়ণের বক্ষে বর্তমান থেকেও শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীও বিতান্ত রাতঃ—একান্ত রমণরূপে তাঁকে প্রাপ্ত হয়েও কদাপি তাদৃশ প্রসাদ পায় নি। পদ্মের মতো গন্ধ ও কান্তিশালিনী হয়েও অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্যাদি বিশিষ্টা হয়েও উপেন্দ্রাদি অবতারের পত্নীগণও পায় নি। পুণরায় অন্য অবতার স্ত্রীগণের কথা আর বলবার কি আছে। রাসোৎসবে এই গোপীগণ কৃষ্ণের ভুজদণ্ডের দ্বারা কণ্ঠালিঙ্গিত হয়ে যে প্রসাদলাভ করেছিলেন, তাতে তাঁরা সেই ভক্তিমংজনদের মধ্যে সর্বোৎকর্ষকোটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, অ'রও সাক্ষাৎ পরমমঙ্গল সমূহের মধ্যে রাসোৎসবই সর্বোৎকর্ষকোটিতে স্থিত, এরূপ স্মৃতিত হল।
॥ বিং ৬০ ॥

৬১। **শ্রীজীব বৈং ভোঃ টীকা :** পূর্বোক্তরীত্য তস্মা নিত্যপ্রেমসীনামপি তাসাং জন্মা-দিলীলাবিস্মৃততাদৃশদশনাং তাদৃশীনামপি তস্মিন্মুদ্রলোকধন্মাতিক্রমি-রাগাণাং তাদৃশীনামপি ঐতিহ্যভ-তংপদবীভাজামনুগতিং বাঞ্ছন তচ্চরণরজ এব, তত্র সাধনং নিশ্চিন্তন, প্রচুরতৎস্পর্শযোগ্যং তত্র স্থাবরজন্মা-প্যাশাস্তে—আসামিতি। অহো ইত্যত্যন্তদুঃখভলালসা খেদে। 'বৃন্দাবনে' ইতি সদা তত্রৈব তাসাং ভ্রমণাদিনা সান্নিধ্যাৎ। গুণাঃ স্তবঃ; 'অপ্রকাণ্ডে স্তব-গুণো' ইত্যমরঃ। বৃন্দাদীনামনুজিত্যুচ্চৈব সম্যক তজ্জোষণাসিদ্ধেঃ। গুণাদীনামনুক্রমেণোক্তির্নীচনীচতরো রজসাং সম্যক প্রাপ্তেকুন্তরোত্তরাভিলাষাধিকাং-দৈম্যচ্চ। গুণাদীনাম্ যথোত্তরং নূনত্বমুহ্যং, পরমদীনতরোহনোহিতিনীচত্ব-মননে তৃণত্বমাত্র-প্রার্থনে পর্য্য-বসনাৎ। গীতমপি তাসাং মাহাত্ম্যং পুনরতোংমুকোন গায়তি—'যাঃ' ইতি, যা মুকুন্দস্য পদবী তৎ-প্রাপ্তোকোপায়ঃ, পূর্বমুকুন্ডোক্তভাব এব মুকুন্দেতি—মুক্তিং দদাতীতি নিরুক্ত্যা তাদৃশভাবস্য দুঃখভতাং স্মৃচয়তি; 'মুক্তিং দদাতি কহিচিং স্ম ন ভক্তিযোগম্' (শ্রীভা ৫।৬।১৮) ইতি প্রেমমাত্রদানকার্ণামুচনাৎ। কীদৃশীম্? ঐতিহ্যঃ কত্রীতিবিষয়গ্যাং পরমপুরুষার্থতরোষেষণীয়াম্। কিং কুত্বা ভেজু? স্বজনমার্থ্যপথঞ্চ হিহা, লোকমর্থ্যাং বেদমর্থ্যাং ত্যক্তেত্যর্থঃ। তত্ত্ব দুস্তাজং পূর্বোক্তৈঃ শ্রীপ্রভৃতিভিঃ সর্বৈরপ্যাত্যাজ্যম্; তে খলু সর্বলোক-সর্বমহাবেদপুরুষার্থসারবুদ্ধ্যেব ভজস্বীত্যতো ন তেষু রাগোৎকট্যমেব কারণমিত্যেতা ন তেষু রাগোৎকট্যমেব কারণমিত্যেতা এবাসবোদ্ধিরাগা ইতি ভাবঃ। তদেব 'মুকুন্দপদবীম্' ইতি, তত্রাপি 'ঐতিহ্যবিষয়গ্যাম্' ইতি তস্যা নিত্বং সর্বোত্তমত্বঞ্চ গম্যতে। তত্রাপি তাস্তাং ভেজুরিতি তং শীঘ্রং গ্রহীত্বোক্ত্যেব, গৃহীতশাস্তো নাত্মনাং মোচয়িতুং শক্ষ্যতীতি নিত্য-তৎসঙ্গিত্বং বোধ্যতে, পরমাত্মরঞ্জনোপা-বেন তাসাং যথাকথঞ্চিৎ চরণসম্বন্ধে জন্মপ্রার্থনাৎ। তত্রাপি বৃন্দাবন এব তৎসম্ভবমননাত্মসাং তস্য চ তত্তদ্বিষয়ং বোধ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জীং ৬১ ॥

৬১। **শ্রীজীবং বৈ০ ভো০ টীকাবুবাদ :** পূর্বোক্ত রীতিতে অষ্টটন-ঘটন-পটিয়সী যোগ-মায়ার কারসাজীতে জন্মাদিলীলা-বিস্মৃতদশা প্রাপ্ত নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের বয়সঙ্কিকালে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল লোকধর্ম অতিক্রমি-রাগ। তাদৃশ শ্রুতিদ্বল'ভ পদবীভাগ'দের অনুগতি বাঞ্ছা করত, সেই তাদের চরণরঙ্গই এ বিষয়ে সাধন, ইহা নিশ্চয় করত প্রচুরভাবে তৎস্পর্শযোগ্য সেই বৃন্দাবনে কোনও স্থাবর গুল্ম-লতা-ওষধি জন্মও অভিশাষ করছেন—আসামিতি।

আহো—অত্যন্ত দ্বল'ভ লালসা, তাই আক্ষেপে 'অহো'। বৃন্দাবনে—সদা তথায়ই ভ্রমণাদিতে সান্নিধ্য লাভ হেতু। গুল্ম—ডালপালা হীন ছোট ছোট গাছের ঝাড়।—বৃক্ষাদির অনুকৃতি, অতি উচ্চ হলে সম্যক্ সেবা করা সম্ভব নয়। [ওষধি—ফল পাকলে যে সকল তরু-লতা-তৃণ ইত্যাদি শুকিয়ে যায়] গুল্ম, লতা, তৃণ, এইরূপ ক্রমানুসারে উক্তি—নীচ হতেও নীচতার দ্বারাই পদরঞ্জের সম্যক্ প্রাপ্তি হেতু, উত্তরোত্তর অভিশাষ-আধিক্য ও দৈন্য হেতু। গুল্মাদির স্বাধা পর পর নূনতা, তাই পরমদীনতায় নিজে অতি নীচ মননে তৃণ জন্ম মাত্র প্রার্থনে পর্যবসান করানো হেতু। এই গোপীদের মাহাত্ম্য গাওয়া হয়ে গেলেও পুনরায় অতি ঔৎসুক্য বশতঃ গাইছেন—যা ইতি। মুকুন্দপদবী—মুকুন্দ প্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায় যে 'রুচ্যভাব' তা পূর্বেই নিশ্চয় করে বলা হয়েছে। মুকুন্দ—মুক্তি দদাতীতি অর্থাৎ মুক্তিদাতা—এই নিরুক্তি অনুসারে তাদৃশ রুচ্য ভাবের দ্বল'ভতা প্রকাশ করা হল; "মুক্তি দেয় কিন্তু কখনও ভক্তির্যোগ দেয় না।—(শ্রীভা০ ৫।৬।১৮)। এইরূপে প্রেমমাত্র দানেই কার্পন্য সূচনা করা হেতু। সেই মুকুন্দ-পদবী কিরূপ? এরই উত্তরে, শ্রুতিভিবিষ্ণুগ্যাম্—শ্রুতি কত'ক পরমপুরুষার্থরূপে অধেষণীয়া। কি করে সেবা করেন গোপীরা? এরই উত্তরে, 'স্বজন ইতি' লৌকিক বিধি ও বেদবিধি ত্যাগ করত সেবা করেন গোপীরা। সে তো দুস্ত্যজ—পরিত্যাগ করাই যায় না—পূর্বোক্ত লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলের দ্বারাই ত্যজ্য হয় না বেদবিধি প্রভৃতি—এই লক্ষ্মী প্রভৃতির সর্বলৌকিক বিধি ও সর্বমহাবেদকে পুরুষার্থ সার বুদ্ধিতেই সেবা করে থাকেন। তাই এদের মধ্যে রাগোৎকট্য রূপ কারণের অভাব। ব্রজগোপীগণই একমাত্র অসমোর্থ রাগবিশিষ্টা, একরূপ ভাব। একরূপ যে 'মুকুন্দপদবী' তা শ্রুতিগণের দ্বারা অধেষণীয়া কিন্তু প্রাপ্ত নয়—এইরূপে ঐ রুচ্যভাবের নিত্যহ ও সর্বোত্তম বৃথা যাচ্ছে। এর মধ্যেও আবার এই গোপীরা ঐ 'মুকুন্দপদবী' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ভেজুঃ—শীঘ্রই গ্রহণ করে থাকেন,—গৃহীত ঐ উপায় নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে না, এইরূপে নিত্য তৎসঙ্গীত বৃথা যাচ্ছে, এ জন্মই পরম অন্তরঙ্গ উক্তবের দ্বারা ঐ গোপীদের যথাকথঞ্চিৎ চরণরেণু সম্বন্ধীয় জন্ম প্রার্থনা। [শ্রীসনাতন—মুকুন্দপদবী ভেজুঃ' শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থে সকালে বিকালে অনুগমন-অভিগমনের দ্বারা সেই সেই গমন-গমন 'পদবী' পথের সেবা করেন।—শ্রীসনাতন] ॥ জী০ ৬১ ॥

৬১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** তস্মাদাসাং ভাবে পরমদ্বল'ভে মনোরথস্থাপ্যনোচিতিয়াং "বাঞ্ছন্তি যন্তবভিযো মুনয়ো বয়ধে"তি যন্ময়োক্তং তদবিচারাদেব। সাম্প্রতন্তু সবিচারমাশাসে এতদেব মে ভুয়াদিত্যাহ,—আসামিতি। ইমা যাসামুপরি চরণৌ বিদ্যন্তি তাসামতিকুজ্জাতীনাং গুল্মলতাঔষধীনাং মধ্যে

যা বৈ শ্রিয়াক্তিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-

যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্ ।

কৃষ্ণস্ত তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং

ন্যস্তং স্তনেষু বিজহঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥ ৬২ ॥

৬২। অর্থঃ : শ্রিয়া (লক্ষ্মী) আপ্তকামৈঃ (পূর্ণকামৈঃ) অজাদিভিঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) যোগেশ্বরৈরপি অত্মনি (হৃদয়ে এব) যৎ [ভগবতঃ পাদপদ্মঃ] অর্চিতং [নতু সাক্ষাৎ স্পর্শেন ইত্যর্থঃ] যাঃ বৈ (ব্রহ্মদ্বীয়ঃ রাসগোষ্ঠ্যঃ (রাস সভায়াঃ) স্তনেষু ন্যস্তং (স্থাপিতং) ভগবতঃ কৃষ্ণস্ত তৎচরণারবিন্দং পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) তাপং (স্ব স্ব চিত্ত-সন্তাপং) বিজহঃ (তত্য়জুঃ) ।

৬২। মূল্যাবুদাদ : কেবল যে রাসে কণ্ঠালিঙ্গিত হওয়াতেই মহাত্মা প্রকাশিত, তাই নয় ; পরন্তু কৃষ্ণচরণ স্তনমণ্ডলে ধারণেও গোপীদের মহাত্মা প্রকাশিত, সেই কথাই বলা হচ্ছে,—

লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মরুদ্ৰাদি, এবং যোগেশ্বরগণ যে কৃষ্ণ চরণারবিন্দ কেবল মনে মনেই সেবা করেন, সাক্ষাৎ স্পর্শ করতে পারেন না, সেই কৃষ্ণচরণারবিন্দ রাস সভায় গোপীগণ নিজ নিজ স্তনমণ্ডলে ধারণপূর্বক আলিঙ্গন করত মনোকষ্ট দূর করে থাকেন ।

কিমপাহং শ্যাম । নতু ভজনস্ত সর্বোৎকৃষ্টকণ্ঠা কা যেষেতাসু বর্ততে । যামেবালক্ষ্য ত্বমাসামেব চরণরেণু বাঞ্জসি । নতু লক্ষ্মাদীনামপীতাত আহ,—যা ইত্যাদি । লোকধর্মধৈর্যলজ্জামর্ষাদাদিত্রোটনপূর্বকং মহারোগেণ ভজনমেবং ময়া ন কাপি দৃষ্টমতএব প্রতিরজনি যদা যদা স্বকুলধর্মাদিমর্ষাদা বজ্রশলাকা অপি মহারাগ-বলে ন ত্রোটয়িষ্য কৃষ্ণমভিসরিয়াস্তি, তদা কৃষ্ণপাশং প্রতিগমনে বজ্রাবলম্ব্য বিচারো নাসামিতি তৃণাদিরূপস্ত মম মুক্তিচরণাবপরিয়াস্তি অধুনা তু কোটিশঃ সকা কু প্রার্থিতা অপি নৈতা মনুমুক্তিচরণান্ আধিংসন্তিত্য-তৈস্তৈরৈব মম ধন্যজন্মতা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ বিং ৬১ ॥

৬১। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুদাদ : সুতরাং এদের ভাব পরমহুর্ভ বলে সিদ্ধান্ত যদি হল, তা হলে এতে মনোভিলাষ থাকা অচ্যুত, এ কারণে আমি (উদ্ধব) পূর্বের ৫৮ শ্লোকে 'বাঞ্জস্তু ইতি' অর্থাৎ 'মুক্তিকামী, মুক্তিগণ ও মাদৃশ জনেরা গোপীদের ভাব প্রার্থনা করেন' এই যা উচ্চ অভিলাষ প্রকাশ করেছি তা অবিচার হেতুই । এখন কিন্তু সবিচারে অভিলাষ করছি, ইহাই আমার হোক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আসামিতি । এই গোপীরা যাদের উপরে চরণযুগল বিস্তার করে করে চলেন, সেই অতি ক্ষুদ্রজাতী গুল্ম লতৌষধীর মধ্যে কোনও একটি স্বরূপে জন্ম লাভের অভিলাষ আমার । আচ্ছা বলতো ভজনের সর্বোৎকৃষ্টকণ্ঠা কি এদের মধ্যে আছে, যা লক্ষ্য করে তুমি হে উদ্ধব, তাদেরই চরণরেণু প্রার্থনা করছ, লক্ষ্মীদিরও নয় । — এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'যা ইত্যাদি' । স্বজন আর্ষণপথঃ—লোকধর্ম ধৈর্য-লজ্জা সদাচারাদি' ছিন্ন করত মহা অনুরাগে এই ব্রজগোপীদের ভজন, এরূপ কোথাও দেখা যায় না, অতএব প্রতি রাত্রে যখন যখন স্বকুলধর্মমর্ষাদা বজ্রশলাকাবৎ কঠিন হলেও ছিন্ন করত কৃষ্ণাভিসারে

গমণ করেন, তখন কৃষ্ণের নিকটে গমনে পথ-অপথ বিচার এঁদের থাকে না। তৃণাদি-রূপে পথে পড়ে থাকলে আমার মস্তকে এঁরা চরণ অর্পণ করবেন, কিন্তু এখন কোটি কোটি সকাফু প্রার্থিত হলেও আমার মস্তকে চরণযুগল ধারণ করবেন না। কাজে কাজেই ঐ তৃণ জন্মের দ্বারাই আমার জন্ম ধন্য হবে, এরূপ ভাব।

॥ বিং ৬১ ॥

৬২। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : ন কেবলং তাদৃশ-তল্লাভসাধনশ্চ তাদৃশ রাসশ্রবোং-
কর্ষণে তাসাং মাহাত্ম্যম্, অপি তু ভগবল্লাভস্যাপীত্যাহ—যা ইতি। বৈ প্রসিদ্ধং সর্বলোকচমৎকারকরং
যথা স্যাত্তথা। কৃষ্ণস্য ভগবতঃ ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’ (শ্রীভা ১০।৩২৮) ইত্যাদাবসমোদ্ধিরূপেণ
প্রসিদ্ধস্য তস্য। ততাদৃশভাবৈকভাব্যাং প্রপদারবিন্দং ‘গোপ্যাস্তপঃ কিমচরণ’ (শ্রীভাং ১০।৪৪।১৪)
ইত্যাদিরীত্যা প্রকৃষ্টাবির্ভাবং পদারবিন্দং পরিরভ্য ‘যন্তে সৃজাত চরণাশ্রুহং স্তনেনু’ (শ্রীভা ১০।৩১।১৯)
ইত্যাদিরীত্যা পরমস্নেহময়ে রাগেণালিন্য তাপং জহঃ। তাদৃশতৎপ্রাপ্তিতঃ পূর্বং যঃ কশ্চিদ্ভাবঃ স সর্বোহপি
তাদৃশভাবানাং খবলুভাবেন তাপ এবং তৎ সর্বং ততাজুরিত্যর্থঃ। পদমাত্রোপাদানেন ভক্তিবাঞ্ছনয়া
তাদৃশ-শ্রীকৃষ্ণস্য পরমতুল্লভতা সূচিতা। তত্রাপি লিট্-প্রয়োগেণ তত্ত্যাগস্ত স্বপরোক্ষতাং সূচয়িত্বা স্বপর্যাস্ত-
মহাভাগবতাগম্যঃ সূচিতম্। শ্রীভগবতোহপি তাভিঃ পরিরন্তে রাগং দর্শয়তি—তেন বলাদি বাপিতম্।
তত্র সময়বৈশিষ্ট্যমপ্যাহ—রাসগোষ্ঠ্যাং, রাসোপক্রমসভায়াং তস্তাং পরমাপূর্বলীলায়াং প্রবর্তমানায়ামিত্যর্থঃ।
‘সংস্পর্শনেনানেককৃতাজিহ্বন্তয়োঃ’ (শ্রীভা ১০।৩২।১৫) ইতি তদানীন্তনপ্রসিদ্ধেঃ। ততশ্চ তদানীং ‘তাসা-
মাবিরভুং’ (শ্রীভা ১০।৩২।২) ইত্যাদি, ত্রৈলোক্যলঙ্কারপদং বপুর্দধং’ (শ্রীভা ১০।৩২।১৪) ইত্যাত্ম-
সারেণাত্রত্য-সময়াস্তরাদপি পরমাপূর্বাবির্ভাবমিতি ভাবঃ। কথন্তু তম্? অপি শ্রিয়া বৈকুণ্ঠলক্ষ্ম্যাপি
আত্মনি মনস্তেব সদাচ্চিতং ভাববিশেষেণ আরাধ্যমানমেব বর্ততে, ন তু তথা প্রাপ্তম্, ‘যদ্বাঞ্জয়া শ্রীললনা-
চরন্তপঃ’ (শ্রীভা ১০।১৬।৩৬) ইত্যুক্তেঃ। অতএব স্মৃতরামজাদিভিঃ স্মরুদ্রাদিভিরাধিকারিকভক্তেরাপ্ত-
কামৈরাশ্রামভক্তৈর্ধোগেশ্বরৈঃ সর্বযোগানামীশ্বরৈঃ। শুদ্ধভক্তিযোগিভিরপীতি মনস্তেবার্চিতমিতি পূজা-
র্থদ্বন্দ্বত্বে মানে ক্তঃ। তস্মাৎ সর্বতুল্লভচরণারবিন্দস্য তস্যোভিরেব তাদৃশতয়া লব্ধবাদচিরাদেবাকৃষ্ণ বশয়িতব্য
ইতি ভাবঃ। যদাত্মনীতি চরণারবিন্দমিতি কচিং পাঠঃ ॥ জীং ৬২ ॥

৬২। শ্রীজীব বৈং তোং টীকাবুবাদ : রাসে কৃষ্ণের দ্বারা কঠালিঙ্গিত হওয়ার প্রসঙ্গেই-
যে কেবল গোপীদের মাহাত্ম্য প্রকাশিত, তাই নয়। পরন্তু রাসে গোপীরা যে কৃষ্ণের চরণ স্তনমণ্ডলে তুলে
নিয়ে আলিঙ্গন করলেন সেই প্রসঙ্গেও (৬২ শ্লোক) তাঁদের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হল, এই আশয়ে বলা
হচ্ছে,—যা ইতি। বৈ—প্রসিদ্ধ সর্বলোকচমৎকারকর যাতে হয় তথা। কৃষ্ণস্য ভগবত ইতি—
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রপদারবিন্দ—কৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান্ (সর্বাবতারাবতারী)—(শ্রীভা ১০।৩২৮)
ইত্যাদি প্রমাণে অসামোদ্ব্যকৃত বলে প্রসিদ্ধ তাঁর প্রপদারবিন্দ, তাদৃশ রচনাবের দ্বারাই একমাত্র ভাবনা-
যোগ্য। “গোপীগণ কি তপস্তাই না করেছিল, যাতে নয়নদ্বারা পান করেছে কৃষ্ণের লাবণ্যসার অসমোদ্ব্য-
কৃত” —শ্রীভাং ১০।৪৪।১৪ ইত্যাদি অনুসারে প্রপদারবিন্দ—‘প্র’ প্রকৃষ্ট আবির্ভাবরূপ পদারবিন্দ

পরিবর্তা—“হে প্রিয়! তোমার অতি সুকুমার চরণকমল আমাদের কর্কশ স্তনমণ্ডলে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধারণ করে থাকি।”—(শ্রীভাঃ ১০।৩১।১৯) ইত্যাদি অনুসারে রাসে পরম স্নেহময় পদারবিন্দ রাগে আলিঙ্গন করে তাপং বিজ্জহুঃ—তাদৃশ আলিঙ্গন পাওয়ার পূর্বে যে কিছু ভাব ছিল সে সবকিছু তাদৃশ ভাবের অনুভাবে ‘তাপ’ অর্থাৎ মনোকষ্টস্বরূপই হয়ে উঠায় সে সব কিছু পরিত্যাগ করলেন। সর্বাঙ্গ নয়, শুধু চরণমাত্র উপাদানের দ্বারা ভক্তি বাঞ্ছনা হেতু তাদৃশ কৃষ্ণের পরম তুল্যভূতা সূচিত হল। এর মধ্যেও অতীত প্রয়োগে ‘বিজ্জহুঃ’ ত্যাগ করেছিলেন, এইরূপ অতীতকালের প্রয়োগে সেই ত্যাগ যে উদ্ধবের নিজ অসাক্ষাতে হয়েছিল, তাই সূচিত করে নিজ পর্যন্ত মহাভাগবতের অগম্যতা সূচিত হল। ঐ গোপীদের সহিত আলিঙ্গনে কৃষ্ণের নিজেরও অনুরাগ দেখান হয়েছে। কৃষ্ণের এই অনুরাগই যেন গোপীদের ঘর থেকে আকর্ষণ করে বনে এনেছে।

সেই আবির্ভাবের সময়-বৈশিষ্ট্যও বলা হচ্ছে রাসগোষ্ঠ্যাং—রাসনৃত্য-উপক্রম সভায়—[গোপীদের প্রথম মিলনস্থান যমুনাপুলিন থেকে একমাত্র রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণ চলে গেলেন বনে—বনভ্রমণ করতে করতে তাঁকেও একা ফেলে লুকিয়ে গেলেন কণ্টকাকীর্ণ গভীর বনে। এ অবস্থায় সকল গোপী মিলে পূর্বের সেই পুলিনে ফিরে এসে উচ্চ কণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগলেন।] তখন সেই রোদনপরায়ণ গোপীদের সভায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন—“তাসামবিরভূচ্ছৌরিঃ”—(শ্রীভাঃ ১০/৩২/২), গোপীগণ, নানা প্রকারে তাদের প্রাণপ্রিয়কে আদর দেখাতে লাগলেন—কৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে অপূর্ব গোভায় উজ্জ্বল যমুনাপুলিনে প্রবেশ করত ত্রিলোকের যাবতীয় শোভাসম্পত্তির অনন্ত আশ্রয়স্বরূপ বপু প্রকাশ করত নিজে নিজেই ‘রাসগোষ্ঠ্যাং’ গোপীসভাগত হয়ে তাঁদের পাতা আসনে বসে তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হয়ে শোভা পেতে লাগলেন—দয়িতার অঙ্গস্পর্শ-সুখ অনুভবে তার প্রশংসা করতে লাগলেন।—(ভাঃ ১০।৩২।১৪-১৫)। ইত্যাদি অনুসারে স্থান কাল-পাত্রের অপূর্বতা হেতু কৃষ্ণের এই আবির্ভাবটিও পরম অপূর্বতা প্রাপ্ত হল।

কৃষ্ণের প্রপদারবিন্দ কথঙ্কৃত? এরই উত্তরে, যে প্রপদারবিন্দ প্রিয়াদিতিম্—বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীও আশ্রয়িতা—মনে মনে সদাচিঁতম্—ভাববিশেষে সদা আরাধনা করতে করতেই অবস্থান করেন, কিন্তু গোপীদের মতো করে পান না।—“বাকে পাওয়ার অভিলাষে লক্ষ্মীদেবী তপস্রা করেন, কিন্তু পান না।” (শ্রীভাঃ ১০।১৬.৩৬)। অতএব অজাদিতিঃ—ব্রহ্মরূপাদি আধিকারিক ভক্তগণের দ্বারা, আপ্ত-কাষ্টঃ—আত্মারাম ভক্তের দ্বারা যোগেশ্বরঃ—সর্বযোগের গুরুদের দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি যোগীদের দ্বারাও মনে মনেই অর্চিত অর্থাৎ পূজার্থে তাঁদের মনে বিরাজমান। সুতরাং এই সর্বতুল্য চরণপদ্ম গোপীদের তাদৃশভাবে লব্ধ হওয়া হেতু অচিরেই আকর্ষণ করে নিয়ে নিজ আয়ত্তে বক্ষপুটে ধরে রাখাই যুক্তিযুক্ত একমাত্র ভাব। ‘বদান্বনীতি চরণারবিন্দমিতি’ কোথাও কোথাও এরূপ পাঠ ॥ জীঃ ৬২ ॥

৬২। শ্রীবিষ্ণুস্বায়ং দীক্ষাঃ পুনরপি তাসাং লক্ষ্মাদিতুল্যবস্ত্রলাভান্মাহাশ্রমাহ, — যা বৈ, যা এব স্তনেষু তুস্তঃ কৃষ্ণস্ত চরণারবিন্দং পরিবর্তা তাপং জহুঃ। যৎ খলু শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা অজাদিতিশ্চ আশ্রয়িতা

বন্দে নন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষণঃ ।

যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

৬৩। অর্থঃ : [এবং মহৎ প্রতিপাদনমস্করোতি]—[অহং] নন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণু অভিক্ষণঃ (নিরন্তরং) বন্দে (প্রণমামি) যাসাং হরিকথোদগীতং (যৎসম্বন্ধি হরিকথায় 'উদগানং' তত্ত-
স্বহানুভাবৈকচৈগানং) ভুবনত্রয়ং পুনাতি (পবিত্রী করোতি) ।

৬৩। মূল্যবুদ্ধি : উক্তরূপে মহাত্ম্য প্রতিপাদনপূর্বক উদ্ধব প্রণাম করছেন—

যাঁদের মুখোংগীর্ণ উচ্চ কৃষ্ণনামরূপ গুণলীলাকীর্তন ভুবনত্রয় পবিত্র করে, সেই নন্দব্রজগোপীদের পাদরেণু আমি প্রতিক্ষণেই নিরন্তর বন্দনা করে যাব, যাবৎ এই ব্রজে তৎপ্রাপ্তি অনুকূল তৃণাদি জন্ম না হয় ।

মনস্তেব অর্চিতং ন তু সাক্ষাৎ স্পষ্টং শ্যামিতি ভাবঃ । “যদ্বাঞ্ছয়া জীল'লনাচরন্তপ” ইত্যাদে: 'রাসগোষ্ঠ্যা' রাসসভায়াম্ ॥ বিং ৬২ ॥

৬২। বিশ্ববাস্য টীকাবুদ্ধি : পুণরায় এই ব্রজগোপীদের লক্ষ্মাদিহুল'ভ বস্ত্র লাভে যে মহাত্ম্য, তাই বলা হচ্ছে,—যা বৈ=যা এব । 'এব' নিশ্চয়ে । যারা স্তনে হস্ত কৃষ্ণের চরণারবিন্দ আলিঙ্গন করেই মনোকষ্ট দূর করলেন । এই চরণ লক্ষ্মী-ব্রহ্মাদি আত্মবি - মনে মনে অর্চন করেন, সাক্ষাৎ স্পর্শ করতেও পারেন না, একরূপ ভাব ।—“যাকে পেতে অভিলাষ করে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করেন, কিন্তু পান না” । 'রাসগোষ্ঠ্যা' রাসসভায় ॥ বিং ৬২ ॥

৬৩। শ্রীজীব বৈং তোং টীকা : তস্মাদহো আস্তামতিক্ষুদ্রস্য মমাংসং সাক্ষান্নমস্কার-
সাহসম্, এতৎসজাতীয়হাং অন্যাসামপি পাদরেণুমেব নমস্কারবাণি, ন চ সাক্ষাদেব তা ইতি সাক্ষ্যপদগদং
চাটুমাং—বন্দ ইতি । যাসামিতি যাভিঃ কত্রীভিরিত্যর্থঃ । হরিকথায় উদগানম্, 'উদগায়তীনাং মরবিন্দ-
লোচনম্' (শ্রীভা ১০।৪৬।৪৬) ইত্যেতৎপ্রকারং, যদ্বা, যৎসম্বন্ধি-হরিকথায় উদগানং তত্তস্বহানুভাবৈক-
চৈর্গানং সম্বন্ধপরম্পরয়া ভুবনত্রয়মুদ্বাধো-মধ্য-লোকং সর্বমপি পুনাতি । এতদ্বিপরীতোদাসীনসর্ব-
ভাবাপসারতঃ শোধয়তি, 'মন্তুক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি' (শ্রীভা ১১।১৪।২৪) ইতীতিবৎ । প্রকরণেইস্মিন্
শ্রীবেদব্যাসাদিমহাবক্তৃণাং তাৎপর্যমিদম্—সর্বভাগবতানাং মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনঃ খলু পরমশ্রেষ্ঠাঃ, তসৌব
স্বয়ং ভগবত্বাৎ । তত্রাপি তল্লীলাপরিকরা এবান্তরঙ্গাঃ, অহোবাং তদনুগতত্বাৎ ; তেষাপি শ্রীমানুদ্ববঃ 'তত্ত
ভাগবতেষহম্', 'ভক্তমেকাশ্চিনং কচিং', 'অহং ভক্তুরহস্করঃ' (শ্রীভা ১০।৪৭।২৮), 'কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা',
'নোক্তবোৎসবমি মনুনাঃ' (শ্রীভা ৩।৪।৩১) ইত্যাদিদর্শনাত্ম্য চৈদৃশী তত্ত্বাবস্পৃহা তাস্মাদরো দৈন্ত্র্য
শায়তে, ন জাতু পট্টমহিবীষণীতি কেন বা তাসাঞ্চ চরণারবিন্দং নানুগমনীয়ম্ ? তত্রাপি শ্রীরাধায়া
ইতি ॥ জীং ৬৩ ॥

৬৩। শ্রীজীবং বৈং তোং টীকানুবাদঃ : সেই হেতু অহো, অতি ক্ষুদ্র আমার এই রাধাদির সাক্ষাৎ নমস্কার-সাহস দূরে থাকতে দাও। এদের সহিত সজাতীয় হওয়া হেতু অগ্র গোপীদেরও পাদ-রেণুই প্রণাম করছি, কিন্তু এও সাক্ষাৎভাবেও নয়—ইহাই সকম্পগদগদ, কণ্ঠে ‘সচারু’ অর্থাৎ স্তুতিমুখে বলতে লাগলেন—বন্দে ইতি। যাসাং—যাদের কর্তৃক হৃদ্বিকাথাদগীতং—হরিকথার উদগান অর্থাৎ উচ্চ-স্বরে গান। ইহা কিরূপ? উত্তবে, ‘অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা উচ্চস্বরে গান করছিলেন যাঁরা সেই গোপীগণের ধ্বনি’—(শ্রীভাঃ ১০।৪৬।৪৬) এই প্রকার। অথবা, যে যে সম্বন্ধে হরিকথা গান তার তার মহা মহিমার দ্বারা অভিভূত হয়ে উচ্চস্বরে গান—সম্বন্ধ পরম্পরায় ভুবন ত্রয়ম্,—উর্ধ্ব-অধো-মধ্য লোক সবকিছুই পুলাতি—এর বিপরীত বা উদাসীন সর্বভাব অপসারণ করত পবিত্র করে তোলে এই গান।—“প্রেমভক্তিয়ুক্ত জন উচ্চস্বরে শ্রীভগবন্নাম কীর্তন করত ভুবন পবিত্র করেন।”—(শ্রীভাঃ ১১।১৪।২৪)। ইতিবৎ।

এই প্রকরণে শ্রীবেদবাসাদি মহাবক্তাগণের তাৎপর্য ইহাই, যথা—সর্ব ভাগবতগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-স্বক্ষীয় ভক্ত পরমশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ হওয়া হেতু। এর মধ্যেও আবার তাঁর লীলাপরিকর গোপীরাই অন্তরঙ্গ, অন্যদের তদনুগততা হেতু। এই অন্যদের মধ্যে আবার শ্রীমান্ উদ্ধব সর্বশ্রেষ্ঠ,—‘ভাগবতগণের মধ্যে আমি উদ্ধব’, ‘উদ্ধব কোনও একান্তী ভক্ত’, ‘আমি উদ্ধব প্রভুর গোপন বার্তাবাহক’ (১০।৪৭।২৮), ‘উদ্ধব কৃষ্ণের দয়িত, সখা’, ‘উদ্ধব ছোট হলেও আমার থেকে ন্যূন নয়, যেহেতু তার চিত্ত বিষয়দ্বারা ক্ষুদ্র হয় না’ (শ্রীভাঃ ৩।৪।৩১) ইত্যাদি প্রশংসা বাক্য শাস্ত্রে থাকায় উদ্ধবেরও ঈদৃশী গোপী ভাব স্পৃহা, ও তাদের প্রতি আদর দৈন্য শোনা যায়, যা পটুমহিষীদের প্রতিও হয় না। তা হলে কেনই বা সেই গোপীদের চরণারবিন্দ অনুগমনযোগ্য হবে না? এর মধ্যেও আবার শ্রীরাধা সর্বোচ্চ কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত, তার অনুগমনই সাধ্যশিরোমণি ॥ জীঃ ৬৩ ॥

৬৩। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : এবং মহত্ত্ব প্রতিপাত্ত প্রণমতি বন্দে ইতি। পাদরেণুমভীক্ষম্। তত্রাপি শস্ প্রত্যয়েন প্রতিক্ষণমেব ন তু ত্রিকালং পঞ্চকালং বেতার্থঃ। যাবদনায়াসেন তৎপ্রাপ্তানুকূল-তৃণাদিজন্মভাগ্যং মে নাভূদিতি ভাবঃ। যাসাং উদগীতং যৎকর্মকমুচৈর্গানমেব হরিকথা ভুবনত্রয়ং পবিত্রী-করোত্যবিষ্ঠা মালিন্যাদিতি ভাবঃ। প্রকরণেইশ্বিন্ ব্যাসাদিমহাবক্তৃণাং তাৎপর্যমিদং সর্বভাগবতানাং মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণস্ত তশ্চৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বাৎ। তত্রাপি তল্লীলাপরিকরা এবান্তরঙ্গাঃ অগ্রেষাং তদনু-গতত্বাৎ, তেষাপি শ্রীমানুদ্ধবঃ “হস্ত ভাগবতেশ্বহ”মিতি “নোদ্ধবোইষপি মনুন” ইত্যাদি দর্শনাত্তস্তাপীদৃশী ভাবস্পৃহা তাস্মাদরোহিষিকো ন জাতু পটুমহিষীষপীতি কেন বা তাসাং চরণকমলং নানুগমনীয়ম্। তত্রাপি শ্রীরাধায়াঃ। ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥ বিঃ ৬৩ ॥

৬৩। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদঃ : এইরূপে মাহাত্ম্য প্রতিপাদনপূর্বক প্রণাম করছেন, বন্দে ইতি। পাদরেণুমভীক্ষমঃ—‘অভীক্ষ’ নিরন্তর, এর মধ্যেও আবার ‘শস্’ প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝানো হল, শুধু ত্রিকাল বা পঞ্চকাল নয়, প্রতিক্ষণেই নিরন্তর পদরেণু বন্দনা করি, যাবৎ অনায়াসে তৎপ্রাপ্তি

শ্রীশুক উবাচ ।

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ ।

গোপানামন্য দাশাহৌ যান্ত্রান্নারুহে রথম্ ॥ ৬৪ ॥

৬৪। অন্নয়ন : শ্রীশুক উবাচ—অথ (অনন্তরং) দাশাহঃ (যতুবংশীয় উদ্ধবঃ) গোপীঃ যশোদাং নন্দং এব (অপি) চ (সমুচ্চয়ে) অনুজ্ঞাপ্য (গমনানুজ্ঞাং প্রার্থয়িত্বা) গোপান্ চ (দাস-দাসী-গবাদীশ্চ) আমন্য (যথাযথং শ্রীব্রজেশ্বরানুজ্ঞাপ্রাষণসহিতং সম্বোধ্য) যা সান্ (গন্তুং ইষ্যন্) রথং আকরুহে

৬৪। মূলানুবাদ : কৃষ্ণপ্রের্ত শ্রেষ্ঠ হয়ে যিনি গোপীপাদাজুখলি স্পর্শনযোগ্য তৃণ জন্ম বাজা করেন সেই শ্রীমৎ উদ্ধবকে বন্দনা করছি ।

শ্রীশুকদেব বললেন—কিছুদিন পরে একদা সর্বনীতিজ্ঞ উদ্ধব মহাশয় শ্রীরাধাদি গোপীদের নিকট ও শ্রীযশোদা-নন্দমহারাজ প্রভৃতির নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা পূর্বক গোপীগণকে ও দাসদাসী প্রভৃতিকে সম্ভাষণ করত মথুরা যাওয়ার জন্য রথে আরোহণ করলেন ।

অনুকূল তৃণাদি জন্মভাগ্য না হয় আমার, এরূপ ভাব ।—যাঁসাহ উদগীতঃ—যাদের মুখোংগীর্ণ উচ্চ-গান অর্থাৎ হরিকথা (কথা = নামরূপগুণলীলা কীর্তন) ভুবনত্রয় পবিত্র করে অর্থাৎ আবিষ্টা মালিন্যাদি দূর করে ।

এই প্রকরণে বাসাদি মহাবক্তাগণের বক্তব্য ইহাই, যথা—সর্বভাগবতদের মধ্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়গণ শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণস্যা—কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ হওয়া হেতু ।—এর মধ্যেও আবার তাঁর লীলাপরিকরণগণই অন্তর্ভুক্ত, অন্য সকলে এঁদের অনুগত হওয়া হেতু । এই লীলা পরিকরণদের মধ্যেও আবার শ্রীমান্ উদ্ধব সম্বন্ধে এরূপ বলা থাকায়, যথা—‘ভাগবতগণের মধ্যে আমি উদ্ধব’, ‘উদ্ধব আমার থেকে ন্যূন নয়’ ইত্যাদি, তাঁরও ঈদৃশী ভাবস্পৃহা ও এই গোপীদের প্রতি আদরাধিকা আছে, বুঝা যায়—এদের থেকে অধিক আদর পট্টমহিষীগণেও হয় না, তাহলে কেনই বা তাঁদের চরণকমল অনুগমনীয় হবে না । এর মধ্যেও আবার শ্রীরাধা সর্বোচ্চ কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত, তার অনুগমনই তো সাধ্যশিরোমণি, এরূপ ব্যাখ্যাই বৈষ্ণবতোষণী ।

॥ বি० ৬৩ ॥

৬৪। শ্রীজীব বৈ० তো০ টীকা : তং শ্রীমহুদ্রবং বন্দে কৃষ্ণপ্রের্তবরোহিণি যঃ ।

গোপীপাদাজুখলিস্পৃক-তৃণজন্মাপ্যচত ॥

অথ কালান্তর এব, চ শব্দঃ সমুচ্চয়ে । অনুজ্ঞাপ্য তেষাং চিন্ত্যসমাধানপূর্বকমাজ্ঞাং প্রার্থ্য । গোপ্যাদিনির্দেশক্রমেইহং তদাদীনাং প্রেমণো যথাপূর্বপ্রকর্ণমুভূয় তৎক্রমাদেবানুজ্ঞা প্রার্থিতেতি ব্যনক্তি । পূর্বোক্তযুক্ত্যা সাম্বনায়া মুখ্যহাং গোপাংস্বামন্য যথাযথং শ্রীব্রজেশ্বরানুজ্ঞাপ্রাষণ সহিতং সম্বোধ্য, ‘হে অমুক, তেবামাজ্ঞা জ্ঞাতাস্তি, সম্প্রতি গচ্ছামঃ’ ইতি প্রতিজনং সম্ভাষ্যেত্যর্থঃ । দাশাহ ইতি তৎকুলোদ্ভবত্বেনৈব সর্বনীতিজ্ঞঃ, কিং পুনঃ সর্বৈশিষ্ট্যেনেতি ভাবঃ ॥ জী० ৬৪ ॥

তং নির্গতং সমাসাত্ত নানোপায়ন-পাণয়ঃ ।

নন্দাদয়োহনুরাগেণ প্রাবোচনশ্রলোচনাঃ ॥ ৬৫ ॥

৬৫। অন্নয়ঃ : নন্দাদয়ঃ নির্গতং তং (উদ্ধবং) সমাসাত্ত (হুরতঃ সঙ্গম্য) নানোপায়ন
পাণয়ঃ (নানাবিধৈঃ উপায়নৈঃ যুক্তপাণয়ঃ সন্তঃ অনুরাগেণ অশ্রলোচনাঃ (চ সন্তঃ) প্রাবোচন (আত্মস্বর
গদগদভাষাদিনা স্বচিত্তাকর্ষকহাদিনা চ অবোচন (কথয়ামাসু) ।

৬৬। মূল্যবান্বাদঃ : উদ্ধবের রথারোহণ পরিপাটি বলা হচ্ছে—

রথারোহণের কথ্য উদ্ধব ব্রজদ্বারের বাইরে এসে উপস্থিত হলে নন্দাদি ব্রজবাসিগণ নানাবিধ
উপহারে যুক্তপাণি ও অনুরাগে অশ্রলোচন হয়ে আত্মস্বরে গদগদ ভাষাদিতে বলতে লাগলেন ।

৬৪। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকানুবাদঃ : কৃষ্ণশ্রেষ্ঠবর হয়েও যিনি গোপীপাদাজ ধূলি
স্পর্শ-যোগ্য ভূগজন্ম বাজা করেন সেই শ্রীমৎ উদ্ধবকে বন্দনা করছি ।

অর্থ - অতঃপর অর্থাৎ কিছুকাল পরে [নন্দমের] চ- শব্দে ব্রজের অন্যান্যদেরও নন্দ-যশোদার
অন্তর্গত রূপে ধরা হল । অনুজ্ঞাপ্য—এই কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী প্রভৃতির চিত্তসমাধানপূর্বক আজ্ঞাপ্রার্থনা
করত । গোপ্যাদির উল্লেখক্রম এইরূপ, যথা - সেই সকল ব্রজবাসিদের প্রেমের যথাপূর্ব শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করত
সেই ক্রমানুসারে তাঁদের নিকট মথুরা যাওয়ার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করলেন, প্রথমে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ, পরে
যশোদা, তৎপর ব্রজরাজ । ইহাই খুলে বলা হচ্ছে—পূর্বোক্ত যুক্তিতে সাস্থ্যনা সম্বন্ধে মুখ্য হওয়া হেতু
গোপাদিকে কিন্তু ডেকে ডেকে যথাযথ শ্রীব্রজেশ্বরাদির অনুজ্ঞা শুনিয়ে শুনিয়ে 'হে অমুক, তাঁদের আজ্ঞা
হয়ে গিয়েছে, এখন মথুরায় চলে যাচ্ছি, এইরূপে প্রতিজনকে সম্ভাষণ করত (অনুজ্ঞা প্রার্থনা করলেন) ।
দাশাহু ইতি—যদুবাণীয ক্রোধের পঞ্চম অধস্তন দশাহর বংশ হওয়া হেতু উদ্ধব সর্বনীতিজ্ঞ ; কাজেই
ব্রজে এসে সব কিছু যে হ্রস্বসাধা করলেন, এতে আর বলবার কি আছে ? ॥ জীঃ ৬৪ ॥

৬৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং যাচয়িত্বা । আমন্ত্য স্পৃষ্ট্বা ॥ বিঃ ৬৪ ॥

৬৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : অনুজ্ঞাপ্য আজ্ঞা প্রার্থনা করে । আমন্ত্য—সম্ভাষণ
করত ॥ বিঃ ৬৪ ॥

৬৫। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকা : রথারোহণপরিপাটিমাহ—নির্গতং রথারোহণার্থং ব্রজ-
দ্বারি নির্গত্য স্থিতং সন্তম্ । নানেতি—নিজমুদ্রালঙ্কিতং পুত্রার্থং শ্রীব্রজেশ্বর্য্য দত্তং নবনীত-ক্ষীর-লড্ডু-
কাদিকং, তথা শ্রীবলদেবরোহিণ্যর্থং শ্রীদেবকার্য্যক, শ্রীব্রজদেবীভিঃ প্রাণেশ্বর্য্যং নিজশিল্পচিহ্নিতং গুঞ্জা-
হারাদিকং, শ্রীদামাদিভিঃ প্রিয়সখ্যার্থং তৎপরিচিতবন্যপুষ্পফলমূল্যাদিকং, শ্রীব্রজেশ্বরেণাপি পুত্রার্থং কস্তুরী-
গজমৌক্তিকহারাদিকং, শ্রীবলদেবার্থং বৃত্তপক্কাদিকম্, উগ্রসেনার্থক গোরসাদিকং সর্বৈবশ্চ শ্রীমতৃকবার্থং
বস্ত্রালঙ্কারাদিকং পৃথক পৃথগিত্যেব নানাবিধৈরুপায়নৈরুক্তপাণয়ঃ সন্তঃ প্রকর্ষণে গদগদভাষাদিগুণযুক্ততয়া
অবোচন ॥ জীঃ ৬৫ ॥

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-পাদানুজাশ্রয়াঃ ।

বাচোহভিধায়িনীর্নান্নাং কায়ন্তং প্রহ্বণাদিষু ॥ ৬৬ ॥

৬৬। অর্থঃ : নঃ (অশ্রাকং) মনসঃ বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদানুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ), বাচঃ (অশ্রাকং বাচ্যানি) নান্নাং অভিধায়িনীঃ (অভিধায়িনাঃ কীর্তনশীলাঃ স্যুঃ) কায়ঃ তংপ্রহ্বণাদিষু (তস্য প্রণামাদিক্রিয়াসু স্তাং ইত্যর্থঃ) ।

৬৬। মূল্যাবাদ : আমাদের তো সেই পুত্রে প্রেমগন্ধও নেই, তাই অভিজ্ঞচূড়ামণি আমাদের সেই পুত্র নিজের পক্ষে অযোগ্য পিতামাতা আমাদের ত্যাগ করত দেবকী-বশুদেব নামক অন্যকে পিতামাতা করে নিল। এ জন্মে এ অবস্থা হলেও কোনও ভাবি জন্মে তাতে যেন রতিমতি হয়, একরূপ প্রার্থনা করছেন—

আমাদের মনের বৃত্তি কৃষ্ণপাদানুজ আশ্রয়ী হোক। আমাদের জিহবা সদা কৃষ্ণনামকীর্তনে রত হোক। আর আমাদের কায় তার প্রণামে নিযুক্ত হোক।

৬৭। শ্রীজীব বৈঃ ভোঃ টীকাবুবাদ : রথারোহণ পরিপাটি বলা হচ্ছে, বিগততঃ—রথারোহণের জন্য ব্রজদ্বারের বাইরে অবস্থিত উদ্ধবের সমাসাদ্য নিকটে এসে। বাবা ইতি নানা প্রকার সেবা উপায়ন—ব্রজেশ্বরী মা যশোদার দ্বারা দত্ত হল পুত্রের জন্ম নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত নবনীত ক্ষীরলড্ডুকাদি তথা শ্রীবলদেব রোহিণীর জন্ম ও শ্রীদেবকীর জন্য অন্য কিছু উপায়ন। এবং শ্রীরাধাদি ব্রজদেবীদের দ্বারা প্রাণেশ্বরের জন্য দত্ত হল নিজ শিল্পচিহ্নিত গুঞ্জাহারাদি, শ্রীদামাদি সখাগণের দ্বারা শ্রিয়সখার জন্য দত্ত হল কৃষ্ণের পরিচিত বন্যপুষ্প-ফল-মূল্যাদি, শ্রীব্রজেশ্বর নন্দের দ্বারা পুত্রের জন্য দত্ত হল কস্তুরী-গজমুক্তার হারাদি, ও বশুদেবের জন্য দ্ব্যতপক অন্নাদি, উগ্রসেনের জন্য দধি-ভৃগু-মাখনাদি। এবং সকলের দ্বারাই উদ্ধবের জন্য দত্ত হল বস্ত্র-অলঙ্কারাদি পৃথক্ পৃথক্—এইরূপে নানাবিধ উপায়ন-পাণয়ঃ-উপায়ন ধরা যোড়-হাতে উদ্ধবের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন সকলে। প্রাবোচন—[প্র + অবোচন] ‘প্র’ প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ গদ্ গদ্ কণ্ঠাদি গুণযুক্তভাবে বলতে লাগলেন ॥ জীঃ ৬৫ ॥

৬৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : নানোপায়নানি কৃষ্ণস্ত পৌগণ্ড-কৈশোর-বিলাস-সময় এব যানি সক্ষিতানি বহুরত্ন-স্বর্ণমুদ্রা-মুক্তালঙ্কারাদীনি যৌবনে সতি কৃষ্ণস্ত পরিধান্যমানানি তদা তু তদ্বিয়োগাক্তেষু মমতা-ত্যাগান্তানোবোপায়নত্বেন কল্পিতানি জ্ঞেয়ানি ॥ বিঃ ৬৫ ॥

৬৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদ : বাবোপায়নানি—নানাবিধ উপহার।—কৃষ্ণের পৌগণ্ড-কৈশোরের বিলাস সময়ে বহুবহ্ন-স্বর্ণমুদ্রা-মুক্তালঙ্কারাদি যা কিছু সক্ষিত হয়েছিল, এবং যৌবনকালে তিনি যা পরিধান করছিলেন, তৎকালে তার বিয়োগে উহাতে মমতা ত্যাগ হেতু সেইসব উপহার রূপে সাজিয়ে দেওয়া হল, একরূপ বুঝতে হবে ॥ বিঃ ৬৫ ॥

কস্মভিভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া ।

মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬৭ ॥

৬৭। অর্থঃ ঈশ্বরেচ্ছয়া (ঈশ্বরস্য কর্মফলদাতু ইচ্ছয়া) কর্মভিঃ যত্র কাপি উচ্চয়োনিষু নিম্নয়োনিষু বা যত্রকুত্রাপি) ভ্রাম্যমাণানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গল চরিতৈঃ (মঙ্গলানুষ্ঠানৈঃ) দানৈঃ [চ] ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ (অনুরাগ অন্ত ইতি শেষঃ) ।

৬৭। মূল্যাবাদঃ : দৈম্য উদয় হেতু বলছেন—

তদীয় ইচ্ছাক্রমে কর্মবশতঃ যে স্থানেই জন্মাই না কেন, সর্বত্রই যেন দান এবং পুণ্যকর্মের দ্বারা ঈশ্বর রূপে লীলাপরায়ণ হলেও সেই কৃষ্ণ আমাদের অনুরাগ লাভ হয় ।

৬৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : অনুরাগেণ প্রাবোচনিত্যক্তত্বান্মানস ইত্যাদিরনুরাগ-কৃতৈঃবাক্তিঃ, ন ঐশ্বর্যজ্ঞানকৃতা । তস্মাত্তৈশ্বর্যপ্রধানং মতমালোচ্য স্বাতন্ত্র্যদুঃখব্যাঞ্জকেন তদভ্যুপগম-বাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে—মনস ইতি দ্বাভ্যাম্ । যদি ভবদ্বিরসাবৈশ্বর্যে নৈব মন্যতে, যদি চাস্মাকং তৎপ্রাপ্তিদুরত এব, তথাপি তত্রৈবাস্মাকং তদুচিতা বৃত্তয়ঃ সর্বাঃ স্যাঃ, ন তু তত উদাসীনী ইত্যর্থঃ । প্রহ্লাণং প্রহ্লাণং নম্রং, তদাদিশু ; আদিগ্রহণং সেবাদিকম্ ॥ জী. ৬৬ ॥

৬৬। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদঃ : অনুরাগে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, এরূপ পূর্ব শ্লোকে উক্ত থাকার হেতু ‘মনস’ ইত্যাদি অনুরাগকৃত উক্তি, ঐশ্বর্যজ্ঞানকৃত নয় । সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐশ্বর্যপ্রধান মত আলোচনা করত নিজের অত্যন্ত দুঃখ বাঞ্জকভাবে সেই অভ্যুপগমবাদেই নিজের অভীষ্ট প্রার্থনা করছেন মনস ইতি দুটি শ্লোকে—[অভ্যুপগমবাদ—প্রতিপক্ষের সম্ভাষণের জন্য, বেশতো ভাল ভাল, এ ভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের মত মেনে নেওয়া] । হে উদ্ধব, যদি তোমরা সকলে আমার কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে মনে কর, যদিও আমাদের পক্ষে তার প্রাপ্তি সুদূর পরাহতই, তথাপি তাঁতেই আমাদের তদুচিত বৃত্তিচয় থাকুক । তার প্রতি উদাসীন হয়ে না থাকুক । প্রহ্লাদাদিশু—[প্রহ্লাণং] নম্রতাদিতে । এখানে ‘আদি’ শব্দে সেবাদিকে গ্রহণ করণীয় ॥ জী. ৬৬ ॥

৬৭। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা : কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি ঈশ্বররূপেইপি কৃষ্ণে এবৈত্যর্থঃ । তদিচ্ছ্যেত্যনুভূত্বা ঈশ্বরেচ্ছ্যেতি পৃথগীশ্বরপদোক্তিঃ স্বভাবানুসারেণ । কস্মভিরিতি—নরলীলাপন্নতাদান্নি সাধারণামনেন ; মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্যকস্মভিঃ ; দানস্তু পৃথগুক্তিস্তেষাং স্বেষু প্রাচুর্য্যাত্ । অথচ বাক্যদ্বয়-মিদং বিয়োগময়পিত্বাংসলোনাপি সম্ভবতীতি ॥ জী. ৬৭ ॥

৬৭। শ্রীজীব বৈ. তো. টীকাবুবাদঃ : কৃষ্ণ ঈশ্বরে—ঈশ্বররূপে লীলাপরায়ণ হলেও সেই কৃষ্ণেই রতির্নঃ আমাদের রতি হোক । ঈশ্বরেচ্ছয়া—‘তদিচ্ছয়া’ অর্থাৎ ‘তার ইচ্ছায়’ এরূপ না বলে ‘ঈশ্বর-ইচ্ছায়’ এরূপ বলা হল, নন্দমহারাজের এরূপই বলার স্বভাব থাকায় । ‘কর্মভি ইতি’ কর্মের দ্বারা ভ্রাম্যমাণ নরলীলা পর হওয়া হেতু নিজের প্রতি সাধারণ্য মননে এরূপ উক্তি (সাধারণ জীবের

মতো কর্মবাধা না হলেও)। যদ্বল চরিতঃ—পূর্ণ্যকর্মের দ্বারা। এই বাক্যের ভিতরেই দান কর্মও এসে গেলেও দানের পৃথক্ উক্তি নন্দাদির এই দানের প্রাচুর্য থাকায, অথচ এই বাক্যদ্বয়ের প্রাপ্তি বিয়োগময়বাংসল্য দ্বারাও সম্ভব হয় ॥ জী০ ৬৭ ॥

৬৬-৬৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : ভো আয়ুত্মনুদ্ব, আবয়োর্মাতাপিত্রোস্তাদৃশইপি মহারূপ-গুণশীলসমুদ্রেইপি বালকে মহাকঠোরত্বমেবাসীদধুনাপি বর্তত এব। তদানীং যদ্বতরস্নেহলালনাদিকং কৃতং তং সর্বং কৃত্রিমমেবেত্যধুনাগতম্। যত্তদ্বিরহেইপ্যাবাভ্যাং জীব্যতে। পিতা খলু জগত্যেকঃ স এব দশরথো যঃ পুত্রং রামং বিদুরগতং ক্রোধেব প্রাণাংস্ত্যজ। আবয়োস্ত তস্মিন্ পুত্রে কৃষ্ণে প্রেমগন্ধোইপি নাস্তীত্যত এবাভিজ্ঞচূড়ামণিরস্বংপুত্রঃ সঃ স্বানুরূপো পিতরো পরিত্যজ্য পরমেশ্বরত্বেনাতর্ক্যবিচিত্রত্বাদিত্যাবেব দেবকী-বসুদেবো পিতরো চকার। তদ্বিক্ আবাং ত্রিজগত্যতিভূতগৌ যশোদানন্দৌ। তদপি কস্মিন্শ্চিদপি ভাবিজন্মনি তস্মিন্মতিঃ স্তাদ্ভতিঃ স্তাদিতি প্রার্থয়তে, - দ্বাভ্যাম্। মনসো বৃত্তয়ো ন স্যুরিতি। মহানুরাগ-মহাবত এবায়ম্। অতএব মন আদীন্দ্রিয়াণাং প্রতিক্ষণমেব কৃষ্ণরূপাদিনিমগ্নত্বইপি মনসো বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণ-পাদাসুজাশ্রয়াঃ স্যুরিতি রতিঃ স্যাদিতি প্রার্থনায়াং লিঙ। দৈহ্যসঞ্চারিণো মহাপ্রাবল্যাং জ্ঞাপয়তি। কৃষ্ণ, সখ্য-বাংসল্যোজ্জলয়প্রেমবতাং স্বভাব এবায়ং যং বিরহবৈবশ্চে ন বিষয়ালম্বনসা স্বশ্মিরোদাসীহজ্ঞানেন চ জনিতে মহাদৈহ্যে স্বস্বভাববিচ্যুতির্দাস্যভাবগ্রহণঞ্চ। যথা অয়মপি কৃষ্ণে নাস্ত্যাবধি নঃ বিশ্বস্তমোদা-সীতাদেবেতি মত্বা বলদেবেন 'প্রায়ো মায়াস্ত মে ভতু'রিত্যুক্তম্। 'দাস্যাস্তে কুপণায়া মে' ইতি শ্রীকৃষ্ণবনে-স্বর্ঘ্যঃ। "কচিদপি স কথ্যং নঃ কিস্করীণাং গৃণীতে" ইতি শ্রীগোপীভিঃ। 'মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্য'রিতি শ্রীনন্দাদ্যৈঃ। নতু সুখসময়েইপি দেবকী-বসুদেবভ্যামিব 'যুবাং ন নঃ সূতা'বিত্যাদিকমৈশ্বর্ঘ্যজ্ঞানজনি-তস্বসম্বন্ধত্যাগপূর্বকং কদাপ্যুক্তম্ ॥ বি০ ৬৬-৬৭ ॥

৬৬-৬৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : ভো আয়ুত্মনু উদ্ব। পিতামাতা আমাদের এই বালক মহারূপগুণশীল হলেও তাতে আমাদের মহা কঠোরতাই ছিল পূর্বে; অধুনাও তাই আছে তখন যে বহুতর স্নেহ লীলাদি করা হয়েছে, তা সবই কৃত্রিমই, এখন ইহা অবগত হলাম, যেহেতু তার বিরহে আমরা বেঁচে আছি। পিতা জগতে এক জনই ছিল, সে হল দশরথ, যে পুত্র রামের দূরদেশ গত হওয়া শুনেই প্রাণ ত্যাগ করেছিল। আমাদের তো সেই পুত্রে প্রেমগন্ধও নেই। তাই অভিজ্ঞচূড়ামণি আমাদের সেই পুত্র নিজের পক্ষে অযোগ্য পিতামাতা আমাদের ত্যাগ করত পরমেশ্বর হওয়া হেতু অতক বিচিত্র হওয়ায় দেবকী বসুদেব নামক অজ্ঞজনকে পিতামাতা করে নিল। তা হলেও কোনও ভাবিজন্মে তাতে মতি রতি হোক, ইহাই প্রার্থনা করছেন দুটি শ্লোকে—মনসো বৃত্তয়ো ন স্য ইতি। অর্থাৎ আমাদের মনের বৃত্তি কৃষ্ণ পাদাবলম্বী হোক। ইহা মহানুরাগের এক মহা আবর্ত। তাই তাদের মন-আদি ইন্দ্রিয় সকল কৃষ্ণরূপাদিতে সদা নিমগ্ন হয়ে থাকলেও মনের বৃত্তিসমূহ কৃষ্ণপাদাসুজ আশ্রয়ী হোক—অনুরাগ হোক এরূপ প্রার্থনা করছেন—এইরূপে দৈন্যসঞ্চারীর মহাপ্রাবল্য জ্ঞাপন করা হল। আরও সখ্য-বাংসল্য-উজ্জল প্রেমবানদের স্বভাবই এইরূপ যে বিরহবৈবশ্চে ও বিষয়-আলম্বনের নিজেতে ঔদাসীনা্যজ্ঞানে জাত মহাদৈন্যে স্বস্বভাববিচ্যুতি ও দাস্ত্যভাবগ্রহণ হয়। সখ্যে দাস্যভাবের দৃষ্টান্ত—অদ্যাবধি কৃষ্ণে আমাদের

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।

উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ৬৮ ॥

৬৮। অন্নয়ঃ [হে] নরাধিপ! [হে পরীক্ষিৎ।] এবং (অধ্যায়োক্তি ক্রমেন) গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা (কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণতয়ৈব হেতুনা) সভাজিতঃ (সন্মানিতঃ) উদ্ধবঃ পুণঃ কৃষ্ণপালিতাং মথুরাং আগচ্ছৎ (আগতবান্)।

৬৮। মূলানুবাদঃ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই অধ্যায়দ্বয়োক্ত ক্রমানুসারে গোপদেব দ্বারা সন্মানিত উদ্ধব কৃষ্ণে আসক্তি হেতু বৃন্দাবন-আসক্ত হলেও সম্প্রতি মথুরা কৃষ্ণদ্বারা পালিত বলে তথায় প্রত্যাগমন করলেন।

এও বিশ্বাসযোগ্য হয় নি উদাসীনতা বশতঃই—এরূপ মনে করে বলদেব বললেন “এ আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া। অন্য তুচ্ছ মায়ার কি শক্তি আছে যে আমার বিমোহিনী হবে।”—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৩৭)। উজ্জ্বলে দাস্যভাবের দৃষ্টান্ত—শ্রীমতী রাধা বললেন “হে নাথ, হে রমণ! এ দীনা দাসীকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।”—(শ্রীভা০ ১০।৩০।৪০)। আরও গোপীবাঁকা “আৰ্ঘ্যপুত্র গুরুকুল থেকে ফিরে এসে কখনও এই দাসীগণের কথা বলেন কি?”—(শ্রীভা০ ১০।৪৭।২১)। বাৎসল্যে দাস্য ভাবের দৃষ্টান্ত এই প্রস্তুত শ্লোক—“আমাদের মন কৃষ্ণের পাদাবলম্বী হোক”—(শ্রীভা০ ১০।৪৭।৬৬)।

কিন্তু মুখসময়েও দেবকী বনুদেবের মতো “তোমরা দুজন আমাদের পুত্র নও” ইত্যাদি ঐর্ষ্যজ্ঞান জনিত স্বসম্বন্ধতাগ পূর্বক কখনও উক্ত হয় নি ॥ বিং ৬৬-৬৭ ॥

৬৮। শ্রীজীব বৈং তো। টীকাঃ এবমধ্যায়দ্বয়োক্তক্রমেণ সভাজিতঃ পূজিতঃ। কৃষ্ণভক্ত্যা কৃষ্ণাসক্ত্যেবেতি পূর্ববৎ ‘আসামহো’ (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১) ইত্যাদি-রীত্যা তাদৃশ বৃন্দাবনাসক্ত্যে, কথং মথুরাং পুনরাগচ্ছৎ? তত্রাহ—‘কৃষ্ণপালিতাম্’, সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণেন সা পাল্যত ইতি তৎপ্রিয়তমভূত্যে-ত্তৈস্তত্রানাগমনং কথমিহ কৰ্ত্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥

৬৮। শ্রীজীব বৈং তো। টীকানুবাদঃ এবং—অধ্যায়দ্বয়ে উক্ত ক্রমানুসারে সভাজিতঃ—পূজিত। কৃষ্ণভক্ত্যা—কৃষ্ণে আসক্তি হেতু পূর্ব ৬১ শ্লোকের মতো ‘আসামহো’ বৃন্দাবনের গোপীদের চরণধূলি মাখা গুল্মলতা-ওষধীর মধ্যে কোনও একটি জন্মলাভের অভিলাষ আমার’ ইত্যাদি অনুসারে উদ্ধব তাদৃশ বৃন্দাবন-আসক্ত যদি হন, তা হলে কি করে মথুরায় প্রত্যাগমন করলেন।—এরই উত্তরে ‘কৃষ্ণপালিতং’ সম্প্রতি মথুরা কৃষ্ণদ্বারা পালিত, তাই তাঁর প্রিয়তম ভৃত্য উদ্ধব তথায় না গিয়ে পারবেন কি করে? এরূপ ভাব ॥ জীং ৬৮ ॥

৬৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কৃষ্ণভক্ত্যা মহানুরাগময্যা। কৃষ্ণপালিতামিত্যত এবোদ্ধবেন ব্রজভূমাবত্যানুরক্তেনাপি তত্র গতম্। সম্প্রতি মথুরা কৃষ্ণেন পাল্যতে ব্রজঃ কথং ন পাল্যতে ইত্যা-পালক্যমেবেতি মূমেরাশরঃ ॥ বিং ৬৮ ॥

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যা হ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্ ।

বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

দশমস্কন্ধে উদ্ধব প্রতিষানে সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

৬৯। অন্নয়ন : [অনন্তরং উদ্ধবঃ] কৃষ্ণায় প্রণিপত্য ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) ভক্ত্যুদ্রেকং (ভক্তি + উদ্রেকং = প্রেমাতিশয়ং) আহ, [ততশ্চ] বাসুদেবায়-রামায় রাজ্ঞে চ (উগ্রসেনায় চ) [তেষাং প্রেমাতিশয়ং যথায়ুক্তং আহ । তদন্তরমেব যথাবসরং তস্মৈ তেভ্যশ্চ] উপায়নানি (নন্দাদিপ্রদত্ত উপহারান্) অদাৎ (সমর্পয়ামাসু) ।

৬৯। মূল্যাবুবাদ : প্রথমে তাবং নিজ অন্তপুরস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাতপূর্বক তৎকৃত আলিঙ্গন, কুশল প্রশ্নাদি পূর্ব ব্যাপার নির্বাহ করত ক্রমে ক্রমে তৎকৃত প্রশ্নবিশেষ বুঝে নিয়ে তাঁর পিতামাতা, প্রেয়সীদের এবং অন্যান্য সকলের সেই সেই বচন-চেষ্টাত্মক প্রেমাতিশয় যথা-অবসরে যথাযোগ্য ভাবে কৃষ্ণ-বসুদেব ও রামাদিকে বললেন । উগ্রসেনকে উপায়নসমূহ দিলেন । কিন্তু তাকে প্রেমাতিশয় বললেন না মাংসর্ষ আশঙ্কায় ।

৬৮। শ্রীবিষ্মবাক্য টীকাবুবাদ : কৃষ্ণভক্ত্যা—মহানুরাগময়ী কৃষ্ণভক্তিতে উদ্ধব ব্রজভূমিতে অনুরক্ত হলেও অধুনা মথুরা কৃষ্ণপালিত বলে তথায় প্রত্যাগমন করলেন । সম্প্রতি কৃষ্ণ মথুরা পালন করছেন,—শ্রীশুকের এই কথার আশায় হল,—যথায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তরা রয়েছে, সেই ব্রজ কেন না পালন করছেন সাক্ষাৎ আগতির দ্বারা—এইরূপে ‘কৃষ্ণপালিত’ শব্দটি নিন্দাগর্ভই ॥ বিঃ ৬৮ ॥

৬৯। শ্রীজীবঃ বৈঃ ভোঃ টীকা : প্রথমং তাবন্নিজান্তঃপুরস্থিতায় শ্রীকৃষ্ণায় প্রণিপত্য প্রণিপাতপূর্বকং তৎকৃতালিঙ্গন-কুশলপ্রশ্নাদিকং পূর্ববৎ রত্নং নিবর্হ্য ক্রমতস্তৎকৃতপ্রশ্নবিশেষমুপলভ্য ব্রজৌকসাং তংপিতৃদাদীনাং ভক্ত্যুদ্রেকং প্রেমাতিশয়ং তত্ত্বচনচেষ্টাত্মকং যথাবসরং যথাযোগ্যং সর্বমেবাহ, তচ্চ সাক্ষাৎদর্শনাদেব তেষাং প্রীতিহঃখশোকনিবৃত্তিশ্চ সমাগ্ ভবতি, ন তু মচ্চাতুর্যোণ তৎ-সন্দেহৈবত্যা-ভিপ্রায়াক্রমমিতি জ্ঞেয়ম্ । তদনন্তরং যথাবসরং পূর্ববৎ যথাক্রমং বসুদেবাদিভ্যস্তেষাং ভক্ত্যুদ্রেকং যথায়ুক্তমাহ । তদনন্তরমেব যথাবসরং তস্মৈ তেভ্যশ্চোপায়নান্যাদাদিতি বিবেচনীয়ম্ ॥ জীঃ ৭৯ ॥

সোইয়মুক্তবসন্দেহঃ শ্রীরামস্য ব্রজাগমঃ ।

দন্তবক্রবধস্তান্ত্র্যা টিপ্পন্যা চ পুরেক্যতাম্ ॥

ত্রৈলোক্যজীবনৈঃ শীঘ্রং ব্রজে কৃষ্ণাগতীপ্ততিঃ ।

তত্র হ্যাক্তং গবেন্দ্রস্য ব্রজাগমনমঙ্গলম্ ॥

অন্তহৃত্য ব্রজৌকোভিনিতি ক্রীড়াসু শর্ম্ম চ ।

পাশ্চাৎসংক্লেষ্টমন্যচ্চ দৃশ্যতাং তস্য পুষ্টয়ে ॥ জীঃ ৬৯ ॥

ইতি বৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশমটিপ্পন্যাং সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

৬৯। শ্রীজীবং বৈ. তো. টীকানুবাদ : প্রথমে তাৎ নিজ-অন্তপুরস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপত্য—প্রণিপাতপূর্বক তৎকৃতালিঙ্গন, কুশলপ্রশ্নাদি পূর্বব্যাপার নির্বাহ করত ক্রমে ক্রমে তৎকৃতপ্রশ্ন-বিশেষ বুঝে নিয়ে ব্রাজ্যকসং—তঁার পিতা-মাতা প্রভৃতির তত্ত্বাদ্যেকং—সেই সেই বচনচেষ্টাঙ্কক প্রেমাতিশয় যথা-অবসরে যথাযোগ্যভাবে সবকিছু উদ্ধব বললেন। সেই সবকিছু কি? এরই উত্তরে, সাক্ষাৎ দর্শনের মতই ব্রজবাসিদের প্রীতি ও দুঃখশোক নিবৃত্তি সম্যকরূপেই হয়েছে, আমার বাক্যচাতুর্যে যে হয়েছে তা নয়। তোমার সন্দেশেই এ হয়েছে, এরূপ অভিপ্রায়। অনন্তর যথাবসর পূর্ববৎ যথাক্রমে বহু-দেবাদিকে ব্রজবাসিদের প্রেমাতিশয় যথায়ুক্ত বললেন। অতঃপর যথাবসর কৃষ্ণকে ও ব্রজবাসিদের উপহারাদি দিলেন। ‘টীকার সোহয়মুদ্ধবসন্দেহঃ ইতি’ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ—

[শ্রীকৃষ্ণপাদে লঘুভাগবতায়ত্তের ৪৬৭/১৬৭ শ্লোকানুসারে, যথা—“ব্রজেপ্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোহযুনা। তত্রাপ্যজনি বিষ্ফুৰ্ত্তিঃ প্রাহুর্ভাবোপমা হরেঃ ॥ ত্রিমাস্থাঃ পরতন্তোষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ। প্রকটলীলায় ব্রজবাসিদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিন মাস বিরহ। এরমধ্যেও সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ। প্রকটলীলায় ব্রজবাসিদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিন মাস বিরহ। এরমধ্যেও আবির্ভাব সৃষ্ণী শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ফুৰ্ত্তি। তিন মাস পর তাদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ‘সঙ্গতি’ অর্থাৎ রথে চড়ে সাক্ষাৎ তাদের কাছে আগমন। সঙ্গতি দুপ্রকার আবির্ভাব ও আগতি। তীব্র বিরহে চিত্ত অধীর হয় উঠলে তাদের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। আবির্ভাবের পর ব্রজবাসিদের মনে হয় তাদের ত্যাগ করে কৃষ্ণ অন্যত্র যাননি]—কৃষ্ণের খবর নিয়ে উদ্ধব এসে শ্রীরাধাদি গোপীগণের ও অন্যান্য ব্রজ-বাসিদের কৃষ্ণবিরহ তীব্রতা দর্শন করে ফিরে যাওয়ার পর বলরাম একদিন ব্রজে গেলেন নন্দাদিকে দেখার জন্য। তিনি তথায় তিনমাস অবস্থান করেছিলেন। (শ্রীভা. ১০।৬৫।১) তৎপর দত্তবক্রবংশের পর কৃষ্ণ রথে চড়ে যমুনা পার হয়ে ব্রজে আগমন করলেন ও প্রকটলীলায় দুমাস বিহারান্তে অপ্রকট ধামে নিত্য লীলায় প্রবেশ করলেন।

পদ্মপুরাণ অনুসারে দত্তবক্র বন্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পার হয়ে নন্দ ব্রজে এলেন। বন্ধগোপদের নানা প্রকার উপঢৌকন দিলেন। তৎপর পবিত্র তরুণগে পরিবৃত্ত যমুনা পুলিনে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করতে লাগলেন নিরন্তর,—এইরূপে বিহার করতে করতে দুমাস বৃন্দাবনে প্রকটলীলা করলেন। তৎপর শ্রীরাধাদি গোপী ও অন্যান্য ব্রজাসী সহ অপ্রকট নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন ॥ জী. ৬৯ ॥

৬৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : ব্রজোবসং ভক্ত্যুদ্বেগং মথুরোকোভঃ সকাশাদিত্যর্থস্তেন ভোঃ প্রভো, কৃষ্ণ, হং ভক্তিবশগো ভক্তিপ্রাপ্যো ভক্তিদৃশ্য ইতি সর্বশাস্ত্রার্থস্তেবাং চ ময়া ব্ৰহ্মীযসর্বভক্তেভ্যোহপি সকাশাৎ তত্ত্বাদ্বেক এব দৃষ্টো যতঃ “শ্বেতীকৃতাম্বিলজনাং বিরহেণ তবাপুনা। গোবুলং কৃষ্ণ দেবর্ষেঃ শ্বেত-দ্বীপভ্রমং দধে”। তৎপি তুর্নন্দস্ত তু মহানুরাগভ্রমিরিয়ং জয়ৈব বোদ্ধুং শক্যা। যদুজং “মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যা”রিতি পত্নদ্বয়ম্। তন্মাতা তু গঙ্গাদরুদ্রবর্গীনৈব বিমপি বক্তুং শশাবেতি শ্রদ্ধা কৃষ্ণা বিগতিতৈর্হো-মধ্যসভমপ্যুচৈ রুরোদ। তৎপ্রায়সীনাং প্রেমবাড়বানলস্ত রজন্যাং কুত্রচিদ্রহস্তোবোদঘাট্য দর্শিতন্তৎপ্রায়সী-শিরোমণেস্ত দিব্যোন্মাদচিত্তব্রজঙ্গাদিদিগ্নাত্রমেবাক্তং যদবধার্য কৃষ্ণস্তাং রাত্রিং সর্বাং জজ্ঞালৈবেতি ॥ বি. ৬৯ ॥

৬৯। শ্রীবিষ্ণুস্বামী টীকাবুবাদ : ব্রজলোকসং ভক্ত্যুদ্ভেকঃ—[ভক্তি + উদ্ভেকঃ]
 মথুরাবাসিগণের থেকে ব্রজবাসিগণের অধিক ভক্তি-উদ্ভেক। হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভক্তিবশ, ভক্তিলব্ধ
 ও ভক্তিদৃষ্ট, ইহাই সর্বশাস্ত্রার্থ। আর ঐ ব্রজবাসিদের মধ্যে আমি হৃদীয় সর্বভক্তের থেকেও অধিক
 ভক্তির উদ্ভেক দেখেছি, যেহেতু ‘অধুনা তোমার বিরহ-তীব্রতা গোকুলের সর্বজনকে এমন শ্বেতবর্ণ করে
 দিয়েছে যে দেবর্ষী নারদের গোকুলকে শ্বেতদ্বীপ বলে ভ্রম হল।’ তোমার পিতা নন্দমহারাজের তোমাতে
 এই মহানুরাগবশতঃ যে ভ্রম জন্মেছে, তা “মনসোবৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ” অর্থাৎ ‘আমাদের মনের বৃত্তিসমূহ কৃষ্ণ-
 পাদাম্বুজ আশ্রয়ী হোক।’—এই কথায়ই তুমি বুঝতে পারছ। তোমার মা যশোরাণী গদগদরুদ্ধকণ্ঠী
 হওয়াতে কিছু বলতেই পারেন নি।—ইহা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ধৈর্যহারা হয়ে সভার মধ্যেই উচ্চস্বরে রোদন
 করতে লাগলেন। রাত্রিকালে কোনও নির্জন স্থানে শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর প্রেয়সীদের প্রেম-
 বাড়বানল উদ্ঘাটিত করে দেখালেন। প্রেয়সীনিরোমণি রাধারাণীর দৈবোন্মাদ-চিত্রজন্মাদি তো দিক্‌মাত্র
 প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন, যা অবধারণ করে কৃষ্ণ সমস্ত রাত্রি জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন ॥ বিং ৬৯ ॥

ইতি সারীর্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

সপ্তচত্বারিংশকোইয়ং দশমেইজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুং কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু

দীনমণিকৃত দশমে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

